কালীতন্ত্রম্।

ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবপ্রোক্তম্।

যশোহর-মল্লীকপুর-নিবাসী

বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

" যদগৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মী স্থিরায়তে।
সর্ব্বে বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে চান্তে দেবীপুরং ব্রজেৎ ॥"

শিববাক্য।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta.

Printed & Published by S. C. Sen, at the
GREAT TOWN PRESS.
No 163, Musjeedbari Street.
1892.

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রই প্রত্যক্ষফলপ্রদ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গলাভের একমাত্র সোপান। বস্তুতঃ এই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রসাদেই পূর্ব্বতন ঋষিরা জগতীতলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্ত্রে যে সকল প্রক্রিয়া, সে সমস্ত আচারপদ্ধতি ও যেরূপ নিয়মাবলী বর্ণিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে আশু যে সিদ্ধমনোরথ হওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যাবতীয় তন্ত্রই ভগবান্ দেবাদিদেব মহেশ্বর রচনা করিয়াছেন। তিনি জগতের হিতার্থ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমাত্র [illegible] জীবগণের মোক্ষসাধনের ও সিদ্ধিলাভের অন্য উপায় [illegible] কলিযুগে তন্ত্রই জীবকুলের মুক্তির একমাত্র সোপান।

যবনাধিকারের সময় হইতেই তন্ত্রশাস্ত্র আমাদিগের [illegible] হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। যাহাও পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। দুরাচার যবনেরা আমাদিগের এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ ধ্বংস করিয়া যে কিরূপ মহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে যুগপৎ দুঃখ ও রোষের সঞ্চার হইয়া উঠে। যতগুলি তন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কালীতন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান সন্দেহ নাই। ইহাতে যোগসাধন, মুক্তির উপায়, দীর্ঘজীবনলাভের উপায়, প্রাণায়াম, ধৌতি প্রভৃতি যোগক্রিয়া, কালিকাবিদ্যা, কালীস্তোত্র, দেবতাগণের মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি নানাবিধ আবশ্যকীয় বিষয় বর্ণিত আছে। ভগবান্ শূলপাণি পার্ব্বতীর নিকট এই সকল কীর্ত্তন করেন। আমাদিগের দেশে যে সকল প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই তন্ত্রের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই তন্ত্র দ্বিবিধ দেখিতে পাওয়া যায়, একখানির নাম কালিকাতন্ত্র, দ্বিতীয়ের কালীতন্ত্র। কালিকাতন্ত্রের সহিত কালীতন্ত্রের প্রায় ঐক্য নাই, উহা পরস্পর অনেক বিভিন্ন। অধিকন্তু এই তন্ত্রদ্বয়ের পরিশিষ্ট আমাদিগের দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পুস্তকের মধ্যে পরিশিষ্টের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু সে পুস্তক কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা উক্ত দুই খানি গ্রন্থের মধ্যে কালীতন্ত্র নামক পুস্তকখানিই শ্রেষ্ঠতর বিবেচনায় বহুব্যয়ে তাহা আনয়নপূর্ব্বক অনুবাদিত করিলাম। এক্ষণে সাধারণে সাদরে গৃহীত হইলেই কৃতার্থম্মন্য হইব কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নস্য।

সূচিপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

কালীতন্ত্রম্।

প্রথমোল্লাসঃ।

যোগস্বরূপবর্ণনং।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগৎপতিং।
পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা পার্ব্বতী পরমেশ্বরং॥

একদা দেবদেব জগৎপতি মহেশ্বর কৈলাসশিখরে রত্নসিংহাসনে সুখে সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে পার্ব্বতী পরম প্রীতি সহকারে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীপার্ব্বতী উবাচ।

সূচিতা ভবতা পূর্ব্বং কালীতন্ত্রকথা শুভা।
অধুনা ব্রূহি দেবেশ ত্বদধীনাস্মি সর্ব্বথা॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি পূর্ব্বে যে পরম কল্যাণময়ী কালীতন্ত্র-কথার সূচনা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন; আমি সর্ব্বথা আপনারই একান্ত অধীনা।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কালীতন্ত্রমনুত্তমম্।
যোগতত্ত্বং যত্র পূর্ব্বং সদ্যোমুক্তিকরং পরং ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি। আমি তোমার নিকট সর্ব্বতন্ত্রোত্তম কালীতন্ত্র কীর্ত্তন করিব শ্রবণ কর। এই তন্ত্রের সর্ব্বপ্রথমেই যোগতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগতত্ত্ব দ্বারা সদ্য মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

শ্রীদেব্যুবাচ।

যোগস্য লক্ষণং দেব ব্রূহি মে তত্ত্বতঃ প্রভো।
কথং সিদ্ধির্ভবেল্লোকে যোগজা শাশ্বতী ধ্রুবং ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেব। হে প্রভো। যোগের লক্ষণ আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন্। কি প্রকারে লোকে যোগজনিতা শাশ্বতী সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যোগো ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যং সাধুভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
প্রোক্তং যস্য প্রভাবেণ সদ্যোমুক্তিং লভেজ্জনঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! তত্ত্বদর্শী সাধুশীল মহাত্মারা ব্রহ্মে আত্মার মিলনকেই যোগ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই যোগ-প্রভাবে নরগণ সদ্য মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

শ্রীদেব্যুবাচ।

চঞ্চলা দুর্ব্বলা ক্ষীণাস্তথৈব মন্দবুদ্ধয়ঃ।
কথং লোকা ভবিষ্যন্তি যোগসিদ্ধা মহেশ্বর॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! মানবগণ চপল, বলহীন, ক্ষীণ ও মন্দবুদ্ধি; অতএব কি প্রকারে যোগসিদ্ধি লাভ করিবে?

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যোগশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মানুষো দৈবিকোপি চ।
শক্তিযোগস্তত্র খলু মানুষো যোগ উচ্যতে॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! যোগ দ্বিবিধ;—মানুষ ও দৈবিক। তন্মধ্যে শক্তিযোগই মানুষযো বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শক্তির্মুক্তিকরী সদ্যঃ কলৌ চাপি বিশেষতঃ।
ন চান্যো যোগ উদ্দিষ্টঃ ক্ষীণানাং স্বল্পমেধসাং।
শক্তির্যস্য মহেশানি নাস্তি কিং মানুষো মতঃ॥

শক্তিদ্বারা সদ্য মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিকালে একমাত্র শক্তিই, মুক্তিকরী বলিয়া অভিহিত। ক্ষীণ ও স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের মধ্যে এই শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার যোগই সমুদ্দিষ্ট হয় নাই। হে মহেশানি! যাহার শক্তি নাই, সে কি মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

শ্রীদেব্যুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।
শক্তিঃ কিং কথ্যতে লোকে ব্রূহি মে নাথ তত্ত্বতঃ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! আপনিই সংসারসাগর হইতে মানবগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, হে নাথ ! শক্তি কাহাকে কহে, তাহা আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তৎকার্য্যকরণং দেবি শক্তিরুক্তা চ শাশ্বতী ।
লোকমাত্রস্য সা সাধ্যা সদ্যোমুক্তিকরী শুভা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! ঈশ্বরের কার্য্য সাধনই শক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। এই শক্তি নিত্যা, পরম মঙ্গলকারিণী ও সদ্য মুক্তিকরী সন্দেহ নাই। যাবতীয় লোকেই ইহা সাধন করিতে পারে।

যজনং যাজনং ধ্যানং ভক্তিঃ প্রেমসমাহিতা ।
ইতি তে কথিতং দেবি শক্তিযোগশ্চ মুক্তিদঃ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে যোগস্বরূপকথনং
নাম প্রথমোল্লাসঃ ॥ ১ ॥

যজন, যাজন, ধ্যান, ভক্তি ও প্রেম এই পাঁচটীকেই শক্তির স্বরূপ বলিয়া জানিবে। হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট মুক্তির কারণ স্বরূপ শক্তিযোগ বর্ণন করিলাম। ১২।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে যোগস্বরূপবর্ণন নামক প্রথম উল্লাস সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োল্লাসঃ

যোগসাধনং।

পার্ব্বতী উবাচ।

দেবদেব মহাদেব যোগীনাং পরমেশ্বর।
যোগস্য সাধনং ব্রূহি কৃপা চেন্ময়ি হে প্রভো॥

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! আপনি যোগীগণের ঈশ্বর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হে প্রভো! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে যোগসাধনের বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অশান্তং মানসং লোকে শান্তং স্যাৎ যোগচর্য্যয়া।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যোগঃ সাধ্যো মহেশ্বরি॥

মহাদেব কহিলেন, হে মহেশ্বরি! লোকে মানবগণের চিত্ত স্বভাবতই অশান্ত ও চঞ্চল। একমাত্র যোগচর্য্যাবলেই সেই মন শান্তিলাভ করিয়া থাকে; অতএব সর্ব্বাগ্রে যোগসাধন করাই কর্ত্তব্য।

নাড়ীনাঞ্চ সহস্রেষু প্রাণো বায়ুরুদাহৃতঃ।
সঞ্চরন পঞ্চধা তত্র হ্যপানাদিবিভেদতঃ॥

হে দেবি! যে বায়ু দেহাভ্যন্তরস্থ সহস্র নাড়ীতে সঞ্চরিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণবায়ু বলিয়া অভিহিত। এই প্রাণবায়ু ক্রিয়াভেদে অপানাদি পঞ্চ ভাগে সংবিভক্ত হইয়াছে।

তস্য স্পন্দসমুদ্ভূতো সম্বিদ্ যা কল্পনোন্মুখী।
তদেব চিত্তমিত্যাহুর্ভবিষ্যতত্ত্বদর্শিনঃ॥

উল্লিখিত বায়ু স্পন্দিত হইলে অন্তরে যে কল্পনোন্মুখী সম্বিৎ সঞ্জাত হয়, ভবিষ্যতত্ত্বদর্শী মহাত্মারা তাহাকেই চিত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

তস্মাৎ রোধেন স্পন্দস্য চিত্তশান্তির্বিধীয়তে।
ইয়ং হি শান্তিঃ পরমা জগতাং লয়সাধিনী॥

এই হেতুই যদি প্রাণবায়ুর স্পন্দন রোধ করা যায়, তাহা হইলেই চিত্তের শান্তি বিধান হইয়া থাকে এবং চিত্তের শান্তি সম্পাদন হইলেই জগতের লয় হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীদেব্যুবাচ।

অবিরামগতিঃ প্রাণঃ কথং রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
তদ্ব্রূহি মে জগন্নাথ শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে জগৎপতে! প্রাণ নিরন্তর শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চরিত হইতেছে; কি রূপে তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শাস্ত্রং সাধু মহাযোগো বৈরাগ্যঞ্চ তথৈব হি।
ইতি যোগাৎ যদা চ্ছেদো লোকে ধ্যাননিরতং মনঃ।
তস্য ধ্যানস্য গাঢ়ত্বাৎ প্রাণরোধো ভবিষ্যতি॥
ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে যোগসাধনং
নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ॥ ২॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! যখন শাস্ত্র, সাধুসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ যোগদ্বারা সংসারস্পৃহা বিদূরিত হয়, তখন মন কেবলমাত্র ব্রহ্মধ্যানেই নিরত হইয়া থাকে। সেই ধ্যানযোগের গাঢ়তর অভ্যাস হইলেই প্রাণ-রোধ হয়, তখন আর প্রাণকে স্পন্দিত হইতে দেখা যায় না। *

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে যোগসাধন নামক দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত।

* পূরক, রেচক ও কুম্ভক এই যোগত্রয় সহায়ে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই গাঢ়তর ধ্যানযোগ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই ধ্যানযোগ-বলেই প্রাণ নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হয়। প্রণবোচ্চারণ-সমুত্থিত শব্দের তত্ত্বাবধারণ দ্বারা সম্বিৎ প্রসুপ্ত হইয়া থাকে; তাহা হইলেও প্রাণরোধ হইয়া যায়। রেচক অভ্যাস দ্বারা আকাশে সবিস্তার অবস্থান নিবন্ধন প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। পূরক অভ্যাস প্রসাদে সঞ্চাররোধ হওয়া নিবন্ধন প্রাণ স্পন্দিত হইতে সমর্থ হয় না। কুম্ভক অভ্যস্ত হইলে স্তম্ভিত-ভাবে অবস্থান করিতে হয়; সুতরাং তদবস্থায় প্রাণ কিরূপে স্পন্দিত হইবে? যদি জিহ্বাদ্বারা ক্ষুদ্রজিহ্বাকে আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধগতি নিবন্ধন প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে হৃদয়াকাশে সম্বিদের তিরোধান হেতু প্রাণ স্পন্দহীন হয়। নাসিকাগ্রের বহির্ভাগস্থ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত বিমল আকাশই প্রাণবায়ুর সঞ্চরণস্থল। যদি নেত্ররোধ করিয়া সেই আকাশকে আর মনকে নিরোধ করত

তৃতীয়োল্লাসঃ।

মুক্ত্যুপায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অসঙ্গো মনসঃ শান্তিঃ সা চৈব মোক্ষসাধনং।
গুরূপদেশঃ শাস্ত্রার্থো মন্ত্রাদিসাধনং তথা।
সর্ব্বং স্যাৎ বিফলং চৈব অশান্তে মনসি ধ্রুবং॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! বিষয় বিসর্জ্জনই সাক্ষাৎ মনের শান্তি এবং সেই শান্তিই মোক্ষসুখের একমাত্র সাধন সন্দেহ নাই। যদি মন প্রশান্ত না হয়, তাহা হইলে কি গুরূপদেশ, কি শাস্ত্রার্থ, কি মন্ত্রাদি সাধন, সকলই বিফল হইয়া থাকে।

সম্বিদ্‌কে নিরুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। যদি অভ্যাসবলে প্রাণকে তালুদেশ হইতে দ্বাদশাঙ্গুল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন পূর্ব্বক সম্বিদ্ রোধ করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। ভ্রূমধ্যে নেত্রতারকা বদ্ধ করত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রোধ করিলে আর জিহ্বা ও প্রাণবায়ুকে তালুবিবরমার্গে কপালকুহরে আনিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত করিলে প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। ভগবানের কৃপায় অথবা গুরুদেবের প্রসাদে অকস্মাৎ কাকতালীয়যোগে আত্মজ্ঞান আবির্ভূত ও গাঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত তৎসহ বিকল্পকল্পনা অন্তর্হিত হইলে আর প্রাণ স্পন্দিত হইতে পারে না। সংসারকে মিথ্যা, শূন্য ও কল্পিত জ্ঞানে বাসনাশূন্য হইলেও প্রাণ নিস্পন্দ হয়। হৃদয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকল পদার্থের দর্পণস্বরূপ। যদি সেই হৃদয়কে বাসনারহিত করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ আর কিরূপে স্পন্দিত হইবে? এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপায়েও প্রাণকে নিস্পন্দ করা যায়। মধ্যবিধ জ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে উপরোক্ত যোগাভ্যাস করাই কর্ত্তব্য। যোগ ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, নচেৎ প্রাণপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভব।

শস্ত্রেণ ত্যাগরূপেণ মনশ্ছিন্নং যদা ভবেৎ।
শান্তং সর্ব্বগতং ব্রহ্মপদং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণং॥

যখন বাসনাত্যাগরূপ সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা মন ছিন্ন হইয়া যায়, তৎকালেই শান্তস্বরূপ সর্ব্বগত ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে।

আত্মজ্ঞানাদনর্থস্য জীবন্মুক্তিশ্চ বর্জ্জনাৎ।
ক্লেশো নো লৌকিকো দেবি জায়তে কুত্রচিৎ প্রিয়ে॥

হে দেবি! আত্মজ্ঞানদ্বারা অনর্থ পরিত্যক্ত হইলে জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং তৎকালে আর এই শরীরে কোন প্রকার ক্লেশ অনুভূত হয় না।

বৈরাগ্যমেবমিত্যাহুঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদং ধ্রুবং।
চিন্মাত্রং চিন্তয়েদাদৌ ততোর্থবুদ্ধিমাশ্রয়েৎ॥

দৈবের অপেক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চিত্তকে বৈরাগ্যে আনয়ন করিবে। এই বৈরাগ্যরূপ অচিত্ততাই সাক্ষৎ ব্রহ্মস্বরূপ পরমপদ বলিয়া অভিহিত। সর্ব্বাগ্রে চিন্মাত্র ভাবনা করিতে হয়, তদনন্তর পরমার্থ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অবশেষে শান্তহৃদয়ে পরমাত্মাকে আশ্রয় পূর্ব্বক পৌরুষ সহকারে চিত্তকে অচিত্ততায় যোজনা করিতে হয়। এইপ্রকার অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং সর্ব্বং দেবদেব জগৎপ্রভো।
মোক্ষোপায়ং জগন্নাথ বিস্তারং ব্রূহি তত্ত্বতঃ

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগৎপ্রভো! হে জগন্নাথ! আপনার মুখে মুক্তির উপায় সকলই শ্রবণ করিলাম সত্য, কিন্তু উহা সম্যক্ বোধগম্য হইল না; অতএব বিস্তার পূর্ব্বক পরিষ্কৃত ও যথাযথ-রূপে উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ:

বিজিতে মনসি চৈব পৌরুষৈস্তু মহেশ্বরি।
তৃণবৎ স মহাযোগী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! পৌরুষ দ্বারা অনায়াসে মনকে পরাজিত করিতে পারা যায়। ঐ প্রকারে মন পরাজিত হইলে সেই ব্যক্তি অবলীলাক্রমে তৃণের ন্যায় ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হয়।

যো জানাতি মহামূঢ়ঃ সাধ্যাতীতং কুমন্দধীঃ।
স কিং পুরুষো লোকেঽস্মিন্ ঘৃণার্হো যোগিভির্জ্জনৈঃ॥

হে দেবি! পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রিভুবন জয় করা নিতান্ত অসাধ্য নহে, উহা অনায়াসে সাধন করিতে পারা যায়। সে মূর্খ উহা অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার তুল্য মন্দবুদ্ধি আর কে আছে? সে কি পুরুষ-মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে? যোগীগণ তাহাকে নিঃসন্দেহ ঘৃণা করেন।

জীবিতোঽহং মৃতো বাপি মনোবৃত্তিঃ কুকল্পনা।
কুতো জন্ম কুতো মৃত্যুরাত্মনো বদ সুন্দরি॥

হে সুন্দরি! "আমি জীবিত, আমি মৃত" প্রভৃতি কুকল্পনা মনের বৃত্তিমাত্র জানিও, উহা আর কিছুই নহে। কেননা, আত্মার জন্ম কোথায়, মৃত্যুই বা কোথায়? অর্থাৎ আত্মা জন্ম-মৃত্যু-পরিশূন্য, উহা নিত্য। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যুভয় কিরূপে হইতে পারে এবং যাহার মৃত্যু নাই, তাহার আবার জন্মগ্রহণেরই বা সম্ভব কি?

বন্ধুবিয়োগজং দুঃখং মিথ্যৈব বিদ্ধি পার্ব্বতি।
চৈতন্যবিকৃতের্মাত্রং চিত্তং তচ্চ ন সংশয়ঃ ॥

হে পার্ব্বতি! আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবাদির বিয়োগ হইলে দুঃখ সঞ্চার হয় সত্য, কিন্তু উহা মিথ্যা জানিও; ঐ দুঃখ চৈতন্যের বিকার-রূপ চিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সৎস্বরূপে সর্ব্বরূপে মায়ামালিন্যবর্জ্জিতে।
মনঃ স্থৈর্য্যং যদা যাতি তস্মিংশ্চ পরমে পদে।
তদৈব মোক্ষমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

হে পার্ব্বতি! যখন সৎস্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ, মায়ামালিন্যবিবর্জ্জিত, পরম পদে মনের বিশ্রাম হয়, তৎকালেই জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই; অর্থাৎ মনকে সেই মায়াদি-পরিশূন্য পরম পদে একান্ত অভি-নিবিষ্ট করিতে না পারিলে কোনরূপে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

বিশ্রান্তিঃ পরমো জ্ঞেয়ো মনসঃ শান্তি এব চ।
ব্রহ্মচিন্তনজৈস্তচ্চ পৌরুষৈঃ সংহরেদ্ ধ্রুবং ॥

হে দেবি! একমাত্র মনের শান্তিই পরম বিশ্রান্তি বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ব্রহ্মচিন্তন-সমুত্থিত পৌরুষ দ্বারা মনকে সংহার করিবে।

মৃতে মনসি হে দেবি ন মৃত্যুং ভজতে নরঃ।
নির্ব্বাণ-পরমাং শান্তিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে দেবি! ঐ প্রকারে মনের মৃত্যু ঘটিলে আর জীবকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না অর্থাৎ মনকে ঐরূপে পরমপদে অভিনিবিষ্ট

করিতে পারিলে ভববন্ধনভয় বিদূরিত হইয়া যায় এবং তৎকালেই জীব নির্ব্বাণরূপিণী পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

মৃতে মনসি হে দেবি তদ্গতানি দুঃখানি চ।
ন বধ্নাতি ন বধ্নাতি ইতি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

হে পার্ব্বতি! এই প্রকারে মনের বিনাশ হইলে মনোগত দুঃখসমূহ কদাচ বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না।

অহং মমেতি মনসঃ কল্পনা দেহ উচ্যতে।
বিস্তৃতিনাস্য দেহস্য বিশ্বানাম্বিস্তৃতির্ধ্রুবং ॥

হে পার্ব্বতি! "এই আমি" "এই আমার" ইত্যাদিরূপ ভ্রমকল্পনাই মনের দেহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই দেহবিস্তারেই বিশ্বসংসারের বিস্তার।

পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পুত্রঃ কলত্র এব চ।
বান্ধবাঃ সুহৃদশ্চৈব আপাতমধুরা ধ্রুবং।
বিশ্বাসে চৈষু কৃতে তু যোগহানিঃ সুনিশ্চিতং ॥

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি বিষয় সকল আপাততঃ মনোরম ; ঐ সকলে বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। উহাতে বিশ্বাস করিলে যোগসাধনের সুমহৎ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

সংকল্পত্যাগরূপেণ শস্ত্রেণ বিষয়ং মনঃ।
ছিনত্তি যো জনো বুদ্ধ্যা মনস্তস্য মৃতং ধ্রুবং ॥

সঙ্কল্পত্যাগরূপ অস্ত্রদ্বারা যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে বিষয়রূপ মনকে ছেদন করে, তাহারই মনের মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ বাসনা বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই মনের মৃত্যু হইয়া থাকে।

মৃতে মনসি হে দেবি পরং ব্রহ্মপদং লভেৎ।
মনসঃ কল্পনা চৈব মহাবিপৎপ্রদায়িনী॥

হে পার্ব্বতি! মনের মৃত্যু হইলেই পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারা যায়; কেননা, মনের মৃত্যুতেই ব্রহ্মপদ অধিষ্ঠিত সন্দেহ নাই। মনের বাসনাই মহামহৎ বিপদের মূলীভূত কারণ বলিয়া অভিহিত।

মনসি বিজিতে চৈব কিমসাধ্যং ধরাতলে।
ন তস্য পাতনং কুত্র সত্যং সত্যং মহেশ্বরি॥

মন পরাজিত হইলে ধরাতলে সেই ব্যক্তি কোন্ কার্য্য সাধন করিতে অসমর্থ হয়? বস্তুতঃ তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। হে মহেশ্বরি! মন বিজিত হইলে আর কিছুতেই তাহার পতন নাই।

উদিতে দ্বাদশাদিত্যে মহাপ্রলয়দর্শনে।
ন তস্য কুত্রচিদ্ভীতির্ন তস্য ক্ষতিরেব তু।
সংকল্পে বর্জ্জিতে জীবো লভতে পরং পদমং॥

তৎকালে দ্বাদশ আদিত্য যুগপৎ সমুদিত হউক্ আর মহাপ্রলয় উপস্থিত হউক, কিছুতেই সে ব্যক্তির ভয় সঞ্চার বা কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। বস্তুতঃ সংকল্প অর্থাৎ বাসনা বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই জীবের পরম পদ লাভ হইয়া থাকে।

নিদাঘে চণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপেন পরিতাপিতাঃ।
সন্তাপে বিগতে জীবা লভন্তে পরমং সুখং॥
তথা সংসারসন্তপ্তা জীবা পরমনির্ব্বৃতিং।
নিহতে মনসি চৈব জানীহি মনোমোহিনি॥

হে মনোমোহিনি। যেরূপ গ্রীষ্মকালে প্রখর মার্ত্তণ্ডকিরণে অভি-সন্তপ্ত জীবগণ সেই কিরণের অপগমে অর্থাৎ সূর্য্য অস্তগত হইলে অতুল আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ মনের বিনাশ হইলে সংসারসন্তপ্ত জীব পরম শান্তিরূপ আনন্দভোগ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ইত্যেবং বাসনাং ত্যক্ত্বা চিত্তং জিত্বা মহেশ্বরি।
পরং পদং লভেজ্জীবো মায়ামালিন্যবর্জ্জিতং॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে মোক্ষোপায়-
কীর্ত্তনং নাম তৃতীয়োল্লাসঃ॥ ৩॥

হে মহেশ্বরি! এই প্রকারে বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোজয় করিতে পারিলেই জীব মায়ামালিন্যাদি-পরিশূন্য পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে মোক্ষোপায় কীর্ত্তন নামক তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত।

চতুর্থোল্লাসঃ।

মায়াবর্ণনং।

পার্ব্বতী উবাচ।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং দেব পীযূষসদৃশং বচঃ।
মায়া কিং কথ্যতাং দেব লক্ষণেন স্বরূপতঃ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো! আপনার মুখে অমৃততুল্য শ্রুতিমধুর বাক্য শ্রবণ করিলাম, মায়া কাহাকে কহে, মায়ার স্বরূপ ও লক্ষণই বা কি, এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কালে ত্বয়া কৃতঃ প্রশ্নঃ সর্ব্বথা সঙ্গতঃ প্রিয়ে।
অস্তি নাস্তীতি সা মায়া ইদমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রিয়ে! তুমি উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহা আছে, আবার নাই, তাহাকে মায়া কহে। মনীষিগণ মায়ার স্বরূপ এই প্রকারই নিরূপণ করিয়াছেন।

স্ত্রৈণং পৌত্রং বান্ধবঞ্চ পৈত্রমাত্মীয়কং তথা।
আসক্তিবর্জ্জনঞ্চৈব হরণং সঞ্চয়ক্ষয়ৌ॥

হে দেবি! লোকে এই মায়াবশেই বিমুগ্ধ হইয়া রমণীতে আসক্ত হয়, পুত্রের প্রতি স্নেহবান্ হয়, বন্ধুবান্ধবে প্রীতিযুক্ত হয়, জনক জননীতে ভক্তিমান্ হয়, স্বীয় আত্মাতে মমতাশীল হয় এবং অপরাপর বিষয়ে সমাসক্ত হইয়া থাকে। এই মায়াপ্রভাবেই কেহ কেহ অর্থ উপার্জ্জন করে, কেহ বা তাহা হরণ করিয়া লেয়, কেহ সঞ্চয় করে এবং কেহ বা তাহা ক্ষয় করিয়া ফেলে।

দানং ভিক্ষা সর্ব্বমেব মায়ায়াঃ প্রসবঃ প্রিয়ে।
মায়া মোহস্য জননী মোহাচ্চ তমসো ভবঃ।
যস্মাদুপদ্রবং প্রাহুর্বিপদাদি সমুদ্ভবম্॥

এই মায়াবলেই কেহ দান করে এবং কেহ বা তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই মায়া হইতেই মোহ উৎপন্ন হয় এবং সেই মোহ হইতে অজ্ঞান জন্মিয়া থাকে আবার সেই অজ্ঞান হইতে নানারূপ উপদ্রব এবং সেই উপদ্রব হইতে মৃত্যু প্রভৃতি অনিবার্য্য বিপদাদির উৎপত্তি হয়।

লোভাদয়ো মহাদোষা মায়াঙ্গাঙ্গমুদীর্য্যতে।
অবিদ্যারূপমিত্যাহুর্মায়ায়াঃ শৃণু শঙ্করি॥

হে শঙ্করি। লোভাদি সমস্ত দোষই মায়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।* অবিদ্যাই এই মায়ার স্বরূপ জানিও।

লোকোস্মাদ্ ঘূর্ণিতো নিত্যং চক্রাক্রান্তিসমং প্রিয়ে।
তেনৈব চঞ্চলা বুদ্ধির্জীবানাং দেহধারিণাং ॥

মায়া জগৎসংসারকে কুলালচক্রে পতিতের ন্যায় নিরন্তর ঘূর্ণায়মান করিতেছে। এই কারণেই দেহধারী জীবগণের বুদ্ধি নিরন্তর চঞ্চল। এই জন্যই জীবগণ বুদ্ধিকে স্থির করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না।

অমরোহং ন বা ত্বঞ্চ সর্ব্বে বিধ্বংসিনস্তথা।
জন্মনা জায়তে মৃত্যুর্জীবনং ক্ষণভঙ্গুরং।
জানাতি বালকো বৃদ্ধো যুবা যুবতী এব তু।
তথাপি মোহিতাঃ সর্ব্বে মায়য়া মুগ্ধচেতসঃ।
নাচরন্ত্যনুরূপং হি মায়ৈব সর্ব্বকারণং ॥

আমি অমর নহি, তুমিও অমর নহ, সকলেই বিনশ্বর অর্থাৎ কালে আমিও মরিব, তোমাকেও মরিতে হইবে, অধিক কি, জগতের সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর; মৃত্যু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর, ইহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছে। কি বালক, কি যুবা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধ কাহারও ইহা অবিদিত নাই, তথাপি জীবগণ মায়াবশে বিমুগ্ধ হইয়া উহার অনুরূপ কার্য্য করে না, সর্ব্বদাই বিপরীত আচরণে নিযুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং মায়াই যে ঐ সকলের একমাত্র কারণ, তাহাতে সন্দেহ কি ?

---

* লোভাদি অর্থাৎ লোভ, তৃষ্ণা, বাসনা, অহম্পূর্ণতা, অহম্পর্য্যাপ্ততা, অহম্মন্যতা, আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, আত্মাদর, আত্মশ্লাঘা, অভিমান, অতিমান, মমতা, অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, আশা, পিপাসা প্রভৃতি।

মায়য়া মোহিতা জীবা বুদ্ধাপি নৈব বুধ্যতি।
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্না মায়য়া চঞ্চলং মনঃ॥

হে দেবি! মায়াবশেই জীবের মন সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহাতে আবার তাহা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন; সুতরাং মায়াবশে বিমুগ্ধ হইয়া বুঝিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না।

পশ্য চৌর্য্যাপরাধেন দণ্ডিতা তস্করা ধ্রুবং।
পুনঃ করোতি তৎকর্ম্ম চৈতন্যং কুত্র বিদ্যতে॥

হে মহেশ্বরি। দেখ, তস্করেরা চৌর্য্যাপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াও পুনরায় সেই কুকর্ম্মে লিপ্ত হইতেছে; তাহাদিগের চৈতন্য কোথায়?

মায়ৈব কারণং তত্র সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।
সর্ব্বং মিথ্যৈব দেবেশি জগদিদং চরাচরং॥

হে মহেশ্বরি! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, মায়াই ঐ সকলের একমাত্র কারণ। অধিক কি, এই সচরাচর জগৎ সমস্তই মিথ্যা সন্দেহ নাই।

বিয়োগে পুত্রশোকার্ত্তা জননী হতভাগিনী।
রোদিতি বিহ্বলা নারী উরো হত্বা মুহুর্মুহুঃ।
নৈব জানাতি দেবেশি সৈব কালে মরিষ্যতি।
কঃ পুত্রঃ কা সুতা চৈব কঃ পিতা জননী তথা।
সর্ব্বং মিথ্যৈব দেবেশি মায়া চৈব দুরত্যয়া॥

হে মহেশ্বরি! দেখ, পুত্রবিয়োগ হইলে তাহার হতভাগিনী জননী শোকে অধীরা হইয়া মুহুর্মুহুঃ বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন

করিয়া থাকে; কিন্তু সেই হতভাগিনী ইহা বুঝিতে পারে না যে, কালে তাহাকেও ঐরূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। সে কাহার জন্য শোক প্রকাশ করে? কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্যা, কে কাহার পিতা এবং কেই বা কাহার জননী? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কেহই কাহারও নহে, কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই, সকলই মিথ্যা; সুতরাং হে দেবেশি! মায়া যে দুরত্যয়া, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

সর্ব্বং ব্যাপ্তং রাক্ষসীব গ্রসতে নিত্যমেব তু।
ভেদাৎ যস্যাঃ পরপ্রাপ্তিরভেদাৎ পঙ্কসন্নিভা॥

এই মায়া আকাশাদি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রাক্ষসীর ন্যায় গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। ইহার ভেদ হইলেই পরম পদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাকে ভেদ করিতে সমর্থ না হইলে সেই ব্যক্তিকে দুরতিক্রমণীয় পঙ্কে পতিত হস্তীর ন্যায় অবসন্ন হইতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এইরূপে জগতে কত লোক যে অবসন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

চলিতুমক্ষমো পশ্য জরয়া বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সযষ্টির্ভিক্ষুকো বৃদ্ধো দ্বারি দ্বারি চ ভ্রমতি॥

হে দেবি! দেখ, চলিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই, জরাবশে ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি বৃদ্ধ ব্যক্তি যষ্টিহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইছে; সুতরাং মায়াই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

কিং বহুনা হে দেবেশি শাকৈর্যচ্চ প্রপূর্য্যতে।
তস্য দাগ্ধোদরস্যার্থে পাপং চরতি মানবঃ॥
ধনবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব গুণবান্ জ্ঞানবান্ তথা।
সর্ব্বেপি সম্ভাবস্থা মায়ৈর কারণং ধ্রুবং॥

হে দেবি! অধিক কি বলিব, স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ, সামান্য শাক-মুষ্টি দ্বারাও যাহা পূরিত হইতে পারে, সেই দগ্ধ উদরের জন্য জীব কত শত পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে। কি ধনবান্, কি কীর্ত্তিমান, কি গুণবান্, কি জ্ঞানবান্, সকলেই ঐরূপ আচরণে নিরত; সুতরাং মায়াই যে ইহার এক-মাত্র কারণ, তাহার আর বিচিত্র কি?

এষা দুরত্যয়া মায়া বুদ্ধিং হরতি মৃত্যুবৎ।
আচ্ছাদয়তি বিজ্ঞানং দেহিনাং বিকারো যথা॥
মহাব্যাধিসমা মায়া চৈতন্যাদিবিনাশিনী।
দৈবগ্রহসমা চৈষা বিবেকহারিণী ধ্রুবং॥
সদসদ্‌বিচারঘ্নী তু ভূতাদিগ্রহাবেশবৎ।
তেনৈব মোহিতা লোকা বিবেকবর্জ্জিতা ভবে।
অমৃতবিষয়োর্ভেদান্ ন বুদ্ধ্যন্তি কদাচন॥

এই দুরত্যয়া মায়াই মৃত্যুর ন্যায় বুদ্ধিকে হরণ করে; বিকারের ন্যায় জীবের জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে; ব্যাধির ন্যায় চৈতন্য বিলোপ করিয়া দেয়; দৈবদুর্ব্বিপাকের ন্যায় বিবেকশক্তি ধ্বংস করে এবং ভূতা-বেশবৎ সদসদ্‌বিচারশক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণেই সংসারে মানবগণ বিমুখ হইয়া ভালমন্দ বিচারে সমর্থ হয় না এবং অমৃত ও বিষ এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিতেও তাহাদিগের সামর্থ্য থাকে না।

শ্রীদেব্যুবাচ।

যদ্যেষা মহতী মায়া দেবদেব জগৎপ্রভো।
কুতস্তত্ত্রাণমেতেষাং দেহিনাং বদ শঙ্কর॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগৎপ্রভো! হে শঙ্কর! যদি মায়া ঈদৃশী দুরত্যয়া ও দুরবগাহা হয়, তাহা হইলে জীব কি উপায়ে পরি-

ত্রাণ লাভ করিবে? আমার বোধ হয়, তাহাদিগের আর উদ্ধারের কোন পন্থাই নাই। যাহা হউক, সেই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

উপায়ঃ সহজশ্চাস্তি ত্রাণার্থং ভবসুন্দরি।
কুবুদ্ধ্যা রুধ্যতে কিন্তু সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! সেই মায়াপাশ হইতে উদ্ধারের মনুষ্য-গণের অতি সহজ উপায় আছে; কিন্তু কেবলমাত্র বুদ্ধির দোষেই সেই পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

গুরূপদেশমার্গেণ সদ্‌গুরোরাধনেন চ।
মায়াং ছিত্ত্বা তু দেবেশি প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥

হে দেবেশি! সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট পন্থা আচরণ করিলে এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করিলে অনায়াসে মায়াপাশ অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়।

দুর্ভাব্যা দুর্দ্দম্যা মায়া কঠিনা মূঢ়চেতসাং।
কিন্তু কার্য্যকরী নৈব বিদ্যালসিতচেতসাং॥

হে মহেশ্বরি! যাহারা মূঢ়চিত্ত, তাহাদিগের পক্ষেই মায়া কঠিন, দুর্ভাব্য ও দুর্দ্দম্য; কিন্তু যাহাদিগের চিত্ত বিদ্যা দ্বারা উল্লসিত, তাহাদিগের নিকট উহা কোন কার্য্যেরই নহে।

যদা সমুদিতা বিদ্যা তদৈব সুরসুন্দরি।
নশ্যতি তস্য মায়া হি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

হে সুরসুন্দরি! সূর্য্যোদয়ে যে প্রকার অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিদ্যার উদয়মাত্রে তৎক্ষণাৎ মায়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিদ্যা কিং বদ মে নাথ কৃপা চেন্ময়ি বর্ত্ততে।
যস্যাশ্চৈতাদৃশী শক্তির্মহামায়াবিনাশিনী॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ! বিদ্যা কাহাকে কহে, যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় কীর্ত্তন করুন্। বিদ্যার এতাদৃশী শক্তি যে, তদ্দ্বারা মায়াপাশ ছেদন করা যায়; সুতরাং উহা শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ব্রহ্মৈব কেবলং সত্যং মিথ্যান্যদিতি চিন্তনং।
তদেব বিদ্যা নাম যা জ্ঞানস্য চরমোন্নতিঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতিরেকে আর সকলই মিথ্যা; এইরূপ জ্ঞানের উন্নতির চরমাবস্থাকেই বিদ্যা বলা যায়।

অস্যাঃ সমাগমেনৈব মায়াপাশং বিমুঞ্চতি।
অন্যথা শান্তিনাশঃ স্যাদ্বঞ্চিতো নাত্র সংশয়ঃ॥

সেই বিদ্যার সমাগম হইলেই মায়াপাশ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; অন্যথা যে ব্যক্তি নিজেই বঞ্চিত হয় এবং তাহার কদাচ শান্তি লাভের আশা থাকে না।

ইতি তে কীর্ত্তিতো দেবি মায়াস্বরূপ এব হি ।
শ্রবণাৎ পঠনাদস্য লভতে পরমং পদং ॥
ন দুঃখং শোকজং তস্য ভয়শ্চাপি কুতশ্চ ন ।
বিপত্তিস্তস্য দেবেশি দূরাদেব পলায়তে ॥

হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট মায়ার স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে পরম ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাকে শোকদুঃখে অভিভূত হইতে হয় না, কুত্রাপি তাহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই এবং বিপদ তাহাকে দর্শন করিয়া দূর হইতেই পলায়ন করে।

শিষ্যেভ্যশ্চোপশিষ্যেভ্যো দদ্যাৎ পরময়া মুদা ।
পরং মঙ্গলমঙ্গল্যং আত্মতৃপ্তের্হি কারণং ॥
ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে মায়াবর্ণনং নাম
চতুর্থোল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

গুরু শিষ্য ও উপশিষ্যগণকে পরম আনন্দসহকারে ইহা উপদেশ করিবেন; বস্তুতঃ ইহা পরম মঙ্গলস্বরূপ ও আত্মার পরিতৃপ্তিলাভের একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত।

পঞ্চমোল্লাসঃ ।

ব্রহ্মসিদ্ধ্যুপায়ঃ ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং দেব মায়াবর্ণনমঙ্গলং ।
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কিঞ্চিদন্যৎ মহেশ্বর ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেব! হে মহেশ্বর! আপনার মুখে পরম মঙ্গল-স্বরূপ মায়াবর্ণন শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি অন্য বিষয় অবগত হইতে বাসনা হইতেছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্বং মে প্রাণসমা দেবি কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।
তৎ সর্ব্বং তে প্রবক্ষ্যামি গোপ্যাৎ গোপ্যতরং যদি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! তুমি আমার প্রাণের সদৃশী। এক্ষণে আর কি অবগত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে বল। ইহা গোপনীয় হইতে গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব।

শ্রীদেব্যুবাচ।

জানামি ত্বাং মহাদেব ভক্তৈকবৎসলো ভবান্।
সংসারোয়ং জগন্নাথ কুতঃ কস্মাদভূচ্ছিব ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহাদেব! হে জগন্নাথ! আমি জানি, আপনি ভক্তগণের প্রতি একান্ত বৎসল। যাহা হউক, হে দেব! এই সংসার কোথা হইতে কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বাসনাবলিতং চিত্তং বীজং সংসারশাখিনঃ।
বীজস্যাস্য দ্বয়ং বীজং স্পন্দশ্চ দৃঢ়ভাবনা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! বাসনবালিত চিত্তই সংসাররূপ বৃক্ষের বীজ। ঐ চিত্তবীজের আবার দুইটী বীজ বিদ্যমান আছে; একের নাম প্রাণস্পন্দ, দ্বিতীয়ের দৃঢ়ভাবনা।

প্রাণে চ চরিতে নাড্যো চিত্তং সমুদিতং ভবেৎ।
অতশ্চিত্তস্য রোধায় প্রাণরোধো বিধীয়তে ॥

প্রাণবায়ু নাড়ীচক্রে সঞ্চরিত হইলেই সম্বেদময় চিত্তের উদয় হইয়া থাকে। এই জন্য চিত্তরোধ হেতু প্রাণবায়ুর রোধ করা আবশ্যক। যোগীরাও প্রাণায়াম প্রভৃতি নানা উপায়ে চিত্তরোধ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ প্রাণবায়ু সংরুদ্ধ হইলে নির্ব্বাণশান্তির উদয়, সম্বিদের স্বাস্থ্য সাধন ও ইন্দ্রিয়াতীত পরম পদ প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই।

দৃঢ়য়া চিন্তয়া দেবি সত্যজ্ঞানসুসিদ্ধয়া।
অবিবেকসমাযোগাৎ ঐহিকানাং পরিগ্রহঃ।
বাসনা কথ্যতে দেবি প্রমাদভ্রমসাধনী ॥

হে পার্ব্বতি! সত্যজ্ঞানসুসিদ্ধ অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎই সত্য, এইরূপ দৃঢ়ভাবনা দ্বারা পূর্ব্বাপর বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাগতিক পদার্থ সমূহকে পরিগ্রহ করাই বাসনা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই বাসনা প্রমাদ ও ভ্রমসাধনী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, অর্থাৎ জীব এই বাসনাপাশে সম্বদ্ধ হইলে মদ্যপায়ীর ন্যায় প্রমত্ত হয় এবং নানারূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে।

ভ্রমং তং চিত্তমাহুস্তে পণ্ডিতা জ্ঞানযোগিনঃ।
ইদং সত্যং মহেশানি বক্ষ্যামি তব তত্ত্বতঃ ॥

জ্ঞানযোগী পণ্ডিতগণ ঐ প্রকার ভ্রমঘটনাকেই চিত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অর্থাৎ ঐরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানই চিত্ত বলিয়া অভিহিত। হে মহেশানি! আমি তোমার নিকট তত্ত্বতঃ সত্য কথাই বলিতেছি।

দৃঢ়ভাবনয়া দেবি চিত্তং সমুদিতং ভবেৎ।
বাসনায়াং গতায়াস্তু জগদ্ভাবো ব্যপোহতি ॥
জগদ্ভাবে হৃতে চৈব যদা চিত্তং বিনাশিতং
ব্যোমমুক্তিস্তদা দেবি করতলগতা ভবেৎ ॥

হে দেবি! দৃঢ়ভাবনা দ্বারা চিত্তের উদয় হয় অর্থাৎ পদার্থের দৃঢ় ভাবনা-বলে জীবের হৃদয়ে এই চিত্তের উদয় হইয়া থাকে। বাসনা বিগলিত হইলে জগদ্ভাব অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং জগদ্ভাব অন্তর্হিত হইয়া যখন চিত্তের বিনাশ ঘটে, তখনই ব্যোমস্বরূপ মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

একে বিনিহতে দেবি বীজমন্যদ্বিনশ্যতি।
ঐহিকং মায়িকং জ্ঞানং ত্যক্তুং যঃ শক্যতে পুমান্।
স এব লভতেঽপ্যর্থং অবশ্যং ন চ সংশয়ঃ॥

হে দেবি! চিত্তের যে দুইটী বীজের বিষয় কথিত হইল, উহার মধ্যে একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়েরও নাশ হইয়া থাকে। যিনি ঐহিক মায়িক জ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম, তাঁহার পরমার্থলাভের অবশ্যম্ভাবিতাপক্ষে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না।

অজ্ঞানং জড়তাং প্রাহুর্যতঃ সা বস্তুবর্জ্জিতা।
যত্র সা জড়তা তত্র শান্তিরানন্দনৈর্ম্মলং॥

যে ব্যক্তি অনাস্থা সহকারে চিত্তকল্পিত বস্তুতে অবস্তুজ্ঞানে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাকে কদাচ জড়তাম্ভোধে নিমগ্ন হইতে হয় না। জড়তা অপসারিত হইলে পরমশান্তির উদয় হয় এবং নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

অজ্ঞানজড়তাদোষাৎ সন্তাপো হৃদি সংস্থিতঃ।
জ্ঞানোন্নতিপ্রমাণেন ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং।

লোকমাত্রেরই হৃদয়াভ্যন্তরে সন্তাপ নিহিত আছে। অজ্ঞানজড়তাদোষ হইতেই ঐ সন্তাপের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানোন্নতির পরিমাণ দ্বারা সেই সন্তাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নত, সেই পরিমাণে তাহার উল্লিখিত সন্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

অস্মাদ্বিবেকশক্ত্যা বৈ জ্ঞানোন্নতিং সমালম্ভেৎ।
পারং যাস্যতি তৎপশ্চাৎ সংসারস্য পয়োনিধেঃ।
অন্যথা ভববন্ধস্য ছেদনোপায়ো বর্ত্ততে ॥

এই হেতু বিচারশক্তিবলে প্রকৃত বস্তু দর্শন পূর্ব্বক জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়া তৎপরে ভবসাগরের পারে গমন করিবে; নচেৎ ভববন্ধন ছেদনের অন্য উপায় নাই।

বীজং হি জগতাং ব্রহ্ম নির্ব্বীজং সর্ব্বসারকং।
ন সারং তস্য সর্ব্বাদি অনাদি স্বয়মুচ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তল্লাভে রতিমান্ ভবেৎ ॥

ব্রহ্মাই সকলের বীজ, কিন্তু তাঁহার বীজ নাই। তিনিই সকলের সার, কিন্তু তাঁহার সার আর কাহাকে লক্ষিত হয় না। তিনি সকলের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি কেহই নাই। অতএব সযত্নে নির্ব্বীজ সর্ব্বসার ব্রহ্মলাভে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীদেব্যুবাচ।

কস্য বীজস্য সংচ্ছেদাদাশু সিদ্ধিশ্চ জায়তে।
তদ্ব্রূহি মে জগন্নাথ ত্বদধীনাস্মি সর্ব্বথা ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে জগন্নাথ! আপনি যে সকল বীজ নির্দ্দেশ করিলেন, উহার মধ্যে কোন্ বীজ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আশু ব্রহ্মসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। আমি সর্ব্বথা একমাত্র আপনারই অধীনা।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বাসনাগলনাৎ দেবি পৌরুষেণ তথানঘে।
ভবেৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির্ব্বীজানাং ক্ষয়ব্যর্থতা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! হে অনঘে! যদি পৌরুষ সহকারে বাসনা বিসর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে আশু ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে; তাহা হইলে আর বীজক্ষয়ের আবশ্যক করে না।

অন্যথোত্তরক্রমেণ বীজানাং ক্ষয়কারণাৎ।
ভবেৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরিতি জানীহি সুন্দরি

হে সুন্দরি! বাসনা বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে উত্তরোত্তর বীজক্ষয় দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করা যাইতে পারে।

অথবা ধ্যানযোগেন সম্বিত্তত্ত্বে স্থিতির্যদি।
তদা ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিঃ কথ্যতে যোগিভিঃ সদা॥

অথবা ধ্যানযোগ সহায়ে সম্বিত্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইলেও ব্রহ্মপদ লাভ করা যায় সন্দেহ নাই। যোগীগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

দুঃসাধ্যো বাসনাত্যাগো মেরোরুৎপাটনং বরং।
তস্মাত্তেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সদা সর্ব্বত্র-দুর্ল্লভা॥

বাসনা ত্যাগ করা অতীব কঠিন। বরং সুমেরু গিরি উৎপাটন করা যাইতে পারে, কিন্তু সহজে বাসনা পরিহার করা দুঃসাধ্য। অতএব বাসনা পরিহার পূর্ব্বক সত্তাসামান্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করা অতি দুর্ল্লভ জানিও।

মনসো লয়সংভাবাদ্বাসনাস্তরিতা ভবেৎ।
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি ক্ষয়শ্চ মনসঃ কুতঃ॥

মনের লয় হইলেই বাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে মনেরও লয়ের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ মনের লয় না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাসনাক্ষয়, মনোলয় ও তত্ত্বজ্ঞানসঞ্চার এই তিনটী পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে, একটীর উদয় হইলে

সকল গুলির উদয় আর একটীর লয়ে সকলগুলির লয় হইয়া থাকে। এক মাত্র ভোগবাসনা বিসর্জ্জন করিতে পারিলে এই তিনটী সুসিদ্ধ হয়।

প্রাণায়ামো গুরোঃ সূক্তির্বাসনাত্যাগ এব চ।
প্রাণরোধস্তথা দেবি মনসো লয়সাধনং॥

হে দেবি! প্রাণায়াম, গুরুর উপদেশ, বাসনা পরিহার ও প্রাণরোধ এই চতুষ্টয় মনোলয়ের প্রধান উপায় সন্দেহ নাই।

তস্মাৎ তত্ত্বে রতো ভূত্বা সিদ্ধকামা ভব প্রিয়ে।
জ্ঞানং যত্র সুখং তত্র জীবিতং বলসাধ্যতা॥
ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে ব্রহ্মসা-
ধনোপায়ো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ॥ ৫॥

অতএব হে প্রিয়তমে! তুমি তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয়ে নিরত হও, তাহা হইলে সিদ্ধকামা হইতে পারিবে। যেখানে জ্ঞান আছে, সেই স্থানেই সুখ, সেই স্থানেই জীবন, সেই স্থানেই বল ও সেই স্থানে দক্ষতা অর্থাৎ যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান আছে, সেই প্রকৃত সুখী, সেই ব্যক্তিই জীবিত, সেই বলবান্ এবং সেই ব্যক্তিই সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত।

ষষ্ঠোল্লাসঃ।

আত্মজ্ঞানোপায়বর্ণনং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বাতপিত্তকফস্থূণো দেহো গেহ উদাহৃতঃ।
চক্ষুরাদি নবদ্বারং রন্ধ্রাদি ছিদ্রমুচ্যতে॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি,! এই দেহ গৃহস্বরূপ। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহার স্থূণা; * নেত্রাদি ইহার নবদ্বার এবং কর্ণরন্ধ্রাদি ইহার ছিদ্র বলিয়া অভিহিত।

কেশাস্তৃণং নেত্রগর্ত্তং গবাক্ষং বদনং মহৎ।
দ্বারং বিদ্ধি ভুজৌ পার্শ্বে মন্দিরং স্নায়ু রজ্জুকং ॥

কেশ সমূহ এই গৃহের তৃণ, নেত্রগহ্বর উহার গবাক্ষ, মুখ ইহার প্রধান দ্বার, হস্ত ও পার্শ্বদ্বয় ইহার উপমন্দির এবং স্নায়ু ইহার রজ্জুস্বরূপ।

রক্তমাংসবসা বিদ্ধি বারুণং কাষ্ঠমস্থিকং।
অহং স্বামী তথা দ্বারপালো জ্ঞানং হি বক্ষ্যতে।
সর্ব্ববার্ত্তাবহং দেবি দেহোয়ং লিঙ্গলিঙ্গিতঃ।
আত্মজ্যোতিঃ সমুদ্দীপ্তঃ শৃণুষ বরদে প্রিয়ে ॥

রক্ত এই গৃহের জল, মাংস ইহার মৃত্তিকা, বসা ইহার গোময়, অস্থি সমূহ ইহার কাষ্ঠ, অহঙ্কার ইহার স্বামী এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার দ্বারপাল। অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ গৃহস্বামী অষ্টপুরীরূপ রমণী লইয়া তন্মাত্ররূপ জনগণ সহ এই দেহ ভোগ করেন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বাররক্ষকস্বরূপে নবদ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত বাহ্যবিষয় স্বামীর গোচর করিয়া দেয়। এই দেহ লিঙ্গদেহে পরিব্যাপ্ত ও আত্মালোকে সমুদ্দীপ্ত। গৃহস্বামী ইহার অক্ষি-তারারূপে ঊর্দ্ধতন দ্বারপ্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন।

ইড়া চ পিঙ্গলা নাড়ী পার্শ্বকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতা।
নাসাপুটে সদা দেবি বায়ুসঞ্চারকারিণী ॥
তস্মিন্ কোষ্ঠে স্থিতং যন্ত্রত্রয়ং পদ্মত্রয়ান্বিতং।
অস্থিমাংসময়ং তচ্চ সুধাসেকসমেধিতং।
অপানং কথ্যতে চন্দ্রঃ পদ্মনঃ পরিচালকং ॥

* অবলম্বনকাষ্ঠ

ইড়া ও পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ীদ্বয় ইহার পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত থাকিয়া নাসাপুটের বায়ুসঞ্চরণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যাহার নাল উর্দ্ধ ও অধোদিকে পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে একত্রিত হইয়া আছে, তাদৃশ কোমলদল-শোভিত পদ্মযুগ্মত্রয়-সমন্বিত অস্থিমাংসময় তিনটী যন্ত্র ঐ পার্শ্বকোষ্ঠে অবস্থিত আছে। দেহস্থ যাবতীয় আকাশে সঞ্চরমাণ অপান-বায়ুরূপ সুধাসেকে ঐ কমল প্রস্ফুটিত হয়। উহার দলসমূহ প্রাণ ও অপানবায়ুতে ব্যাপ্ত এবং উপরি কথিত চন্দ্রনামা অপানবায়ু দ্বারা বিচলিত হয়। হে মহেশ্বরি! এই অপানবায়ু উল্লিখিত পদ্মপত্রে সম্বদ্ধ নাড়ীর ছিদ্র-সকলে প্রবেশ করতঃ বিচলিত হইয়া সেই সকল পত্রকে বিচলিত করে, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত হয় আর উর্দ্ধ ও অধোদিকে অবস্থিত একাধিক একশত দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহের সর্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করে। তত্ত্ববিদ্ মনীষীরা এই বায়ু সেই প্রাণ-অপানাদি নানানামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হেতুস্তৎ প্রাণশক্তেশ্চ সর্ব্বদেহে সমাসৃতঃ।
পূরণং হরণং যস্মাৎ যাতায়াতং তথৈব চ।
পতনোৎপতনং চৈব প্রাণো হৃদ্গাত উচ্যতে॥

যেমন চন্দ্রমা হইতে কিরণজাল প্রসৃত হয়, সেইরূপ উপরোক্ত চন্দ্রত্রয় হইতে প্রাণশক্তি সমূহ তত্তৎপ্রাণসহ উর্দ্ধ ও অধোদিকে দেহের সর্ব্বস্থানে সঞ্চরিত হইয়া কোন সময়ে গমন, কোন সময়ে আগমন, কোন সময়ে হরণ, কোন সময়েবিহরণ, কোন সময়ে পতন এবং কখন বা উৎপতন করে। মনীষিগণ সেইহৃৎপদ্মস্থ বায়ুকেই প্রাণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দৃষ্টিঘ্রাণস্পর্শরূপা বাগ্‌রূপা জীর্ণকারিণী।
শক্তিঃ কাচিদ্বিদ্ধি ভদ্রে স্থিতোহং হৃৎসম্ভবাৎ॥

এই প্রাণশক্তি সমূহের মধ্যে কেহ কেহ দৃষ্টিরূপে, কেহ স্পর্শরূপে, কেহ ঘ্রাণরূপে ও কেহ বাগ্‌রূপে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে আর কেহ বা ভুক্ত

অন্নাদি জীর্ণ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি যেমন যন্ত্রস্থ সূত্রাদির সাহায্যে প্রতিমাদি যন্ত্রের নর্ত্তনাদি নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ ভগবান্ উল্লিখিত বায়ুরূপে দৈহিক সমুদায় ক্রিয়া সাধন করেন। হে ভদ্রে! আমি প্রাণ ও অপানবায়ুর প্রভাবে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে প্রধান বায়ুদ্বয় হৃদ্‌যন্ত্রের ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে প্রবাহিত হয়, তাঁহাদিগকেই প্রাণ ও অপান কহে। আমি ঐ গগনবিহারী শীতোষ্ণ দেহ দুই বায়ুর অনুবর্ত্তী হইয়া তৎপ্রভাবে স্থিতি লাভ করিয়াছি। এই সোমরূপী ও বহ্নিরূপী দুই বায়ু চন্দ্র-সূর্য্যরূপে নিরন্তর হৃদয়াকাশে সঞ্চরিত হইতেছে। এই দুই বায়ুই পুরপাল মনের রথচক্র ও অহঙ্কাররূপে স্বামীর প্রধান তুরঙ্গম বলিয়া কীর্ত্তিত। আমাকে ইহাদিগেরই অনুগত জানিবে। যাবৎ দেহ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থাতেই ইহা রুদ্ধ থাকিবে।

বায়োরস্য গতিং বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানসমেধিতঃ।
গুণাশেষাং গতিং ছিত্ত্বা মৃত্যুপাশঞ্চ দুর্দ্দমম্।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সাধুর্ন জন্ম তস্য বিদ্যতে॥

যে বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানবলে বায়ুর এই অশেষগুণশালিনী গতি পরিজ্ঞাত হন, তিনি দুর্দ্দম মৃত্যুপাশ ছেদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না।

প্রাণাপানৌ স্থিতৌ দেবী বাহ্যাভ্যন্তর এব চ।
ঊর্দ্ধাধোভাগক্রমেণ সর্ব্বত্র সংযতৌ স্মৃতৌ॥

হে দেবি! প্রাণবায়ু শরীরের বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধদিকে এবং অপানবায়ু শরীরের বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে নিম্নদিকে অবস্থিত। সকল অবস্থাতেই উহাদিগকে সংযত রাখা কর্ত্তব্য অর্থাৎ কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন সর্ব্বাবস্থাতেই উহাদিগের সংযম করিতে হয়।

বহুনা কিমিহোক্তেন বায়োর্গতিঃ সুদুর্গমা।
তজ্‌জ্ঞাত্বা চ মহেশানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবং॥

বী ভবেচ্চৈব ইচ্ছামৃত্যুঃ স এব তু।
আত্মজ্ঞানী ভবেদ্বিদ্বান্‌ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে আত্মজ্ঞানো-
পায়বর্ণনং নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ॥ ৬॥

হে মহেশ্বরি! অধিক আর কি বলিব, বায়ুর গতি সুদুর্গম বলিয়া কীর্ত্তিত। * যে ব্যক্তি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও ইচ্ছামৃত্যু হইয়া থাকে। হে দেবি! সেই বিদ্বানই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী হয় সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত।

---

* হৃদয়পদ্মের কোটর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণের ঊর্দ্ধগতিকে মনীষিগণ অন্তরেচক, মস্তক হইতে বাহিরে অধোদিকে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত গতিকে বাহ্যপূরক, আর নাসার অগ্রদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রবাহিত বায়ুর অপানাভ্যন্তরে প্রবেশ ও মূর্দ্ধাদি হৃদয় যাবৎ বায়ুস্পর্শ এই দুইটীকে অন্তঃপূরক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অপানবায়ুর সঞ্চার রুদ্ধ হইলে যে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু হৃদয়দেশে সমুদ্গত না হয়, তদবস্থাকে কুম্ভক কহে। যোগীরাই এই অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন। নাসিকার অগ্রদেশের দ্বাদশ অঙ্গুলী বাহ্য হইতে অপানের উদয়স্থল যাবৎ রেচক, কুম্ভক ও পূরক প্রতিষ্ঠিত। রেচকাদি-বিষয়ে যোগীগণ ও ধীমান্‌ সাধুরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, নাসার বহির্দ্দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলী যাবৎ অভিমুখে প্রতিষ্ঠিত বায়ুই স্বভাবতঃ পূরকাদি নামে নির্দ্দিষ্ট। নাসার অগ্রদেশের অভিমুখে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত নিকটস্থ বায়ুকে কুম্ভক, বাহ্যোন্মুখ বায়ুর নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত গতিকে আদি বাহ্যপূরক আর নাসিকার অগ্রদেশ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলব্যাপিনী প্রসৃতিকে অপর বাহ্য-পূরক কহে। প্রাণবায়ু বাহ্যে প্রশান্ত হইয়াছে এবং অপান আর সমুত্থিত হয় না, এরূপ পূর্ণ ও সাম্যাবস্থার নাম কুম্ভক। অপান বায়ু স্পন্দিত হইবার অগ্রে প্রাণবায়ুর যে অন্তর্ম্মুখীন অবস্থা সঞ্চরিত হয়, তাহাকে বাহ্যরেচক কহে। এই বাহ্যরেচক দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। অপানবায়ুর সঞ্চালনে অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যাহা নাসিকার অগ্রভাগের বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, তাহাকে অপরপূরক বলা যায়। প্রাণবায়ুর ও অপান-বায়ুর বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কুম্ভকাদি পরিজ্ঞাত হইলে সংসারবন্ধন হইতে

সপ্তমোল্লাসঃ

প্রাণচিন্তনং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তব বাগমৃতং দেব দেবানামপি দুর্ল্লভং।
কস্তৃপ্যেদ্‌ভগবন্ শম্ভো পুনস্তদ্‌বক্তুর্মর্হসি ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেব! হে ভগবন! হে শম্ভো! আপনার বাক্য-রূপ অমৃত অমরবর্গেরও দুর্ল্লভ, তাহাতে কোন ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে? অতএব পুনরায় ঐ সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

প্রাণানাং চিন্তয়া দেবি সমাধিরূপয়া পরং।
চিত্তশ্রান্তিং বিশুদ্ধে চ লব্ধবানহমাত্মনি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি প্রাণচিন্তনরূপ সমাধিবলে আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতে উল্লিখিত প্রকারে চিত্তশান্তি লাভ করিয়াছি।

মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহার প্রসাদে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞান ধ্বংস হইয়া প্রকৃতজ্ঞানের উদয় হয়। অধিক কি, কুম্ভকাদির সাহায্যে মনকে বাহ্যপদার্থ হইতে প্রত্যাহৃত করিতে পারিলে আশু পরম পদলাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কুম্ভকাদি অভ্যাস করিলে বাহ্যবিষয় কদাচ তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণবায়ুর গতি বিদিত হইলে পরমজ্ঞানের সঞ্চার ও নিত্য সুখোদয় হয়। প্রাণ ও অপান-বায়ুর ধ্যান করিলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হওয়াতে যাবতীয় মোহজাল অপসারিত হইয়া যায় এবং স্বস্বরূপ আত্মাতে অবস্থিতি করিতে পারে। কি শয়ন, কি ভোজন যে কোন অবস্থাতেই হউক না, সর্ব্বদা এই প্রকার চিৎ-বৃত্তির অনুসরণ করিলে আর সংসার বন্ধনের ভয় থাকে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই প্রকারে পরমার্থপথের পথিক হন, জগতে তাঁহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার অসাধ্য আর কি আছে?

শুভদৃষ্টিবলান্মেরুসাদৃশ্যং মম শঙ্করি।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ গতৌ স্থিত্যাং তথৈব চ।
কুত্রাপি ন চ মে স্তব্ধা সমাধিগতিরাত্মনঃ॥

হে শঙ্করি! আমি শুভদৃষ্টিপ্রসাদে মেরুর তুল্য অচল হইয়া অবস্থান করিতেছি। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি কোন অবস্থাতেই আমার এই আত্মসমাধি বিচলিত হইবার নহে।

তৎপ্রভাবাদহং দেবি অশোকপদমব্যয়ম্।
প্রাপ্তোঽস্মি ন চ মে ভূতে ভব্যে চিন্তা কদাচন॥

হে দেবি! আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর অনুসরণ পূর্ব্বক আত্মদর্শন করিয়া এই অশোক পদ লাভ করিয়াছি। আমি স্থিরবুদ্ধি হইয়া মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত ভূতবর্গের উম্মজ্জন ও নিমজ্জন নিরীক্ষণ করিতেছি। আমি কি ভূত, কি ভাবী কিছুই চিন্তা করি না; কেবল বিদ্যমান স্বরভাবদৃষ্টি আশ্রয় পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত আছি।

ফলাভিলাষসন্ধানং তথৈব ন চ শঙ্করি।
যথাপ্রাপ্তং চরাম্যেব ভবন্মাত্রপরায়ণঃ॥

হে শঙ্করি! আমি যথালব্ধ কার্য্যে কেবল সুষুপ্তিকালীন বুদ্ধির ন্যায় ফলবাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছি।

ভাবাভাবময়ীং চিন্তাং শুভাশুভসমন্বিতাং।
সমীক্ষ্য স্থিতবানাত্মন্যহং তচ্চিরজীবিতং॥

হে পার্ব্বতি! আমি কেবলমাত্র শুভাশুভ-সমন্বিত ভাবাভাবময়ী চিন্তার বিচার পূর্ব্বক আত্মাতে অধিষ্ঠিত আছি; এই কারণেই আমি চিরজীবী জানিবে।

প্রাণাপানসমাযোগসময়শ্রেয়সম্ভবাৎ।
ন চ মে হ্যাময়ং কিঞ্চিৎ সন্তোষশ্চিরজীবিতা॥

আমি প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয়ের সমাযোগ কালকে অনুস্মরণ পূর্ব্বক স্বয়ং তুষ্টি অবলম্বন করত নিরাময় অবস্থায় জীবিত রহিয়াছি।

অদ্যাহং শোভনং প্রাপ্তো হ্যদ্য মে লব্ধিরীদৃশী।
ইতি চিন্তা ন মে দেবি তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

হে দেবি! "অদ্য আমি মনোহর দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অদ্য আমার এতাদৃশ লাভ হইয়াছে" এরূপ চিন্তা কখন আমার অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমি এই জন্যই নিরাময় অবস্থায় জীবিত আছি।

স্তুতির্নিন্দা ন মে কস্য তস্মান্মে মঙ্গলং পরং।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবো মে সত্ত্বভাবস্তথৈব চ।
তস্মান্নিরাময়ো ভদ্রে চিরজীবী তথৈব চ॥

আমি কাহারও স্তব করি না, কাহারও নিন্দাও আমার মুখ হইতে বহির্গত হয় না, হে ভদ্রে! এই জন্যই আমি পরম কল্যাণ লাভ করিয়াছি। সর্ব্বত্রই আমার ব্রহ্মভাব এবং সর্ব্বত্রই আমার সত্ত্বভাব বিদ্যমান; এই জন্যই আমি নিরাময় ও চিরজীবী হইয়া অবস্থিতি করিতেছি।

অশুভে নাস্তি মে দুঃখং শুভে ন তুষ্টমানসং।
তস্মান্নিরাময়ো ভদ্রে চিরজীবী তথৈব চ॥

হে [illegible]! অশুভ উপস্থিত হইলে আমার কিছুমাত্র দুঃখবোধ হয় না এবং শু[illegible] প্রাপ্তিতেও সন্তোষের সম্ভাবনা নাই। আমি এই জন্যই নিরাময় হইয়া [illegible]জীবী রহিয়াছি।

সুস্থিরং শোকহীনঞ্চ নির্ম্মলং সুসমাহিতং।
স্বচ্ছং মে মানসং দেবি তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

হে দেবি! আমার মন সর্ব্বদা স্থির, শোকরহিত, নির্ম্মল, সমাহিত ও স্বচ্ছ, এই জন্যই আমি নিরাময় হইয়া জীবিত আছি।

অদ্য কিং জনিতং দেবি প্রত্যূষে কিং ভবিষ্যতি।
ইতি চিন্তা ন মে চাস্তি তেন নিরাময়ো হ্যহং॥

হে দেবি! অদ্য আমার কি হইল, কল্য প্রভাতেই বা কি ঘটিবে, আমার হৃদয়ে এরূপ চিন্তা নাই; আমি এই জন্যই নিরাময় হইয়া জীবিত রহিয়াছি।

সুন্দরী রমণী বাপি পর্ব্বতা তৃণরাশয়ঃ।
গগনং বহ্নিলোষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বেষু সমদৃষ্টবান্।
তেনৈবাহং মহেশানি কুশলী সর্ব্বথা ধ্রুবং॥

কি সুন্দরী স্ত্রী, কি পর্ব্বত, কি তৃণ, কি আকাশ, কি অগ্নি, কি লোষ্ট্র সকল পদার্থেই আমার সমজ্ঞান; হে মহেশানি! এই জন্যই আমি সর্ব্বদা কুশলে রহিয়াছি।

ন ভীতোস্মি ন ভীতোস্মি জরামরণভীতিতঃ।
রাজ্যস্পৃহা ন মে চাস্তি তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

কি জরা, কি মরণ, কিছুতেই আমার ভয় সঞ্চার হয় না এবং রাজ্যলাভ-সুখেও আমার বাসনা নাই; আমি এই জন্যই নিরাময় হইয়া জীবিত আছি।

অয়ং বন্ধুঃ পরো বাপি মমেতি অপরস্য বা।
ইতি চিন্তা ন মে চাস্তি তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

এই ব্যক্তি আমার বন্ধু, এই ব্যক্তি আমার শত্রু, এই দ্রব্য আমার, এই বস্তু অপরের, হে দেবি! আমার হৃদয়ে কদাচ এতাদৃশীচিন্তা স্থান পায় না; আমি সেই জন্যই নিরাময় হইয়া জীবিত রহিয়াছি।

চিৎস্বরূপন্তু সর্ব্বং বৈ আদ্যন্তবর্জ্জিতং তথা।
তৎস্বরূপোহং দেবেশি তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

আদি ও অন্তরহিত চিৎই সর্ব্ববিধ বস্তুস্বরূপ এবং আমিও সেই চিৎ; আমার হৃদয়ে এই প্রকার জ্ঞান আছে বলিয়াই আমি অনাময় অবস্থায় জীবিত আছি।

আদানাদীন্ ন জানামি যদ্যপ্যহং শরীরবান্।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি॥

হে সুরেশ্বরি! যদিও আমি দেহী বটে, তথাপি আদান, প্রদান, বিহার, অবস্থান, গমন, নিশ্বাস প্রশ্বাস, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ের কিছুই অবগত নহি; সেই জন্যই আমি অনাময় হইয়া জীবিত আছি।

অসদিত্যেব মে জ্ঞানং সংসারোয়ং মহেশ্বরি।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি॥

হে মহেশ্বরি! আমি এই সংসারকে অসৎ বলিয়াই পরিজ্ঞাত হইয়াছি; সেই জন্যই আমি অনাময় অবস্থায় জীবিত আছি।

অনিত্যে চৈব সংসারে নিবসামি সুষুপ্তবৎ।
তস্মাদেব মহেশানি চিরজীবী ন সংশয়ঃ॥

হে সুরেশানি! আমি এই অনিত্য সংসারে সুষুপ্তের ন্যায় নিরন্তর অবস্থান করিতেছি; সেই জন্যই আমি চিরজীবী রহিয়াছি সন্দেহ নাই।

অর্থানর্থৌ কাললব্ধৌ নিয়তিনা সুরেশ্বরি।
জানামি করতুল্যৌ চ তেন জীবাম্যহং চিরং॥

হে সুরেশ্বরি! নিয়তির অনুসারে যথাকাললব্ধ অর্থ ও অনর্থ এই উভয়কে আমি দেহস্থ হস্তদ্বয়ের ন্যায় তুল্য বিবেচনা করিয়া থাকি; এই জন্যই আমি চিরজীবী রহিয়াছি।

মনসঃ স্থিরতাশক্তির্ন চলতি কদাচন।
ক্ষিপামি স্নিগ্ধদৃষ্টন্তু তয়া ভূতেষু সর্ব্বথা।
ন কুটিলাং মহেশানি তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

আমার মনের স্থৈর্য্যশক্তি কদাচ স্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না। আমি সেই শক্তি দ্বারা সর্ব্বথা সকল জীবে স্নিগ্ধ ও অকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকি; হে মহেশ্বরি! সেই জন্যই আমি নিরাময় হইয়া রহিয়াছি।

পঙ্কবৎ পরিত্যক্তো হি অহঙ্কারঃ পরো রিপুঃ।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি॥

হে সুরেশ্বরি! আমি অহঙ্কারকে পরম শত্রু জ্ঞানে পঙ্কবৎ পরিত্যাগ করিয়াছি; অর্থাৎ লোকে যেরূপ কর্দ্দমকে ঘৃণা করিয়া আপনার দেহ হইতে অপসারিত করে, আমিও সেইরূপ অহঙ্কারকে আমার শরীর হইতে দূর করিয়া দিয়াছি; সেই জন্যই আমি নিরাময় হইয়া জীবিত আছি সন্দেহ নাই।

যৎ করোমি যদশ্নামি ত্যজামি বা যৎকিঞ্চন।
কর্ত্তৃত্বং নাস্তি মে কস্মিন্ তস্মাজ্জীবাম্যহং চিরং॥

হে মহেশ্বরি! আমি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, যাহা কিছু ভক্ষণ করি এবং যাহা যাহা পরিত্যাগ করি, কিছুতেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই; আমি সেই কারণেই চিরজীবী রহিয়াছি।

যদা যচ্চ বিজানামি ন মে বিনীতহীনতা।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং মহেশ্বরি॥

হে মহেশ্বরি! আমি যখন যাহা কিছু বিদিত হই, তখন আমার মন বিনীতহীনতা প্রাপ্ত হয় না; আমি সেই কারণেই অনাময় হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি।

জিগীষা হৃদয়ে নাস্তি সামর্থ্যেপি কদাচন।
ন দুঃখং হৃদয়ে নাস্তি কদাপি পরপীড়য়া।
দারিদ্র্যেঽপি ন বাঞ্ছা মে তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং ॥

সামর্থ্য সত্ত্বেও জিগীষা আমার হৃদয়ে কদাপি স্থান প্রাপ্ত হয় না; অর্থাৎ আমি সক্ষম হইলেও কখন অপরকে পরাজয় করিতে বাসনা করি না; পরপীড়াজনিত দুঃখও আমার হৃদয়ে নাই অর্থাৎ অপরকে কষ্টপ্রদান করিলে আমি তাহাতে দুঃখ বোধ করি না; এবং দরিদ্র হইতেও আমার বাসনা নাই। হে মহেশ্বরি! এই জন্যই আমি নিরাময় হইয়া রহিয়াছি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু দৃশ্যমানং কলেবরং।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্মাত্রমিতি মে জ্ঞানং।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি ॥

হে মহেশ্বরি। আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া এই পরিদৃশ্যমান দেহকে এবং যাবতীয় ভূতগ্রামকে চিন্মাত্ররূপে দর্শন করিয়া থাকি, এই জন্যই আমি নিরাময় হইয়া জীবিত রহিয়াছি।

চিত্তবৃত্তির্ন মে চাস্তি হৃদয়ে তু সুরেশ্বরি।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ ॥

হে সুরেশ্বরি! চিত্তবৃত্তি আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না; অর্থাৎ আমি সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তিকেই দমন করিয়া রাখিয়াছি; এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় চিরজীবী রহিয়াছি সন্দেহ নাই।

জীর্ণানি ছিন্নভিন্নানি চরাচরাণি সর্ব্বদা।
নূতনবৎ প্রপশ্যামি তত্ত্বদৃষ্ট্যা মহেশ্বরি।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ

হে মহেশ্বরি! আমি তত্ত্বদৃষ্টি প্রভাবে জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন এই চরাচর পদার্থকে সর্ব্বদা নূতনবৎ দর্শন করিতেছি ; এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় জীবিত আছি সন্দেহ নাই।

সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধ্রুবং।
সর্ব্বেষাং প্রিয়মিত্রঞ্চ তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

আমি সকল জীবের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া এবং সকলেরই প্রিয়-মিত্ররূপে অবস্থান করি, হে পার্ব্বতি! এই জন্যই আমি সর্ব্বদা নিরাময় অবস্থায় রহিয়াছি।

বিপদি চাস্তি মে ধৈর্য্যমভ্যুদয়ে ক্ষমা তথা।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ॥

আমি বিপৎকালে ধৈর্য্য ও অভ্যুদয়ে ক্ষমা ধারণ করিয়া থাকি ; এই জন্য নিরাময় অবস্থায় দীর্ঘজীবী হইয়া রহিয়াছি সন্দেহ নাই।

ন দুঃখমর্থনাশে মে সম্পদি ন চ মে সুখং।
তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং মহেশ্বরি॥

হে মহেশ্বরি! অর্থক্ষয় হইলে তাহাতে আমার দুঃখ বোধ হয় না এবং সম্পদ হইলেও আমি তাহাতে সুখ বোধ করি না; এজন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় জীবন ধারণ করিতেছি।

নাহং স্বয়ং ন মে কোপি কস্যাহং ন কদাচন।
ঈদৃশী ভাবনা মেস্তি তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

"আমি স্বয়ং কেহ নহি, কেহই আমার নহে এবং আমিও অপরের নহি" সর্ব্বদা আমার অন্তরে এইরূপ ভাবনা বিদ্যমান ; এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় রহিয়াছি।

অহং জগদিদং সর্ব্বমহঞ্চ ব্যোম এব হি।
দেশকালক্রমো বাপি অহমেব ক্রিয়া তথা।
ইত্যেবং হৃদি মে জ্ঞানং তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥

"আমিই এই চরাচর জগৎ, আমি ব্যোম, আমিই দেশকালক্রম এবং আমিই ক্রিয়া", আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই এই জ্ঞান বিদ্যমান; হে মহেশ্বরি! এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় জীবিত রহিয়াছি।

দৃষ্টং জগদিদং সর্ব্বং ঘটপটাদিসংযুতং।
চিদেব ইতি মে জ্ঞানং তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং॥
ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে প্রাণচিন্তনং নাম সপ্তমোল্লাসঃ॥ ৭॥

ঘটপটাদি-সমন্বিত এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগতের বস্তুই চিৎস্বরূপ, আমি নিরন্তর এইরূপই জ্ঞান করিয়া থাকি; হে মহেশ্বরি! এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় জীবিত রহিয়াছি।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতীসংবাদে
প্রাণচিন্তন নামক সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত॥

অষ্টমোল্লাসঃ।

ব্রহ্মস্বরূপকীর্ত্তনং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! মনুষ্যগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া মুহূর্ত্তকালও স্থির থাকিতে পারে না। তাহারা অনিচ্ছু হইলেও অবশ হইয়া কর্ম্মরূপ বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥

লোকে কর্ম্মবশেই সুখ প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মদ্বারাই দুঃখ উপভোগ করিয়া থাকে, কর্ম্মবশেই জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতং।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥

এই কারণেই আমি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির জন্য এবং দুষ্প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধনসমন্বিত নানাবিধ কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি।

যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মাণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাং ॥

কর্ম্ম দ্বিবিধ; শুভ ও অশুভ। অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেহী-গণকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মণোপি শুভাদ্দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ।
প্রয়াত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥

হে পার্ব্বতি! যে সকল ব্যক্তি ফলপ্রাপ্তির কামনা করিয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে গতায়াত করে।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥

কি শুভকর্ম, কি অশুভ কর্ম, যাবৎকাল উহা ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ শতকল্পেও মুক্তিলোভের সম্ভাবনা নাই।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মাভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

লোকে যেরূপ লৌহময় অথবা কাঞ্চনময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ জীব শুভ বা অশুভ কর্ম্মে সংবদ্ধ হইয়া থাকে।

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥

যাবৎকাল জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান ও শত শত কষ্ট করিলেও মুক্তিলাভ করা যায় না।

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং॥

যাঁহারা বিদ্বান্ ও নির্ম্মলাত্মা, তত্ত্ববিচার দ্বারা অথবা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ॥

আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত অখিল জগৎই মায়া দ্বারা কল্পিত। একমাত্র পর-ব্রহ্মই সত্য। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই নিত্য সুখ লাভ করা যায়।

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥

যে ব্যক্তি নামরূপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥

কেবল জপ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, হোমানুষ্ঠানেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই এবং শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই দেহীগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥

আত্মা সাক্ষীস্বরূপ, * তিনি বিভু, † তিনিই পূর্ণ, ‡ তিনি অদ্বিতীয়, তিনি পরাৎপর এবং তিনি দেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দেহস্থ নহেন, যখন এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হয়, তৎকালেই দেহী মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥

ব্রহ্মের নাম ও রূপ ইত্যাদি কল্পনা সকল বালকের ক্রীড়ার সদৃশ। যে ব্যক্তি এই বাল্য ক্রীড়া পরিহার করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন, তাঁহারই মুক্তিলাভ হয় সন্দেহ নাই।

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥

মনঃকল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মানবগণকে মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে মনুষ্যেরা স্বপ্নপ্রাপ্ত রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে পারে।

---

* সাক্ষীস্বরূপ—শুভাশুভ দ্রষ্টা।

† বিভু—সর্ব্বব্যাপী।

‡ পূর্ণ—অখণ্ডস্বরূপ।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে।

যে সকল ব্যক্তি মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তপশ্চরণাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা বৃথা ক্লেশমাত্র প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই; কারণ একমাত্র জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-লাভের সাম্ভবনা নাই।

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥

মনুষ্যেরা সংযতাহার হইয়া কষ্ট প্রাপ্ত হউক অথবা প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়া তুন্দিল হউক, যদি তাহাদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় না হয়, তাহা হইলে কদাচ পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি অনিলমাত্র সেবন করিয়া, পত্র মাত্র ভোজন করিয়া, কণা ভক্ষণ করিয়া, অথবা সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণ করে, যদি তাহাদিগের মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে পশু, পক্ষী, সর্প, জলচর জীব ইহারাও অনায়াসে মুক্তিভাগী হইতে পারে।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনং॥

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতীত সকলই মিথ্যা, ঈদৃশ ভাবকেই উত্তমকল্প বলা যায়; ধ্যানভাব মধ্যমকল্প বলিয়া অভিহিত; স্তব ও জপভাব অধম-কল্প এবং বাহ্যপূজা অধমাধম বলিয়া পরিগণিত। জীব ও আত্মা এই উভ-য়ের ঐক্যকেই যোগ কহে। সেবক ও ঈশ্বর এই উভয়ের ঐক্যকে পূজা

বলা যায়। যে ব্যক্তির এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে যে, সকলই ব্রহ্ম, তাঁহার যোগ অথবা পূজা কিছুরই অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ ॥

যে ব্যক্তির হৃদয়ে পরম ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে, কি জপ, কি যজ্ঞ, কি তপশ্চরণ, কি নিয়ম, কি ব্রত, তাঁহাকে এই সমুদায়ের কিছুরই অনুষ্ঠান করিতে হয় না।

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাৎ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বস্থানে সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে দর্শন করেন, স্বভাবতঃ তাঁহাকেই ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে; তাঁহাকে পূজা বা ধ্যান ধারণা কিছুই করিতে হয় না।

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥

যে ব্যক্তি "সকলই ব্রহ্ম" এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জ্জন্ম, ধ্যেয় বা ধ্যাতা কিছুই নাই।

অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥

আত্মা সর্ব্বদা মুক্ত, সকল পদার্থে নির্লিপ্ত এবং তাঁহার বন্ধনই বা কোথায়? দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা কি জন্য মুক্তিকামনা করে?

স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের স্বীয় মায়া-বিরচিত, সুরগণও ইহার তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন না। পরব্রহ্ম এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টবৎ শোভা পাইতেছেন।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাং।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥

যেরূপ যাবতীয় পদার্থের অন্তরে এবং বহির্ভাগে আকাশ বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সকল স্থানেই বিরাজমান রহিয়াছেন।

ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ॥

আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থা নাই, যৌবন নাই এবং বার্দ্ধক্যও নাই। তিনি নিরন্তর একরূপ, চিন্ময় ও বিকাররহিত।

জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ।
পশ্যন্তোপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ॥

শরীরেরই জন্ম হয়, শরীরেরই যৌবন হয় এবং শরীরেরই বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মার ঐ সকল নাই। মানবগণের বুদ্ধি মায়াদ্বারা আবৃত থাকা নিবন্ধন তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না।

যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যন্ত্যনেকধা।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে॥

যেরূপ বহুশরাবস্থ জলে বহুসংখ্যক সূর্য্য দেখা যায়, তদ্রূপ মায়াবশে বহুদেহে বহু আত্মা নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ॥

যেরূপ জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকেও চপল বোধ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ বুদ্ধির চঞ্চলতা আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকে।

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেপি তাদৃশং।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥

যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থিত আকাশ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মা সর্ব্বদা সমভাবে বিরাজ করেন।

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনং।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

হে দেবি। এই ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির কারণস্বরূপ। যে ব্যক্তি ইহা পরিজ্ঞাত হন, ইহলোকে তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥

কর্ম্ম দ্বারা মানবগণের মুক্তিলাভ হয় না, সন্তান দ্বারাও মুক্তির সম্ভাবনা নাই, ধন দ্বারাও মুক্তি হয় না; পরন্তু আত্মা দ্বারা আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ং।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥

আত্মাই জীবগণের পরম প্রেমাস্পদ। আর কোন পদার্থই আত্মা হইতে প্রিয়তর নহে। হে পার্ব্বতি! ইহলোকে অপর ব্যক্তি আত্মসম্বন্ধানুসারেই প্রেমাস্পদ হয়।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে মুক্ত্যুপায়ব্রহ্মস্বরূপকীর্ত্তনং
নাম অষ্টমোল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

একমাত্র মায়া দ্বারাই জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতা এই তিনটী প্রতিভাত হয়। এই তিনটীর তত্ত্ববিচার করিলে কেবলমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে মুক্ত্যুপায় ও ব্রহ্মস্বরূপকীর্ত্তন নামক
অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত।

নবমোল্লাসঃ।

গার্হস্থ্যাশ্রমবর্ণনং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! মনুষ্যগণ জন্ম পরিগ্রহ মাত্রই গৃহস্থ হইয়া থাকে। তদনন্তর সংস্কার সাধন হইলে তাহাকে আশ্রমী বলা যায়। হে মহেশ্বরি! কলিকালে, সর্ব্বাগ্রে যথাবিধি গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে সদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥

অনন্তরে যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, যৎকালে অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে, সেই সময়ে সমস্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে।

বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥

বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, যৌবনে ধন উপার্জ্জন ও স্ত্রীপরিগ্রহ করিবে, প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং বার্দ্ধক্যে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিবে।

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাং।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥

বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিপরায়ণা ভার্য্যা ও শিশু পুত্র ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবে না।

মাতৄঃ পিতৄন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি জনক, জননী, শিশুপুত্র, পতিব্রতা ভার্য্যা ও স্বজনবান্ধব এই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে॥

যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা মাতা প্রভৃতিকে অসন্তুষ্ট করিয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ও নারীহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হয় আর তাহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপ আক্রমণ করে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ববর্ণোক্তসংশ্রিয়াং।
শৈবেন বর্ত্মনা কুর্য্যাদেষ ধর্ম্মঃ কলৌ যুগে॥

কি ব্রাহ্মণ, কি অন্যান্য বর্ণ সকলেই শৈব পথের অনুগামী হইয়া আপন আপন বর্ণোচিত সংস্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। হে দেবি! ইহাই কলিযুগের ধর্ম্ম।

শ্রীদেব্যুবাচ।

কো বা ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্য চ কিং বিভো।
বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে বিভো! গৃহস্থের ধর্ম্ম কি প্রকার? ভিক্ষুরই বা ধর্ম্ম কি? আর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের সংস্কারাদিই বা কি? এই সমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। ঐ সকল শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্মং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাং।
তদেব কথয়াম্যদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে কৌলিনি! গার্হস্থ্য ধর্ম্মই মানবগণের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত; অতএব সর্ব্বপ্রথমে উহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়াই গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য। তাহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে নিযুক্ত থাকিবে। যখন যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তখনই তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥

গৃহস্থ প্রাণান্তে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না, শঠতাচরণ করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য নহে এবং সর্ব্বদা দেবতা, ও অতিথি পূজায় নিরত থাকিবে।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥

মাতা পিতাকে মূর্ত্তিমতী প্রত্যক্ষদেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা করা গৃহীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥

হে শিবে! যে ব্যক্তি জনক জননীর সন্তোষ সাধন করে, তুমি তাহার উপর পরম পরিতুষ্টা হইয়া থাক। হে দেবি! পরব্রহ্মও সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরং।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ ॥

হে আদ্যে! তুমিই জগতের জননী এবং ব্রহ্মই জগতের পিতা। অতএব যে গৃহস্থ ব্যক্তি জনক-জননীরূপ তোমাদিগের সন্তোষ সাধন করে, তাহাদিগের আর তপস্যাচরণের প্রয়োজন কি?

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানম্ভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥

উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া মাতা পিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য প্রদান করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে সর্ব্বদা মৃদুল বাক্য শ্রবণ করাইবে; নিরন্তর তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং॥

যে ব্যক্তি আপনার কল্যাণ কামনা করে, সে কদাচ জনক-জননীর নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ অথবা পরিহাস করিবে না। তাঁহাদিগের নিকট তর্জ্জন বা কুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥

জনক-জননীকে দর্শনমাত্র প্রণাম করত আদর সহকারে গাত্রোত্থান করিবে, তাঁহাদিগের আদেশ গ্রহণ না করিয়া আসন পরিগ্রহ করিবে না এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থিতি করিবে।

বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনমদে মত্ত হইয়া জনক-জননীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহাকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে নিমগ্ন হইতে হয়।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥

আপনার প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও গৃহী ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুত্র, কলত্র অতিথি ও সহোদর ইহাদিগকে প্রদান না করিয়া কদাচ স্বয়ং ভোজন করিবে না।

বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কলত্র, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতিকে না দিয়া কেবলমাত্র আপনার উদর পরিপূরণার্থ আহার করে, সে ইহলোকে সকলের ঘৃণার্হ হয় এবং পরকালেও তাহাকে নরক ভোগ করিতে হইয়া থাকে।

গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

গৃহী ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক আপনার ভার্য্যাকে প্রতিপালন করিবে, পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে এবং আত্মীয় বন্ধুগণের ভরণ পোষণ করিবে। বস্তুতঃ ইহাই তাহার সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রয়োজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥

পিতা হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, জননী সযত্নে তাহার পুষ্টিসাধন করেন এবং আত্মীয়স্বজনেরা প্রীতিবশতঃ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে নরাধম বলিয়া পরিগণিত সন্দেহ নাই।

এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষঃ সনাতনঃ ॥

হে মহেশানি। শত শত কষ্ট করিয়াও সাধ্যানুসারে সর্ব্বদা ইহাঁদিগের সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করে, সেই ব্যক্তিই ধরাতলে ধন্য এবং সেই ব্যক্তিই পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ও কৃতার্থ বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে।

ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥

গৃহী ব্যক্তি ভার্য্যাকে প্রাণান্তে তাড়না করিবে না, তাহাকে জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিবে। দুঃসহ কষ্টের সময় হইলেও সতী পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ॥

আপনার পত্নী বিদ্যমানে অন্য রমণীকে স্পর্শ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, তিনি কদাচ দুষ্টচিত্তে পরস্ত্রী দর্শন করেন না। পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে তাহাকে নরকে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ নাই।

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যন্ন দর্শয়েৎ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন অথবা নির্জ্জনে অবস্থিতি করিবে না। স্ত্রীলোককে অনুচিত কথা বলা অথবা তাহার নিকট শৌর্য্য প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য।

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥

ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, অমৃতবাক্য এই সকল দ্বারা সর্ব্বদা স্ত্রীর সন্তোষ সাধন করিবে; কোনরূপেই তাহাদিগের অপ্রিয়াচরণ করা উচিত নহে।

উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাং॥

কি উৎসব, কি লোকযাত্রা, কি তীর্থ, কি পরগৃহ, এই সকল স্থানে পুত্র কিম্বা আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে না দিয়া একাকিনী ভার্য্যাকে প্রেরণ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ ॥

হে মহেশানি! পতিব্রতা ভার্য্যা যাহার উপর পরিতুষ্টা থাকে, সেই পুরুষ যাবতীয় ধর্ম্মাচরণের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সেই পুরুষ তোমার অতীব প্রিয় হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥

পিতা চারি বৎসর যাবৎ পুত্রকে লালন পালন করিবেন, তদনন্তর ষোড়শ-বর্ষ যাবৎ বিদ্যা ও গুণশিক্ষা প্রদান করিবেন; তৎপরে বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, অবশেষে আপনার সমান জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবেন।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥

কন্যাকেও এই প্রকারে পালন করা ও যত্ন সহকারে সুশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর ধন ও রত্নাদি অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিবে।

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্গৃহী ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি এই প্রকারে ভ্রাতৃগণ, ভগিনীতনয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতিগণ, মিত্রবর্গ ও ভৃত্যসমূহকে ভরণ পোষণ এবং তাহাদিগের সন্তোষ বর্দ্ধন করিবে।

ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থো পরিপালয়েৎ ॥

তৎপরে সক্ষম হইলে স্বধর্ম্মশীল মানবগণ একগ্রামস্থ, অভ্যাগত অতিথি-সমূহ ও উদাসীনবর্গকেও প্রতিপালন করিবে।

যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥

হে দেবি! যদি সম্পত্তি বিদ্যমানেও গৃহীব্যক্তি এইরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পশু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাকে জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় এবং সে মহাপাপী হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥

নিদ্রা, আলস্য, দেহযত্ন, কেশবিন্যাস, ভোজন ও বস্ত্র এই সকলে অতিশয় আসক্তি প্রদর্শন করা গৃহীর অকর্ত্তব্য।

যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥

গৃহীব্যক্তি পরিমিতরূপে আহার ও পরিমিতরূপে নিদ্রা সেবন করিবে; পরিমিতরূপে বাক্য প্রয়োগ করা ও পরিমিতরূপে মৈথুন করা কর্ত্তব্য; সর্ব্বদা অকপট, নম্র, বিশুদ্ধ, আলস্যহীন ও সর্ব্বকার্য্য সমুদ্যোগী হইবে।

শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ॥

শত্রুর নিকট বীরত্ব এবং বন্ধুবান্ধব ও গুরুজন সমীপে বিনয় প্রদর্শন করিতে হয়। নিন্দিত ব্যক্তিকে ঘৃণা করা ও মানী ব্যক্তির সম্মান করা গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাং।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ॥

সহবাস ও বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্দ, ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিদিত হইয়া তাহার উপর বিশ্বাস করিবে।

ত্রসেদ্দ্বিষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ॥

যদি শত্রু ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে ভয় করিবে আর সময়ানুসারে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে, কদাচ ধর্ম্মপথ লঙ্ঘন করিবে না।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি আপনার যশ ও পৌরুষের বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না, পরের গুপ্ত কথা অতিগোপনে রাখিবে এবং অন্যের উপকার করিয়া তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিবে না।

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥

কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও কদাচ লোক-বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না আর গুরু বা লঘু কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না।

বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ॥

সযত্নে বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহী-ব্যক্তি ব্যসন, কুসংসর্গ, মিথ্যাবাক্য, কলহ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

চেষ্টা অবস্থার আর ক্রিয়া সময়ের অনুগত; সুতরাং অবস্থা ও সময় অনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য।

যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্ মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥

গৃহীব্যক্তি যোগে ও ক্ষেমে আসক্ত থাকিবে; সকল কার্য্যে দক্ষ ও সর্ব্বদা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবে, বন্ধুবর্গের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিবে এবং সকলের সমক্ষে বিশেষতঃ সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের নিকট মিতভাষী হইবে, কদাচ তাহাদিগের নিকট অপরিমিত হাস্য করিবে না।

জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্ত্যঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥

গৃহীব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত, সুচিন্ত্য, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দীর্ঘদর্শী হইবে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিষয়ক সম্বন্ধবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষ্যস্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

সর্ব্বদা ধীর হইয়া সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য প্রয়োগ করা ... আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, উহা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

যে ব্যক্তি পথিমধ্যে জলাশয় খনন, তরুরোপণ, বিশ্রামাগার গঠন ও সেতুপ্রতিষ্ঠা করে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবনবিজয়ী হয়।

সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃ সুহৃদ্‌গণাঃ।
গায়ন্তি যদ্‌যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

পিতামাতা যাহার উপর পরিতুষ্ট, সুহৃদ্‌গণ যাহার প্রতি অনুরাগী এবং সকলেই যাহার যশোগান করে, সেই ব্যক্তি ত্রিভুবনবিজয়ী সন্দেহ নাই।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

একমাত্র সত্যই যাহার ব্রত, দীনজনের প্রতি যাহার দয়া সর্ব্বথা বিদ্যমান এবং যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে।

বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

যে ব্যক্তি পরদারে বিমুখ, পরদ্রব্য দর্শনে যাহার লোভের উদয় না হয় এবং যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্যহীন, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবনবিজয়ী হইয়া থাকে।

ন বিভেতি রণাদ্‌যো বৈ সংগ্রামেপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

যে ব্যক্তি যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া ভয় প্রাপ্ত না হয়, সংগ্রামে যে পরাঙ্মুখ না হয় এবং ধর্ম্মযুদ্ধে যে দেহ বিসর্জ্জন করে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবনজয়ী হয় সন্দেহ নাই।

অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাম্ভবাচারতৎপরঃ।
মচ্ছাসনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতং॥

যাহার আত্মা সন্দেহযুক্ত নহে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও শৈবাচারপরায়ণ হইয়া আমার আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হয়, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া থাকে। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কি মিত্র কি অমিত্র সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবনবিজয়ী হয়।

শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতং।
অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণং।
দেহশুদ্ধির্ভবেদ্যেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে ॥

হে দেবি! বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে শৌচ দ্বিবিধ;—আন্তরিক শৌচ ও বহিঃশৌচ। ব্রহ্মের উপর আত্মসমর্পণই আন্তরিক শৌচ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে আর জলদ্বারা অথবা ভস্মদ্বারা মল দূর করত যে শরীর-শুদ্ধি, তাহারই নাম বহিঃশৌচ।

গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্যস্তথা কূপাশ্চ খুল্লকাঃ।
সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥

হে প্রিয়ে! গঙ্গা, অপরাপর নদী, হ্রদ, বাপী কূপ, স্বর্ণদী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় এই সকলে স্নান করিলে দেহ পবিত্র হইয়া থাকে।

ভস্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা।
বাসোজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে ॥

হে সুব্রতে! বহিঃশৌচবিষয়ে ভস্মদ্বারা যাজ্ঞিক স্নান শ্রেষ্ঠ; বিমল মৃত্তিকাযোগেও ঐ প্রকার স্নান সমাধা হইয়া থাকে। বসন, অজিন, তৃণ প্রভৃতিও মৃত্তিকার ন্যায় পবিত্র জানিও।

কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ প্রিয়ে।
মনঃপূতং ভবেদ্‌যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥

হে শিবে! শৌচ ও অশৌচবিষয়ে তোমার সমীপে আর অধিক কি বলিব, যাহাতে মনঃপূত হয়, গৃহী ব্যক্তি সেইরূপ আচরণ করিবে।

নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥

নিদ্রাবসানে, মৈথুনের পর, মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনান্তে, ভোজনান্তে অথবা মল স্পর্শ হইলে বহিঃশৌচ সমাধা করিবে।

সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি ॥

যথানিয়মে ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা সম্পাদন করিবে এবং উপাসনাভেদে নিয়মানুসারে পূজা করাও কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং প্রিয়ে।
জ্ঞানাৎ ব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী ॥

হে প্রিয়ে! যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা যৎকালে গায়ত্রী জপ করিবেন, তখন গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান করিলেই বৈদিকী সন্ধ্যা সমাধা হইয়া থাকে।

অন্যেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকং।
অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনন্তথা ॥

ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যান্য উপাসকের সন্ধ্যা উপাসনাকালে সূর্য্যারাধনা, সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান ও সূর্য্যের উদ্দেশে গায়ত্রী জপ করিবেন। এই-প্রকার করিলেই তাঁহাদিগের সন্ধ্যোপাসনা যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি চ।
জপানাং নিয়মো ভদ্রে সর্ব্বত্রাহ্নিককর্ম্মণি ॥

হে ভদ্রে! যাবতীয় আহ্নিকক্রিয়া অনুষ্ঠানকালেই এক সহস্র আটবার, একশত আটবার অথবা দশবার মাত্র জপ করিবার নিয়ম নিরূপিত আছে।

শূদ্রসামান্যজাতীনামধিকারোঽস্তি কেবলম্।
আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥

হে দেবি! শূদ্র জাতি ও অন্যান্য সামান্য জাতির পক্ষে কেবলমাত্র আগমবিহিত বিধানেরই অধিকার আছে। তাহাতেই তাহাদিগের যাবতীয় কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ঃ কালো মধ্যাহ্নস্তদনন্তরং।
সায়ং সূর্য্যাস্তসময়স্ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ ॥

ত্রৈকালিকী সন্ধ্যোপাসনা করিবার জন্য সূর্য্যোদয়ের সময় প্রাতঃকাল, তদনন্তর মধ্যাহ্ন এবং সূর্য্যের অস্তগমনকালে সায়ং এই প্রকার ত্রিকালের ক্রম নিরূপিত আছে।

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিপ্রাদিসর্ব্ববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
ত্বয়ৈব কথিতা নাম সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ।
তদিদানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককর্ম্মণি।
নিযোজয়সি তৎসর্ব্বং বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ! আপনি স্বয়ংই পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তৎকালে বিপ্রাদি যাবতীয় বর্ণের একমাত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিহিত হইবে। হে প্রভো! অধুনা কি কারণে

আপনি দ্বিজাতিবর্গকে বৈদিকী ক্রিয়ায় নিয়োজিত করিতেছেন? এই সকল বিশেষরূপে অবগত হইতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বজ্ঞে সর্ব্বেষাং তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
লোকানাং ভোগমোক্ষায় সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদা॥

মহাদেব কহিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। কলিযুগে তান্ত্রিকী ক্রিয়াই সকল বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত। বিশেষতঃ তান্ত্রিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে এবং উহা সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদায়ক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি॥

পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মসাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী বলিয়া কথিত, সেইরূপ তাহাকে তান্ত্রিকীও বলা যাইতে পারে। গায়ত্রী কি বৈদিকী কি তান্ত্রিকী উভয়বিধ ক্রিয়াতেই প্রশস্ত।

ততোত্র কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়ত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি॥

হে দেবি! এই কারণেই আমি বলিয়াছি যে, যখন কলিযুগ প্রবল হইয়া উঠিবে, তৎকালে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীতে যেরূপ অধিকার আছে, অন্য কোন বৈদিকমন্ত্রে তাদৃশ অধিকার নাই। পরন্তু গায়ত্রী কি বৈদিক কি তান্ত্রিক উভয়বিধ কার্য্যেই প্রশস্ত অর্থাৎ উহা দ্বারা উভয়বিধ কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ॥

দ্বিজাতিগণের গায়ত্রীর প্রথমে ওঁ, ক্ষত্রজাতির গায়ত্রীর প্রথমে শ্রীঁ, এবং বৈশ্যগণের গায়ত্রীর প্রথমে ঐঁ সন্নিবেশিত করিতে হয়। তার শব্দে ওঁ, কমলাবীজ বলিতে শ্রীঁ এবং বাগ্‌ভববীজ বলিতে ঐঁ বুঝায়।

দ্বিজাতীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্॥

হে পরমেশ্বরি! শূদ্রজাতি হইতে ব্রাহ্মণগণকে পৃথক্ করিবার জন্য তাঁহাদিগের সন্ধ্যোপাসনা করিবার পূর্ব্বে বৈদিক সন্ধ্যার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে।

অন্যথা শাম্ভবৈর্ম্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ॥

হে পার্ব্বতি! দ্বিজাতিবর্গের আহ্নিক করিবার পূর্ব্বে বৈদিক সন্ধ্যার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু উহা না করিলেও কেবলমাত্র মৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করা যায়। হে পার্ব্বতি! আমার এই বাক্য অতীব সত্য জানিও, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কালাত্যয়েপি সন্ধ্যেয়ং কর্ত্তব্যা দেববন্দিতে।
ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম চোচ্চার্য্য মোক্ষেপ্সুভিরনাতুরৈঃ॥

হে দেববন্দিতে! যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা সন্ধ্যার নিয়মিত সময় অতীত হইলেও ওঁ তৎসৎব্রহ্ম এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তদনন্তর বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা সমাধা করিবেন; কিন্তু আতুরে কোন প্রকার নিয়ম নাই।

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনং।
গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে॥

আসন, বসন, পাত্র, শয্যা, বাহন, গৃহ, ও গৃহস্থ দ্রব্য সকল যত পরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ॥

গৃহী ব্যক্তি যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা পরিসমাপ্ত করিয়া অধ্যয়ন করিবে অথবা গৃহকার্য্যে সর্ব্বদা নিরত থাকিবে; কদাচ নিরুদ্যম হইয়া অবস্থিতি করিবে না।

পুণ্যতীর্থে পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
জপং দানং প্রকুর্ব্বাণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ॥

পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে, পুণ্য তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ সময়ে জপ অথবা দান করিলে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্যতে।
উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে॥

কলিযুগে মনুষ্যগণের প্রাণ অন্নগত, সুতরাং কলিকালে উপবাস প্রশস্ত নহে। কলিকালে কেবলমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ।
তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ॥

হে মহেশানি! কলিকালে কেবলমাত্র দানই যাবতীয় সিদ্ধির হেতু এবং কেবলমাত্র সৎকর্ম্মপরায়ণ দরিদ্র ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নিরূপিত।

মাসবৎসরপক্ষাণামারম্ভদিনমম্বিকে।
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কুহূঃ॥

নিজজন্মদিনঞ্চৈব পিত্রোর্মরণবাসরঃ।
বৈধোৎসবদিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

হে অম্বিকে! মাসের আরম্ভ দিন, বর্ষের আরম্ভ দিন, পক্ষের আরম্ভ-কাল, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, শুক্লপক্ষীয়া একাদশী, অমাবস্যা, আপনার জন্মদিবস, পিতার মৃতদিন, বিধিযুক্ত উৎসবদিন, এই সকল পুণ্যকাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

গঙ্গানদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ।
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতং ॥

গঙ্গা ও অন্যান্য পবিত্রসলিলা নদী, গুরুর গৃহ এবং প্রসিদ্ধ দেবতাস্থান এই সকলই পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণং।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রততাং নৃণাং ॥

যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, জনকজননীর সেবা, কলত্র রক্ষা এই সকল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তীর্থে গমন করে, তাহার পক্ষে তীর্থ নরকের হেতুমাত্র হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥

স্ত্রীজাতির পক্ষে পতিসেবা ব্যতীত তীর্থ গমনের কোন নিয়ম নাই। তাহাদিগের পক্ষে উপবাসাদি কার্য্যের বিধান নাই এবং ব্রতানুষ্ঠানেরও কোন নিয়ম নাই।

ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপো দানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥

পতিই নারীগণের তীর্থ, পতিই তাহাদিগের যাবতীয় তপস্যা, পতিই ব্রত এবং পতিই নারীজাতির একমাত্র গুরু ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে পতিসেবা করাই রমণীর একমাত্র কর্ত্তব্য।

পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাৎ বচসা পরিচর্য্যয়া।
তদাজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্॥

নারীজাতি কি বাক্য দ্বারা, কি সেবা দ্বারা, সর্ব্বদা পতির প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, এবং নিয়ত পতির আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় আত্মীয়গণের সন্তোষ বিধান করিবে।

নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥

পতিব্রতা রমণী ক্রূরদৃষ্টিতে পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, তাঁহাকে কদাচ দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করাইবে না এবং মনেও পতির অপ্রিয় চিন্তা করিবে না।

কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ॥

যে নারী কায়মনোবাক্যে প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা পতির সন্তোষ সাধন করে, সে দেহান্তে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণঞ্চরেৎ।
ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী॥

নারীজাতি একমাত্র পতি ব্যতিরেকে অপর পুরুষের মুখদর্শন করিবে না, অপর পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিজ অঙ্গ প্রদর্শন করিবে না, সর্ব্বদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থিতি করিবে।

তিষ্ঠেৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সংপ্রাপ্তযৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ ক্বচিৎ॥

নারীজাতি বাল্যকালে পিতামাতার অধীনে, যৌবনাবস্থায় পতির অধীনে এবং বার্দ্ধক্যে পতিবান্ধববর্গের অধীনে অবস্থান করিবে; কোনকালেই স্বাধীনতাভাবে থাকিতে পারিবে না।

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং॥

যতদিন পতিমর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম না হয়, যাবৎ পতির সেবা বুঝিতে না পারে, যতদিন ধর্ম্মের শাসন অবগত না হয়, তাবৎকাল পিতা সেই বালিকার বিবাহ দিবেন না।

নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশূংস্তথা।
বহূপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদীন্ রসবর্জ্জিতান্॥

নরমাংস, নরাকার পশুর মাংস, বহু উপকারী গোমাংস, ও অন্যান্য জীবগণের নীরস মাংস ভক্ষণ করা অনুচিত।

ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে॥

হে শিবে। গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ভূমিজাত ফল মূল ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবে।

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমং।
অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বশ্যাং বৃত্তৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ॥

অধ্যাপন ও যাজন এই দুইটীই ব্রাহ্মণগণের অনুত্তম ব্রত বলিয়া পরিগণিত। যদি তাহাতে জীবিকানির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রবৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে।

রাজন্যানাঞ্চ সদ্বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনং।
অত্রাশক্তৌ বণিগ্বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ॥

যুদ্ধ ও প্রজাপালন এই দুইটী বৃত্তিই ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে প্রশস্ত। যদি উহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। যদি তাহাতেও জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত ঘটে; তাহা হইলে তখন শূদ্রবৃত্তির আশ্রয় লইবে।

বাণিজ্যাশক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্।
শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তিং বিধীয়তে॥

হে পরমেশানি! বাণিজ্যই বৈশ্যগণের একমাত্র বৃত্তি। যদি তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবে; তাহাতে তাহাদিগকে পাপভাগী হইতে হইবে না। হে দেবি! একমাত্র সেবাই শূদ্রজাতির প্রশস্ত বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত।

সামান্যানাস্তু বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিষু।
অধিকারোস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে॥

হে দেবেশি! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ব্যতীত অন্যান্য সামান্যজাতিরা দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বিপ্রবৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে।

অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

বিপ্রজাতি দ্বেষশূন্য, নির্ম্মম, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসর্য্যহীন ও অকপট হইয়া নিজবৃত্তির অনুগামী হইবে।

অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম্মুখঃ॥

তাঁহারা সর্ব্বজনের হিতসাধনে নিযুক্ত ও পক্ষপাতবিরহিত হইয়া শিষ্যগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে জ্ঞানশিক্ষা দিয়া অধ্যাপন করাইবেন আর যাহাতে শিষ্যগণ সৎপথের পথিক হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন।

মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণং।
নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ॥

মিথ্যাবাক্য, অসূয়া, ব্যসন, অপ্রিয় বচন, নীচ লোকে বা নীচ কার্য্যে আসক্তি এবং দম্ভ এই সকল পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

যুযুৎসা গর্হিতা সন্ধৌ সম্মানৈঃ সন্ধিরুত্তমা।
মৃত্যুর্জ্জয়ো বা যুদ্ধেষু রাজন্যানাং বরাননে॥

হে বরাননে! এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যখন সন্ধি স্থির হইবে, তখন আর তাঁহারা যুদ্ধ বাসনা করিবেন না, সম্মান পূর্ব্বক সন্ধিই স্থির করিবেন। সংগ্রামে জয় অথবা মৃত্যু তাঁহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত।

অলোভী স্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহ্নীয়াৎ সম্মিতং করং।
রক্ষন্নঙ্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ॥

প্রজার ধনে লোভ পরিত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম। তাঁহারা যথাকালে পরিমিতরূপে কর গ্রহণ করিবেন। অঙ্গীকৃত ধর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ন্যায়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মাণ্যন্যানি যানি চ।
মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ॥

কি সংগ্রামকার্য্য, কি সন্ধিক্রিয়া, কি অপরাপর রাজকার্য্য তাঁহারা মন্ত্রীগণের সহিত উত্তমরূপে বিচার করিয়া নির্ব্বাহ করিবেন।

ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ন্যায়দণ্ডপুরক্রিয়াঃ।
করণীয়া যথাশাস্ত্রং সন্ধিং কুর্য্যাৎ যথাবলং॥

তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবেন, ন্যায়ানুসারে দণ্ড ও পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং স্বীয় বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে সন্ধি করিবেন।

উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং যুদ্ধং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ।
উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥

তাঁহারা উপায় দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, এবং উপায় দ্বারাই অরাতি-বর্গের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিবেন। উপায় দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাতেই জয়, ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

স্যান্নীচসঙ্গাদ্বিরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ।
ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ী ॥

ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদা নীচসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহারা বিদ্বান্‌গণের প্রিয় হইবেন এবং বিপদকালে ধীর, সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, সুশীল ও মিতব্যয়ী হইয়া অবস্থিতি করিবেন।

নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎ শিক্ষয়েৎ রণকৌশলং ॥

তাঁহারা দুর্গসংস্কারে সুদক্ষ হইবেন, শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহাদিগের বিলক্ষণ পারদর্শিতা বিদ্যমান থাকিবে, তাঁহারা স্বীয় সৈন্যবর্গের মানাগত অভিপ্রায় অন্বেষণ করিবেন এবং তাহাদিগকে রণকৌশলবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন।

ন হন্যান্মূর্চ্ছিতান্ যুদ্ধে ত্যক্তশস্ত্রান্ পরাঙ্মুখান্।
বলানীতান্ রিপূন্ দেবি রিপুদারশিশূনপি ॥

যাহারা রণে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছে, যাহারা নিরস্ত্র, যাহারা সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং যে সকল শত্রু বলপূর্ব্বক সমানীত হইয়াছে, তাহা-দিগকে বধ করা সমুচিত নহে, বিশেষতঃ শত্রুর পুত্রকলত্রদিগকেও বিনাশ করিবে না।

জয়লব্ধানি বস্তূনি সন্ধিপ্রাপ্তানি যানি চ।
বিতরেত্তানি সৈন্যেভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥

যে সকল দ্রব্য জয় দ্বারা লব্ধ অথবা যাহা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্ত যথাযোগ্য বিভাগানুসারে সৈন্যগণকে সমর্পণ করিবে।

শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্।
বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥

নরপতি যোদ্ধৃগণের চরিত্র ও শৌর্য্য পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইবেন। যিনি আপনার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি কদাচ এক ব্যক্তিকে বহুসৈন্যের আধিপত্য প্রদান করিবেন না।

নৈকস্মিন্ বিশ্বসেদ্রাজা নৈকং ন্যায়ে নিয়োজয়েৎ।
সাম্যং ক্রীড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

নরপতি এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না, এক ব্যক্তিকেও বিচারকার্য্যে নিযুক্ত করিতে নাই। নরপতি নীচব্যক্তির সহিত ক্রীড়া ও নীচব্যক্তির সহিত উপহাস করিবেন না, নীচলোকের সহিত সমভাব প্রদর্শন করাও নরপতির কর্ত্তব্য নহে।

বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি।
বহুমানোপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ ॥

নরপতি বহুশ্রুত হইয়াও স্বল্পভাষী, জ্ঞানী হইয়াও জিজ্ঞাসু এবং বহু-সম্মানার্হ হইয়াও দম্ভশূন্য হইবেন। শাস্তি প্রদানের সময়ে অথবা প্রসন্নতা-কালে একবারে অধীর হওয়াও রাজার কর্ত্তব্য নহে।

স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ।
এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ ॥

নরপতি স্বয়ং প্রজাগণের ভাব পরিদর্শন করিবেন অথবা চারচক্ষু দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন এবং ভৃত্যবর্গের ও স্বজনগণের ভাবও প্রত্যক্ষ করা কর্ত্তব্য।

ক্রোধাদ্দম্ভাৎ প্রমাদাদ্বা সম্মানং শাসনং তথা।
সহসা নৈব কর্ত্তব্যং স্বামিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥

তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ নরপতি রোষবশতঃ, দম্ভহেতু অথবা অনবধানতা বশতঃ সহসা কোন ব্যক্তির সম্মাননা কিম্বা কাহাকেও শাস্তিপ্রদান করিবেন না।

সৈন্যসেনাধিপামাত্যবনিতাপত্যসেবকাঃ।
পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেৎ দণ্ড্যা রাজ্ঞা যথাবিধি ॥

নরপতি সৈন্যবর্গের, সেনাধ্যক্ষের ও অমাত্যগণের পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু উহারা অপরাধী হইলে তাহাদিগকে যথাবিধানে দণ্ড প্রদান করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

উন্মত্তানসমর্থাংশ্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্।
জ্বরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্নৃপঃ ॥

যাহারা উন্মত্ত, অক্ষম, বালক, অভিভাবকশূন্য, পীড়াগ্রস্ত ও বৃদ্ধ, নরপতি তাহাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন।

বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনং।
যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥
অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু।
প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

যেমন কৃষিবাণিজ্য দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ কৃষিবাণিজ্যই বৈশ্যগণের সনাতন ব্যবসায়। হে পার্ব্বতি! এই হেতু বাণিজ্য ও কৃষি কর্ম্মবিষয়ে প্রমাদ, ব্যসন, অলসতা, মিথ্যাচরণ ও শাঠ্য এই সকল সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা বৈশ্যগণের অবশ্যকর্ত্তব্য।

নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যমুভয়োঃ সম্মতো শিবে।
পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ॥

হে পার্ব্বতি। ক্রেতা ও বিক্রেতা এই দুইজনের সম্মতি অনুসারে দ্রব্য ও দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হইলে যৎকালে দুই জনের অঙ্গীকার করা হইবে, তখনই ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

মত্তবিক্ষিপ্তবালানাং অরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে।
রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনামসিদ্ধো দানবিক্রয়ৌ॥

হে প্রিয়ে। যে সকল ব্যক্তি মত্ত, বিক্ষিপ্ত, বালক, বিপক্ষ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত কিম্বা রোগবশে যাহাদিগের বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে, তাহারা দান বা বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না।

ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ॥

যে বস্তু সম্মুখে প্রত্যক্ষ না হয়, গুণ শ্রবণ দ্বারাই তাহার ক্রয় সিদ্ধ হইয়া কিন্তু যেরূপ গুণ কর্ণে শ্রবণ করা যায়, যদি তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না।

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ॥

হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্ব ইহাদিগের গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে কিন্তু যদি সেই কথিত গুণের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না।

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরাঙ্গানাং গুপ্তদোষপ্রকাশনাৎ।
বর্ষাতীতেঽপি তৎ জ্ঞেয়মন্যথা কর্ত্তুমর্হতি॥

হস্তী, উষ্ট্র ও তুরঙ্গ ইহাদিগের গুপ্তদোষ প্রকাশিত হইলে একবর্ষ পরেও সেই ক্রয়বিক্রয়ের অন্যথা হইতে পারে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ।
অতঃ কুলেশি তৎক্রয়ো ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ॥

হে কুলেশি। মানবদেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধন। সুতরাং আমার এইরূপ আদেশ আছে যে, এই দেহ কেহ কখন ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। মানবদেহ বিক্রয় বা ক্রয় করিলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না।

যবগোধূমধান্যানাং লাভো বর্ষে গতে প্রিয়ে।
যুক্তশ্চতুর্থো ধাতূনামষ্টমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

হে প্রিয়ে। যব, গোধূম, ধান্য এই সকল ঋণ করিলে বার্ষিক মূল্যের চতুর্থ অংশ মাত্র লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি দিতে হয়। যদি ধাতুদ্রব্য ঋণ করা যায়, তাহা হইলে একবর্ষে অষ্টম অংশ দিবে। এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে।

ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্যদঙ্গীকৃতং মর্ত্ত্যৈস্তৎ কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতং॥

কি ঋণ, কি কৃষিক্রিয়া, কি বাণিজ্য, কি অন্যান্য কর্ম্ম সকলই যে প্রকার স্বীকার করা হইয়াছে, তদ্রূপ করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের অনুমোদিত।

দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবারত্তো ভবেন্নরঃ॥

যে সকল ব্যক্তি সেবাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহারা স্বীয় কার্য্যে নিপুণ, সদাচারপরায়ণ, সত্যভাষী, নিদ্রার অনধীন, জিতেন্দ্রিয়, প্রমাদরহিত ও নিরলস হইয়া অবস্থিতি করিবে।

প্রভুর্ব্বিষ্ণুসমো মান্যস্তজ্জায়া জননী সমা।
মান্যস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈরিহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ॥

যে সমস্ত ভৃত্য কি ইহলোক কি পরলোক উভয়ত্রই সুখের বাসনা করে, তাহারা প্রভুকে বিষ্ণুর সদৃশ জ্ঞান করত সমুচিত সম্মাননা প্রদর্শন করিবে; তাঁহার স্ত্রীকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে এবং প্রভুর বান্ধববর্গকে সমুচিত সম্মান করিবে।

ভর্ত্তুর্ম্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াত্তদরীনরীন্।
সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্॥

প্রভুর মিত্রকে স্বীয় মিত্র এবং প্রভুর শত্রুকে স্বীয় শত্রুর তুল্য জ্ঞান করা ভৃত্যের কর্ত্তব্য। ভৃত্য সর্ব্বদা প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া ভীতিযুক্ত চিত্তে অবস্থিতি করিবে।

অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্ত্যর্থং কথিতঞ্চ যৎ।
ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ॥

অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গুপ্তবাক্য এবং প্রভুর গ্লানিজনক বিষয় যত্নপূর্ব্বক গোপনে রাখাই ভৃত্যের সর্ব্বথা সমুচিত।

অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ।
তৎসন্নিধাবসম্ভাষং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ॥

ভৃত্য সর্ব্বদা প্রভুর ধনে লোভহীন হইবে, প্রভুর হিতসাধনে নিরন্তর তৎপর থাকিবে এবং প্রভুর নিকটে অসদ্বাক্যালাপ, ক্রীড়া ও হাস্য করিবে না।

ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্গৃহকিঙ্করীঃ।
বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রভুর গৃহের কিঙ্করীগণকে পাপনয়নে দর্শন করা ভৃত্যের অকর্ত্তব্য। ভৃত্য তাহাদিগের সহিত বিরলে একশয্যায় শয়ন বা হাস্যপরিহাস করিবে না।

প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ।
উপানদ্ভূষণং শস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিযোজয়েৎ॥

ভৃত্য স্বামীর শয্যা, আসন, বাহন, বস্ত্র, পাত্র, পাদুকা, অলঙ্কার ও শস্ত্র এ সকল স্বয়ং কদাচ ব্যবহার করিবে না।

ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ।
প্রাগল্ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ॥

কখন কোন কারণে অপরাধী হইলে প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা ভৃত্যের কর্ত্তব্য। প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়তা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করা উচিত নহে।

সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈর্ব্রাহ্মোদ্বাহং তথাশনং।
কুর্ব্বীরন্ ভৈরবীচক্রাত্তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে॥

হে শিবে! যদি তত্ত্বচক্র অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণই ভৈরবীচক্র দ্বারা স্ববর্ণের সহিত ব্রহ্মবিবাহ ও আহার করিবে।

উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতীসংবাদে
ধর্ম্মনির্ণয়ো নাম নবমোল্লাসঃ॥ ৯॥

হে মহেশানি! কি তত্ত্বচক্র, কি ভৈরবীচক্র উভয় বিধানেই শৈব বিবাহ নির্ব্বাহ হয়। এই দ্বিবিধ চক্রে আহার ও পানের সময় বর্ণভেদ বিবেচনা করিবে না।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ধর্ম্মনির্ণয় নামক নবম উল্লাস সমাপ্ত। ৯।

দশমোল্লাসঃ।

লক্ষ্মীস্বরূপকথনং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব ত্বদধীনাস্মি নিশ্চিতং।
লোকঃ কথং লভেল্লক্ষ্মীং তস্যাঃ কিং স্বরূপং বদ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! আমি একমাত্র আপনারই অধীনা জানিবেন। লোকে কি প্রকারে লক্ষ্মীলাভ করে এবং লক্ষ্মীর স্বরূপই বা কি, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা তয়ানিশং।
তস্মাল্লক্ষ্মী সমাখ্যাতা পণ্ডিতৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! কমলা স্নিগ্ধদৃষ্টিতে এই অখিল জগৎ সংসার নিরন্তর লক্ষ্য অর্থাৎ দর্শন করিয়া থাকেন, এই জন্যই তত্ত্বদর্শী মনীষিরা তাঁহার লক্ষ্মী নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বৈর্বন্দিতা পূজিতাপি চ॥

লক্ষ্মীই যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং অখিল সম্পত্তিস্বরূপিণী; এই কারণেই ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বন্দিতা ও পূজিতা হইয়া থাকেন।

বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ।
দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণা ভক্ত্যা তৃতীয়ে চ ময়া প্রিয়ে॥

হে প্রিয়ে! সর্ব্বপ্রথমে নারায়ণ বৈকুণ্ঠধামে ইহাঁর অর্চ্চনা করেন। পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা, তদনন্তর আমি ভক্তিপূর্ব্বক ইহাঁর অর্চ্চনা করিয়াছিলাম।

পুরা মেরৌ সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পপ্রচ্ছ কেশবঃ।
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা ॥

পূর্ব্বকালে একদিন লক্ষ্মীদেবী সুমেরুগিরির শিখরদেশে সুখে সমাসীনা আছেন, এমত সময়ে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবি। কি উপায়ে তুমি গৃহস্থের গৃহে নিশ্চলা হইয়া অবস্থান কর।

শ্রীরুবাচ।

যং যং রুষ্টো গুরুর্দ্দেবো মাতা তাতশ্চ বান্ধবঃ।
অতিথিঃ পিতৃলোকাশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

লক্ষ্মী নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নাথ! যাহার প্রতি গুরু, দেবতা, পিতা, মাতা, বান্ধব, আত্মীয় ও পিতৃগণ কুপিত, আমি কদাচ তাহার গৃহে অবস্থান করি না।

মিথ্যাবাদী চ যঃ শশ্বন্নাস্তীতি বাচকঃ সদা।
সত্ত্বহীনশ্চ দুঃশীলো ন গেহং তস্য যাম্যহং ॥

যে ব্যক্তি মিথ্যাভাষী, যে ব্যক্তি নিরন্তর "নাই নাই" শব্দ প্রয়োগ করে, যে সত্ত্বহীন ও দুশ্চরিত্র, আমি তাহার গৃহে অবস্থিতি করি না।

সত্যহীনঃ স্থাপ্যহারী মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ।
বিশ্বাসঘ্নঃ কৃতঘ্নো যো ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি সত্য বিসর্জ্জন করিয়াছে, যে পরের স্থাপ্যধন হরণ করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন, আমি তাহার গৃহে অবস্থান করি না।

চিন্তাগ্রস্তো ভয়গ্রস্তঃ শত্রুগ্রস্তোঽতিপাতকী।
ঋণগ্রস্তোঽতিকৃপণো ন গেহং যামি পাপিনাং ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চিন্তাপরায়ণ, যে ব্যক্তি নিরন্তর ভীত, যে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত, যে ব্যক্তি মহাপাপী এবং যে ঋণগ্রস্ত ও অতিকৃপণ, আমি তাদৃশ পাপাত্মার গৃহে নিবসতি করি না।

দীক্ষাহীনশ্চ শোকার্ত্তো মন্দধীঃ স্ত্রীজিতঃ সদা।
পুংশ্চলীপতিপুত্রো যো তদ্গেহং নৈব যাম্যহং ॥

যে ব্যক্তি অদীক্ষিত, নিরন্তর শোকার্ত্ত মন্দবুদ্ধি স্ত্রীর বশীভূত এবং যে ব্যক্তির স্ত্রী বা মাতা পুংশ্চলী, আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে গমন করি না।

পুংশ্চল্যন্নপ্রবীরান্নং যো ভুঙ্‌ক্তে কামতঃ সদা।
শূদ্রান্নভোজী তদ্‌যাজী তদ্‌গেহং নৈব যাম্যহং ॥

যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে পুংশ্চলীর অন্ন অথবা অবীরান্ন ভোজন করে এবং যে শূদ্রের অন্ন আহার করে, আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহ গমনে করি না।

যো দুর্ব্বাক্‌ কলহাবিষ্টঃ কলিঃ শশ্বদ্‌যদালয়ে।
স্ত্রী প্রধানা গৃহে যস্য ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কটুবাক্য প্রয়োগ করে, যে ব্যক্তি নিরন্তর কলহপরায়ণ, যাহার গৃহে সর্ব্বদা কলহ হয় আর যাহার গৃহে স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ, আমি কদাচ তাহার গৃহে গমন করি না।

যত্র নাস্তি হরেঃ পূজা তদীয়গুণকীর্ত্তনং।
নোৎসুকশ্চ প্রশংসায়াং ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে স্থানে শ্রীহরির অর্চ্চনা বা তদীয় গুণ কীর্ত্তন না হয়, যে ব্যক্তি হরিগুণ প্রশংসার্থে সমুৎসুক নহে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

কন্যান্নবেদবিক্রেতা নরঘাতী চ হিংসকঃ।
নরকাগারসদৃশং ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি কন্যা, অন্ন ও বেদ বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি পরের জীবন বিনাশ করে এবং যে ব্যক্তি হিংসক, আমি তাহার নরকসদৃশ পাপগৃহে গমন করি না।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং সুরস্য চ।
যো হরেদ্দানহীনশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি স্বীয়দত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি অথবা দেববৃত্তি হরণ করে, যে ব্যক্তি কখন দান করে না, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং মূঢ়ধীঃ কুরুতে শঠঃ।
স পাপী পুণ্যহীনশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে মূঢ়মতি শঠ কোন কর্ম্ম করিয়া তাহার দক্ষিণা প্রদান না করে, সে মহাপাপী ও পুণ্যহীন বলিয়া পরিগণিত; আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুঞ্চ তং।
অনাথাং ভগিনীং কন্যামনন্যাশ্রয়বান্ধবান্ ॥
কার্পণ্যাদ্ যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা।
তদ্গৃহান্নরকাকারান্ন যামি তান্ কদাচন ॥

যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, পত্নী, গুরুপত্নী, গুরু, অনাথা ভগিনী, কন্যা ও নিরাশ্রয় বান্ধবগণকে কৃপণতা বশতঃ ভরণ পোষণ না করিয়া কেবল অর্থ সঞ্চয় করে, আমি তাদৃশ ব্যক্তির নরকতুল্য গৃহে গমন করি না।

মূত্রং পুরীষমুৎসৃজ্য যস্তৎ পশ্যতি মন্দধীঃ।
যঃ শেতে স্নিগ্ধপাদেন ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মূত্রপুরীষ বিসর্জ্জন করিয়া তাহা দর্শন ও স্নিগ্ধচরণে শয়ন করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

অধৌতপাদশায়ী যো নগ্নঃ শেতেঽতিনিদ্রিতঃ।
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী ন যামি তস্য মন্দিরং॥

যে ব্যক্তি চরণ ধৌত না করিয়া ও উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করে, যে ব্যক্তি অধিক নিদ্রা যায়, যে দিবাভাগে বা সন্ধ্যাকালে শয়ন করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

মূর্দ্ধ্নি তৈলং পুরো দত্ত্বা যোঽন্যদঙ্গমুপস্পৃশেৎ।
দদাতি পশ্চাদ্‌গাত্রে বা ন যামি তস্য মন্দিরং॥

যে ব্যক্তি স্নানকালে অগ্রে মস্তকে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক তদনন্তর অন্যান্য গাত্রে তৈল দেয়, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

দত্ত্বা তৈলং মূর্দ্ধ্নি গাত্রে বিন্মূত্রং যঃ সমুৎসৃজেৎ।
প্রণমেদাহরেৎ পুষ্পং ন যামি তস্য মন্দিরং॥

যে ব্যক্তি শিরোদেশে ও গাত্রে তৈল প্রদান করিয়া মূত্র পুরীষ ত্যাগ, প্রণাম ও কুসুম চয়ন করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

তৃণং ছিনত্তি নখরৈর্নখরৈর্বিলিখেন্মহীং।
গাত্রে পাদে মলং যস্য ন যামি তস্য মন্দিরং॥

যে ব্যক্তি নখ দ্বারা তৃণ ছেদন ও ভূমিতল বিলিখন করে এবং যাহার গাত্রে ও পদে মল বিদ্যমান, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

দশনং বসনং যস্য সমলং রুক্ষমস্তকং।
বিকৃতৌ গ্রাসহাসৌ চ ন যামি তস্য মন্দিরং॥

যাহার দন্ত ও পরিধেয় বস্ত্র মলিন, যাহার মস্তক রুক্ষ অর্থাৎ তৈলশূন্য এবং যাহার গ্রাস ও হাস্য বিকৃত অর্থাৎ গ্রাস বৃহৎ ও হাস্য অতি উচ্চ, আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে গমন করি না।

মন্ত্রবিদ্যোপজীবী চ গ্রামযাজী চিকিৎসকঃ।
সূপকৃদ্দেবলশ্চৈব ন যামি তস্য মন্দিরং॥

যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রবিদ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে বিপ্র গ্রামযাজী, যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসাব্যবসায়ী, সূপকার ও দেবল আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

বিবাহং ধর্ম্মকার্য্যং বা যো নিহন্তি চ কোপতঃ।
দিবা মৈথুনকারী যো ন যামি তস্য মন্দিরং॥

যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বিবাহ অথবা ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট করে এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে নারী সঙ্গ করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

কুচেলিনং দন্তমলোপধারিণং
বহ্বাশিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণং।
সূর্য্যোদয়ে চাস্তময়ে চ শায়িনং
বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং॥

যে ব্যক্তির বসন মলিন, দন্তপংক্তি মলিন, যে ব্যক্তি বহুভোজন করে, যাহার বাক্য নিষ্ঠুর, এবং যে ব্যক্তি প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে শয়ন করে, হে নাথ! তাহাকে আমি ও তুমি উভয়েই পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ধরণিবিলিখনং পাদয়োরল্পমার্ষ্টি-
র্দন্তানামল্পশৌচং বসনমলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাং।
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং নিধনমুপনয়েৎ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীং॥

নিরন্তর তৃণচ্ছেদন, ভূমিতল বিলিখন চরণদ্বয়ের স্বল্পমার্জ্জন, দন্তপংক্তির অল্প পরিষ্করণ, বস্ত্রের মালিন্য, শিরোদেশের রুক্ষতা, দুই সন্ধ্যা নিদ্রা, উলঙ্গ হইয়া শয়ন, অধিক আহার, উচ্চ হাস্য এবং আপন অঙ্গবাদ্য বা পীঠবাদ্য এই সমস্ত কার্য্যের আচরণ করিলে স্বয়ং হরিকেও শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।

শিরঃ সুধৌতং চরণৌ সুমার্জ্জিতৌ
বরাঙ্গনাসেবনমল্পভোজনং।
অনগ্নশায়িত্বমপর্ব্বমৈথুনং
চিরপ্রণষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি যট্॥

সুধৌত শিরোদেশ, সুমার্জ্জিত চরণ, উত্তমা নারীসেবন, অল্প আহার, অনগ্নাবস্থায় শয়ন, পর্ব্বদিনে মৈথুনত্যাগ এই ছয়টী চিরপ্রণষ্ট লক্ষ্মীকেও পুনরানয়ন করে।

যস্য কস্য তু পুষ্পস্য পাণ্ডরস্য বিশেষতঃ।
শিরসা ধার্য্যমাণস্য অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্যতে॥

যে কোন প্রকার পুষ্প, বিশেষতঃ পাণ্ডুবর্ণ কুসুম শিরোদেশে ধারণ করিলে অলক্ষ্মী বিনাশ পাইয়া থাকে।

দীপস্য পশ্চিমা ছায়া ছায়া শয্যাসনস্য চ।
রজকস্য তু যত্তীর্থমলক্ষ্মীস্তত্র তিষ্ঠতি॥

প্রদীপের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ছায়া, শয্যাচ্ছায়া, আসনের ছায়া এবং রজকতীর্থ অর্থাৎ যে ঘাটে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করে, এই সমস্ত স্থানই অলক্ষ্মীর বাসস্থান জানিবে।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জ্বলা।
অকলহা বসেদ্ যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং॥

হে কৃষ্ণ! যে স্থানে শুক্লবর্ণ পারাবত, ও সুন্দরী গৃহিণী অবস্থিতি করে

এবং যে গৃহে কলহ হয় না, আমি নিরন্তর সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকি।

ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলা রজতোপমাঃ।
অন্নঞ্চৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং ॥

যে গৃহে কাঞ্চনসদৃশ ধান্য, রজততুল্য তণ্ডুল ও তুষশূন্য অন্ন বিদ্যমান, হে কৃষ্ণ। আমি সেই গৃহে অধিষ্ঠান করি।

যঃ সম্বিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী
বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ।
অল্পপ্রলাপী ন চ দীর্ঘসূত্রী
তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥

যে ব্যক্তি সকলকে বিভাগ করিয়া দিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করে, যে প্রিয়ভাষী, বৃদ্ধোপসেবী, প্রিয়দর্শন, অল্পভাষী ও অদীর্ঘসূত্রী, আমি সেই পুরুষের নিকট নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকি।

যো ধর্ম্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ
বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী।
অগর্ব্বিতো যশ্চ জনানুরাগী
তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন, নিরহঙ্কারী, জনানুরাগী এবং যে ব্যক্তি অপরের ক্লেশ উৎপাদন না করে, আমি তাদৃশ পুরুষের নিকট নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকি।

চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে পুষ্পং প্রাপ্য ন জিঘ্রতি।
যো ন পশ্যেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়তং স চ মে প্রিয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি বহুক্ষণ ধরিয়া স্নান করে, অতি শীঘ্র ভোজন করে, যে পুষ্প

প্রাপ্তমাত্র তাহা ভ্রাণ করে না, এবং যে ব্যক্তি উলঙ্গিনী নারীর প্রতি দৃষ্টি-পাত না করে, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় হয়।

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ॥

ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই তিনটী মহাগুণ বলিয়া পরিগণিত। যে ব্যক্তি এই গুণত্রয়ের আধার এবং শ্রদ্ধাবান, সেই পুরুষই আমার প্রিয় সন্দেহ নাই।

সর্ব্বলক্ষণমধ্যে তু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে।
কালে দেশে চ পাত্রে চ স চ ত্যাগঃ প্রশস্যতে॥

যাবতীয় লক্ষণের মধ্যে ত্যাগ অর্থাৎ দানই সর্ব্বপ্রধান। পরন্তু দেশ, কাল ও পাত্রবিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত।

নিত্যমামলকে লক্ষ্মীর্নিত্যং বসতি গোময়ে।
নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মে চ নিত্যং শ্রীঃ শুক্লবাসসি॥

আমলকবৃক্ষে আমি নিরন্তর অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। গোময়, শঙ্খ, পদ্ম ও শুক্লবস্ত্র এই সমস্তই আমার নিত্য অধিষ্ঠানের স্থল।

বসামি পদ্মোৎপলশঙ্খমধ্যে
বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ।
নারায়ণে চৈব বসুন্ধরায়াং
বসামি নিত্যোৎসবমন্দিরেষু॥

আমি পদ্ম, উৎপল ও শঙ্খমধ্যে নিরন্তর অবস্থান করি; চন্দ্র ও মহেশ্বরই আমার নিত্য আবাসস্থল। আমি সর্ব্বদা নারায়ণে অধিষ্ঠিত এবং পৃথিবী-তলে যে যে গৃহ প্রত্যহ উৎসবে পরিপূর্ণ থাকে, আমি সেই সেই স্থানে অব-স্থিতি করিয়া থাকি।

যথোপদিষ্টা গুরুভক্তিযুক্তা
পত্যুর্ব্বচো নাক্রমতে চ নিত্যং।
নিত্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে পতিভুক্তশেষং
তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥

যে রমণী উপদেশের বশবর্ত্তিনী, যে গুরুর প্রতি ভক্তিমতী, যে পতির বাক্য লঙ্ঘন না করে, এবং যে রমণী প্রত্যহ পতির ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করে, আমি তাহার শরীরে নিয়ত বাস করি।

তুষ্টা চ ধীরা প্রিয়বাদিনী চ
সৌভাগ্যযুক্তা চ সুশোভনা চ।
লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা
পতিব্রতা যা চ বসামি তাসু ॥

যে সকল রমণী সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, ধীর, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যবতী, সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, প্রিয়দর্শনা ও পতিব্রতা, আমি তাহাদিগের দেহে অধিষ্ঠান করিয়া থাকি।

শ্যামা মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা
সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ সুশীলা।
গভীরনাভিঃ সমদন্তপংক্তি-
স্তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥

যে রমণী শ্যামবর্ণা, যাহার নয়নদ্বয় মৃগের নয়নের ন্যায় সুদৃশ্য, যাহার কটিদেশ ক্ষীণ, যাহার ভ্রূযুগল সুন্দর, যে নারী সুকেশী, মন্থরগামিনী ও সুশীলা, যাহার নাভিদেশ গম্ভীর ও দন্তপংক্তি সমান, আমি নিয়ত তাদৃশী রমণীর শরীরে অবস্থান করি।

যা পাপরক্তা পিশুনস্বভাবা
স্বাধীনকান্তং পরিভূয়তে চ।

অমর্ষকামা কুচরিত্রশীলা
তামঙ্গনাং প্রেতমুখীং ত্যজামি ॥

যে নারী পাপকর্ম্মে অনুরক্তা, যাহার স্বভাব ক্রূর, যে পতির আজ্ঞাবহ না থাকিয়া স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করে, যে নারী প্রগল্ভা, অমর্ষকামা ও কুচরিত্রা, আমি তাদৃশী প্রেতমুখীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

পুষ্পং পর্য্যুষিতং পূতিং শয়নং বহুভিঃ সহ।
ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

পর্য্যুষিত পুষ্প, পূতিগন্ধ বহুজনের সহিত একত্র শয়ন, ভগ্ন আসন, কুচরিত্রা নারী, এই সমস্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

চিতাঙ্গারকমস্থীনি বহ্নিং ভস্ম দ্বিজঞ্চ গাং।
ন পাদেন স্পৃশেৎ পাদং কার্পাসাস্থি তুষং গুরুং ॥

চিতাঙ্গার, অস্থি, অগ্নি, ভস্ম ব্রাহ্মণ, গো, কার্পাসাস্থি, তুষ, গুরু ইহাদিগকে চরণদ্বারা স্পর্শ করিবে না, পদদ্বারা পদস্পর্শ করাও অকর্ত্তব্য।

নখকেশোদকঞ্চৈব মৈথুনং পর্ব্বসন্ধ্যয়োঃ।
বর্জ্জয়েন্নগ্নশায়িত্বমেকাকী মিষ্টভোজনং ॥

নখোদক, কেশোদক, পর্ব্বকালে ও সন্ধ্যাসময়ে নারীসঙ্গ, বিবস্ত্র হইয়া শয়ন, একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল পরিত্যাগ করা উচিত।

সম্মার্জ্জনীরজোবাতং নিগুণ্ডীং লকুচং তথা।
রাত্রৌ বিল্বপলাশঞ্চ কপিত্থং বর্জ্জয়েদ্দধি ॥

যাহাতে সম্মার্জ্জনীর ধূলি ও তদ্বায়ু গাত্রে স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে আর রাত্রিকালে নিগুণ্ডী, লকুচ, (মাদার বা ডহুয়া) বিল, পলাশ, কপিত্থ ও দধিসেবন করিবে না।

স্বগাত্রাসনয়োর্বাদ্যং অপূজ্য মূর্দ্ধপাদয়োঃ।
উচ্ছিষ্টস্পর্শনং মূর্দ্ধ্নি স্নানাভ্যঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥

আপনার গাত্রবাদ্য বা আসনবাদ্য করিবে না, মস্তক ও চরণদ্বয় সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না, এবং মূর্দ্ধাস্নান পরিত্যাগ করিবে।

শয়নঞ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা।
ম্লানাম্বরং কুবেশঞ্চ বর্জ্জয়েৎ শুষ্কভোজনং ॥

অন্ধকারে শয়ন, দিবাভাগে রাত্রিবাস পরিধান, মলিন বসন, কুবেশ ও শুষ্ক ভোজন এই সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

পরেণোদ্বর্ত্তিতং বক্ষঃ স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণং।
আলস্যমবসাদঞ্চ ন কুর্য্যাল্লোষ্ট্রমর্দ্দনং ॥

অপর ব্যক্তি দ্বারা বক্ষঃস্থলের উদ্বর্ত্তন, স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণ, অলসতা, অবসাদ, ও লোষ্ট্রমর্দ্দন এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে।

স্বয়ং বামেন মূর্দ্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ।
তারকাঃ পুষ্পবন্তৌ চ ন পশ্যেদশুচিঃ পুমান্।
নেক্ষেদ্গুহ্যং পরস্ত্রীণাং নাস্তং যান্তং দিবাকরং ॥

স্বয়ং বাম হস্ত দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিতে নাই, অশুচি অবস্থায় তারকা দর্শন করিবে না, পরস্ত্রীর গুহ্য দর্শন করিতে নাই এবং অস্তগমনোন্মুখ-ভাস্কররকে নেত্রগোচর করিবে না।

কুর্য্যান্নান্যধনাকাঙ্ক্ষাং পরস্ত্রীণাং তথৈব চ।
পরেষাং প্রতিকূলঞ্চ উদিতার্কে প্রবোধনং ॥

পরের ধনে বাসনা পরিত্যাগ করিবে, পরস্ত্রীগমন করিবে না, অন্যের শত্রুতাচরণ করিতে নাই এবং সূর্য্যোদয় হইলে আর শয়ন করিবে না।

নখকণ্টকরক্তৈশ্চ মৃত্তিকাঙ্গারবারিভিঃ।
বৃথা বিলেখনং ভূমৌ ন কুর্য্যান্মম কাঙ্ক্ষয়া॥

কি নখ, কি কণ্টক, কি রক্ত, কি মৃত্তিকা, কি অঙ্গার, কি জল এই সমস্ত দ্বারা ভূমিতলে বৃথা বিলেখন করা অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আমাকে গৃহে বাখিবার বাসনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা পরিত্যাগ করিবেন।

স্বয়ং দোহং স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনং।
নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং॥

স্বয়ং গোদোহন, স্বয়ং মালা ধারণ, স্বয়ং চন্দনলেপন এবং নাপিতের গৃহে বসিয়া ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন এই সমস্ত কার্য্যের আচরণ করিলে দেবরাজেরও লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

ন নিন্দাং গণকে বিপ্রে পাদয়োর্নর্ত্তনস্তথা।
প্রাতিকূলঞ্চরেৎ স্ত্রীণাং ভুক্ত্বা চ দন্তধাবনং॥

গণক বা বিপ্রের নিন্দা করিবে না, পদদ্বারা নৃত্য করা অকর্ত্তব্য, স্ত্রীজাতির প্রতিকূলতাচরণ করিতে নাই এবং আহারান্তে দন্তধাবন করিবে না।

অঘৃতং মাংসসূপঞ্চ নগ্নাঞ্চৈব স্ত্রিয়স্তথা।
ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং॥

ঘৃতশূন্য মাংসযূষ সেবন করিলে এবং বিবস্ত্রা নারীকে দর্শন করিলে ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।

মন্ত্রৈরযুক্তঃ পরদারসেবী
আচারহীনঃ পরসেবকশ্চ।
সঙ্কীর্ণচারী পরিবাদশীল-
স্তং নিষ্ঠুরং দম্ভময়ং ত্যজামি॥

যে ব্যক্তি মন্ত্রবিহীন, যে পরদারা গমন করে, যে সদাচার ভ্রষ্ট, যে পরের দাস, যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণাচারী, পরিবাদশীল, নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

শয়নঞ্চার্দ্রপাদেন রাত্রিবাসো দিনে তথা।
নোত্তরীয়মধঃ কুর্য্যাৎ শুষ্কপাদেন ভোজনং॥

আর্দ্রচরণে শয়ন করিবে না, দিবাভাগে রাত্রিবাস পরিধান করিবে না, উত্তরীয় অধঃকরণ করিবে না এবং শুষ্ক চরণে ভোজন করিবে না অর্থাৎ ভোজনের অগ্রে চরণ ধৌত করিবে।

অশুচিং ম্লানবস্ত্রঞ্চ দুর্গন্ধামসুখাবহাং।
অভূষণামপুষ্পাঞ্চ ন কুর্য্যাদাত্মনস্তনুং॥

স্বীয় শরীরকে কদাচ অশুচি, মলিন, দুর্গন্ধ, অসুখাবহ, অনলঙ্কৃত, পুষ্পহীন ও মলিন বাসনাবৃত করিবে না।

কর্ণে চ বদনে ঘ্রাণে তথা করতলেপি চ।
পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন কুর্য্যাদনুলেপনং॥

কর্ণ, বদন, নাসিকা, করতল, পদতল, পৃষ্ঠদেশ ও চক্ষু এই সকল স্থানে অনুলেপন প্রদান করিবে না।

চক্ষুর্লগ্নে হতং শ্রেয়ো মুখলগ্নে ধনক্ষয়ঃ।
দরিদ্রঃ কর্ণলগ্নে চ পাদপৃষ্ঠে তথায়ুষঃ॥

নেত্রে অনুলেপন করিলে শ্রেয়োহীন, বদনে ধনহানি, কর্ণে দারিদ্র্য এবং চরণ ও পৃষ্ঠদেশে অনুলেপন করিলে পরমায়ুর হ্রাস হইয়া থাকে।

গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্নঞ্চৈব মহোদধিঃ।
গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জ্জয়েন্ন কদাচন॥

গন্ধ, পুষ্প, জল, রত্ন, মহোদধি, প্রথম গৃহীত বসন এই সকল কখন বর্জ্জন করিবে না।

অজরজঃ খররজস্তথা সম্মার্জ্জনীরজঃ ।
স্ত্রীণাং পাদরজশ্চৈব শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥

ছাগধূলি, গর্দ্দভের ধূলি, সম্মার্জ্জনীর ধূলি এবং নারীজাতির চরণের ধূলি এই সমস্ত গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয় ।

এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশব ।
তুষ্টা ভবামি তস্যাহং ত্বয্যেব নিশ্চলা যথা ॥

হে কেশব ! আমি যেরূপ বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপ আচরণ করে, আমি তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্টা হই এবং তোমাতে যেরূপ অচলা হইয়া রাহিয়াছি, সেই ব্যক্তির গৃহেও তদ্রূপ নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করি ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শ্রীভাষিতমিদং দেবি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ।
তদ্গৃহং বিপুলং রম্যং নিত্যং ভবতি নান্যথা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া এই কমলাপ্রোক্ত পুণ্যকথা অধ্যয়ন করে, তাহার গৃহ নিত্য বিপুল ধনে পরিপূর্ণ থাকে সন্দেহ নাই ।

ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে শ্রীহরপার্ব্বতী-
সংবাদে শ্রীসাধনং নাম দশমোল্লাসঃ ॥ ১০ ॥

হে পার্ব্বতি ! ইহার প্রসাদে রোগী রোগ হইতে এবং বন্দী বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে আর সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার বিনাশ পায়, ইহার প্রসাদে সেইরূপ বিপদরাশি বিদূরিত হইয়া যায় ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে শ্রীসাধন নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত ।

একাদশোল্লাসঃ।

রোগনির্ণয়ঃ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অধুনা ব্রূহি মে নাথ কৃপা চেন্ময়ি বর্ত্ততে।
কস্মাৎ কথং সমুদ্ভূতো রোগঃ কেন নিবার্য্যতে॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে ভগবন্! হে নাথ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে কি কারণে ও কি প্রকারে রোগের উৎপত্তি হয় এবং কি উপায়েই বা তাহা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অধুনা তাহাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষশাম্যমরোগতা।
সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! দোষের বৈষম্যকে রোগ এবং দোষশাম্যকেই অরোগ্য কহে। কুপিত মলই সকল রোগের কারণ।

তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেপি কায়িকাঃ॥

রোগ চতুর্ব্বিধ;—স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানস ও কায়িক।

কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

কেহ কেহ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন যে, রোগ ত্রিবিধ;—কর্ম্মজ, দোষজ ও কর্ম্মদোষজ।

দেহস্বভাবজা রোগাঃ স্বাভাবিকাঃ প্রকথ্যতে।
ক্ষুৎ-পিপাসে যথা দেবি জাগরো মরণং তথা॥

অথবা স্বয়মুৎপন্নঃ স্বাভাবিকঃ স উচ্যতে।
আজন্ম নেত্রনাশস্তু তদ্বিদ্ধি সুরসুন্দরি॥

হে দেবি! যাহা দেহস্বভাবে সঞ্জাত, তাহাকে স্বাভাবিক রোগ বলা যায়। যেরূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাগরণ, মরণ ইত্যাদি। অথবা যাহা স্বয়ং সমুৎ-পন্ন, তাহাকে স্বাভাবিক কহে; যেমন আজন্ম অন্ধতা।

জন্মাদনন্তরং জাতং অভিঘাতাদিজঞ্চ বা।
আগন্তুকং বিজানীয়াৎ শৃণু মে প্রাণবল্লভে॥

হে প্রাণবল্লভে! এক্ষণে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা জন্মের পর উৎপন্ন হয় অথবা যাহা অভিঘাতাদি দ্বারা সমুৎপন্ন, তাহাকে আগন্তুক কহে।

কামক্রোধৌ লোভমোহৌ ভয়োঽভিমান এব চ।
ঈর্ষ্যাসূয়া বিষাদশ্চ মানসাশ্চেতি কথ্যতে॥
অথবোন্মাদনং মূর্চ্ছা ভ্রমঃ সন্ন্যাস এব তু।
অপস্মারাদয়ো রোগা মানসিকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

হে পার্ব্বতি! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, ঈর্ষা, অসূয়া, ও বিষাদ এই সমস্ত মানাসিক রোগ বলিয়া অভিহিত। অথবা উন্মাদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, সন্ন্যাস ও অপস্মার প্রভৃতিকেও মানসিক রোগ বলা যায়।

পাণ্ডুরোগাদিকান্ সর্ব্বান্ কায়িকান্ সংপ্রচক্ষতে।
ইদানীং শৃণু মে দেবি কর্ম্মজান্ ব্যাধিদুঃসহান্॥

হে দেবি! পাণ্ডুরোগাদিকে কায়িক রোগ বলা যায়। অধুনা দুঃসহ কর্ম্মজ রোগের বিবর বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রাক্তনাজ্জায়তে যস্তু সে রোগঃ কর্ম্মজঃ স্মৃতঃ।
অথবা চিকিৎসয়া যস্তু কদাপি ন প্রশাম্যতি।
ভোগেন প্রায়শ্চিত্তেন অস্য শান্তির্ভবেদ্ ধ্রুবং ॥

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলে যে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম কর্ম্মজ রোগ অথবা যে রোগ যথাবিধি চিকিৎসা দ্বারাও প্রশমিত না হয়, তাহাকে কর্ম্মজ রোগ কহে। ভোগ দ্বারা অথবা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এই রোগের উপশম হইয়া থাকে।

মিথ্যাহারবিহারৈশ্চ দোষাস্ত্রয়ঃ প্রকুপিতাঃ।
জনয়ন্তি চ যান্ রোগান্ দোষজান্ তান্ বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

মিথ্যা আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় কুপিত হইয়া যে রোগের উৎপত্তি করে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ দোষজ ব্যাধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কর্ম্মদোষোদ্ভবো যস্তু স কর্ম্মদোষজঃ স্মৃতঃ।
অল্পদোষে তু যো ব্যাধিঃ ক্রমং গুরুতরো ভবেৎ।
স কর্ম্মদোষজশ্চৈব কথিতস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

কর্ম্ম ও দোষ এই উভয় হইতে যে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তাহাকেই কর্ম্ম-দোষজ কহে। অল্পমাত্র দোষ বিদ্যমানেও যে ব্যাধি উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া উঠে, তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণগণ তাহাকেই কর্ম্মদোষজ বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন।

সাধ্যাসাধ্যৌ তথা যাপ্যো রোগস্তু ত্রিবিধো মতঃ।
সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যঃ সাধ্যস্তু দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ ॥

সাধ্যাদি ভেদে ব্যাধি ত্রিবিধ, সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য। ইহার মধ্যে সাধ্য আবার দুই প্রকার ;—সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্র সাধ্য।

দোষধাতুমলাদীনাং সাম্যং করোতি যা ধ্রুবং ।
নিহন্তি ব্যাধিসংঘাংশ্চ চিকিৎসা সা স্মৃতা বুধৈঃ ॥

যাহা দ্বারা দোষ, ধাতু ও মল এই সমস্তের সাম্যবিধান হয় এবং যাহা ব্যাধিকে দূরীকৃত করে, তাহারই নাম চিকিৎসা ।

যা ক্রিয়া ধাতুসাম্যঞ্চ করোতি ভুবি দেহিনাং ।
সৈব চিকিৎসা বিজ্ঞেয়া সৈব বৈদ্যোচিতং কৃতং ॥

যে ক্রিয়া দ্বারা দেহে ধাতুর সাম্য হয় তাহারই নাম চিকিৎসা এবং তাহাই বৈদ্যগণের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ।

জাতমাত্রং চিকিৎসেত নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোপি বিকরোত্যসৌ ॥

রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করিবে, অল্পজ্ঞানে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ অগ্নি, শত্রু ও বিষের স্থায় অল্পমাত্র ব্যাধিও বিকার উৎপাদন করে ।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোনন্তরমৌষধং ।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥

সর্ব্বপ্রথমে রোগের পরীক্ষা করিয়া তদনন্তর ঔষধের ব্যবস্থা করিবে । তৎপরে বিশেষরূপে বিচার ও সতর্কতা সহকারে ঔষধ প্রদানাদিরূপ চিকিৎসা করিতে হয় ।

ন রোগং ঔষধং বেত্তি রোগং বেত্তি ন চৌষধং ।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং বৈদ্যং শৃণু মে প্রাণবল্লভে ॥

হে প্রাণবল্লভে ! যিনি রোগ নিরূপণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানেন না এবং যিনি ঔষধ জানেন, কিন্তু রোগ নিরূপণ করিতে

পারেন না, তাদৃশ বৈদ্যকে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাদৃশ বৈদ্যকে রোগী দেখাইবে না।

দেশকালৌ তথা পাত্রং জ্ঞাত্বা যঃ কুশলো ভিষক্।
চিকিৎসতি বিধানেন স বৈদ্যঃ প্রকৃতো মতঃ ॥

যিনি দেশ কাল ও পাত্রানুসারে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত পারদর্শী চিকিৎসক বলা যায়।

সংপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বরূপশ্চ হেতূপশয়লক্ষণং।
পঞ্চভিস্তু বিজানীয়াৎ রোগস্বরূপমেব হি ॥

হে দেবি! সংপ্রাপ্তি, পূর্ব্বরূপ, কারণ, উপশয় ও লক্ষণ এই পঞ্চপ্রকারে রোগের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবে।

যেন বৈ জায়তে রোগঃ স হেতুঃ কথ্যতে বুধৈঃ।
তৎপরং শৃণু মে দেবি বাতজাদেস্তু কারণং ॥

হে দেবি! যাহা হইতে রোগের উৎপত্তি হয়, বুধগণ তাহাকেই সেই রোগের হেতু বা কারণ বলিয়া থাকেন। বাতজাদি রোগ সকল যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কটুবাক্যং ভয়ং শোকঃ মনঃসন্তাপ এব চ।
অতিরুক্ষমনাহারো শশ্বদ্ভ্রমণমৈথুনং ॥
বৃদ্ধাস্ত্রীগমনঞ্চৈব যুদ্ধং কলহমেব চ।
ছেদনং ভোজনান্তে চ তথা গমনধাবনে।
বহ্নিতাপঞ্চ হে দেবি কেবলং বায়ুকারণং ॥

হে দেবি! কটুবাক্য প্রয়োগ, ভয়, শোক, মনস্তাপ, অতিরুক্ষভোজন, উপবাস, নিরন্তর ভ্রমণ, অতিরিক্ত মৈথুন, বৃদ্ধাস্ত্রীতে গমন, যুদ্ধ, কলহ, ভোজনের অব্যবহিত পরেই ছেদন, গমন ও ধাবন, অগ্নিতাপ এই সকল

কারণেই বায়ু প্রকুপিত হয় এবং বায়ু প্রকুপিত হইয়া যে সকল রোগের উৎপাদন করে, তাহাকেই বাতজ ব্যাধি কহে।

বায়ুস্তু ত্রিবিধো দেবি ক্লেশসন্তাপকামজাঃ।
তদ্বিনাশায় হে দেবি ঔষধং শৃণু তত্ত্বতঃ॥

হে দেবি! বায়ু ত্রিবিধ; ক্লেশজ, সন্তাপজ ও কামজ। যে যে দ্রব্য দ্বারা সকল প্রকার বায়ুরই উপশম হয়, একণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

শীতলোষ্ণোদকস্নানং ব্যজনং শর্করোদকং।
সদ্যঃ পর্য্যুষিতান্নঞ্চ মস্তুমামলকীদ্রবং॥
পক্কং রম্ভাফলঞ্চৈব তিলতৈলঞ্চ কেবলং।
নারিকেলোদকঞ্চৈব সৌবীরশীতলোদকং॥
লাঙ্গলীতালখর্জ্জুরমুস্নিগ্ধচন্দনদ্রবং।
মাহিষং দধি মিষ্টঞ্চ সদ্যস্তক্রং সুপিষ্টকং॥
পক্কতৈলবিশেষঞ্চ দধি চৈব সশর্করং।
এতদ্বৈ কথিতং দেবি সদ্যোবায়ুবিনাশনং॥

হে দেবি! শীতল উষ্ণোদকে স্নান, সুস্নিগ্ধ ব্যজন, শর্করোদক, সদ্য পর্য্যুষিত অন্ন, দধির মাত, আমলকীদ্রব, পক্ক রম্ভাফল, তিলতৈল, নারিকেলোদক, সৌবীর, শীতল জল, লাঙ্গলীফল, তাল, খর্জ্জুর, সুস্নিগ্ধ চন্দন লেপন, মাহিষ দধি, মিষ্টদ্রব্য, সদ্যোজাত ঘোল, সুপিষ্টক, পক্ক তৈল শর্করা মিশ্রিত দধি, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা বায়ু বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

উষ্ণোদকঞ্চ শরদি যো ভুঙ্ক্তে দৈবপীড়িতঃ।
ভাদ্রে তিক্তঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে পিত্তং তস্য প্রজায়তে॥

হে দেবি! যে ব্যক্তি শরৎকালে উষ্ণোদক সেবন করে এবং যে ব্যক্তি

দৈববশে ভাদ্রমাসে তিক্ত দ্রব্য ভোজন করে, তাহার দেহে পিত্ত প্রকুপিত হয়।

ভুক্ত্বা বিল্বফলঞ্চৈব জলং পিবাত যো নরঃ।
তৎক্ষণং জায়তে পিত্তং তস্য বৈ মণিপূরকে।

যে ব্যক্তি বিল্বফল ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জল পান করে, তাহার মণি-পূরকে কুপিত পিত্তের সঞ্চার হয়।

ভুক্ত্বা তালফলঞ্চৈব জলপানং করোতি যঃ।
দুষ্টপিত্তং ভবেত্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

যে ব্যক্তি তালফল ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জলপান করে, তাহার শরীরে কুপিত পিত্তের উৎপত্তি হয় সন্দেহ নাই।

ক্ষুধি জাজ্জ্বল্যমানায়াং যো ন ভুঙ্‌ক্তে বিমূঢ়ধীঃ।
তস্য বৈ জায়তে পিত্তং সুদুর্ব্বারং ন সংশয়ঃ॥

যে মূঢ়মতি উদ্দীপ্ত ক্ষুধার সময়ে কিছু আহার না করে, তাহার দেহে দুর্ব্বার্য্য পিত্তের উদয় হয় সন্দেহ নাই।

ইদানীং শৃণু মে দেবি পিত্তনাশকরং পরং।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ দ্রব্যশাস্ত্রে বিচক্ষণঃ॥

হে দেবি! এক্ষণে যে যে দ্রব্য দ্বারা পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অবগত হইলে দ্রব্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করা যায়।

বিল্বতালফলং পক্বং তিলপিষ্টং সশর্করং।
পিত্তনাশকরং দেবি আয়ুর্ব্বেদে প্রকীর্ত্তিতং॥

হে দেবি! পক্ব বিল্ব ও পক্ব তালফল এবং শর্করামিশ্রিত তিলচূর্ণ এই

সকল দ্রব্য দ্বারা পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আয়ুর্ব্বেদে ইহা বর্ণিত আছে।

চণকং আর্দ্রকং মুদ্গযূষঞ্চ গোপয়োহিতং।
পিত্তনাশকরং দেবি আয়ুর্ব্বেদে প্রকীর্ত্তিতং॥

চণক, আদা, মুগের যূষ, গোদুগ্ধ এই সকল দ্রব্য পিত্ত বিনাশ করিয়া দেয়। হে দেবি! আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ কীর্ত্তিত আছে।

শীতোদকান্বিতং পিষ্টং ধন্যাকং শর্করান্বিতং।
পিত্তনাশকরং জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

হে পার্ব্বতি! শীতল জল ও শর্করামিশ্রিত ধনিয়ার চূর্ণ দ্বারা পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইদানীং শৃণু মে দেবি যদ্যদ্বৈ শ্লেষ্মকারকং।
তত্তচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি যদ্যৎ শ্লেষ্মবিনাশনং॥

হে দেবি! এক্ষণে যে যে কারণে শ্লেষ্মার উৎপত্তি হয় এবং যে যে উপায়ে শ্লেষ্মার অপগম হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

খাতস্নানঞ্চ বর্ষাসু যঃ করোতি বিমূঢধীঃ।
তস্য বৈ জায়তে শ্লেষ্মা ব্রহ্মরন্ধ্রে ন সংশয়ঃ॥

যে মূর্খ বর্ষাকালে খাতজলে স্নান করে, তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে কুপিত কফের আবির্ভাব হয় সন্দেহ নাই।

পর্য্যুষিতান্নং তক্রঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে দৈবপীড়িতঃ।
তস্য বৈ জায়তে শ্লেষ্মা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

যে ব্যক্তি দৈবগ্রস্ত হইয়া পর্য্যুষিত অন্ন ও তক্র সেবন করে, শ্লেষ্মা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

আমলকীদ্রবং স্নিগ্ধং পক্কং রম্ভাফলং দধি।
ভোজনানন্তরং স্নানং সুস্নিগ্ধজলসেবনং॥
স্নিগ্ধতৈলং তিলতৈলং জলপানং বিনা তৃষা।
বৃষ্ট্যম্বুশর্করাতোয়ং নারিকেলজলং তথা॥
পর্য্যুষিতে জলে রুক্ষস্নানং মূলকভোজনং।
শ্লেষ্মকরমিদং সর্ব্বং তত্ত্ববিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং॥

স্নিগ্ধ আমলকীদ্রব, পক্ক রম্ভাফল, দধি, ভোজনাবসানে স্নান, শীতল জলপান, স্নিগ্ধ তৈল, তিলতৈল, বিনা তৃষ্ণায় জলপান, বৃষ্টির জল, শর্করোদক, নারিকেলজল, পর্য্যুষিতজলে রুক্ষস্নান, ও মূলক ভক্ষণ, এই সকল দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জীবকং রোচনাচূর্ণং সঘৃতং পিপ্‌পলী মধু।
সিন্ধুবারং বেশবারো মরীচং শুষ্কমার্দ্রকং॥
রম্ভাফলমপক্কন্তু সঘৃতং শুষ্কশর্করং।
পিণ্ডারকমপক্কঞ্চ অপানকং তথা স্মৃতং॥
ভ্রমণমুপবাসশ্চ শুষ্কপক্কহরীতকী।
পক্কতৈলং বহ্নিস্বেদং শুষ্কাহারশ্চ পার্ব্বতি।
দ্রব্যাণ্যেতানি দেবেশি শ্লেষ্মহরাণি নিশ্চিতং॥

জীবক, ঘৃতমিশ্রিত রোচনাচূর্ণ, পিপ্পলী, মধু, সিন্ধুবার, বেশবার, মরীচ, শুষ্ক আদা, অপক্ক রম্ভাফল, ঘৃতমিশ্রিত শুষ্ক শর্করা, অপক্ক পিণ্ডারক, জলপান-রাহিত্য, ভ্রমণ, উপবাস, শুষ্ক ও পক্ক হরীতকী, পক্ক তৈল, অগ্নিস্বেদ, শুষ্ক ভোজন, হে দেবেশি! এই সকল দ্রব্য দ্বারা শ্লেষ্মা বিনাশ পাইয়া থাকে।

কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাসা অতিসারভগন্দরো॥

দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোক্ষিনাশনং।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ॥

কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, অতিসার, ভগন্দর দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশ প্রভৃতি রোগ সমূহ মহাপাপবশে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই জন্যই এই সকল মহাপাপজ বলিয়া কথিত।

জলোদরযকৃৎপ্লীহশূলরোগব্রণানি চ।
শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ।
রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ॥

জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূল, ব্রণ, শ্বাস, অজীর্ণ, জ্বর, ছর্দ্দি, ভ্রম, মোহ, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ ও বীসর্প প্রভৃতি রোগ উপপাপ হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দণ্ডাবতানকশ্চিত্রবপুঃকম্পবিচর্চ্চিকাঃ।
বল্মীকপুণ্ডরীকাদ্যা রোগাঃ পাপসমুদ্ভবাঃ॥

দণ্ডাবতানক, চিত্র, দেহকম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্মীক ও পুণ্ডরীক ইত্যাদি রোগসমূহ পাপ হেতু সমুৎপন্ন।

অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপাদ্ভবন্তি হি।

অর্শ প্রভৃতি রোগসমূহ অতিপাপবশতঃ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
অধুনা ব্রূহি মে নাথ রোগনাশনমুত্তমং॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নাথ! আপনিই সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। অধুনা কি উপায়ে সহজে রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সুবর্ণদানং সর্ব্বেষাং রোগাণাং নাশকারণং।
বৈষ্ণবং কবচং প্রোক্তং শ্রীরামকবচং তথা।
বগলাকবচং চৈব সর্ব্বরোগহরং মতং॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! স্বর্ণদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নাই। স্বর্ণদান দ্বারা সর্ব্বরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণব কবচ, শ্রীরাম কবচ ও বগলাকবচ এই তিনটী দ্বারাও সর্ব্বরোগ দূর হয়।

ইদানীং তে প্রবক্ষ্যামি রোগাণাং কারণং সতি।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ দিব্যজ্ঞানী ভবেন্নরঃ॥

হে দেবি! অধুনা যাবতীয় রোগের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানব দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

জনকঃ সর্ব্বরোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ।
ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা ষড়্ভুজো নবলোচনঃ॥

দুর্ব্বার ও দারুণস্বভাব জ্বরই সর্ব্বরোগের জনক। জ্বর ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, ত্রিপাদ, ত্রিশিরা, ষড়্ভুজ ও নবচক্ষু।

মন্দাগ্নিস্তস্য জনকো মন্দাগ্নের্জ্জনকাস্ত্রয়ঃ।
পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ প্রাণিনাং দুঃখদায়কাঃ॥

মন্দাগ্নি জ্বরের জনক এবং পিত্ত, কফ ও বায়ু এই তিনটী মন্দাগ্নির কারণ। এই তিনটীই জীবকে দুঃখ প্রদান করে।

বায়ুজঃ পিত্তজশ্চৈব শ্লেষ্মজশ্চ তথৈব চ।
জ্বরভেদাশ্চ ত্রিবিধাশ্চতুর্থশ্চ ত্রিদোষজঃ॥

জ্বর চতুর্ব্বিধ; বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ।

পাণ্ডুকঃ কামলঃ কুষ্ঠঃ শোথঃ প্লীহা চ শূলকঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রশ্চ গুল্মশ্চ রক্তদোষবিকারকঃ॥
আরিষা মেহজঃ কুব্জো গোদশ্চ গলগণ্ডকঃ।
ভ্রমরী সন্নিপাতশ্চ বিসূচী দারুণী সতি।
এষাং ভেদপ্রভেদেন চতুঃষষ্টিরুজঃ স্মৃতাঃ॥

পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, শোথ, প্লীহা, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, রক্তদোষ, রক্তবিকার, আবিষ, মেহ, কুব্জতা, গোদ, গলগণ্ড, ভ্রমরী, সন্নিপাত, দারুণ বিসূচিকা প্রভৃতি ভেদে রোগ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

মৃত্যুকন্যাসুতা হেতে জরা তস্যাশ্চ কন্যকা।
এতে নোপায়বেত্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংযতং॥

ইহারা সকলেই মৃত্যুনন্দিনীর সন্তান। জরা মৃত্যুকন্যার তনয়া। যে ব্যক্তি সংযত ও উপায়বিৎ, ইহারা তাহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হয় না।

চক্ষুর্জ্জলঞ্চ ব্যায়ামং পাদাধস্তৈলসেবনং।
কর্ণে তৈলং মূর্দ্ধ্নি তৈলং জরাব্যাধিবিনাশনং॥

যে ব্যক্তি চক্ষুতে সর্ব্বদা জল প্রদান করে, ব্যায়াম করে, চরণের নিম্নভাগে তৈল দেয়, কর্ণে ও শিরোদেশে তৈল প্রদান করে, জরাব্যাধি তাহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হয় না।

বসন্তে ভ্রমণং বহ্নিসেবা স্বপ্নং করোতি যঃ।
বালাঙ্গ সেবতে কালে জরা তং নোপগচ্ছতি॥

বসন্তকালে ভ্রমণ, অগ্নিসেবা এবং যথাসময়ে বালাঙ্গী ভোগ করিলে জরা তাঁহাকে আক্রমণ করে না।

ধাতশীতোদকস্নায়ী সেবতে চন্দনদ্রবং।
নোপযাতি জরা তঞ্চ নিদাঘেনিলসেবিনং॥

যে ব্যক্তি নিদাঘকালে সুস্নিগ্ধ খাতজলে স্নান করে, চন্দনদ্রব সেবন করে আর বায়ু সেবা করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাবৃডুষ্ণোদকস্নায়ী খাততোয়ং ন সেবতে।
সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি বর্ষাকালে উষ্ণজলে স্নান করে, খাতজল সেবা না করে এবং যথাসময়ে আহার করে, জ্বরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্লাতি ভ্রমণং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
খাতস্নায়ী সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি শরৎকালের রৌদ্র সেবন ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করে, খাতজলে স্নান করে এবং পরিমিত ভোজন করে জরা তাহাকে আক্রমণ করে না।

খাতস্নায়ী চ হেমন্তে কালে বহ্নিং নিষেবতে।
ভুঙ্‌ক্তে নবান্নমুষ্ণঞ্চ জরা তং নোপগচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি হেমন্তকালে খাতজলে স্নান ও অগ্নি সেবা করে এবং নূতন উষ্ণ অন্ন ভোজন করে, জরা তাহার দেহে প্রবেশ করে না।

শিশিরেংশুকবহ্নিঞ্চ নবোষ্ণান্নঞ্চ সেবতে।
য এবোষ্ণোদকস্নায়ী জরা তং নোপগচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি শীতকালে বস্ত্র ধারণ ও বহ্নিসেবা করে, উষ্ণ নূতন অন্ন ভোজন করে এবং উষ্ণজলে স্নান করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতঞ্চ সেবতে যো হি জরা তং নোপগচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি সদ্যমাংস ও নবান্ন ভোজন করে, বালাস্ত্রীতে রত হয়, দুগ্ধ পান করে এবং ঘৃত সেবন করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

ভুঙ্‌ক্তে সদন্নং ক্ষুৎকালে তৃষ্ণায়াং পীয়তে জলং।
নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে চ তাম্বূলং জরা তং নোপগচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন ও পিপাসার সময়ে জলপান করে এবং প্রত্যহ তাম্বূল ভক্ষণ করে, জরা তাঁহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হয় না।

দধি হৈয়ঙ্গবীনঞ্চ নবনীতং তথা শুভং।
নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে সংযমী যো জরা তং নোপগচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ সংযমী হইয়া দধি, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত ভোজন করে, জরা তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কং তরুণং দধি।
সংসেবন্তং জরা যাতি প্রহৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ॥

শুষ্কমাংস, বৃদ্ধা নারী তরুণ তপনকিরণ ও তরুণ দধি এই সমস্ত সেবন করিলে জরা ও অপরাপর ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে।

রাত্রৌ যে দধি সেবন্তে পুংশ্চলীঞ্চ রজস্বলাং।
তমুপৈতি জরা হৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ শঙ্করি॥

হে শঙ্করি! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে দধি সেবন করে, রজস্বলা পুংশ্চলীতে রত হয়, জরা পুলকিতচিত্তে ভ্রাতৃগণ সহ তাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

রজস্বলা চ কুলটা চাবীরা জারদূতিকা।
শূদ্রযাজকপত্নী যা ঋতুহীনা চ যা সতি॥
যো হি তাসামন্নভোজী ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ।
তেন পাপেন সার্দ্ধং সা জরা তমুপগচ্ছতি॥

রজঃস্বলা, কুলটা, অবীরা, জারদূতী শূদ্রযাজকপত্নী ও ঋতুহীনা নারী, যে

ব্যক্তি ইহাদিগের অন্ন ভোজন করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপে নিমগ্ন হয় এবং সেই পাপের সহিত জরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্দ্ধং মিত্রতা সন্ততং ধ্রুবং।
পাপং ব্যাধিজরাবীজং বিঘ্নবীজঞ্চ নিশ্চিতং॥

পাপের সহিত রোগের নিত্য প্রণয় বিদ্যমান। পাপই ব্যাধি, জরা ও বিঘ্নের বীজ সন্দেহ নাই।

পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা।
পাপেন জায়তে দৈন্যং দুঃখং শোকং ভয়ং কলিঃ॥

পাপ হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, পাপ হইতেই জরা জন্মে, পাপ হইতেই দৈন্য, দুঃখ, শোক, ভয় ও কলহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তস্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমমঙ্গলং।
কদাচিৎ নৈব সেবেত সেবেত পতনং ভবেৎ॥

এই হেতু মহাশত্রু, দোষের বীজস্বরূপ, অমঙ্গলকারণ পাপের অনুষ্ঠান করিবে না। পাপের আচরণ করিলে তাহাকে নরকে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ নাই।

স্বধর্ম্মাচারযুক্তঞ্চ দীক্ষিতং হরিসেবকং।
গুরুদেবাতিথীনাঞ্চ ভক্তং সক্তং তপঃসু চ॥
ব্রতোপবাসনিরতং সদা তীর্থনিষেবিতং।
পাপা দ্রবন্তি তং দৃষ্টা বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥

যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মে ও স্বীয় আচারে অনুরক্ত, যে ব্যক্তি দীক্ষিত ও হরিসেবা-পরায়ণ, যে ব্যক্তি গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের প্রতি ভক্তিমান্, এবং যে ব্যক্তি তীর্থসেবা করে, পাপসমূহ তাহাকে দর্শন করিয়া গরুড়দর্শনে সর্পগণের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে।

এতান্ জরা ন সেবেত ব্যাধিসংঘশ্চ দুর্জ্জয়ঃ।

জরা ও দুর্জ্জয় ব্যাধিগণ উল্লিখিত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

জ্বরশ্চ সর্ব্বরোগাণাং জনকঃ কথিতঃ সতি।
পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ জ্বরস্য জনকাস্ত্রয়ঃ॥

হে সতি। জ্বর সকল রোগের উৎপাদক বলিয়া কথিত এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই তিনটীই জ্বরের উৎপাদক।

এতে যথা সঞ্চরন্তি স্বয়ং যান্তি চ দেহিষু।
তমেব বিবিধোপায়ং কথিতং তে মহেশ্বরি॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতীসংবাদে
রোগনির্ণয়ো নাম একাদশোল্লাসঃ॥ ১১॥

হে দেবি। এই বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা যে প্রকারে দেহীগণের দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বেই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে রোগনির্ণয় নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত।

দ্বাদশোল্লাসঃ।

ঔষধিনিরূপণং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
ইদানীং ব্রূহি মে নাথ যন্মে মনসি বর্ত্ততে॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব। হে মহাদেব! আপনি সংসার-সাগর হইতে জীবগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। হে নাথ! অধুনা আমার অন্তরে যাহা অবগত হইতে বাসনা হইতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং সর্ব্বং রোগনিদানমেব চ।
দোষপ্রতীকারশ্চৈব ন তু রোগচিকিৎসিতং ॥
ইদানীং ব্রূহি তন্নাথ কৃপা চেন্ময়ি বর্ত্ততে।
স্তম্ভনং মোহনং বশ্যমুচ্চাটনাদি এব চ ॥

হে নাথ! যে যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম এবং যে যে উপায়ে বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের শান্তি-বিধান হয়, তাহাও অবগত হইয়াছি, কিন্তু রোগ উৎপন্ন হইলে কোন্ কোন্ ঔষধ দ্বারা কোন্ কোন পীড়ার উপশম হয়, তাহা শ্রবণ করি নাই; অতএব যদি আমার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। এতদ্ব্যতীত বশীকরণ স্তম্ভন, মোহন, উচ্চাটন প্রভৃতিও অবগত হইতে বাসনা হইয়াছে। কোন্ কোন ঔষধ দ্বারা কি কি উপায়ে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করা যায়, কৃপা করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

প্রশ্নমেতৎ মহাপুণ্যং যৎ পৃষ্টঃ প্রাণবল্লভে।
তত্তৎ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রাণবল্লভে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা অতীব পুণ্যপ্রদ। যাহা হউক, আমি তৎসমুদয়ই তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

করঞ্জকর্কটোশীরং বৃহতী কটুরোহিণী।
গোক্ষুরং কৃথিতং তৈর্ভির্ব্বারি পীতং শ্রমাপহং।
দাহং পিত্তজ্বরং শোষং মূর্চ্ছাঞ্চৈব ক্ষয়নয়েৎ ॥

হে পার্ব্বতি! করঞ্জা, কর্কট, বেণামূল, বৃহতী, কটুকী, গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে পরিশ্রমজনিত ক্লেশ বিদূরিত হয় এবং দাহজ্বর পিত্তজ্বর, শোষ ও মূর্চ্ছা বিনাশ পাইয়া থাকে।

মধ্বাজ্যপিপ্পলীচূর্ণং ক্বথিতং ক্ষীরসংযুতং।
পীতং হৃদ্রোগকাসস্থ বিষমজ্বরনুদ্ভবেৎ॥

মধু, ঘৃত, পিপ্পলীচূর্ণ ও দুগ্ধ এই সমস্ত একত্র ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, কাস ও বিষমজ্বর বিদূরিত হয়।

ক্বাথৌষধীনাং সর্ব্বাসাং কর্ষার্দ্ধং গ্রাহ্যমেব চ।
বয়োহনুরূপতো জ্ঞেয়ো বিশেষঃ পরমেশ্বরি॥

হে পরমেশ্বরি। ক্বাথ ও ঔষধের পরিমাণ অর্দ্ধকর্ষ। পীড়িতের বয়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা স্থির করিতে হয়।

দুগ্ধং পীতন্তু সংযুক্তং গোপুরীষরসেন চ।
বিষমজ্বরনুৎ স্যাচ্চ কাকজঙ্ঘারসস্তথা॥

দুগ্ধ কিম্বা কাকজঙ্ঘার রস গোময়রস সহ পান করিলে বিষমজ্বর পলায়িত হয়।

সশুণ্ঠীক্বথিতং ক্ষীরং বিষমজ্বরনুদ্ভবেৎ।

শুণ্ঠী ও দুগ্ধ এই দুই দ্রব্য একত্র পাক করত সেই ক্বাথ সেবন করিলে বিষমজ্বর পলায়িত হয়।

অশীতিতিলপুষ্পাণি জাত্যাশ্চ কুসুমানি চ।
উষানিম্বামলাশুণ্ঠীপিপ্পলীতণ্ডুলীয়কং॥
ছায়াশুষ্কাং বটীং কুর্য্যাৎ পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
মধুনা সহ সা চাক্ষ্ণোরঞ্জনাত্তিমিরাদিনুৎ॥

অশীতিসংখ্যক তিলপুষ্প, অশীতিটী জাতিপুষ্প, গুগ্গুল, নিম, আমলকী, শুঁঠ, পিপ্পলী, নটিয়া শাক, এই সমস্ত দ্রব্য তণ্ডুলজলের সহিত পেষণ করত বড়ী প্রস্তুত করিবে। সেই বড়ী ছায়াতে শুষ্ক করত মধুসহযোগে নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে তিমিরাদি রোগ বিদূরিত হয়।

সৈন্ধবং কটুতৈলঞ্চ অপামার্গস্য মূলকং।
ক্ষীরকাঞ্জিকসংঘৃষ্টং তাম্রপাত্রে তু তেন চ।
অঞ্জনাৎ পিঞ্জটস্যৈব নাশো ভবতি নিশ্চিতং॥
ওঁ দক্র সর ক্রীং হ্রীং ঠঃ ঠঃ দক্র সর হ্রীং হ্রীং
ওঁ উং উং সর ক্রীং ক্রীং ঠঃ ঠঃ আত্মাবশ-
মায়ান্তি মন্ত্রেণানেন চাঞ্জনাৎ॥

সৈন্ধব, কটুতৈল, অপামার্গের মূল, এই সমস্ত দ্রব্য তাম্রময় পাত্রে দুগ্ধ ও কাঞ্জি সহযোগে মর্দ্দন করিবে। ইহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে নেত্রের পিঞ্জট (পিচুটি) বিদূরিত হয়। ওঁ দক্রসর ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে নেত্রে অঞ্জন দিবে।

নীরপূর্ণমুখো ধৌতি ক্ষিপ্তজলেন যোক্ষিণী।
প্রভাতে নেত্ররোগৈশ্চ নিত্যং সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখমধ্যে বারিপূর্ণ করিয়া জলের ঝাপটা দ্বারা নেত্র ধৌত করে, সে যাবতীয় চক্ষুরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

রৌপ্যতাম্রসুবর্ণানাং হস্তঘৃষ্টশলাকয়া।
ঘৃষ্টমুদ্বর্ত্তনং দেবি কামলাব্যাধিবিনাশনং॥

রজত, তাম্র কিম্বা স্বর্ণময় শলাকা করতলে ঘর্ষণ পূর্ব্বক নেত্রে উদ্বর্ত্তন করিলে কামলা রোগ দূর হইয়া থাকে।

শুক্লাভয়ামজ্জলেপাদ্দন্তস্যাঙ্ককলঙ্কমুৎ।
লোধ্রকুঙ্কুমমঞ্জিষ্ঠালোহকালেয়কানি চ॥
যবতণ্ডুলমেতৈশ্চ যষ্টিমধুসমন্বিতৈঃ।
বারিপিষ্টৈর্বক্ত্রলেপঃ স্ত্রীণাং শোভনবক্ত্রকৃৎ॥

শুক্লবর্ণ হরীতকীর মজ্জা লেপন দ্বারা দন্তের অঙ্ক ও কলঙ্ক বিনাশ পায়।

লোধ্র, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, কৃষ্ণচন্দন, লোহ, যব, তণ্ডুল, যষ্টিমধু, এই সমস্ত বস্তু মর্দ্দন পূর্ব্বক মুখে লেপন করিলে নারীজাতির মুখশোভা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

নাসাশিরারক্তকর্ষান্নশ্যেচ্ছিরে চ জিহ্বিকাং।
রসঃ শিরীষবীজানাং হরিদ্রায়াশ্চতুর্গুণঃ॥
তেন পক্বেন দেবেশি নস্যং মস্তকরোগনুৎ।
গলরোগো বিনশ্যন্তি নস্যমাত্রেণ তৎক্ষণাৎ॥

হে শিবে! নাসিকা ও শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে জিহ্বারোগ দূর হইয়া থাকে। এক ভাগ শিরীষবীজের রস ও চারিভাগ হরিদ্রার রস একত্র করত পাক করিতে হইবে। উহা দ্বারা নস্য লইলে শিরোরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। উহার নস্য লইলে আশু গলরোগও বিনাশ পায়।

জাতীপত্রঞ্চ চর্ব্বিত্বা বিধৃতং মুখরোগনুৎ।
ভক্ষণাৎ কেশরবীজস্য দন্তাঃ স্যুশ্চলিতাঃ স্থিরাঃ॥

জাতিপত্র চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ দূর হইয়া থাকে। কেশরবীজ আহার করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

শুণ্ঠী পিপ্পলীচূর্ণন্তু গুড়ূচী কণ্টকারিকা।
এভিশ্চ ক্বথিতং বারি পীতং চাগ্নিং করোতি বৈ॥

শুণ্ঠী, পিপ্পলীচূর্ণ, গুড়ূচী ও কণ্টকারী এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান-দ্বারা জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মূলন্তু কাকজঙ্ঘায়া নিদ্রাকৃৎ স্যাচ্চিরস্থিরং॥

কাকজঙ্ঘার মূল শিরোদেশে স্থাপন করিলে অধিক নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

সিদ্ধং তৈলং কাঞ্জিকেন তথা সজ্জরসেন চ।
শীতোদকসমাযুক্তং লেপাৎ সন্তাপনাশনং।
শোণিতজ্বরদাহেভ্যো জাতসন্তাপনুত্তথা॥

কাঞ্জি ও ধূপের সহিত তেল পাক করত শীতল জল মিশাইয়া দেহে লেপন করিলে দৈহিক সন্তাপ অর্থাৎ দাহ বিদূরিত হয় এবং রক্তজ্বরাদি রোগে যে দাহ হয়, উহা সেবন করিলে তাহার বিনাশ পাইয়া থাকে।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং তথা ভল্লাতকং শিবে।
বার্য্যৈতৈঃ কথিতং পীতং শূলোপস্মারনুদ্ভবেৎ ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, ও ভেলা এই সমস্তের কাথ সেবন করিলে শূল ও অপস্মার রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

পীতং তক্রেণ মূলঞ্চ আর্দ্রস্য তগরস্য চ।
হরেৎ ঝিঞ্জিনীবাতং বৈ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥

আদ্রক ও তগরের মূল তক্র সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ঝিঞ্জিনী বাত বিনাশ পায়। ইন্দ্রবজ্র যেরূপ বৃক্ষকে নিপাতিত করে, এই ঔষধ সেইরূপ বাতরোগ দূর করিয়া দেয়।

অভয়া সৈন্ধবং শুণ্ঠীরেতৎ পিষ্টোদকেন তু।
ভক্ষয়িত্বা হ্যজীর্ণস্য নাশো ভবতি নিশ্চিতং ॥

হরীতকী, সৈন্ধব ও শুণ্ঠী এই তিন দ্রব্য জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে অজীর্ণরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

শ্বেতাপরাজিতাপত্রং নিম্বপত্ররসেন তু।
নস্যদানাৎ ডাকিনীনাং পিতৃণাং ব্রহ্মরক্ষসাং।
মোক্ষঃ স্যান্মধুসারেণ নশ্যাচ্চৈব সুরেশ্বরি ॥

হে সুরেশ্বরি! শ্বেত অপরাজিতার পত্র নিম্বপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া মধু সহযোগে তাহার নস্য লইলে ডাকিনী পিতৃগণ ও ব্রহ্মরাক্ষস ইহাদিগের উপদ্রব বিনাশ পায়।

কটুতৈলেন লিপ্তো বৈ বিধূমাগ্নৌ প্রতাপিতঃ।
মৃত্তিকাখাদিতঃ পাদঃ শমঃ স্যাৎ প্রাণবল্লভে॥

হে প্রাণবল্লভে। বহুক্ষণ কর্দ্দমে ভ্রমণ করিলে পদাঙ্গুলি সন্ধিতে অথবা পদতলে যে ক্ষত হয়, কটুতৈল লেপন পূর্ব্বক ধূমশূন্য অগ্নিতে সেই পাদ তপ্ত করিলে ক্ষত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কর্পূরগব্যসর্পির্ভ্যাং প্রহারঃ পূরিতঃ সতি।
শস্ত্রোদ্ভবো বন্ধনশ্চ শুক্লবস্ত্রেণ সুদৃঢ়ং।
পাকশ্চ বেদনা চৈব ন স্পৃশেত্তু কদাচন॥

হে দেবি। দেহের কোন স্থলে অধিক আঘাত বা শস্ত্রজনিত প্রহার লাগিলে সেই স্থলে গব্য ঘৃত ও কর্পূর দ্বারা পূরিত করত শুক্ল বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিবে। এই প্রকার করিলে সেই প্রহারস্থল পাকিতে পারে না কিম্বা সে স্থলে ব্যথা অনুভূত হয় না।

অন্নস্বিন্নহরিদ্রা চ শ্বেতসর্ষপমূলকং।
বীজানি মাতুলুঙ্গস্য এষামুদ্বর্ত্তনং সমং।
সপ্তরাত্রপ্রযোগেণ শুভদেহকরং ভবেৎ॥

অন্নের সহিত হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তৎসহ শ্বেতসর্ষপমূল ও লেবুবীজ মর্দ্দন করিবে। পরে সেই ঔষধদ্বারা একসপ্তাহ দেহে উদ্বর্ত্তন করিলে শরীরের কান্তি বৃদ্ধি পায়।

মার্জ্জারপললং বিষ্ঠা হরিতালঞ্চ ভাবিতং।
ছাগমূত্রে তল্লিপ্তো মূষিকো মূষিকান্ হরেৎ।
মুক্তো হি মন্দিরে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

বিড়ালের মাংস ও পুরীষ হরিতালে ভাবনা দিয়া তাহা অজামূত্র দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী মূষিকের গাত্রে লেপন করিয়া তাহাকে গৃহমধ্যে

ছাড়িয়া দিবে। তাহা হইলে সেই মূষিক অপরাপর মূষিকগণকে ধ্বংস করে সন্দেহ নাই।

ত্রিফলোর্জ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকং।
লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্‌গুলুঃ।
এতৈর্ধূপো মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনঃ॥

ত্রিফলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ভেলা, শিরীষ, লাক্ষা, ধূপ, বিড়ঙ্গ গুগ্‌গুলু এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত ধূপ প্রদান করিলে সেই গৃহের যাবতীয় মক্ষিকা ও মশক বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সুদর্শনায়া মূলন্তু পুষ্যর্ক্ষে তু সমাহৃতং।
নিক্ষিপ্তং গৃহমধ্যে তু ভুজঙ্গা বর্জ্জয়ন্তি তৎ॥

পুষ্যানক্ষত্রে সুদর্শনামূল উত্তোলন করিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন করিলে সর্পগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে।

কটিবদ্ধং নিম্বমূলমক্ষিশূলহরং ভবেৎ।
শণমূলং সতাম্বূলং দগ্ধমিন্দ্রিয়কম্পহৃৎ॥

কটিদেশে নিম্বমূল বন্ধন করিলে চক্ষুঃশূল বিনাশ পায়। শণমূল ও তাম্বূল দগ্ধ করিয়া সেবন করিলে ইন্দ্রিয়বিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মধ্বাজ্যসৈন্ধবৈঃ সিক্‌থগুড়গৈরিকগুগ্‌গুলৈঃ।
সসর্জ্জরসস্ফুটিতঃ ক্লোমশুদ্ধিশ্চ লেপনাৎ॥

মধু, ঘৃত, সৈন্ধব, মম, গুড় গেঁরিমাটি, গুগ্‌গুলু ও ধূপ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে ক্লোমশুদ্ধি হইয়া থাকে।

শরপুঙ্খালজ্জালুকাপাঠা চৈষান্তু মূলকং।
জলপিষ্টং তস্য লেপাৎ শস্ত্রঘাতঃ প্রশাম্যতি॥

শরপুঙ্খা, লজ্জালুলতা ও আক্রাদি ইহাদিগের মূল জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপন করিলে শাস্ত্রাঘাতজন্য ক্ষত শান্তি হইয়া থাকে।

তিলতৈলং চাগ্নিদগ্ধযবভস্মসমন্বিতং।
অগ্নিদগ্ধব্রণং নশ্যেদ্বহুশঃ কৃতস্থলপতঃ॥

অগ্নিদগ্ধ যবভস্ম ও তিলতৈল একত্র মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত বিনাশ পায়।

সজলং তিলতৈলঞ্চ অপামার্গস্য মূলকং।
তৎসেকদানান্নশ্যেচ্চ প্রহারোদ্ভববেদনা॥

জল, তিলতৈল ও অপামার্গের মূল এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা সেক দিলে প্রহারজনিত বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

মূলঞ্চ কাকজঙ্ঘায়াস্ত্রিরাত্রেণৈব শোষিতঃ।
পাকপূতিবেদনাঞ্চ হন্তি বৈ রোহিতে ব্রণে॥

ব্রণস্থলে তিনরাত্রি কাকজঙ্ঘার মূল পূরিত করিয়া রাখিলে পাক, দুর্গন্ধ ও বেদনা নিবারণ হইয়া আশু ব্রণ শোষণ হয়।

আম্রমূলরসেনৈব শস্ত্রঘাতঃ প্রপূরিতঃ।
ঢোকতে শস্ত্রঘাতঃ স্যাৎ নির্ব্রণো ঘৃতপূরিতঃ॥

শস্ত্রাঘাত স্থল ঘৃত ও আম্রমূলের রসদ্বারা পূরিত করিলে উহা আবৃত হয় এবং ক্ষত হইতে পারে না।

নবনীতং মাহিষঞ্চ দগ্ধপিষ্টতিলানি চ।
সভল্লাকং ব্রণং নশ্যেদ্ধৃচ্ছূলং নস্যালেপতঃ॥

দগ্ধপিষ্টতিল ও ভেলা মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত মাহিষ নবনীত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে অথবা লেপ দিলে ব্রণ ও হৃচ্ছূল বিনষ্ট হয়।

সর্জ্জরসঃ সিক্থকঞ্চ জীরকঞ্চ হরীতকী।
তৎসাধিতঘৃতাভ্যঙ্গো হ্যগ্নিদগ্ধব্যথাপনুৎ॥

ধূপ, মম, জীবক, হরীতকী এই সমস্ত বস্তুর সহিত ঘৃতসিদ্ধ করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিদগ্ধ ব্যথা নিবারণ হইয়া থাকে।

ঘৃতলিপ্তং শক্তুকঞ্চ ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং।
তল্লেপাৎ পাদয়োর্নশ্যাৎ সন্তাপো নাত্র সংশয়ঃ॥

ঘৃতলিপ্ত শক্তু অজাদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদে লেপন করিলে পাদদাহ বিনাশ পায়।

বৃহতীকস্য বৈ মূলং সংপিষ্টমুদকেন চ।
পীতং সংঘাতবাতস্য বিপাটনকৃদেব চ॥

বৃহতীমূল জলে মর্দ্দন করিয়া পান করিলে সংঘাতবাত বিনষ্ট হয়।

অশ্বগন্ধামূলকাভ্যাং সিদ্ধা বল্মীকমৃত্তিকা।
এতয়া মর্দ্দনাদ্দেবি উরুস্তম্ভঃ প্রশাম্যতি॥

অশ্বগন্ধা ও মূলক এই দুই দ্রব্যের সহিত বল্মীকমৃত্তিকা সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হইয়া থাকে।

শৈলিশৈবালাগ্নিমন্থশুণ্ঠীপাষাণভেদকং।
শোভাঞ্জনং গোক্ষুরঞ্চা বরুণচ্ছন্নমেব চ॥
শোভাঞ্জনস্য মূলঞ্চ এতৈঃ ক্বথিতবারি চ।
দত্ত্বা হিঙ্গু যবক্ষারং পিত্তবাতবিনাশনং॥

শিলাজতু, অগ্নিমন্থ, শুণ্ঠী, পাষাণভেদী, সজিনা, গোক্ষুর, বরুণত্বক্, সজিনামূল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া তাহাতে হিঙ্গু ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিভাগং ছাগদুগ্ধেন তৈলপ্রস্থন্তু সাধিতং।
রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠালাক্ষাণাং কর্ষকেণ বা।
যষ্টিমধুকুঙ্কুমাভ্যাং সপ্তাহাখন্মুকান্তিকৃৎ॥

দুই ভাগ অজাদুগ্ধ, এক প্রস্থ তৈল, এবং দুই দুই তোলক পরিমাণে রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, যষ্টিমধু ও কুঙ্কুম এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া মুখে লেপন করিলে সাত দিনের মধ্যে মুখকান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শোভাঞ্জনপত্ররসং মধুযুক্তং হি চক্ষুষোঃ।
ভরণাৎ রোগহরণং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

সজিনাপত্রের রস মধুর সহিত মিশাইয়া নেত্রে প্রদান করিলে নেত্ররোগ আরোগ্য হয় সন্দেহ নাই।

বিভীতকাস্থিমজ্জস্তু শঙ্খনাভির্মনঃশিলা।
নিম্বপত্রমরীচানি অজামূত্রেণ পেষয়েৎ।
পুষ্পং রাত্র্যন্ধতাং হন্তি তিমিরং পটলস্তথা॥

ভেলার আঠির শাঁস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা, নিম্বপত্র ও মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য অজামূত্রে মর্দ্দন করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে পুষ্প, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও তিমির নামক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব করঞ্জস্য ফলানি চ।
সৈন্ধবং রজনী দ্বে চ ভৃঙ্গরাজরসেন হি।
পিষ্ট্বা তদনঞ্জনাদেব তিমিরাদিবিনাশনং॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, করঞ্জাফল, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, এই সমস্ত দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে তিমিরাদি রোগ ধ্বংস হয়।

শুক্লৈরণ্ডস্য মূলেন পত্রেণাপি প্রসাধিতং।
ছাগদুগ্ধসেকযুক্তাচ্চক্ষুষোর্বাতরোগনুৎ॥

শুক্ল এরণ্ডের মূল ও পত্রের সহিত অজাদুগ্ধ পাক করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে নেত্রবাত অর্থাৎ চক্ষুবেদনা উপশমিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ঘোষাফলমথাঘ্রাতং পীতং কামলনাশনং।

ঘোষাফলের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কিম্বা ঘোষাফল ভক্ষণ করিলে কামলা-রোগ বিনাশ পায়।

দূর্ব্বাদাড়িমপুষ্পন্তু অলক্তকহরীতকী।
নাসার্শবাতরক্তনুৎ নস্যাদ্বৈ স্বরসেন হি॥

দূর্ব্বা, দাড়িমপুষ্প, আলতা ও হরীতকী ইহাদিগের স্বরসের নস্য লইলে নাসার্শ ও নাসা হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

মুস্তকং কুষ্ঠমেলা চ যষ্টিকং মধু বালকং।
ধন্যাকমেদদনাস্যুখদুর্গন্ধনুচ্ছিবে॥

হে শিবে! মুথা, কুড়, এলাইচ, যষ্টিমধু, মধু, বালা ও ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

দন্তকীটবিনাশঃ স্যাৎ গুঞ্জামূলস্য চর্ব্বণাৎ।

গুঞ্জামূল চর্ব্বণ করিলে দন্তকীট বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাকজঙ্ঘাস্নুহীনীলীকষায়ো মধুযোজিতঃ।
দন্তাক্রান্তং দন্তজাংশ্চ ক্রমীন্নাশয়তে শিবে॥

কাকজঙ্ঘা, সিজ ও নীল ইহাদিগের কষায় মধু সহযোগে পান করিলে দন্তাক্রান্ত নামক রোগ ও দন্তক্রমি বিনাশ পায়।

হরীতকীকষায়েন মৃষ্ট্বা দন্তান্ প্রলেপয়েৎ।
দন্তাঃ স্যুর্লোহিতাঃ পুংসঃ শ্বেতা দেবি ন সংশয়ঃ॥

হরিতালং যবক্ষারং পত্রাঙ্গং রক্তচন্দনং ।
জাতিহিঙ্গুলকং লাক্ষা পক্ত্বা দন্তান্ প্রলেপয়েৎ ॥

হরিতাল, যবক্ষার, তেজপত্র, রক্তচন্দন, জাতীফল, হিঙ্গুল, লাক্ষা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করত ঔষধ প্রস্তুত করিবে। পরে হরীতকীর কষায় দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিয়া উক্ত ঔষধ লেপন করিলে রক্তবর্ণ দন্ত শ্বেতবর্ণ হয়।

হরিদ্রানি স্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরীচানি চ।
বিড়ঙ্গভদ্রং মুস্তঞ্চ সপ্তমং বিশ্বভেষজং ॥
গোমূত্রেণ চ পিষ্টৈব কৃত্বা চ বটিকাং শিবে ।
অজীর্ণহৃৎ ভবেচ্চৈবং দ্বয়ং বিসূচিকাপহং ॥

হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপ্পলী, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা ও শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকার একটী সেবন করিলে বিসূচিকা বিদূরিত হইয়া থাকে।

পটোলং মধুনা হন্তি গোমূত্রেণ তথার্ব্বুদং ।
এষা চ শঙ্করীবর্ত্তিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহা ॥

উপরোক্ত বর্তী মধু সহযোগে মর্দ্দন করিয়া নেত্রে প্রদান করিলে চক্ষুর ছানি এবং গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে অর্ব্বুদ নামক রোগ বিনাশ পায়। ইহাকে শঙ্করীবর্ত্তি কহে, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ণয়োঃ কৃমিনাশঃ স্যাৎ কটুতৈলস্য পূরণাৎ ।

কটু তৈল কর্ণরন্ধ্রে পূরণ করিলে কর্ণের কৃমি বিনষ্ট হয়।

মূলকং স্বিন্ন মন্দাগ্নৌ রসং তস্য প্রপূরয়েৎ ।
কর্ণয়োঃ পূরণাত্তেন কর্ণস্রাবো বিনশ্যতি ॥

মন্দাগ্নিতে মূলক সিদ্ধ করিয়া তাহার রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব বিনাশ পায়।

শুষ্কমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু মহৌষধং।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারু শিগ্রু রসায়নং॥
সৌবর্চ্চলং যবক্ষারং তথা সর্জ্জকসৈন্ধবং।
তথা গ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধুযুক্তং চতুর্গুণং॥
মাতুলুঙ্গরসম্ভবং কদল্যাশ্চ রসো হি তৈঃ।
পক্বতৈলং হরেদাশু স্রাবাদীংশ্চ ন সংশয়ঃ॥

শুষ্ক মূলকের ও শুণ্ঠীর ক্ষার, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, শুলফা বচ কুড় দারু হরিদ্রা, সজিনা, সৌবর্চ্চল, যবক্ষার, ধূপ, সৈন্ধব, পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, ও মুথা এই সমস্ত বস্তুর সহিত চারিগুণ মধু লেবুর রস ও কদলীরস একত্র করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল সেবন করিলে নারীজাতির স্রাবাদি রোগ বিদূরিত হয়।

অর্কপত্রং গৃহীত্বা তু মন্দাগ্নৌ তাপয়েচ্ছনৈঃ।
নিষ্পীড্য পূরয়েৎ কর্ণৌ কর্ণশূলং বিনশ্যতি॥

আকন্দের পত্র মন্দ মন্দ অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করত রস বাহির করিয়া সেই রস দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনাশ পাইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গু মধুকাযষ্টিধাতক্যুৎপলপংক্তিভিঃ।
মঞ্জিষ্ঠালোধ্রলাক্ষাভিঃ কপিত্থস্বরসেন চ।
পচেত্তৈলং তথা স্ত্রীণাং নশ্যাৎ ক্লেদঃ প্রপূরণাৎ॥

প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, ধাতকী, উৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ্র, লাক্ষা ও কদবেলের স্বরস এই সমস্ত বস্তুর সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পূরণ করিলে নারীগণের স্রাবাদি দোষ বিনাশ পায়।

সর্ষপাশ্চ বচা চৈব মদনস্য ফলানি চ।
মার্জ্জারবিষ্ঠা ধুস্তুরং স্ত্রীকেশেন সমন্বিতঃ।
চাতুর্থকহরো ধূপো ডাকিনীজ্বরনাশকঃ॥

সর্ষপ, বচ, মদনফল, মার্জ্জারের বিষ্ঠা, ধুস্তুরবীজ, ও স্ত্রীলোকের কেশ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে চাতুর্থক জ্বর ও ডাকিনীজ্বর বিনাশ পায়।

তাম্বূলঞ্চ ঘৃতং ক্ষৌদ্রং লবণং তাম্রভাজনে।
তথা পয়ঃ সমাযুক্তং চক্ষুঃশূলহরং পরং ॥

তাম্বূল, ঘৃত, মধু ও লবণ এই সমস্ত দ্রব্য তাম্রপাত্রে দুগ্ধ সহযোগে মর্দ্দন করিয়া নেত্রে প্রদান করিলে নেত্রশূল বিনষ্ট হয়।

শঙ্খমামলকং পত্রং ধাতক্যাঃ কুসুমানি চ।
পিষ্ট্বা তৎপয়সা সার্দ্ধং সপ্তাহং ধারয়েন্মুখে।
স্নিগ্ধাঃ শ্বেতাশ্চ দন্তাশ্চ ভবন্তি বিমলপ্রভাঃ ॥

শঙ্খ, আমলকী, তেজপত্র, ধাইপুষ্প এই সমস্ত দুগ্ধ সহযোগে পেষণ করিয়া সাত দিন মুখে ধারণ করিলে দন্ত সমূহ স্নিগ্ধ, শুভ্রবর্ণ ও পরিষ্কৃত হয়।

পিপ্পলী ত্রিফলাচূর্ণং মধুনা লেহয়েন্নরঃ।
নশ্যতে পীনসঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবত্তরঃ ॥

পিপ্পলী ও ত্রিফলা চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিলে দারুণ শ্বাস, কাস ও পীনস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সুধা চ হরিতালঞ্চ শঙ্খভস্ম মনঃশিলা।
সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগীমূত্রেণ পেষয়েৎ।
তৎক্ষণান্মর্দ্দনাদেব লোমশাতনমুত্তমং ॥

বিষ, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, মনঃশিলা ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে তত্রত্য রোমসকল উঠিয়া যায়।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং ব্যোষং হিঙ্গু মনঃশিলা।
কাসে শ্বাসে চ হিক্কায়াং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রৈঃ ঘৃতপ্লুতং॥

হরীতকী, বচ, কুড, ত্রিকটু, হিঙ্গু, ও মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কারোগ বিনষ্ট হইয়া যায়।

শুণ্ঠী চ শর্করা চৈব তথা ক্ষৌদ্রেণ সংযুতা।
কোকিলস্বর এব স্যাদ্‌গুটিকাভুক্তিমাত্রতঃ॥

শুঠী ও শর্করা মধুর সহিত মিশ্রিত করত গুড়িকা করিয়া ভক্ষণ করিলে কোকিলের সদৃশ কণ্ঠস্বর হইয়া থাকে।

সমূলচিত্রকং ভস্ম পিপ্পলীচূর্ণকং লিহেৎ।
শ্বাসং কাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুমিশ্রং সুরেশ্বরি॥

সমূল চিতাভস্ম ও পিপ্পলীচূর্ণ এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শ্বাস, কাস ও হিক্কারোগ বিনাশ পায়।

অতসীমাষগোধূমচূর্ণং কৃত্বা তু পিপ্পলীং।
ঘৃতেন লেপয়েদ্‌গাত্রমেভিঃ সার্দ্ধং বিচক্ষণঃ।
কন্দর্পসদৃশো মর্ত্ত্যো নিত্যং ভবতি নিশ্চিতং॥

অতসী, মাষ, গোধূম ও পিপ্পলী এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করত প্রত্যহ অঙ্গে লেপন করিলে কন্দর্পের ন্যায় কান্তিমান হওয়া যায়।

নীলোৎপলং শর্করা চ মধুকং পদ্মকং সমং।
তণ্ডুলোদকসংমিশ্রং প্রশমেদ্রক্তবিক্রিয়াং॥

নীলোৎপল, শর্করা, মধু ও পদ্ম এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল-জলের সহিত সেবন করিলে রক্তবিকার প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শর্করাং মধুসংযুক্তাং পীত্বা তণ্ডুলবারিণা।
রক্তাতিসারশমনং ভবতীতি ন সংশয়ঃ॥

তণ্ডুলজলের সহিত শর্করা ও মধু মিশ্রিত করত পান করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং সুচূর্ণিতং কৃত্বা ঘৃতমাক্ষিকসংযুতং।
ভক্ষয়েৎ স্বপ্নবেলায়াং বলীপলিতনাশনং॥

কুড় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করত নিদ্রার সময়ে ভোজন করিলে বলীপলিতাদি বৃদ্ধলক্ষণ তিরোহিত হয়।

ধাতকীং সোমরাজীঞ্চ ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ।
দুর্ব্বলশ্চ ভবেৎ স্থূলো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ধাইপুষ্প ও সোমরাজী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে দুর্ব্বল ব্যক্তিও বলবান্ হয়।

যবাস্তিলাশ্বগন্ধা চ মুষলী সরলা গুড়ং।
এভিশ্চ রচিতাং জগ্ধ্বা তরুণো বলবান্ ভবেৎ॥

যব, তিল, অশ্বগন্ধা, তালমূলী, সরলকাষ্ঠ ও গুড় এই সমস্ত ভোজন করিলে তরুণবয়স্ক ব্যক্তি অত্যন্ত বলশালী হইয়া থাকে।

হিঙ্গুং সৌবর্চ্চলং শুণ্ঠীং পীত্বা তু কথিতোদকৈঃ।
পরিণামাখ্যশূলঞ্চ অজীর্ণঞ্চৈব নশ্যতি॥

হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল, ও শুণ্ঠী এই কয় দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে পরিণামশূল ও অজীর্ণরোগ ধ্বংস হয়।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং বলী লিহেৎ।
ক্ষীরাশী চ ক্ষয়ী পুষ্টিং মেধাঞ্চৈবাতুলাং লভেৎ॥

শর্করা ও মধুর সহিত নবনীত লেহন পূর্ব্বক ক্ষীর সেবন করিলে ক্ষয়রোগী বিলক্ষণ পুষ্টি ও মেধা লাভ করে সন্দেহ নাই।

পীত্বা ক্ষীরং ক্ষৌদ্রযুতং নাশযেদসৃজঃ স্রুতিং।

মধু ও দুগ্ধ একত্র করত সেবন করিলে রক্তস্রাব বিনাশ পাইয়া থাকে।

অটরূষকমূলেন ভগং নাভিঞ্চ লেপয়েৎ।
সুখং প্রসূয়তে নারী নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

বাসকের মূল পেষণ পূর্ব্বক নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অনায়াসে সুখে প্রসব হইয়া থাকে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পারাবতস্য চাক্ষীণি হরিতালং মনঃশিলা।
এতদ্‌যোগাৎ বিষং হন্তি বৈনতেয় ইবোরগান্॥

পারাবতের চক্ষু, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত সেবন করিলে গরুড় দর্শনে সর্পের ন্যায় বিষ বিদূরিত হয়।

ব্রহ্মদণ্ডীতিলান্ ক্বাথ্য চূর্ণং ত্রিকটুকং পিবেৎ।
নাশয়েৎ রক্তগুল্মানি নিরুদ্ধং রক্তমেব চ॥

ব্রহ্মদণ্ডী ও তিল ইহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে। ইহা দ্বারা রক্তগুল্ম ও রক্তনিরোধ প্রশান্ত হয়।

সৈন্ধবং ত্র্যূষণং চূর্ণং দধিমধ্বাজ্যসংযুতং।
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপোয়ং পরমেশ্বরি॥

হে পরমেশ্বরি! সৈন্ধব, ত্রিকটুচূর্ণ, দধি, মধু, ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুলীরচূর্ণং সক্ষীরং পীতঞ্চ ক্ষয়রোগনুৎ।

দুগ্ধের সহিত কুলীরচূর্ণ সেবন করিলে ক্ষয়রোগ বিনাশ পায়।

ত্রিফলার্দ্রককুষ্ঠঞ্চ চন্দনং ঘৃতসংযুতং।
এতৎ পলাচ্চ লেপাচ্চ বিষনাশো ভবেচ্ছিবে॥

ত্রিফলা, আদা, কুঁড়, চন্দন ও ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে আটতোলা পরিমাণে লইয়া একত্র করত তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বিষদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যষ্টিমধুপলৈকেন পক্বমুষ্ণোদকং পিবেৎ।
বিষ্টম্ভিকাঞ্চ হৃৎশূলং হরত্যেব সুরেশ্বরি॥

হে সুরেশ্বরি। যষ্টিমধু একপল উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বিষ্টম্ভিকা ও হৃৎশূল বিনাশ পায়।

ওঁ হ্রূং জঃ।

মন্ত্রোয়ং হরতে দেবি সর্ব্ববৃশ্চিকজং বিষং॥

হে পার্ব্বতি। ওঁ হ্রূং জঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তার্পণ করিলে যাবতীয় বৃশ্চিকবিষ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পিপ্পলী নবনীতঞ্চ শৃঙ্গবেরঞ্চ সৈন্ধবং।
মরীচং দধি কুষ্ঠঞ্চ নস্যে পানে বিষং হরেৎ॥

পিপ্পলী, নবনীত, শৃঙ্গবের, সৈন্ধব, মরীচ, দধি, ও কুড় এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে অথবা উহা সেবন করিলে যাবতীয় বিষের প্রতীকার হয়।

মরীচং শৃঙ্গবেরঞ্চ কুটজত্বচমেব চ।
পানাচ্চ গ্রহণী নশ্যেচ্ছশাঙ্কাকৃতিশেখরে॥

হে শশিশেখরে! মরিচ, আদা, কুটজত্বক্ এই সমস্ত দ্রব্য সেবন দ্বারা গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

হরীতকীকুষ্ঠচূর্ণং কৃত্বা আস্যঞ্চ পূরয়েৎ।
শীতং পীত্বাথ পানীয়ং সর্ব্বছর্দ্দিনিবারণং॥

হরীতকী ও কুড় চূর্ণ করত মুখে পূরণ করিবে। তদনন্তর শীতল জল পান করিলে যাবতীয় ছর্দ্দিরোগ বিদূরিত হয়।

পিপ্‌পলী পিপ্‌লীমূলং মরীচং তগরং বচা।
দেবদারু রসং পাঠাং ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ।
অনেনৈব প্রয়োগেণ অতীসারো বিনশ্যতি॥

পিপ্‌পলী, পিপ্‌পলীমূল, মরীচ, তগর, বচ, দেবদারু, রস, আ‌ংকনাদি এই সমস্ত বস্তু দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে অতীসার নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধাভয়া চৈব উদকেন সমং পিবেৎ।
রক্তপিত্তং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

অশ্বগন্ধা ও হরীতকী জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ বিনাশ পায়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মরীচতিলপুষ্পাভ্যামঞ্জনং কামলাপহং।

মরীচ ও তিলপুষ্প এই দুই দ্রব্য পেষণ করত তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে কামলারোগ বিদূরিত হয়।

অনন্তং শৃঙ্গবেরঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
গুগ্‌গুলং গুড়তুল্যঞ্চ গুলিকমুপযুজ্য চ।
বায়ুস্নায়ুগতঞ্চৈব অগ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ॥

অনন্তমূল ও আদা উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করত তাহার সমভাগ গুগ্‌গুল ও গুড় মিশ্রিত করত গুলিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুলিকা সেবন দ্বারা বায়ুরোগ, স্নায়ুগত রোগ ও মন্দাগ্নি বিদূরিত হয়।

হরীতকী সমগুড়া মধুনা সহ যোজিতা।
বিরেচনকরী দেবি ভবতীতি ন সংশয়ঃ॥

হে দেবি! হরীতকী ও গুড় তুল্যপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বিরেচন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়।

শঙ্খপুষ্পীন্তু পুষ্যেণ সমুদ্ধৃত্য সপত্রিকাং।
সমূলাং ছাগীদুগ্ধেন অপস্মারহরং পিবেৎ॥

পুষ্যানক্ষত্রে পত্রসহ শঙ্খপুষ্পীবৃক্ষ উত্তোলন পূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধ সহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে অপস্মাররোগ বিনাশ পায়।

ত্রিফলা চিত্রকশ্চৈব তথা কটুকরোহিণী।
উরুস্তম্ভহরো হ্যেষ উত্তমস্তু বিরেচনং॥

ত্রিফলা, চিতা ও কটুকী এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে উরুস্তম্ভ বিনাশ পায় এবং সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হইয়া থাকে।

গুড়ূচীপদ্মকারিষ্টধন্যাকং রক্তচন্দনং।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচ্ছর্দ্দিদাহতৃষ্ণাঘ্নমগ্নিকৃৎ॥

গুড়ূচী, পদ্মকাষ্ঠ, ধনিয়া, কুড়, রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, ছর্দ্দি, দাহ ও তৃষ্ণা বিনাশ পায় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হরীতকী শৃঙ্গবেরং দেবদারু চ চন্দনং।
ক্কাথয়েচ্ছাগদুগ্ধেন অপামার্গস্য মূলকং।
জয়ন্ত্যা বা চোরুস্তম্ভং সপ্তরাত্রে তু নাশয়েৎ॥

হরীতকী, আদা, দেবদারু, রক্তচন্দন, অপামার্গের মূল ও জয়ন্তীমূল এই সমস্ত দ্রব্য অজাদুগ্ধসহ পাক করিয়া সেই ক্কাথ সেবন করিলে সাত দিন মধ্যে উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রোত্রে বদ্ধা শঙ্খপুষ্পী জ্বরং মন্ত্রেণ বৈ হরেৎ।
ওঁ জম্ভিনী স্তম্ভিনী মোহয় সর্ব্বব্যাধীন্ মে বজ্রেণ
ঠঃ ঠঃ সর্ব্বব্যাধীন্ বজ্রেণ ফট্॥

শঙ্খপুষ্পীর মূল উত্তোলন পূর্ব্বক ওঁ জম্ভিনী স্তম্ভিনী ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে কর্ণে বন্ধন করিলে জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অজাদুগ্ধমার্দ্রকঞ্চ পীতং প্লীহাদিনাশনং।

অজাদুগ্ধের সহিত আদা মিশ্রিত করত পান করিলে প্লীহা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ সোমরাজী তু সর্ষপঃ।
রজনী দ্বে বিষঞ্চৈব গোমূত্রেণৈব পেষয়েৎ।
কুষ্ঠনাশশ্চ তল্লেপাৎ নিম্বপত্রাদিনা তথা॥

সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিষ ও নিম্বপত্র এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ পলায়ন করে।

জম্বুফলং হরিদ্রা চ সর্পস্যৈব চ কঞ্চুকং।
সর্ব্বজ্বরাণাং ধূপোয়ং হরশ্চাতুর্থকস্য চ॥

জম্বুফল, হরিদ্রা ও সর্পের খোলস এই কয় বস্তু একত্র করিয়া ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বিশেষতঃ চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতাং।
প্রক্ষিপেচ্চ গুহ্যদ্বারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ॥

পিপ্পলী ও হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া মলদ্বারে প্রদান করিলে অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

করবীরং ভৃঙ্গপত্রং লবণং কুষ্ঠকর্কটং।
চতুর্গুণেন মূত্রেণ পচেত্তৈলং হরেচ্চ তৎ।
পামাং বিচর্চ্চিকাং কুষ্ঠমভ্যঙ্গাদ্ধি ব্রণানি বৈ॥

করবীর, ভৃঙ্গরাজপত্র, লবণ, কুড়, কর্কট, এই সমস্ত বস্তু এবং তৈল ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র এই সকল একত্র করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা পামা, বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি কুষ্ঠ ও ব্রণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পিপ্পলীমধুপানাচ্চ তথা মধুরভোজনাৎ।
প্লীহা বিনশ্যতে দেবি তথা শূরণসেবনাৎ॥

হে দেবি! পিপ্পলী ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মধুর দ্রব্য আহার করিলে কিম্বা ওল ভক্ষণ করিলে প্লীহারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

রজনীকদলীক্ষারলেপঃ সিধ্মবিনাশনঃ।
কুষ্ঠস্য ভাগমেকন্তু পথ্যা ভাগদ্বয়ং তথা।
উষ্ণোদকেন সংপীত্বা কটিশূলবিনাশনঃ॥

হরিদ্রা ও কদলীর ক্ষার একত্র করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে সিধ্ম নামা কুষ্ঠ বিদূরিত হয়। একভাগ কুড় ও দুই ভাগ হরীতকী একত্র করত উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মাতুলঙ্গস্য নির্যাসং গুড়াজ্যেন সমন্বিতং।
বাতপিত্তজশূলানি হন্তি বৈ পানযোগতঃ।
শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু পীত্বা হৃদয়রোগনুৎ॥

লেবুর রস গুড় ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বায়ুপিত্তজনিত শূলরোগ ধ্বংস হয় এবং শুণ্ঠী, সৌবর্চ্চল ও হিঙ্গু এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পান করিলে হৃদয়রোগ দূর হইয়া থাকে।

লৌহচূর্ণং তক্রপীতং পাণ্ডুরোগহরং ভবেৎ।
তণ্ডুলীয়কগোক্ষুরমূলং পীতং পয়োন্বিতং॥
কামলাদিহরং পীতং মুখরোগহরং তথা।
জাতীমূলং তক্রপীতং কোলমূলং ত্বজীর্ণনুৎ॥

তক্রের সহিত লৌহচূর্ণ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। দুগ্ধের সহিত নটিযাশাক ও গোক্ষুরের মূল মর্দ্দন করত সেবন করিলে কামলা ও মুখরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে আর তক্রের সহিত জাতীমূল ভক্ষণ করিলে অজীর্ণরোগ বিনাশ পায়॥

কেতকীপত্রজং ক্ষারং গুড়েন সহ ভক্ষয়েৎ।
তক্রেণ শরপুঙ্খাং বা পীত্বা প্লীহাং বিনাশয়েৎ॥

কেতকীপাতার ক্ষার গুড়ের সহিত কিম্বা শরপুঙ্খা তক্রের সহিত পান করিলে প্লীহারোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

সতক্রকুশমূলম্বা বাকুচীমূলমেব বা।
কাঞ্জিকেন চ বাকুচ্যা মূলম্বৈ দন্তরোগনুৎ॥

তক্রের সহিত কুশমূল ও সোমরাজীর মূল সেবন করিলে কিম্বা কাঞ্জির সহিত সোমরাজীর মূল ভক্ষণ করিলে দন্তরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তথেন্দ্রবারুণীমূলং বারিপীতং বিষাদিহৃৎ।
সুরভিকামূলপানাদ্বাতনাশো ভবেচ্ছিবে॥

হে শিবে। জলের সহিত রাখালশসার মূল ভক্ষণ করিলে বিষদোষ বিনষ্ট হয় আর চম্পকবৃক্ষের মূল ভক্ষণ দ্বারা বাতরোগ দূর হইয়া থাকে।

শ্বেতাপরাজিতামূলং পিপ্পলীশুণ্ঠিকাযুতং।
পরিপিষ্টং শিরোলেপাৎ শিরঃশূলবিনাশনং॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এই সমস্ত একত্র উত্তমরূপে

পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মস্তকে লেপ প্রদান করিলে শিরঃশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিরোরোগহরং লেপাৎ গুঞ্জাচূর্ণং সকাঞ্জিকং।

গুঞ্জাচূর্ণ কাঞ্জির সহিত একত্র করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরোরোগ ধ্বংস হয়।

নির্গুণ্ডিকাশিখাং পীত্বা গণ্ডমালাবিনাশনং।

নিসিন্দার মূল ভক্ষণ দ্বারা গণ্ডমালা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বাতজ্বরহরঃ ক্বাথো গুড়ূচ্যা মুস্তকস্য চ।
দুরালভৈঃ কৃতঃ ক্বাথঃ পিত্তজ্বরহরস্তথা॥

গুড়ূচী ও মুথা এই দুই দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা বাতজ জ্বর এবং দুরালভার ক্বাথ দ্বারা পিত্তজ জ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু শৃণুষ দেবেশি জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং হিতং।
ক্বাথবারি ততঃ পীত্বা নির্ব্বাতপ্রদেশে বসেৎ॥

কিন্তু হে দেবেশি! জ্বর হইলে সর্ব্বপ্রথমে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই প্রশস্ত তৎপরে ক্বাথবারি পান করিয়া নির্ব্বাত স্থলে অবস্থিতি করিবে।

শুণ্ঠীপর্পটমুস্তৈশ্চ বালকোশীরচন্দনৈঃ।
সাজ্যঃ ক্বাথঃ শ্লেষ্মজস্তু সশুণ্ঠীঃ সদুরালভঃ।
সবালকঃ সর্ব্বজ্বরং সশুণ্ঠীঃ সহপর্পটঃ॥

শুণ্ঠী, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, বালা, বেণামূল ও চন্দন এই সমস্ত বস্তুর ক্বাথ করিয়া তাহাতে শুণ্ঠীচূর্ণ ও দুরালভার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত সহযোগে সেবন করিলে শ্লেষ্মাজনিত জ্বরের উপশম হইয়া থাকে আর বালা শুণ্ঠী ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পায়।

কফবাতজ্বরে দেয়ং জলমুষ্ণং পিপাসিনে।
বিশ্বপর্পটকোশীরমুস্তচন্দনসাধিতং ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর তৃষ্ণা হইলে শুঠী, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, মুথা, ও রক্তচন্দন এই সমস্ত বস্তুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে দিবে।

তিক্তা পাঠা পটোলশ্চ বিশালা ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
সক্ষীরো ভেদনঃ ক্বাথঃ সর্ব্বজ্বরবিশোধনঃ ॥

কটুকী, আকনাদি, পটোল- গোবক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, তেউড়ী, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া দুগ্ধসহ মিশ্রিত করত সেবন করিলে উদরভেদ হইয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নিবৃত্তি হয়।

ধন্যকানিম্বমুস্তানাং সমধুশ্চ মহেশ্বরি।
পটোলপত্রযুক্তস্তু গুড়ূচীত্রিফলাযুতঃ।
পীতোঽখিলজ্বরহরঃ ক্ষুধাকৃদ্বাতনুত্তিদং ॥

ধনিয়া, নিম্ব, মুথা, পটোলপত্র, গুড়ূচী ও ত্রিফলা এই সমস্ত বস্তুর ক্বাথ করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে যাবতীয় জ্বর বিনাশ পায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং বাতরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

পাচনং পিপ্পলীমূলং গুড়ূচীবিশ্বভেষজং।
বাতজ্বরে ত্ব্যয়ং ক্বাথো দত্তঃ শান্তিকরঃ পরঃ।
পিত্তজ্বরনুৎ সমধুঃ ক্বাথঃ পর্পটনিম্বয়োঃ ॥

পিপ্পলীমূল, গুড়ূচী ও শুঠী এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে বাতজ্বর বিনাশ পায় এবং ক্ষেতপাপড়া ও নিম্ব এই দুই দ্রব্যের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বর ধ্বংস হইয়া থাকে।

দত্ত্বাৎ সুশীতলং বারি তৃট্ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ।
বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য কাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে॥

সুশীতল জলপান দ্বারা তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, জ্বর ও দাহ বিনাশ পায় এবং বিল্বাদি পঞ্চমূলের * কাথ পান করিলে বাতিকজ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে।

ক্বাথশ্চ তিক্তকৈরণ্ডগুড়ূচীশুণ্ঠীমুস্তকৈঃ।
পিত্তজ্বরহরঃ স্যাচ্চ জানীহি গিরিনন্দিনি॥

হে পর্ব্বতনন্দিনি। চিরতা এরণ্ড, গুড়ূচী, শুণ্ঠী ও মুথা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন দ্বারা পৈত্তিক জ্বর বিদূরিত হয়।

বালকোশীরপাঠাভিঃ কণ্টকারিকমুস্তকৈঃ।
জ্বরনুচ্চ কৃতঃ ক্বাথস্তথা বৈ সুরদারুণা॥

বালা, বেণামূল, আকনাদি, কণ্টকারি, ও মুথা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে অথবা কেবলমাত্র দেবদারুর কাথ সেবন করিলেও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের উপশম হয়।

হরিদ্রানিম্বত্রিফলা মুস্তকৈর্দ্দেবদারুণা।
কষায়ং কটুরোহিণ্যা সপটোলং সপত্রকং।
ত্রিদোষজ্বরনুচ্চ স্যাৎ পীতন্তু ক্বথিতং জলং॥

হরিদ্রা, নিম্ব, ত্রিফলা, মুথা, দেবদারু, কটুকী, পটোল, পটোলপত্র এই সমস্ত বস্তুর কাথ করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কণ্টকার্য্যা নাগরস্য গুড়ূচ্যা পুষ্করেণ চ।
জগ্ধ্বা নাগবলাচূর্ণং শ্বাসকাসাদিনুদ্ভবেৎ॥

---

* বিল্বাদি পঞ্চমূল—বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুলী ও গণিয়ারী।

কণ্টকারি, শুণ্ঠী, গুড়ূচী, কুড় ও গোরক্ষ চাকুলিয়া এই সমস্ত বস্তু চূর্ণ করত সেবন করিলে শ্বাস ও কাসাদি রোগ ধ্বংস হয়।

বচোপকুঞ্চিকাজাতীকৃষ্ণাবাসকসৈন্ধবং।
অজাজী চ যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতং॥
পিষ্টালোড্য জলাদ্যৈশ্চ খাদয়েদ্‌ঘৃতভর্জ্জিতং।
যোনিপার্শ্বার্ত্তিহৃদ্রোগগুল্মার্শো বিনিবর্ত্তয়েৎ॥

বচ, কৃষ্ণ জীরক, জাতিপত্র, তুলসী, বাসক, সৈন্ধব, জীরক, যবক্ষার, চিতা ও শর্করা এই সমস্ত বস্তু একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক জলে আলোড়ন করিয়া ঘৃতে সন্তার দিবে। ইহা পান করিলে স্ত্রীলোকের যোনিশূল, পার্শ্বশূল, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শ বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রসংলেপাৎ যোনিভিন্না প্রশাম্যতি।
লোধ্রতুম্বীফলালেপাৎ যোনের্দ্দাঢ্যং করোতি চ॥

বদরীপত্র পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিতে লেপ প্রদান করিলে যোনি-বেদনা প্রশান্ত হয় এবং লোধ ও লাউ একত্র মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে দৃঢ় হইয়া থাকে।

পঞ্চপল্লবযষ্ট্যর্কমালতীকুসুমৈর্ঘৃতং।
রবিপক্কমসৃগ্দরযোনিগন্ধবিনাশনং॥

পঞ্চপল্লব, * যষ্টিমধু, আকন্দ ও মালতীপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পক্ক করিবে। পরে উহা সেবন করিলে অসৃগ্দর ও যোনিগন্ধ বিনাশ পায়।

দুগ্ধস্যার্দ্ধাঢ়কং চাজ্যমশ্বগন্ধা চ পুত্রদা।
বন্ধ্যা পুত্রং লভেৎ পীত্বা ঘৃতেন ব্যোষকেশরং॥

---

* পঞ্চপল্লব—বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল, বকুল ও আম্র এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লব হইলেই পঞ্চপল্লব বলা যায়।

অর্দ্ধ আঢক দুগ্ধ, ঘৃত ও অশ্বগন্ধা একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে পুত্র-লাভ হয় আর ঘৃত সহ ত্রিকটু ও নাগকেশর সেবন করিলে বন্ধ্যাও পুত্র প্রসব করে।

কুশকাশোরুবুকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যা শূলনুৎ পরং॥

কুশ, কাশ; এরণ্ড ও গোক্ষুর এই সকলের মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া শর্করা মিশ্রিত করত সেবন করিলে গর্ভিণীর শূল ধ্বংস হইয়া থাকে।

সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তিশূলমর্কন্দসংজ্ঞিতং।
যবক্ষারং পিবেত্তত্র মস্তু কোষ্ণোদকেন বা॥

প্রসবান্তে যদি প্রসূতির হৃদয়, শির কিম্বা বস্তিদেশে বেদনা হয়, তাহা হইলে দধির মাত কিম্বা উষ্ণোদকের সহিত আকন্দমূল ও যবক্ষার পান করিবে।

দশমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ সাজ্যঃ সূতিরুজাপহঃ।
শালিতণ্ডুলচূর্ণন্তু সদুগ্ধং দুগ্ধকৃদ্ভবেৎ॥

দশমূলের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে প্রসূতির গাত্র-বেদনা বিদূরিত হয়। দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের চূর্ণ সেবন করিলে প্রসূ-তির স্তনে দুগ্ধসঞ্চার হইয়া থাকে।

কুষ্ঠা বচাভয়া ব্রাহ্মী মধুকা ক্ষৌদ্রসর্পিষী।
বর্ণায়ুঃকান্তিজননং লেহ্যং বালস্য দাপয়েৎ॥

কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক, যষ্টিমধু, মধু ও ঘৃত এই সমস্ত বস্তু বালককে লেহন করাইলে তদীয় বর্ণ, পরমায়ুঃ ও কান্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

লোহো মুস্তকাতিবিষা বমিকাসজ্বরে পিবেৎ।
মুস্তশুণ্ঠীবিষারুণ-কূটজশ্চাতিসারনুৎ॥

লৌহ, মুথা, আতিস এই সমস্ত দ্রব্য বমি, কাস ও জ্বর রোগে সেবন করিবে অর্থাৎ এই সকল একত্র করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করত তাহা পান করিবে। মুথা, শুঠী, বিষ, কুস্কুম ও কূটজ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ক্বাথ করত পান করিলে অতিসার রোগের নিবৃত্তি হয়।

সিন্ধুত্থশর্করাশুণ্ঠীকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষ্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

রসায়নাভিলাষী ব্যক্তিরা বর্ষাদি ছয় ঋতুতে যথাক্রমে সৈন্ধব, শর্করা, শুঠী, পিপ্পলী, মধু ও গুড়ের সহিত হরীতকী ভোজন করিবে অর্থাৎ বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে শর্করার সহিত, হেমন্তকালে শুঠীর সহিত, শীতকালে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং নিদাঘকালে গুড়ের সহিত সেবন করিতে হয়।

মৃদুকোষ্ঠশ্চ পিত্তেন খরো বাতকফাশ্রয়াৎ।
মধ্যমঃ সমদোষে স্যাৎ ত্রিবৃৎ পিত্তে বিরেচনং॥

পিত্তাধিক্যে মৃদু, বাতকফাশ্রয়ে খর এবং সমদোষে সমবিচেরন কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক্য হইলে তেউড়ী দ্বারা বিরেচন দিবে।

শর্করামধুসংযুক্তং সৈন্ধবং নাগরং ত্রিবৃৎ।
হরীতকীবিড়ঙ্গানি গোমূত্রেণ বিরেচনং॥

শুঠী, তেউড়ী, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ এই সমস্ত গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া শর্করা, মধু ও সৈন্ধবসহযোগে বিরেচনার্থে প্রয়োগ করিবে।

এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাক্বাথশ্চ দ্বিগুণস্তথা।
বাতোল্বণেষু দোষেষু ভোজয়িত্বাথ বাময়েৎ॥

বায়ু প্রবল হইলে এরণ্ডতৈল ও তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ত্রিফলার ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে।

শালিষষ্টিকগোধূমক্ষীরং ঘৃতং রসো মধু।
মজ্জা শৃঙ্গাটকযবকশেরুর্বিব্বারুগোক্ষুরং।
গাম্ভারী পৌষ্করং বীজং দ্রাক্ষা খর্জ্জুরকং বলা।
নারিকেলেক্ষ্বাত্মগুপ্তা বিদারী চ পিয়ালকং।
মধূকং তালকুষ্মাণ্ডং মুখ্যোয়ং মধুরো গণঃ॥

হে পার্ব্বতি! শালিধান্য, ষষ্টিধান্য, গোধূম, ক্ষীর, ঘৃত, রস, মধু, মজ্জা, পানিফল, যব, কেশুর, ফুটি, গোক্ষুর, গাম্ভারী, পুষ্করবীজ, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, বেড়েলা, নারিকেল, ইক্ষু, আলকুশীলতা, ভূমি কুষ্মাণ্ড, পিয়ালফল, যষ্টিমধু, তাল ও কুষ্মাণ্ড এই সমস্ত মধুরগণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

মূর্চ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনঃ।
ক্রিমিকৃৎ কফকৃচ্চৈব একোত্যর্থং নিষেবিতঃ॥

এই মধুরগণ মূর্চ্ছা ও দাহরোগ প্রশান্ত করে এবং ইহা দ্বারা ষড়িন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা সাধন হয়। ইহার মধ্যে যে কোন একটী বস্তু অধিকপরিমাণে সেবন করিলে কফ ও ক্রিমির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্বাসকাসাস্যমাধুর্য্যস্বরঘাতার্ব্বুদানি চ।
গলগণ্ডশ্লীপদানি গুড়লেপাদি কারয়েৎ॥

উল্লিখিত মধুরগণের গুড়িকা সেবন করিলে কিম্বা তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে শ্বাস, কাস, মুখমাধুর্য্য, স্বরঘাত, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড ও শ্লীপদরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

দাড়িমামলকাম্রঞ্চ কপিত্থকরমর্দ্দকৌ।
মাতুলুঙ্গাম্রাতকঞ্চ বদরং তিন্তিড়ীফলং॥
দধি তক্রং কাঞ্জিকঞ্চ লকুচং চাম্লবেতসং।
অম্লো লোণঃ শুণ্ঠীযুক্তো জারণঃ পাচনো রসঃ॥

ক্লেদনো বাতকৃদ্বৃষ্যো বিদাহী চানুলোমনঃ।
অম্লোত্যর্থং সেব্যমানঃ কুর্য্যাদ্বৈ দন্তহর্ষকং॥

দাড়িম্ব, আমলকী, আম্র, কপিত্থ, (কদবেল) করমর্দ্দ, মাতুলুঙ্গ, আমড়া, বদরী, তিন্তিড়ী, দধি, তক্র, কাঞ্জি, ডহুক, (মাদার) আমরুল, অম্লবেতস, (টকপালং) ও শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য অম্লগণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই সকল দ্রব্য জারণ, পাচন, ক্লেদন, বায়ুবৃদ্ধিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও বিদাহী। পরন্তু এই সমস্ত বস্তু দ্বারা বায়ু প্রভৃতির অনুলোম সাধন হয়। এই সকল দ্রব্যের যে কোন একটী অধিক পরিমাণে সেবন করিলে দন্তহর্ষ জন্মে।

শরীরস্য চ শৈথিল্যং স্বরকণ্ঠাস্যহৃদ্দহেৎ।
ছিন্নভিন্নব্রণাদীনি পাচয়ত্যগ্নিভাবিতঃ॥

উপরোক্ত অম্লগণ দ্বারা দেহের শিথিলতা উৎপন্ন হয়, স্বর, কণ্ঠ, মুখ, হৃদয় এই সমস্ত স্থানের দাহ জন্মে এবং চিতার রসে ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিলে ছিন্নভিন্ন ব্রণাদির পরিপাক সাধন হইয়া থাকে।

লবণানি যবক্ষারসর্জ্জিকাদিশ্চ লাবণঃ।
শোধনঃ পাচনঃ ক্লেদী বিশ্লেষসর্পণাদিকৃৎ।
মার্গরোধী মার্দ্দবকৃৎ স একঃ পরিষেবিতঃ॥
গাত্রকণ্ডূকোঠশোথবৈবর্ণ্যং জনয়েদ্রসঃ।
রক্তবাতং পিত্তরক্তং পুংস্ত্বেন্দ্রিয়রুজাদিকং॥

পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটি এই সমস্ত লবণরস বা লাবণগণ বলিয়া অভিহিত। এই সকল দ্রব্য দেহশোধক, পাচক, ক্লেদী এবং উহা দ্বারা অস্থি-বিশ্লেষাদি সংযোজিত হয়। উহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী বস্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মার্গরোধ, দেহের মৃদুত্ব, গাত্রকণ্ডূ, কোঠ, শোথ, বৈবর্ণ্য, বাতরক্ত, পিত্তরক্ত, পুংস্ত্বোপঘাত ও ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে।

ব্যোষশিগ্রু মূলকঞ্চ দেবদারু চ কুষ্ঠকং।
লশুনং বল্গুজীফলং মুস্তাগুগ্গুলু লাঙ্গলী।

কটুকো দীপনঃ শোধী কুষ্ঠকণ্ডূকফাস্তকৃৎ ॥
স্থৌল্যালস্যক্রিমিহরঃ শুক্রমেদোবিরোধনঃ।
একোত্যর্থং সেব্যমানঃ ভ্রমদাহাদিকৃদ্ভবেৎ ॥

ত্রিকটু, সজিনা, মূলক, দেবদারু, কুড়, রশুন, সোমরাজি, মুথা, গুগ্‌গুলু, লাঙ্গলী, কটুকী এই সমস্ত দ্রব্যকে কটুকাদিগণ কহে। এই সমস্ত দ্রব্য অগ্নি-বর্দ্ধক, দেহশোধক, কুষ্ঠনাশক, কণ্ডূকফহারক, স্থৌল্য ও আলস্যনাশক, ক্রিমি-হারী এবং শুক্র ও মেদোবিরোধী, এই সমস্ত দ্রব্যের যে কোন একটী অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম ও দাহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

কৃতমালঃ করীরাণি হরিদ্রেন্দ্রযবাস্তথা।
স্বাদুকণ্টকবেত্রাণি বৃহতীদ্বয়শঙ্খিনী ॥
গুড়ূচী চ দ্রবন্তী চ ত্রিবৃন্মণ্ডূকপর্ণ্যপি।
কারবেল্লকবার্ত্তাকুকরবীরকবাসকাঃ ॥
রোহিণী শঙ্খপুষ্পী চ কর্কটো বৈ জয়ন্তিকা।
জাতীবরুণকং নিম্বো জ্যোতিষ্মতী পুনর্নবা ॥
তিক্তো রসশ্ছেদনঃ স্যাদ্রোচনো দীপনস্তথা।
শোধনো জ্বরতৃষ্ণাঘ্নো মূর্চ্ছাঘ্নঃ কণ্ডূকাদিজিৎ ॥
বিণ্মূত্রক্লেদসংশোষো অত্যর্থং স চ সেবিতঃ।
হনুস্তম্ভাক্ষেপকার্ত্তিশিরঃশূলব্রণাদিহৃৎ ॥

সোঁদালু, বংশাঙ্কুর, হরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বঁইচ, কৃষ্ণবেত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, চোরপুষ্পী, গুড়ূচী, দ্রবন্তী, তেউড়ী, থুলকুড়ি, করলা, বার্ত্তাকু, করবীর, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, শঙ্খপুষ্পী, কাঁকুড়, জয়ন্তী, জাতি, বরুণ, নিম্ব, জ্যোতিষ্মতী, পুনর্ণবা এই সমস্ত দ্রব্যকে তিক্তরস কহে। এই সকল দ্রব্য রুচিজনক, অগ্নিদীপক, দেহশোধক, জ্বরনাশক, তৃষ্ণাবিনাশী ও মূর্চ্ছাকণ্ডূপ্রভৃতি নাশক। এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে বিণ্মূত্রক্লেদ সংশোষণ, হনুস্তম্ভ, আক্ষে-পক, শিরঃশূল ও ব্রণাদি রোগ জন্মে।

ত্রিফলাশল্লকীজম্বু আম্রাতকবটাদিকং।
তিন্দুকং বকুলং শালং পালঙ্কমুদ্গাচিল্লকং।
কষায়ো গ্রাহকো রোপী স্তম্ভনক্লেদশোষণঃ।
একোত্যর্থং সেব্যমানো হৃদয়ে চাথ পীড়কৃৎ।
মুখশোষজ্বরাধ্মানহনুস্তম্ভাদিকারকঃ॥

ত্রিফলা, বাব্‌লা, জাম, আমড়া, বট, গাব, বকুল, শাল, পালঙ্ক, চিল্লক, ও মুগ এই সমস্ত কষায়রস বলিয়া পরিগণিত। এই সকল দ্রব্য গ্রাহী, রোপক, স্তম্ভক, ক্লেদকারক ও শোষক। ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হৃদয়পীড়া, মুখশোষ, জ্বর, আধ্মান, হনুস্তম্ভ এই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে।
জঘনস্য পলার্দ্ধেন স্নেহকাথৌষধেষু চ॥

স্নেহ, কাথ ও ঔষধাদিতে মাত্রা ত্রিবিধ বলিয়া কথিত। উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম মাত্রার পরিমাণ এক পল, মধ্যম মাত্রা তিন অক্ষ এবং অধম মাত্রা পলার্দ্ধ মাত্র।*

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

অধুনা ব্রূহি মে নাথ কস্মিন্ শান্তে চ কীর্ত্তিমান্।
পুণ্যবান্ বৈ ভবেদ্বৈদ্যঃ সুখীহ পর এব চ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ! রোগের উপশম করিতে পরিলে চিকিৎসক যশোলাভ করে সত্য, কিন্তু কোন্ রোগ আরোগ্য করিলে সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তিমান্ ও পুণ্যবান্ হওয়া যায় এবং কোন্ রোগ আরোগ্য করিতে পারিলে বৈদ্য কি ইহলোক, কি পরলোক উভয়ত্রই সুখী হইয়া থাকে?

---

* একপল—আটতোলা। তিন অক্ষ—ছয় তোলা। অর্দ্ধপল—চারিতোলা।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যস্য চিকিৎসয়া দেবি কুষ্ঠ্যেকো নীরোগী ভবেৎ ।
স এব কীর্ত্তিমান্ লোকে পরত্র পরমঃ সুখী ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! যে বৈদ্য একটীমাত্র কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই ইহলোকে পরম যশস্বী হইয়া পরলোকে নিত্য সুখে সুখী হইতে পারেন ।

অশ্বমেধসহস্রস্য শতবাজপেয়স্য চ ।
ধেনূনাং লক্ষদানস্য লভতে দুর্ল্লভং ফলং ॥

হে পার্ব্বতি ! সেই বৈদ্য সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও লক্ষ ধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

অহো চেৎ সত্যমেবেদং ত্বয়োক্তং বচনং প্রভো ।
তস্মাৎ কুষ্ঠস্য ভীমস্য বদৌষধীন্ মহেশ্বর ।
শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ত্বয়োক্তং হি তৃপ্তির্ন জায়তে মম ।
বিস্তৃতিং বদ মে নাথ কৃপা চেন্ময়ি বর্ত্ততে ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো ! আপনি যাহা বলিলেন, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ব্বার কুষ্ঠ রোগের ঔষধ পুনরায় কীর্ত্তন করুন্ । আপনার মুখে উক্ত রোগের কতিপয় শ্রবণ করিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার সম্যক্ তৃপ্তিসঞ্চার হইতেছে না । হে নাথ ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে উক্ত রোগের যাবতীয় ঔষধ সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করুন্ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুষ্ঠরোগবিনাশনং ।
পুরা যৎ হরিণা দত্তং কৃপয়া মে মহেশ্বরি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে মহেশ্বরি! যে যে ঔষধে কুষ্ঠরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা সবিস্তার তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভগবান্ শ্রীহরি কৃপাপরবশ হইয়া আমার নিকট ঐ সকল ঔষধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টং তথা চামলকানিশাঃ।
স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তি হরীতকী, নিম্ব, আমলকী ও হরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া প্রত্যহ সেবন করে, এক মাস মধ্যে সে কুষ্ঠরোগ হইতে বিমুক্ত হয়, সন্দেহ নাই।

মনঃশিলাবিড়ঙ্গানি বাগুজী সর্ষপস্তথা।
করঞ্জৌ মূত্রপিষ্টোয়ং লেপঃ কুষ্ঠহরোর্কবৎ॥

মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্ষপ, করঞ্জা ও ডহরকরঞ্জা এই সমস্ত বস্তু গোমূত্র সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয়।

ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বা বাগুজীসংযুতং।
শঙ্খেন্দুধবলং শ্বিত্রং হন্তি তূর্ণং ন সংশয়ঃ॥

আমলকী ও খদরিকাষ্ঠ এই উভয়ের ক্বাথ করিয়া সোমরাজির সহিত সেবন করিলে শঙ্খবৎ ও চন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ শ্বিত্ররোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মনঃশিলামরীচৈস্তু তৈলং কুষ্ঠবিনাশনং।
সর্ব্বকুষ্ঠে বিলেপোয়ং শিবাপঞ্চগুড়ৌদনং॥

মনঃশিলা ও মরিচ এই দুই দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠ ধ্বংস হয়। পাঁচটী হরীতকী, গুড় ও তণ্ডুল এই কয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠেই লেপ প্রদান করিতে পারে।

দহ্যমানঃ চ্যুতঃ কুম্ভে তৎসহ খদিরাঙ্কুরঃ।
সাক্ষধাত্রীরসক্ষৌদ্রো হন্যাৎ কুষ্ঠং রসায়নং॥

একটী কলসীর অভ্যন্তরে আম্রের আঠি দগ্ধ করিয়া তাহার সহিত খদিরাঙ্কুর, বহেড়া, আমলকীর রস ও মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ রসায়ন বলিয়া অভিহিত। ইহা পান করিলে কুষ্ঠরোগ পলায়িত হয়।

হরিদ্রা মলয়ং রাস্না গুড়ূচী তগরস্তথা।
আরগ্বধঃ করঞ্জা চ লেপঃ কুষ্ঠহরঃ পরঃ॥

হরিদ্রা, রক্তচন্দন, রাস্না, গুড়ূচী, তগর, সোঁদালু ও করঞ্জা, এই সমস্ত বস্তু দ্বারা লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গৈরগজাকুষ্ঠনিশাসিন্ধূত্থসর্ষপৈঃ।
মূত্রাম্বুপিষ্টো লেপোয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, বন এলাইচ, কুড়, হরিদ্রা ও সর্ষপ এই সমস্ত একত্রে গোমূত্র সহ মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে, দদ্রুকুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকং।
হন্তি কুষ্ঠক্রিমিমেহনাড়ীব্রণভগন্দরান্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও দ্রাক্ষা এই সমস্ত বস্তু চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ, কৃমি, মেহ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আরগ্বধস্য পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ।
দদ্রুকিট্টিমকুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেব চ॥

কাঁজির সহিত সোঁদালুর পত্র মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে, দদ্রু, কিট্টিম, ও সিধ্ম নামক কুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

উষ্ণা পীতা বাগুজী চ কুষ্ঠজিৎ ক্ষীরভোজিনঃ।
তিলাজ্যত্রিফলাক্ষৌদ্রব্যোষভল্লাতশর্করাঃ।
বৃষ্যাঃ সপ্ত সমা মেধ্যাঃ কুষ্ঠহাঃ কামচারিণঃ॥

উষ্ণ সোমবাজী ভক্ষণ পূর্ব্বক দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ বিনাশ পায়। তিল, ঘৃত, ত্রিফলা, মধু, ত্রিকটু, ভেলা, শর্করা এই সপ্তসংখ্যক দ্রব্য তুল্যপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক সেবন করিলে দেহে বলাধান হয় এবং কুষ্ঠরোগ দূর হইয়া থাকে। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ নিয়ম করিবার আবশ্যক নাই।

পীত্বা ভল্লাতকং তৈলং মাসাৎ ব্যাধিং জয়েন্নরঃ।
সেবিতং খাদিরং বারি পানাদ্যৈঃ কুষ্ঠজিদ্ভবেৎ॥

একমাস যাবৎ প্রত্যহ ভেলার তৈল সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ পান দ্বারাও কুষ্ঠ ধ্বংস হইয়া থাকে।

বাসা গুড়ূচী ত্রিফলা পটোলঞ্চ করঞ্জকং।
নিম্বাশনং কৃষ্ণবেত্রং ক্বাথকল্কেন যদ্ঘৃতং।
বজ্রকং তদ্ভবেৎ কুষ্ঠং শতবর্ষাণি জীবতি॥

বাসক, গুড়ূচী, ত্রিফলা, পটোল, করঞ্জা, নিম্ব, অশনকাষ্ঠ ও কৃষ্ণবেতস এই সমস্তের ক্বাথ ও কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিলে তাহাকে বজ্রক ঘৃত কহে। এই ঘৃত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয় এবং সেই ব্যক্তি শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

স্বরসেন চ দূর্ব্বায়াঃ পচেত্তৈলং চতুর্গুণং।
কচ্ছুবিচর্চ্চিকা পামা অভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি॥

দূর্ব্বার স্বরসের সহিত তাহার চতুর্গুণ তৈল পাক করিবে। সেই তৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামা নামক কুষ্ঠ রোগ পরাজিত হয়।

ক্রমত্বগর্কর্কুষ্ঠানি লবণানি চ মূত্রকং।
গণ্ডীরিকাং চিত্রকৈস্তৈস্তৈলং কুষ্ঠব্রণাদিনুৎ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে ঔষধিনিরূপণং নাম
দ্বাদশোল্লাশঃ॥ ১২॥

পারিজাত বৃক্ষের ত্বক, আকন্দমূল, পঞ্চলবণ, গোমূত্র, গণ্ডীবিকা ও চিতা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠব্রণাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ঔষধিনিরূপণ নামক দ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

ষট্‌কর্ম্মসাধনং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং কুষ্ঠরোগবিনাশনং।
বশ্যোচ্চাটনস্তম্ভাদীনধুনা শৃণু মে প্রিয়ে॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রিয়ে! এই তোমার নিকট কুষ্ঠরোগের ঔষধ সকল কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা বশীকরণ, উচ্চাটন ও স্তম্ভনাদি বলিতেছি অবধান কর।

কাকজঙ্ঘা বচা কুষ্ঠং নিম্বপত্রং সকুঙ্কুমং।
আত্মরক্তসমাযুক্তং বশীভবতি মানবঃ॥

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, নিম্বপত্র, কুঙ্কুম ও আপনার দেহের রক্ত, এই সমস্ত একত্র করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে

অর্থাৎ ঐ প্রকারে তিলক ধারণ করিয়া যাহার নিকট গমন করা যায়, সে বশীভূত হয়, সন্দেহ নাই।

অগুরুং গুগ্গুলুঞ্চৈব নীলোৎপলসমন্বিতং।
গুড়েন ধূপযিত্বা তু রাজদ্বারে প্রিয়ো ভবেৎ॥

অগুরু, গুগ্গুলু, নীলোৎপল ও গুড় এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে প্রিয় হয়, অর্থাৎ রাজা তাহার বশতাপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদণ্ডী বচা কুষ্ঠং প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরং।
দদ্যাত্তাম্বূলসংযুক্তং স্ত্রীণাং মন্ত্রেণ তদ্বশং।
ওঁ নারায়ণী স্বাহা॥

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশর এই সকল বস্তুর চূর্ণ একত্র করিয়া ওঁ নারায়ণী স্বাহা এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত তাম্বূলের সহিত স্ত্রীকে প্রদান করিলে স্ত্রী তাহার বশীভূতা হয়, সন্দেহ নাই।

গোদন্তং হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজিহ্বয়া।
চূর্ণং কৃত্বা যস্য শিরে দীয়তে স বশীভবেৎ॥

গোদন্ত, হরিতাল, কাকজিহ্বা এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ যাহার মস্তকে প্রদান করা যায়, সে বশতাপন্ন হইয়া থাকে।

খঞ্জরীটস্য মংসন্তু মধুনা সহ পেষয়েৎ।
ঋতুকালে যোনিলেপাৎ পুরুষো দাসতামিয়াৎ॥

খঞ্জরীট পক্ষীর মাংস মধুসহযোগে পেষণ করিয়া ঋতুকালে মূত্রদ্বারে লেপন করিলে পুরুষ দাসবৎ বশীভূত থাকে।

শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং রোচনয়া যুতং।
যং পশ্যেত্তিলকেনৈব বশীকুর্য্যান্নৃপালয়ে॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল রোচনার সহিত পেষণ করিয়া তদ্দারা ললাট-দেশে তিলক প্রদান পূর্ব্বক রাজবাটীতে গমন করত যাহাকে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্য পুষ্পকং।
স্ত্রীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্বৈ সা বশা ভবেৎ।
ওঁ নমঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা॥

করবীরের পুষ্প উত্তোলন পূর্ব্বক ওঁ নমঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যে স্ত্রীর অগ্রে উহা ভ্রামিত করিবে, সেই বশীভূত হইবে সন্দেহ নাই।

ভৃঙ্গরাজস্য মূলন্তু পিষ্টং শুক্রেণ সংযুতং।
অক্ষিণী চাঞ্জয়িত্বা তু বশীকুর্য্যান্নরং কিল॥

ভৃঙ্গরাজের মূল উত্তোলন পূর্ব্বক শুক্রের সহিত একত্র করতঃ মর্দ্দন করিয়া নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন প্রদান করিলে পুরুষকে বশীভূত করা যায়।

ব্রহ্মদণ্ডী বচা পত্রং মধুনা সহ পেষয়েৎ।
অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা নান্যং ভর্ত্তারমিচ্ছতি॥

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বনিতা অন্য পতি কামনা করে না অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য পুরুষ স্বীয় অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রী তাহার বশীভূত থাকে।

মাহিষং নবনীতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকা।
সৌভাগ্যমঙ্গলেপাৎ স্যাৎ পতির্দ্দাসো ভবেত্তথা॥

মাহিষদুগ্ধজাত নবনীত, কুড়, মধু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যে রমণী অঙ্গে লেপন করে, সে সৌভাগ্যবতী হয় এবং তাহার পতি দাসবৎ বশীভূত থাকে।

রোচনা গন্ধপুষ্পাণি নিম্বপুষ্পং প্রিয়ঙ্গবঃ।
কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব তিলকেন জগদ্বশেৎ।
ওঁ হ্রীং গৌরি দেবি সৌভাগ্যং পুত্রবশ্যাদি দেহি মে।
ওঁ হ্রীং লক্ষ্মীদেবি সৌভাগ্যং সর্ব্বং ত্রৈলোক্য-
মোহনং ॥

রোচনা, গন্ধপুষ্প, নিম্বপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু কুঙ্কুম ও চন্দন এই সমস্ত বস্তু একত্র করত ওঁ হ্রীং গৌরিদেবি ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তিলক প্রদান করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পরা যায়।

অপরাজিতশিখাস্তু নীলোৎপলসমন্বিতাং।
তাম্বূলেন প্রদানাচ্চ বশীকরণমুত্তমং ॥

অপরাজিতার মূল ও নীলোৎপল এই দুই দ্রব্য তাম্বূল সহ যাহাকে প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

বামাঙ্গে দক্ষিণাঙ্গে চ ক্রমাদ্দেবি দ্রবাদিকৃৎ।
চতুঃষষ্টি কলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরাঃ।
আলিঙ্গনাদ্যা নারীণাং কুমারীণাং বশীকরাঃ ॥

হে পার্ব্বতি! নারীজাতির বামাঙ্গে এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গে কামের অধিষ্ঠান জানিবে; অতএব তত্তৎ অঙ্গে আলিঙ্গন করিলেই দ্রবীভূত হয়। কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যমান আছে। কুমারীগণ আলিঙ্গনাদি দ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকে।

সুগন্ধঞ্চ হরিদ্রা চ কুঙ্কুমানি চ লেপতঃ।
বশয়েদ্দেবি ধূপাশ্চ পুষ্পধূমং সুগন্ধিকং ॥

সুগন্ধ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও পুষ্পধূপ এই সমস্ত বস্তু অঙ্গে লেপন করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়।

দুরালভা বচা কুষ্ঠং কুঙ্কুমঞ্চ শতাবরী।
তিলতৈলেন সংযুক্তং অঙ্গলেপাদ্বশো নরঃ॥

দুরালভা, বচ, কুড, কুঙ্কুম ও শতাবরী এই সকল দ্রব্য তিলতৈলের সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে।

বচা মাংসী চ বিল্বঞ্চ তগরং পদ্মকেশরং।
নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
অনেন ধূপিতো মর্ত্তঃ বশীকুর্য্যাজ্জগত্ত্রয়ং॥

বচ, জটামাংসী, বিল্বপত্র, তগর, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণদ্বারা স্বীয় অঙ্গে ধূপ প্রদান করিলে তাহার নিকট জগৎ বশীভূত থাকে।

মন্ত্রমযুতং জপ্ত্বা বৈ তিলকেন চ শঙ্করি।
রোচনারক্তযুক্তেন বশীকুর্য্যান্ন সংশয়ঃ॥
ওঁ লেলিহে রক্তচামুণ্ডে বশমানয় ঠদ্বয়ং॥

হে দেবি! স্বীয় গাত্রের রক্ত ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া ওঁ লেলিহে রক্ত চামুণ্ডে বশমানয় স্বাহা স্বাহা এই মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা তিলক ধারণ করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

কর্পূরং দেবদারুঞ্চ মধুনা সহ যোজয়েৎ।
অঙ্গলেপাচ্চ তেনৈব বশীকুর্য্যাৎ স্ত্রিয়ং কিল॥

কর্পূর, দেবদারু এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে।

সৈন্ধবং কৃষ্ণলবণং সৌবীরং মৎস্যপিত্তকং।

মধুসর্পিঃসিতাযুক্তং স্ত্রীণাং তদ্যোনিলেপনং ।
এবং পুমান্ মৈথুনং গচ্ছেন্নান্যাং নারীং গমিষ্যতি ॥

সৈন্ধব, কৃষ্ণলবণ, গৌবীর, মৎস্যপিত্ত, মধু, ঘৃত ও শর্করা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গে- লেপ প্রদান করিলে সেই নারীকে পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষ কদাচ অন্য নারীতে উপগত হয় না।

পঞ্চরক্তানি পুষ্পাণি পৃথক্‌জাত্যাঃ সমালভেৎ ।
কুঙ্কুমেন সমাযুক্তমাত্মরক্তসমন্বিতং !
পুষ্পেণ তু সমং পিষ্ট্বা রোচনায়াঃ পলৈকতঃ ।
স্ত্রিয়া পুংসা কৃতো দেবি তিলকোয়ং বশীকরঃ ॥

পঞ্চ প্রকারের পাঁচটী রক্তবর্ণ পুষ্প, কুঙ্কুম, স্বীয় দেহের রক্ত, গোরোচনা এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে এক একপল প্রমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে, অনন্তর কি পুরুষ কি স্ত্রী উহা দ্বারা ললাটে তিলক প্রদান করিলে সকলেই তাহার নিকট বশীভূত থাকে।

ব্রহ্মদণ্ডী তু পুষ্যেণ ভক্ষ্যে পানে বশীকরঃ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ডী উত্তোলন করিয়া পানীয় দ্রব্য বা খাদ্য দ্রব্য সহ প্রদান করিলে সকলকে বশীভূত করা যায়।

তিলানাস্তু ঘৃতাক্তানাং কৃষ্ণানাং দেবি হোময়েৎ ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু রাজা বশ্যস্ত্রিভির্দিনৈঃ ॥
প্রণবং প্রথমোচ্চার্য্যং গণ ইতি তদন্তরং ।
চতুর্থ্যন্তং পতিপদং ততস্তু বহ্নিবল্লভা ।
মন্ত্রেণানেন দেবেশি হোমবিধিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

কৃষ্ণতিল ঘৃতমিশ্রিত করিয়া ও গণপতয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে তিন দিন যাবৎ অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে রাজাকে বশীভূত করা যায়।

হ্রীংকারং সবিসর্গঞ্চ প্রাতঃকালে নরস্তু যঃ।
স্ত্রীণাং ললাটে বিন্যস্য বশতাং নয়তি ধ্রুবং ॥

প্রভাতসময়ে স্ত্রীর ললাটদেশে বিসর্গ সংযুক্ত হ্রীঙ্কার অর্থাৎ "হ্রীঃ" এই মন্ত্র লিখিলে সেই স্ত্রী একান্ত বশীভূত থাকে।

মনঃশিলাপত্রকঞ্চ সগোরোচনকুঙ্কুমং।
এভিঃ কৃততিলকস্য বশ্যমায়ান্তি যোষিতঃ ॥

মনঃশিলা, তেজপত্র, গোরোচনা ও কুঙ্কুম এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ললাটদেশে তিলক প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি যাবতীয় নারীকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়।

গোরোচনামীনপিত্তমাভ্যাঞ্চ কৃতবর্ত্তিকাং।
যঃ পুমান্ তিলকং কুর্য্যাৎ বামহস্তকনিষ্ঠয়া।
স করোতি বশং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥

গোরোচনা ও মীনপিত্ত এই দুই দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া যে ব্যক্তি বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করে, সে ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে সন্দেহ নাই।

সহদেবা ভৃঙ্গরাজঃ শ্বেতাপরাজিতা বচা।
তেনৈব তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যবশতাং নয়েৎ ॥

সহদেবা, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেত অপরাজিতা ও বচ এই সমস্ত বস্তু একত্র করতঃ তিলক ধারণ করিলে ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারে।

গোরোচনা মহাদেবি ধাতুশোণিতভাবিতা।
ততো বৈ কৃততিলকা সা নরং যং নিরীক্ষ্যতে।
তৎক্ষণাত্তং বশং কুর্য্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

হে মহাদেবি! গোরোচনা, শুক্র ও রক্ত এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া

ললাটে তিলক ধারণ পূর্ব্বক যে পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে সন্দেহ নাই।

সৈন্ধবঞ্চ মহাদেবি পারাবতমলং মধু।
এভির্লিপ্তে তু শিশ্নে বৈ কামিনীবশকৃদ্ভবেৎ ॥

হে মহেশ্বরি! সৈন্ধব, পারাবতের বিষ্ঠা, মধু এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করত নারী সহবাস করিলে সেই নারী বশীভূত থাকে।

চন্দনং কুষ্ঠসূক্ষ্মৈলা রক্তশালিসমন্বিতা।
এতৈর্ধূপো বশকরঃ স্মরবাণৈরহং যথা ॥

চন্দন, কুড়, ক্ষুদ্র এলাইচ, ও রক্তশালি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্বীয় গাত্রে ধূপ প্রদান করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে অর্থাৎ আমি যেরূপ স্মরবাণের বশীভূত হইয়াছিলাম, উক্ত ধূপ দ্বারা সে ব্যক্তিও তদ্রূপ সকলকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়।

নিজশুক্রং গৃহীত্বা তু বামহস্তেন যঃ পুমান্।
কামিনীচরণং বামং লিপ্যেৎ রতৌ স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি নারীসহ বিহারকালে স্বীয় শুক্র লইয়া বাম হস্ত দ্বারা কামিনীর বামচরণে লেপন করে, সেই নারী তাহার অতীব বশীভূত থাকে।

কুম্ভীরকস্য নেত্রাণি হৃদয়ং কচ্ছপস্য চ।
মূষিকস্য বসাস্থীনি শিশুমারবসা তথা।
এতান্যেকত্র সংলেপাৎ জলে তিষ্ঠেদ্‌যথা গৃহে ॥

কুম্ভীরের নেত্র, কচ্ছপের হৃদয়, মূষিকের বসা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া চরণে লেপন করিলে জলস্তম্ভন হয় অর্থাৎ সে ব্যক্তি জলের উপর গৃহের ন্যায় অবস্থিতি করিতে পারে।

দন্তং ডুণ্ডুভসর্পস্য মুখে সংগৃহ্য বৈ ক্ষিপেৎ।
তিষ্ঠতে জলমধ্যে তু নির্ব্বিকল্পং স্থলে যথা ॥

• ডুণ্ডুভ সর্পের দন্ত মুখের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক জলের উপর অবস্থিতি করিলে গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইযা থাকে।

কুম্ভীরনেত্রদংষ্ট্রাণি অস্থীনি রুধিরং তথা।
বসাতৈলসমাযুক্তমেকত্র তন্নিযোজয়েৎ।
আত্মানং ম্রক্ষয়েত্তেন জলে তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ং॥

কুম্ভীরের চক্ষু, দন্ত, অস্থি, রক্ত, বসা ও তৈল এই সমস্ত একত্র করিযা অঙ্গে লেপন করিলে তিন দিবস জলোপরি গৃহের ন্যায় অবস্থান করিতে পারে।

বায়সী-উদরং গৃহ্য মণ্ডূকবসয়া সহ।
গুটিকাং কারয়েত্তেন ততোগ্নৌ সংক্ষিপেৎ সুধীঃ।
এবমেতৎ প্রয়োগেণ অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং॥

বাযসীর উদর ও ভেকের বসা একত্র করত গুটিকা প্রস্তত করিবে। ঐ গুটিকা বহ্নিমধ্যে ফেলিযা দিলে অগ্নিস্তম্ভন হয।

মালূরস্য রসং গৃহ্য জলৌকাং তত্র পেষয়েৎ।
হস্তৌ সংলেপয়েত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং॥

বিল্বমূলের রসের সহিত জলৌকা পেষণ করিযা করতলে লেপ প্রদান করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইযা থাকে।

মুণ্ডীতকবচামুস্তং মরীচং তগরং তথা।
চর্ব্বিত্বা চ ইমং সদ্যো জিহ্বয়া জ্বলনং লিহেৎ॥

মুড়মুড়িযা, বচ, মুথা, মরীচ ও তগর এই সমস্ত একত্র করিযা চর্ব্বণ পূর্ব্বক জিহ্বা দ্বারা অগ্নিলেহন করিলে বহ্নিস্তম্ভন হইযা থাকে।

শাল্মলীরসমাদায় খরমূত্রে নিধায় তং।
অগ্ন্যাদৌ বিক্ষিপেত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং॥

শাল্মলীর রস ও গর্দ্দভের মূত্র একত্র করিয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়।

অগ্নিস্তম্ভনে যৎ মন্ত্রং তৎ শৃণুষ্ব বরাননে।
প্রণবং প্রথমোচ্চার্য্যং অগ্নিজিহ্বে ততঃ পরং॥
পুনশ্চ বহ্নিপদন্তু স্তম্ভনমুচ্চরেৎ সুধীঃ।
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাৎ তদন্তে বহ্নিবল্লভা॥

হে দেবি! অগ্নিস্তম্ভনকার্য্যে যেরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ওঁ অগ্নিজিহ্বে অগ্নিস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা, যাবতীয় অগ্নিস্তম্ভনকার্য্যেই এই মন্ত্র আবশ্যক।

উলূককৃষ্ণকাকস্য বিল্বস্যাথ সমিচ্ছতং।
রুধিরেণ সমাযুক্তং যয়োনাম্না তু হূয়তে।
তয়োর্ম্মধ্যে মহাবৈরং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

হে মহেশ্বরি! এক শত বিল্বসমিধ কৃষ্ণ বায়সের শোণিত মিশ্রিত করিয়া হোম করিবে, যাহাদিগের নামোল্লেখ করত আহুতি প্রদান করিবে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে মহাবিরোধ ঘটিবে সন্দেহ নাই।

সংগৃহ্য বৃক্ষাৎ কাকস্য নিলয়ং প্রদহেচ্চ তৎ।
চিতাগ্নৌ ভস্ম তচ্ছত্রোর্দ্দত্তং শিরসি শঙ্করি।
তমুচ্চাটয়তে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

বৃক্ষ হইতে বায়সের বাসা আনয়ন পূর্ব্বক তাহা চিতানলে দগ্ধ করিবে। তদনন্তর সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে তাহার উচ্চাটন হয় অর্থাৎ সে যে স্থানে বাস করে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়া থাকে।

শর্করামধ্বজাক্ষীরং তিলগোক্ষুরকং সমং।
স শত্রুং নাশয়েদ্দেবি উচ্চাটিতমিদং ধ্রুবং॥

হে দেবি! শর্করা, মধু, অজাদুগ্ধ, তিল ও গোক্ষুর এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া প্রয়োগ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়।

ইতি তে কথিতং দেবি গোপ্যাৎ গোপ্যতরং মহৎ।
অভক্তায় ন দাতব্যং খলায় দুষ্টবুদ্ধয়ে

হে দেবি! এই তোমার নিকট সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। ইহা গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন, খল ও দুষ্টবুদ্ধি, তাহার নিকট এ সমস্ত প্রকাশ করিবে না।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বং শ্রুতং মহাদেব ত্বন্মুখাৎ প্রাণবল্লভ।
বিষস্য বিষমস্য তু চিকিৎসা ন কথিতা হর॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রাণবল্লভ! হে মহাদেব! হে হর! তোমার মুখে সমস্তই শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তুমি বিষম বিষের চিকিৎসাবিধি কীর্ত্তন করিলে না কেন?

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ভদ্রং ভদ্রে প্রবক্ষ্যামি বিষস্য পরমৌষধং।
যজ্জ্ঞাত্বা মানবা লোকে ভবেয়ুঃ সুচিকিৎসকাঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে বিষনাশন ঔষধ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানবগণ ভূমণ্ডলে সুচিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

পুষ্যে শ্বেতার্কমূলন্তু পীতং শীতেন বারিণা।
নশ্যেত দংশকবিষং করবীরাদিজং বিষং॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত অর্কন্দের মূল শীতল উদক সহ পান করিলে দংশকের বিষ ও করবীরাদির বিষ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভল্লূকদশনৈস্তার্ক্ষ্যং নির্ম্মায় বহতে যদি।
পন্নগৈর্ন চ দংশ্যেত যাবজ্জীবং সুরেশ্বরি॥

হে সুরেশ্বরি! ভল্লূকের দন্তদ্বারা গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শরীরে ধারণ করিলে সে ব্যক্তি যতদিন জীবিত থাকিবে, তাবৎ সর্পে দংশন করিতে সমর্থ হইবে না।

তণ্ডুলোদকপিষ্টঞ্চ তণ্ডুলীয়কমূলকং।
হরেৎ সর্ব্ববিষঞ্চৈব পীতং ঘৃতসমন্বিতং॥

তণ্ডুলজলের সহিত নটিয়া শাকের মূল পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করত সেবন করিলে যাবতীয় বিষ বিনাশ পায়।

গৃহীত্বা মহাকালস্য মূলং পিষ্টং সকাঞ্জিকং।
তল্লেপাৎ ডুণ্ডুভাণাঞ্চ বোড্রাণাং হরতে বিষং॥

মহাকাল নামক লতার মূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে ঢোঁড়া ও বোড়া সর্পের বিষ বিনষ্ট হয়।

পুষ্যে শাল্মলীমূলন্তু পিষ্টং শীতোদকান্বিতং।
পন্নগানাঞ্চ সর্ব্বেষাং পীতং বৈ হরতে বিষং॥

পুষ্যানক্ষত্রে শাল্মলীর মূল উত্তোলন পূর্ব্বক জলের সহিত মর্দ্দন কারয়া পান করিলে সর্ব্ব প্রকার সর্পবিষ বিদূরিত হইয়া থাকে।

শ্বেতপুনর্ণবামূলং পুষ্যে চৈব সমাহৃতং।
নশ্যেত পন্নগবিষং পীতং শীতেন বারিণা॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত পুনর্নবার মূল উত্তোলন পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

পুষ্যে লজ্জালুকামূলং ভুজে বধ্নাতি যো জনঃ।
অথবা কটিদেশে চ ন তস্য পন্নগাদ্ভয়ং ॥

পুষ্যানক্ষত্রে লজ্জালুকামূল উত্তোলন করিয়া হস্তে বা কটিদেশে ধারণ করিলে তাহার সর্পভয় দূর হয়।

ঘৃতকুমারীপত্রং বৈ দত্তং সলবণং শিবে।
তুরঙ্গমশরীরাণাং কণ্ডূর্ণশ্যেদ্দশাহতঃ ॥

ঘৃতকুমারীর পত্র লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঘোটকের দেহে লেপ প্রদান করিলে অশ্বের কণ্ডু বিদূরিত হয়।

গ্রাহ্যং লজ্জালুকামূলং তণ্ডুলোদকমিশ্রিতং।
বৃশ্চিকদংশকানাঞ্চ পীতং বৈ হরতে বিষং ॥

লজ্জালুকার মূল তণ্ডুলজলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বৃশ্চিক ও দংশকবিষ বিদূরিত হইয়া থাকে।

তিলাশ্চ সর্ষপাশ্চৈব বরুণচ্ছদমেব চ।
হন্যুঃ সর্ব্ববিধং হ্যেতে বীজং করঞ্জকস্য চ ॥

তিল, সর্ষপ, বরুণ বৃক্ষের পত্র এবং করঞ্জবীজ এই সকল একত্র করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবং শতপুষ্পা চ বীজং শিরীষকস্য চ।
তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুক্কুরজং বিষং ॥

সৈন্ধব, শতপুষ্পা ও শিরীষবীজ এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে কুক্কুরবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বারিসেকাচ্চ নশ্যেত দেবি দর্দ্দুরজং বিষং।

হে দেবি! শীতল জলের সেক দ্বারা দর্দ্দুরজনিত বিষ বিদূরিত হয়।

তাম্বূলসেবনেনৈব লালাস্রাবো বিনশ্যতি।
যশ্চ ক্ষরতি দেবেশি দগ্ধমুখান্নিরন্তরং ॥

হে দেবেশি! মুখ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া নিরন্তর যে লালাস্রাব হয়, তাম্বূল সেবন করিলেই সেই লালাস্রাবরূপ বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে।

গব্যঘৃতঞ্চ দেবেশি শর্করয়া সমন্বিতং।
মদ্যপানোদ্ভবং চৈবং পীতং বৈ হরতে বিষং ॥

হে দেবেশি। শর্করার সহিত গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মদ্য-পান জনিত বিষ অর্থাৎ মত্ততা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সসৈন্ধবং গব্যঘৃতং কিঞ্চিদুষ্ণং মহেশ্বরি।
নাশয়েদচিরাদেব বেদনং বৃশ্চিকোদ্ভবং ॥

হে মহেশ্বরি। কিঞ্চিৎ উষ্ণ গব্য ঘৃতের সহিত সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু বৃশ্চিক বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সগুড়ঃ সদুগ্ধঃ পীতঃ কুষ্মাণ্ডকস্য স্বরসঃ।
নাশয়েদ্দংশবিষঞ্চ তথা শর্করয়ান্বিতঃ ॥

কুষ্মাণ্ডের স্বরসের সহিত গুড, দুগ্ধ, ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে দংশকবিষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কোদ্রবস্য মূলং পীতং যষ্টিমধুসমন্বিতং।
সদুগ্ধং ত্রিরাত্রেণ মূষবিষহরং ভবেৎ ॥

যষ্টিমধু, দুগ্ধ ও কোদ্রবমূল এই দ্রব্যত্রয় একত্র মর্দ্দন করিয়া পান করিলে মূষিকবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাঙ্কোঠস্য মূলেন পীতং সুক্বথিতং জলং।
ততো নশ্যেৎ গরবিষং ত্রিরাত্রেণ সুরেশ্বরি ॥

হে সুরেশ্বরি! কৃষ্ণ আকোড় বৃক্ষের মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিলে ত্রিরাত্রি মধ্যে গরবিষ বিনষ্ট হইয়া যায়।

করঞ্জমর্কমূলঞ্চ কুঙ্কুমঞ্চ মনঃশিলা।
হরিতালং কুসুম্ভঞ্চ সমভাগেন পেষিতং।
বিষং নৃণাং বিনশ্যেত ভক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥

করঞ্জ, অর্কমূল, কুঙ্কুম, মনঃশিলা, হরিতাল, ও কুসুম্ভ এই সকল দ্রব্য তুল্য-পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে মনুষ্যদংশনজনিত বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কীটাদিদংশনঞ্চৈব দীপতৈলেন নশ্যতি।
কণ্টকাদিবিষং নশ্যেৎ তদা বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥

প্রদীপের তৈল প্রদান করিলে কীটাদি দংশনজনিত বিষও কণ্টকাদি বিষ বিনাশ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

ধুস্তূরকরসং দেবি গুড়াজ্যক্ষীরমিশ্রিতং।
মূলবিষং বিনশ্যেত সত্যং সত্যং মহেশ্বরি॥

হে দেবি! গুড়, ঘৃত, দুগ্ধ ও ধুস্তূর রস এই সমস্ত একত্র করিয়া সেবন করিলে মূলবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

মঞ্জিষ্ঠা দেবদারুশ্চ হরিদ্রে দ্বে মহেশ্বরি।
তথা নাগেশ্বরশ্চৈব লূতাবিষং হরেদ্ধ্রুবং॥

মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা ও নাগেশ্বর এই সকল মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে লূতাবিষ বিনষ্ট হয়।

বটনিম্বশমীনাঞ্চ বল্কলৈঃ কথিতং জলং।
তৎসেকান্মুখদন্তানাং নশ্যেদ্বৈ বিষবেদনাং॥

বট, নিম্ব ও শমীবৃক্ষ এই সকলের বল্কলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা সেক প্রদান করিলে মুখের ও দন্তের বিষবেদনা বিদূরিত হয়।

শ্রীদেব্যুবাচ।

কেশাশ্চৈব নরাণান্তু নারীণাঞ্চৈব ভূষণং।
কেন বা বর্দ্ধন্তে কেশাঃ কৃষ্ণবর্ণা ভবন্তি চ।
তদ্ব্রূহি মে মহাদেব ত্বদধীনাস্মি সর্ব্বথা॥
কেন বা মানবা লোকে দীর্ঘায়ুষো ভবন্তি হি।
তৎ সর্ব্বং মে সমাচক্ষ্ব শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহাদেব! সমস্ত অবয়বের মধ্যে একমাত্র কেশই কি নর, কি নারী সকলের পরম ভূষণ স্বরূপ। কেশবিহীন লোককে কদাচ সুশ্রী দৃষ্ট হয় না; অতএব কি উপায়ে তাদৃশ ভূষণস্বরূপ কেশ পরিবর্দ্ধিত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। হে নাথ! আমি তোমারই একান্ত অধীনা। লোকে মানবগণ কি উপায়ে দীর্ঘজীবী হইতে পারে, তাহাও শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এই সমস্ত অবগত হইতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব উহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আম্রাস্থিমজ্জা ত্রিফলা নীলী চ ভৃঙ্গরাজকং।
জীর্ণং পঙ্কলোহচূর্ণং কাঞ্জিকং কৃষ্ণকেশকৃৎ॥

আম্রের আঁঠির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ, লৌহচূর্ণ ও কাঞ্জি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশে দিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

আম্রাস্থিমজ্জামলকলেপাৎ কেশা ভবন্তি হি।
বদ্ধমূলা ঘনা দীর্ঘাঃ স্নিগ্ধাঃ স্যুর্নোৎপতন্তি চ॥

আম্রের অস্থির মজ্জা ও আমলকী এই দুই দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া মস্তকে লেপ

প্রদান করিলে কেশ সমুৎপন্ন হয় এবং সেই কেশ দীর্ঘ, ঘন, বদ্ধমূল ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

নবদগ্ধং শঙ্খচূর্ণং ঘৃষ্টসীসকলেপিতং।
কচাঃ শ্লক্ষ্ণা মহাকৃষ্ণা ভবন্তি পরমেশ্বরি ॥

হে পরমেশ্বরি! দগ্ধ শঙ্খচূর্ণ ও সীসক ঘর্ষণ করিয়া মস্তকে লেপ প্রদান করিলে কেশসমূহ স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গরাজং লোহচূর্ণং ত্রিফলা বীজপূরকং।
নীলী চ করবীরঞ্চ গুড়মেতৈঃ সমৈঃ শৃতং।
পলিতানীহ কৃষ্ণানি কুর্য্যাল্লেপান্মহৌষধং ॥

ভৃঙ্গরাজ, লৌহচূর্ণ, ত্রিফলা, লেবু, নীল, করবী, ও গুড় এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিবে। এই মহৌষধ লেপন করিলে কেশের শুভ্রত্বাদি বিনষ্ট হয় এবং কেশ সমুজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

আম্রাস্থিচূর্ণলেপাদ্বৈ কেশাঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি চ।
করঞ্জামলকৈলাঃ সলাক্ষালেপোরুণাপহঃ ॥

করঞ্জা, এলাইচ, লাক্ষা ও আমলকী এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া মস্তকে লেপ প্রদান করিলে কেশের তাম্রবর্ণতা দূর হয় এবং কেশ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

সপ্তরাত্র্যাঃ প্রজায়ন্তে খল্লীটস্য কচাঃ শুভাঃ।
দগ্ধহস্তিদন্তলেপাৎ সাজাক্ষীররসাঞ্জনাৎ ॥

হস্তিদন্ত দগ্ধ করত সেই ভস্ম ও রসাঞ্জন এই দুই দ্রব্য অজাদুগ্ধ সহ মিশাইয়া মস্তকে লেপ প্রদান করিলে খল্লীটরোগীর কেশ পরিষ্কার হয়।

পলাশস্য চ বীজানি শ্রাবণে বিতুষাণি চ।
গৃহীত্বা নবনীতেন তেষাং চূর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥

কর্ষার্দ্ধমেকং সেবেত নত্বা নিত্যং হরিং প্রভুং।
ষষ্টিপুরাণধান্যস্য পথ্যমম্বুবর্জ্জং শিবে॥
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥

হে শিবে! শ্রাবণমাসে পলাশের বীজ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে তুষশূন্য করিবে। তদনন্তর সেই বীজ চূর্ণ করত নবনীত সহকারে সেবন করিবে। ইহা এক তোলা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। সেবনের পূর্ব্বে প্রত্যহই হরিকে নমস্কার করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ষষ্টিধান্যের অন্ন পথ্য করিবে; কিন্তু জল পান করিবে না। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিশূন্য হইয়া এক সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই।

হস্তিকর্ণপলাশস্য পত্রাণি চূর্ণয়েচ্ছিবে।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তং চূর্ণং পলশতং তথা॥
সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন মহেশ্বরি।
নরং শ্রুতিধরং দেবি মৃগেন্দ্রগতিবিক্রমং।
পদ্মরাগপ্রতীকাশং যুক্তং দশশতায়ুষা॥

হস্তীকর্ণ পলাশের পত্র চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ সহ সেবন করিলে সাত দিনের মধ্যে যাবতীয় রোগ দূরীভূত হয়। এই ঔষধের পূর্ণমাত্রা একশত পল। এই ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য শ্রুতিধর হয়, মৃগেন্দ্রবৎ গতিশালী ও বিক্রমসম্পন্ন হয়, পদ্মরাগের ন্যায় দেহকান্তি হয় এবং সেই ব্যক্তি সহস্রবর্ষ জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজস্য বৈ মূলং পুষ্যর্ক্ষে তু সমাহৃতং।
গৃহীত্বা বৈ তচ্চূর্ণন্তু সসৌবীরঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
শতানি পঞ্চ জীবেচ্চ নরো নাগবলো ভবেৎ॥

পুষ্যানক্ষত্রে ভৃঙ্গরাজের মূল উত্তোলন পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ

কাঞ্জি সহ সেবন করিলে একমাস মধ্যে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিপরিশূন্য হইয়া পঞ্চ শত বর্ষ জীবিত থাকে সন্দেহ নাই।

ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং বিস্তরাৎ পরমেশ্বরি।
গোপ্যাৎ গোপ্যতরঞ্চৈব স্বযোনিরিব পার্ব্বতি॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে শ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে ষট্‌কর্ম্মসাধনং নাম ত্রয়োদশোল্লাসঃ॥ ১৩॥

হে পার্ব্বতি! এই তোমার নিকট সবিস্তার সকলই কীর্ত্তন করিলাম। ইহা গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। হে পরমেশ্বরি। ইহা স্বযোনিবৎ গোপনে রাখিবে।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ষট্‌কর্ম্মসাধন নামক ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

যোগসাধনং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব কৈলাসেশ্বর হে প্রভো।
অধুনা বদ মে নাথ যোগসাধনমুত্তমং॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে কৈলাসেশ্বর! হে প্রভো! হে নাথ! অধুনা আমার নিকট যোগসাধন কীর্ত্তন কর।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগসাধনমুত্তমং।
অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে তু নিরয়ং ব্রজেৎ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এক্ষণে তোমার নিকট অত্যুত্তম যোগ-

সাধন কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অভক্ত ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিবে না, ইহা অভক্তকে প্রদান করিলে নরকে গমন করিতে হয়।

হৃচ্ছান্তি পঙ্কজং রক্তং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতং।
কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশার্ণবিভূষিতং॥

জীবের হৃদয়ে দ্বাদশদলবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ মনোহর পদ্ম বিরাজিত আছে। উহা ক আদি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশবর্ণালঙ্কৃত, অর্থাৎ বামাবর্ত্তে ঊর্দ্ধ পত্রাবধি শেষপত্র পর্য্যন্ত "ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ" এই দ্বাদশ বর্ণে সমন্বিত। ঐ পদ্মের মধ্যে যে কর্ণিকার, তাহার অভ্যন্তরে ত্রিকোণাকৃতি পীঠে "যং" এই বর্ণ পরিশোভিত। এই যংকারই বায়ুযন্ত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

প্রাণো বসতি তত্রৈব বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ।
প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ॥

প্রাণাখ্য বায়ু উক্ত বায়ুযন্ত্রেই অধিষ্ঠান করেন। উক্ত প্রাণ পূর্ব্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মসংশ্লিষ্ট অহঙ্কারসম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী, নানাবিধ বাসনাতে সমলঙ্কৃত হইয়া জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

নামানি বিবিধান্যেব তৎ শৃণুষ্ব বরাননে।
প্রাণোপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানস্তথৈব চ॥
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
এতে দশ প্রধানাঃ স্যু স্থানং তেষাং বদাম্যহং॥

হে বরাননে! কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ু নানাবিধ নাম ধারণ করেন। তন্মধ্যে দশটী প্রধান। সেই দশটী যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে অভিহিত। এই দশটীর মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী অন্তঃস্থ এবং শেষোক্ত পাঁচটী বহিঃস্থ প্রাণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হে দেবি! এক্ষণে ইহাদিগের অধিষ্ঠানস্থান অর্থাৎ কোন্ বায়ু কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥

প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহ্যে, * সমান নাভিমণ্ডলে, উদান কণ্ঠে, সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত।

উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতে জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতে ক্বাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥

নাগ নামক বায়ু উদ্গারে, কূর্ম্ম চক্ষু-উন্মীলনে, কৃকর ক্ষুৎকারে, দেবদত্ত বিজৃম্ভণে এবং ধনঞ্জয় সর্ব্বশরীরে অবস্থিত অর্থাৎ নাগ দ্বারা উদ্গার, কূর্ম্ম দ্বারা উন্মীলন, কৃকর দ্বারা ক্ষুৎকার, (হাঁচি), দেবদত্ত দ্বারা বিজৃম্ভণ, (হাই-তোলা) এবং ধনঞ্জয় দ্বারা হিক্কা এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

---

* সুশ্রুতে কথিত আছে যে, যে বায়ু নাসিকারন্ধ্র দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি যাবৎ যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। যে বায়ু যোনিদেশে হইতে নাভিগ্রন্থি যাবৎ নিম্নভাগে যাতায়াত করে, তাহার নাম অপানবায়ু। যৎকালে নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণবায়ু সমাকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডল স্ফীত করিতে সমুদ্যত হয়, তৎকালেই অপান বায়ুও যোনি হইতে সমাকৃষ্ট হইয়া নাভির নিম্নপ্রদেশ স্ফীত করিতে থাকে। এই প্রকারে নাসারন্ধ্র ও যোনিপ্রদেশ দুই দিক্ হইতে প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয়ই পূরক-সময়ে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় আর রেচকসময়ে উভয় বায়ু দুই দিকে প্রস্থান করে। ষট্‌চক্র-ভেদের টীকাতেও লিখিত আছে যে, "অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিসম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিদম্ ॥" অর্থাৎ অপান প্রাণনামক বায়ুকে আকর্ষণ করে আর প্রাণ অপানবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেরূপ শ্যেনপক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে উড্ডীন হইলেও পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ু নাসারন্ধ্রযোগে বহির্গত হইয়াও অপানকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় শরীরমধ্যে প্রবেশ করে। এই বায়ুদ্বয়ের বিসম্বাদে অর্থাৎ নাসিকা ও যোনিপ্রদেশের অভিমুখে বিপরীতভাবে গমনে জীবন রক্ষিত হয়। যৎকালে ঐ বায়ুদ্বয় ভনাগ্রিস্থি ভেদ করত একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তৎকালে তাহারা এই

অনেন বিধিনা যো হি ব্রহ্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং॥

যে ব্যক্তি এই প্রকার বিধান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ আপন দেহকে অবগত হইতে পারে, সেই ব্যক্তি অখিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করত পরমা গতি প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই।

গুরূপদিষ্টমার্গেণ ক্রিয়তে যেন বুদ্ধিনা।
তস্যৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

হে পার্ব্বতি! গুরু যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, সেইরূপ নিয়মানুসারে

দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মরণকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস বলা যায়। এই বায়ুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নাভিমণ্ডলস্থ বায়ুই সমানবায়ু নামে অভিহিত। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, প্রধান বায়ু পাঁচটী এবং উপবায়ু পাঁচটী। তন্মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াসম্পন্ন প্রাণবায়ুই সর্ব্বপ্রধান। স্থলভেদে এই প্রাণেরই দশ প্রকার নাম হইয়াছে। বহু বহু তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শরীরস্থ কুণ্ডলিনী নাম্নী শক্তি হইতে সেই প্রাণ-বায়ু সঞ্জাত হইয়াছে। তন্ত্রকারগণ সেই কুণ্ডলী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ বিদ্যুন্ময় পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য, কি আন্তরিক যন্ত্রের কার্য্য, শরীরস্থ যাবতীয় কার্য্যেরই প্রবর্ত্তিকা হইয়াছেন। তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অসংখ্য শূন্য কিম্বা বায়ুবাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্ন। তাহার মধ্যে জ্ঞানশক্তিবাহিনী, ইচ্ছাশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী এই তিনটী নাড়ী প্রধানা। সেই সমস্ত ধমনীমার্গে বিদ্যুন্ময় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি শরীরে এবং শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। কোন কোন শারীরতত্ত্ববিৎ মহাত্মা বলিয়া থাকেন যে, মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে জ্ঞানশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী যে শিরা আছে, শরীর ছেদন করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অপরাপর শারীরতত্ত্ববিৎ মহাত্মারা বলিয়া থাকেন যে, মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরিভাগ পর্য্যন্ত যে একটী শিরা সংযুক্ত আছে, তাহা ছেদন করিলেই রক্তের সঞ্চালন রহিত হইয়া যায়। ইহাতেই অনুমান হয় যে, ঐ ধমনী দ্বারাই হৃদয়ে রক্তসঞ্চালিনী শক্তি সংযোজিতা হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারাই স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, মেরুদণ্ডাশ্রিত যাবতীয় ধমনীর মধ্যস্থিতা যে সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি যে সমস্ত বাহ্যক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাই শরীরস্থ মূলবায়ু।

কার্য্য করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়; কিন্তু তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় বিবেচনা বা কল্পনা অনুসারে কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধিলাভ করা দূরে থাকুক, সমস্তই বিফল হইয়া যায়।

যত্নেন স্তুত্বা নত্বা চ গুরোর্ব্বিদ্যাং লভেদ্‌যদি।
আশু সিদ্ধির্ভবেত্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

যে ব্যক্তি গুরুদেবকে যত্ন পূর্ব্বক স্তব ও প্রণামাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করে, আশু তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

গুরুঃ পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
গুরুঃ কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ নাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পরঃ ॥

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই দেবতাস্বরূপ। গুরুই কর্ত্তা, গুরুই হর্ত্তা, গুরু অপেক্ষা জগতে আর কেহই নাই।

তস্মাৎ কায়েন মনসা বচসা কর্ম্মভিরপি।
গুরুরারাধয়েদ্বিদ্বান্ সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥

এই হেতুই কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধ্যর্থ গুরুর আরাধনা করিবে।

গুরুসেবাপ্রসাদেন সর্ব্বং ক্ষেমময়ং ভবেৎ।
অন্যথামঙ্গলং দেবি পদে পদে লভেন্নরঃ ॥

হে দেবি! গুরুদেবের আরাধনা করিলে তৎপ্রসাদে সকল বিষয়েই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে; অন্যথা পদে পদে অমঙ্গল ঘটে সন্দেহ নাই।

পরাৎপরঞ্চ তং দেবি পরদেবতারূপিণং।
ত্রিস্তু প্রদক্ষিণীকৃত্য স্পৃষ্ট্বা তচ্চরণৌ হিতৌ।
পুনঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি॥

হে দেবি। পরাৎপর, পরম দেবতাস্বরূপ সেই গুরুদেবকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার মঙ্গলময় চরণযুগল স্পর্শ পূর্ব্বক পুনরায় প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে।

আত্মবান্ দৃঢ়বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স হি সিদ্ধিং লভেদ্দেবি তস্মাত্তৎসমানো ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি আত্মবান্, দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধিলাভ করে সন্দেহ নাই, অতএব হে দেবি। আত্মবান ও শ্রদ্ধাবান্ এবং জিতেন্দ্রিয় হওয়াই কর্ত্তব্য।

কুসঙ্গী বহুসঙ্গী চ গুরুসেবাবিবর্জ্জিতঃ।
নিষ্ঠুরানৃতভাষী চ সদা লোলুপমানসঃ॥
ইন্দ্রিয়বশগশ্চৈব অবিশ্বাসী চ যঃ পুমান্।
ন সিদ্ধিং লভতে সোঽসৌ কল্পকোটিশতৈরপি॥

যে ব্যক্তি অসজ্জনের সঙ্গ করে, যে বহুজনের সংসর্গে অবস্থিতি করে, যে গুরুসেবাবিহীন, যে নিষ্ঠুরভাষী ও মিথ্যাবাদী, যাহার মন সর্ব্বদা লুব্ধ, যে অজিতেন্দ্রিয় ও অবিশ্বাসী, শতকোটি কল্পেও তাহার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণং।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনং।
চতুর্থং সমতাভাবং পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহং।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে॥

"এই কার্য্যের ফল অবশ্যই হইবে" এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া দ্বিতীয় লক্ষণ। গুরুসেবাপরায়ণতা তৃতীয় লক্ষণ। সর্ব্বভূতে সমতাভাব চতুর্থ লক্ষণ। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পঞ্চম লক্ষণ। পরিমিত আহার ষষ্ঠ লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত যোগসিদ্ধির আর সপ্তম লক্ষণ কিছু নাই।

যোগজ্ঞং শ্রীগুরুং প্রাপ্য প্রণম্য চরণৌ হিতৌ।
তদুপদিষ্টমার্গেণ যোগসাধনমাচরেৎ ॥

যোগবিৎ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় মঙ্গলময় চরণযুগলে প্রণাম পূর্ব্বক তদুপদিষ্ট মার্গানুসারে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্বিতঃ।
আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ ॥

যোগী ব্যক্তি সুশোভন মঠমধ্যে পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া প্রাণায়ামসাধনার্থ পবনাভ্যাস করিবে।

সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ সুধীঃ।
দক্ষে বামে চ বিঘ্নেশক্ষেত্রপালাম্বিকাং পুনঃ ॥

যখন পবনাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে, তখন দেহ বক্র বা কুঞ্চিত করিবে না, সমকায় হইয়া করযোড়ে গুরুগণকে প্রণাম পূর্ব্বক বামদিকে ও দক্ষিণদিকে গণপতি, ক্ষেত্রপালাদি ও অম্বিকাকে প্রণাম করিবে।

ততশ্চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুদ্ধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ ॥

তৎপরে সুবুদ্ধি সাধক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্রকে অব-

রুদ্ধ করত বাম নাসিকার ইড়া নাড়ীরন্ধ্রে সাধ্যানুসারে ও সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিবে। মধ্যনাড়ীরন্ধ্রে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে ঐ পূরিত বায়ুকে রুদ্ধ করত তৎপরে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে যথাক্রমে দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ীরন্ধ্র দ্বারা বায়ুকে অবেগে পরিত্যাগ করিবে।

পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ॥

পুনরায় বিলোমমার্গে দক্ষিণ নাসাতে যথাসংখ্যানুসারে বায়ু পূরণপূর্ব্বক যথাশক্তি মধ্যনাড়ীতে স্তম্ভিত করিয়া বাম নাসাতে পূরিত বায়ুকে ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ যথাশক্তি সংখ্যানুসারে পরিত্যাগ করিবে। প্রতিদিন আলস্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যথাকালে বিংশতিবার এই প্রাণায়ামযোগ সাধন করিতে হয়। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সন্ধ্যাকাল ও মধ্যরাত্রি এই চারিবারে বিংশতি সংখ্যায় কুম্ভক করাই বিধেয়।

ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ী বিশুদ্ধিঃ স্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতং॥

এই প্রকারে তিনমাস যাবৎ নিরলস হইয়া প্রত্যহ প্রাণায়াম করিলে সেই ব্যক্তির নাড়ীশুদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

যদা নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্যান্নশ্যন্তে দোষপংক্তয়ঃ।
যোগারম্ভোদ্ভবা দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

হে দেবি! ঐরূপে নাড়ীর বিশুদ্ধি হইলে তৎকালে যোগোদ্ভব যাবতীয় দোষই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নাড়ীশুদ্ধৌ মহাদেবি যদ্‌যদ্‌চিহ্নং প্রকাশতে।
তৎসর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়॥

হে মহাদেবি! নাড়ীর বিশুদ্ধি হইলে সাধকের শরীরে যে যেরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমি অধুনা তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ প্রাণসাধকঃ।
আরম্ভঘটকশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ॥

তৎকালে প্রাণসাধক ব্যক্তি সমকায় হয় অর্থাৎ তাহার দেহ কৃশ, স্থূল অথবা বক্র ও কুঞ্চিত হয় না; তাহার দেহ মনোহর গন্ধপূর্ণ ও কান্তিমান্ হইয়া থাকে। যোগীর আরম্ভঘটক এই অঙ্গপরিচয় যাবতীয় যোগেতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই অবস্থাকেই যোগাবস্থা কহে।

আরম্ভমাত্রমেতত্তু জানীহি পরমেশ্বরি।
বক্ষ্যাম্যন্যানি চিহ্নানি দুঃখনাশকরাণি চ॥

হে পরমেশ্বরি! প্রাণায়ামসিদ্ধির আরম্ভমাত্র কথিত হইল। এক্ষণে অপরাপর দুঃখনাশক চিহ্ন বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহবলান্বিতঃ।
জায়তে যোগিনোঽবশ্যমেতে সর্ব্বকলেবরে॥

যখন প্রাণসাধকের নাড়ী বিশুদ্ধি হয়, তখন বৈগুণ্যশূন্য জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুন্দররূপ ভোগে সক্ষম হয় আর নিরন্তর চিত্ত সুখরূপ গৃহে ক্রীড়া করিতে থাকে। তৎকালে যোগীর সর্ব্বাঙ্গ পরম সুন্দর হয়। তখন যোগী ব্যক্তির হৃদয় সংপূর্ণ থাকে অর্থাৎ তাঁহার মন ক্ষুণ্ণ হয় না, তিনি সর্ব্বপ্রকার বল ও উৎসাহসমন্বিত হইয়া থাকেন। হে দেবি! যোগীগণের দেহে নিশ্চয়ই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরাণি চ।
যত্ত্যক্ত্বা সাধকো ধীমান্ ভবদুঃখপারং ব্রজেৎ ॥

এক্ষণে যোগবিঘ্নকর বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ধীমান্ সাধক ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিলে সংসাররূপ দুঃখসাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

মদ্যং তালং পনসঞ্চ কট্বম্লং দধিতক্রকং।
শাকোৎকটং তথা তিক্তং ত্যজেৎ ভৃষ্টঞ্চ লাবণং ॥

মদ্য, তাল, কাঁঠাল, কটু ও অম্লদ্রব্য, দধি, তক্র, কদর্য্য শাক তিক্তদ্রব্য, ভৃষ্টদ্রব্য ও লবণাক্ত বস্তু পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যোগারম্ভে বর্জ্জয়েত কদম্বং জম্বিরং তথা।
লকুচং লশুনং বিম্বং পথস্ত্রীবহ্নিসেবনং ॥

যোগারম্ভ কালে কদম্ব, জম্বীর, লকুচ, (মাদার) লশুন, বিম্ব, (তেলাকুচা পথপর্য্যটন, নারীসঙ্গ ও অগ্নিসেবন এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে।

পিয়ালং শাল্মলী-হিঙ্গু-কেমুকঞ্চ তথা বিষং।
এতৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্যং যোগারম্ভে মহেশ্বরি ॥

হে মহেশ্বরি। যোগারম্ভকালে পিয়াল, শাল্মলী, হিঙ্গু, কেমুক, (শাক) বিষ, (পদ্ম প্রভৃতির মৃণাল) এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কণ্টবিল্বং পলাশঞ্চ মসূরং শাকদণ্ডকং।
তুম্বীকুষ্মাণ্ডপাণ্ডুঞ্চ কোলকপিত্থঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥

কণ্টবিল্ব, পলাশ, মসুর, শাকদণ্ড, লাউ, কুষ্মাণ্ড, পাণ্ডুফল, বদরী ও কপিত্থ (কৎবেল) পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যোগারম্ভে বর্জ্জয়েত কুলত্থঞ্চ মহেশ্বরি।
কাঠিন্যং দুরিতং পূতিং যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

হে মহেশ্বরি। যোগারম্ভকালে সাধক ব্যক্তি কুলত্থ কলায় ভক্ষণ করিবে না এবং কঠিন দ্রব্য, পাপকর বস্তু ও পূতিগন্ধপূর্ণ দ্রব্য যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে।

অতিশীতঞ্চাতি চোগ্রমুষ্ণং পর্য্যুষিতং তথা।
যোগারম্ভে মহাযোগী যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

যোগী ব্যক্তি যোগারম্ভকালে অত্যন্ত শীতল দ্রব্য, অতি উগ্র দ্রব্য, উষ্ণ বস্তু ও পর্য্যুষিত দ্রব্য যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিবে।

মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভন্তু কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্‌যোগো ন সিধ্যতি ॥

যে ব্যক্তি মিতাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, নানাবিধ রোগ তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহার যোগসিদ্ধিলাভ হয় না।

বালরম্ভামামরম্ভাং রম্ভাদণ্ডঞ্চ ডুম্বরীং।
দ্রাটিকাং কর্কটীং মুদ্গাং যোগী ভোজনমাচরেৎ ॥

ঠটিয়া কলা, কাচকলা, রম্ভাদণ্ড, (থোড়) ডুম্বুর, দ্রাটিকা, কর্কটী ও মুগ, যোগী ব্যক্তি এই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে।

গোধূমপিণ্ডকঞ্চৈব পটোলং পনসং তথা।
যবপিণ্ডং কক্কোলঞ্চ ঋদ্ধিং ভোজনমাচরেৎ ॥

গোধূমপিণ্ড, পটোল, কাঁঠাল, যবপিণ্ড, কক্কোল ও ঋদ্ধি যোগী ব্যক্তি এই সমস্ত ভক্ষণ করিবে।

বার্ত্তাকীং মূলকং রম্ভাং মানং পটোলপত্রকং।
বাস্তুকঞ্চ কালশাকং বালশাকঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥

বার্ত্তাকী, মূলক, পক্করম্ভা, মানকচু, পলতা, কালশাক, বালশাক ও বেতো-শাক এই সমস্ত আহার করাই যোগীব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

এতৎ সর্ব্বং ভক্ষণীয়ং শাল্যন্নং হিলমোচিকাং।
যোগারম্ভে মহাদেবি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং॥

এই সমস্ত দ্রব্য এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন ও হিলমোচিকা, (হিঞ্চাশাক) যোগীগণের পক্ষে ভক্ষণীয়। হে মহাদেবি! যোগারম্ভকালে এই সমস্ত সেবন করিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

মাষঞ্চ চণকাদীংশ্চ শুভ্রান্ তুষবিবর্জ্জিতান্।
যোগারম্ভে মহাযোগী ভক্ষয়েচ্চ সুরেশ্বরি॥

হে সুরেশ্বরি! যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ হইল, এতদ্ব্যতিরেকে মাষকলায়, চণক প্রভৃতি শুভ্র ও তুষশূন্য করিয়া ভক্ষণ করিবে।

শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরার্দ্ধবিবর্জ্জিতং।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিদং বিদুঃ॥

পরিষ্কৃত, মিষ্ট, সুরসপূর্ণ, স্নিগ্ধবিশিষ্ট ও কোমল বস্তু ভোজনদ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশমাত্র পরিপূর্ণ করিবে আর অপর অর্দ্ধাংশ শূন্য রাখিবে। সন্তোষ সহকারে এই প্রকার ভোজনকেই মিতাহার কহে।

অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং জলেন চ তৃতীয়কং।
উদরস্য চতুর্থাংশং সংরক্ষেদ্বায়ুচারণে॥

অন্ন ভোজনদ্বারা জঠরের অর্দ্ধভাগ পূর্ণ করিবে, তৃতীয় অংশ জলদ্বারা পূরিত করিবে, আর জঠরের চতুর্থাংশ বায়ু পরিচালনার্থ শূন্য রাখিতে হইবে। *

সদ্যোভুক্তে ন যোগাত্মা পবনাভ্যাসমাচরেৎ।
ক্ষুধিতেঽপি ন কর্ত্তব্যো জানীহি পরমেশ্বরি॥

আহারের অব্যবহিত পরক্ষণেই পবনাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম করা যোগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে; হে পরমেশ্বরি! ক্ষুধার্ত্ত অবস্থাতেও উহার আচরণ করিবে না।

---

* যোগশাস্ত্রান্তরে যোগসাধনবিষয়ে নিষিদ্ধ বিষয়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল যথা—

"অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপং কটুং।
বহুলভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহিকং।
স্তেয়ং হিংসাং জনে দ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবং।
উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ প্রাণীপীড়নং॥
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়প্রিয়ং।
অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি লক্ষণং॥
ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতং।
কর্পূরং নিষ্ঠুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকং॥
সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনং।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরং॥
ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্মতির্গুরুসেবনং।
সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ॥
অনিলেঽর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা
বায়ৌ প্রবিষ্টে শশিনি শয়তে সাধকোত্তমৈঃ॥"

ভুক্তমাত্রেণ যঃ কুর্য্যাৎ পবনাভ্যাসসাধনং।
নাড়ীরন্ধ্রং ভবেত্তস্য সরসং নাত্র সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তি আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাড়ী রন্ধ্র রসাশ্রিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

সরসে নাড়ীরন্ধ্রে তু বায়োশ্চ গতিহীনতা।
শ্বাসাদিরোগসংঘৈশ্চ পীড্যতে সাধকো ধ্রুবং॥

নাড়ীরন্ধ্র রসবিশিষ্ট হইলে বায়ুর গমনাগমনের বিঘ্ন ঘটে, সুতরাং যোগী শ্বাসাদি রোগে আক্রান্ত হয়।

ক্ষীণধাতুঃ ক্ষুধিতঃ স্যাৎ পবনাভ্যাসমাচরেৎ।
সিদ্ধিস্তস্য কুতো দেবি ক্ষয়রোগেণ পীড্যতে॥

ক্ষুধার্ত্ত হইলে ধাতু ক্ষীণ হইয়া থাকে, অতএব যদি তৎকালে প্রাণায়াম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধিলাভ করা দূরে থাকুক, সে ব্যক্তি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগাভ্যাসকালে অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণ, সর্ষপ, কটুদ্রব্য, বহু ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাভ্যঙ্গ, পরধন হরণ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার অসরলতা উপবাস, মিথ্যাবাক্য, প্রাণীপীড়ন, স্ত্রীসঙ্গ, অমুক্তিচিন্তা, অগ্নিসেবা প্রিয়াপ্রিয়ভেদে বহু বাক্য প্রয়োগ, অধিক আহার, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। ঘৃত দুগ্ধ, মিষ্ট দ্রব্য, কর্পূরাদিবাসিত চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বূল, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, সুস্মদ্বারবিশিষ্ট মনোহর মন্দিরে বাস, সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ, বৈরাগ্যযুক্ত অন্তরে গৃহবাস, বিষ্ণুনাম কীর্ত্তন, ধৃতি, ক্ষমা, তপ, শৌচ, লজ্জা, ভগবদ্বিষয়ে মতি, গুরুসেবা, যোগীগণ এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। যৎকালে পিঙ্গলা নাড়ীরন্ধ্রে বায়ু প্রবিষ্ট হইবে, তৎকালে ভোজন করাই যোগীর কর্ত্তব্য আর ঈড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ু প্রবেশ সময়ে শয়ন করিবে।

ক্ষীরাজ্যপ্রাশনং শস্তং আরম্ভে তু মহেশ্বরি।
ততোভ্যাসে দৃঢ়ীভুতে ন তাদৃঙ্নিয়মঃ ক্বচিৎ॥

হে মহেশ্বরি! প্রথমাভ্যাসকালে দুগ্ধ ও ঘৃত ভোজনই প্রশস্ত। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে আর তাদৃশ কোনরূপ নিয়মের বশীভূত হইতে হইতে হয় না।

অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং শনৈঃ শনৈরনেকধা।
পূর্ব্বোক্তকালে কুম্ভকান্ কুর্য্যাচ্চৈব দিনে দিনে॥

অভ্যাসী ব্যক্তি কর্তৃক শনৈঃ শনৈঃ বহুবিধ দ্রব্য ভোক্তব্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বকথিত সময়ে প্রত্যহ পূর্ব্বকথিত সংখ্যানুসারে কুম্ভক করিবে।

অভ্যাসে স্থিরীভুতে চ শক্তিঃ স্যাদ্বায়ুধারণে।
ধারণাৎ কুম্ভকো দেবি সিধ্যতীতি ন সংশয়ঃ॥

হে দেবি। অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে ইচ্ছানুসারে বায়ুধারণে শক্তি সমুৎপন্ন হয়। বায়ু ধারণে শক্তি জন্মিলে কুম্ভক অনায়াসে সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই।

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎ সুধীঃ।
অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥

প্রাণায়াম সাধন করিলে প্রথমে শরীরে ঘর্ম্ম সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে সেই ঘর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিবে। তাহার অন্যথাচরণ করিলে সাধকের সমস্ত দেহস্থ ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

ততশ্চৈব ভবেৎ কম্পো দ্বিতীয়ঃ কথিতো বুধৈঃ।
দার্দ্দুরী তৃতীয়ে দেবি তত্র পদ্মাসনস্থিতং।
যোগিনং চালয়ত্যেব প্লুতবৎ প্রাণসংজ্ঞকঃ॥

তৎপরে দেহ কম্পিত হইতে থাকে, ইহাই প্রাণায়ামসাধনের দ্বিতী-

অবস্থা বলিয়া কথিত। তৃতীয় কল্পে ভেকের ন্যায় গতি হয়। তৎকালে পদ্মাসনস্থিত যোগীকে প্রাণবায়ু প্লুতগতির ন্যায় চালিত করিতে থাকে। ‡

ততোধিকতরাভ্যাসাৎ ভূমিং সংত্যজ্য সাধকঃ।
পদ্মাসনে স্থিতঃ সোপি গগনে চরতি ধ্রুবং।
তদৈব বায়ুসিদ্ধিঃ স্যাদ্ভবধ্বান্তবিনাশিনী॥

তদনন্তর ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে অধিকতরক্ষণ বায়ুকে নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলে সাধক পদ্মাসনস্থ হইয়াও ভূতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গগনমার্গে উৎপতিত হইতে পারে। হে দেবি! তখনই ভবতিমিরনাশিনী বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে জানিবে।

যাবৎ সিদ্ধির্ন জায়েত কুর্ব্বীত নিয়মগ্রহং।
বায়ুসিদ্ধৌ মহাদেবি নিয়মৈঃ কিং প্রয়োজনং॥

যাবৎকাল সিদ্ধি না হয়, তাবৎকালই নিয়মের বশীভূত থাকিবে। হে মহাদেবি! বায়ুসিদ্ধি হইলে তখন আর নিয়মে কি প্রয়োজন?

মলমূত্রে তথা নিদ্রা স্বল্পং সর্ব্বঞ্চ জায়তে।
দীনত্বং ন ভবেত্তস্য রোগৈর্ন পরিভূয়তে॥

হে দেবি! যোগসিদ্ধি হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যোগসিদ্ধি হইলে সাধকের কি নিদ্রা, কি মলমূত্র ত্যাগ সমস্তই অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহার কিছুমাত্র দুঃখসঞ্চার হয় না এবং কোন প্রকার রোগও তাহাকে আমক্রণ করিতে সমর্থ হয় না।

লালা ন জায়তে তস্য লীয়তে স্বেদ এব চ।
ক্রিমিশ্চৈব বিনশ্যেত সিদ্ধাবস্থায়ামীশ্বরি॥

---

‡ ভূতলে করতালি দিয়া ভেককে তাড়াইলে সে যেরূপ লম্ফ দিয়া ভূতলে বিচরণ করে, বায়ুবশে ভূতলে বসিয়াও সাধকের সেইরূপ গতি হয়

হে ঈশ্বরি। যোগসাধকের সিদ্ধাবস্থাতে তাহার শরীরে লালা, স্বেদ বা কৃমি কিছুই সমুৎপন্ন হইতে পারে না, ঐ সমস্তই বিনষ্ট হইযা যায় সন্দেহ নাই।

কফপিত্তানিলাশ্চৈব ন বর্দ্ধন্তে কলেবরে।
তদৈব তস্য ভোজ্যেষু ন কশ্চিন্নিয়মগ্রহঃ॥

সিদ্ধাবস্থাতে সাধকের দেহে কফ, পিত্ত বা বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না; উহা সমভাবে বিদ্যমান থাকে। তৎকালে যোগীর আহারাদির আর কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই।

তদা ন ব্যথতে যোগী স্বল্পৈর্বা বহুভোজনৈঃ।
ততোঽভ্যাসাৎ ক্রমেণৈব ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

তৎকালে যোগী অল্প আহারই করুন, আর বহু ভোজনই করুন, কিছুতেই তাঁহার ক্লেশ উৎপন্ন হয় না। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে ভূচরী সিদ্ধিলাভ হইযা থাকে।*

সাধনে বহবো বিঘ্না জানীহি পরমেশ্বরি।
তথাপি সাধয়েদ্‌যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥

হে পরমেশ্বরি। যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বহুবহু বিঘ্ন ঘটে সত্য, কিন্তু সাধক প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও সাধনা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না।

সংযতঃ সাধকো দেবি ততো রহসি সংস্থিতঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নবিনাশহেতবে॥

হে দেবি। সাধক সংযতেন্দ্রিয় হইযা নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক বিঘ্ন বিনাশার্থ দীর্ঘ মাত্রায় প্রণব জপ করিবে।

---

* ভূচরী সিদ্ধি অর্থাৎ কি গম্য, কি অগম্য সকলস্থানেই যাতাযাতের শক্তি জন্মে।

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি ইহলোকোদ্ভবানি চ।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমান্ প্রাণায়ামেন নিশ্চিতং॥

ধীমান সাধক প্রাণাযাম দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ও ইহলোকোদ্ভব যাবতীয় কর্ম্ম বিনাশ করিয়া থাকেন।

ষোড়শপ্রাণায়ামেন পাপপুণ্যানি যানি চ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি দেবেশি নাশয়েৎ যোগীপুঙ্গবঃ॥

হে দেবেশি! যোগী ব্যক্তি ষোড়শ সংখ্যকে প্রাণাযাম দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত যাবতীয় পুণ্য ও পাপ বিনাশ করিবেন।

প্রদহেৎ পাপসংঘাংশ্চ তুলানিব তু বহ্নিনা।
এবং নিষ্কলুষো ভুত্বা পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ॥

অগ্নি দ্বারা যেরূপ তুলারাশি ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ প্রাণাযাম দ্বারা পাপ-সমূহ দগ্ধ করত নিষ্কলুষ হইয়া তৎপরে পুণ্য বিলয় করিবে।

অণিমাদীনি সংপ্রাপ্য প্রাণায়ামেন সাধকঃ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥

যোগীব্যক্তি প্রাণাযাম দ্বারা অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক পুণ্য-পাপরূপ জলনিধি উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে থাকেন।

ততোভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্ত্বেপ্সিতা ধ্রুবং॥

তৎপরে ঘটিকাত্রয় ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের অভিলষিত যাবতীয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং॥

এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে সিদ্ধিলাভ করিলে যোগীর বাক্যসিদ্ধি হয়, ইচ্ছামত গম্যাগম্য সর্ব্বস্থানে গমন করিতে পারে, দূরদৃষ্টিশক্তি হয়, এবং দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন ও পরকায়ে প্রবেশ করিবার শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা ।
ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং ॥

ক্রমে যোগীপ্রবরের মলমূত্র লেপন দ্বারা স্বর্ণ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার তিরোধানশক্তি জন্মিয়া থাকে। যোগবলে এই সকল শক্তি এবং তদ্ব্যতীত শূন্যমার্গে গমনাগমন করিতেও সমর্থ হওয়া যায়।

যদা ভবেদ্ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা ।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥

যৎকালে প্রাণায়ামনিরত যোগীব্যক্তির ঘটাবস্থা হয়, তৎকালে ইংসং-সারে ঈদৃশ কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে না, যাহা তাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে।

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনোঃ ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥

প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র সংঘটন হয় বলিয়াই এই অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলা যায়।

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ ।
প্রত্যাহারস্তদেব স্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবং ॥

যখন একপ্রহর কাল পর্য্যন্ত বায়ু ধারণের শক্তি জন্মে, তখন অত্যদ্ভুত প্রত্যাহারের শক্তি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আর তাহার সাধনায় বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব থাকে না।

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যদ্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ ॥

যোগী ব্যক্তি জগতীস্থ যে যে পদার্থকে বিদিত হন, তৎসমস্তকেই আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত বিশ্বকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন না। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে সেই ইন্দ্রিয় ও তদ্বিধান দ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয় পরাজয় হইয়া থাকে।

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
একবারং প্রকুর্ব্বীত যদা যোগী চ কুম্ভকং॥
দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ।
স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ॥

যদি অভ্যাসপ্রভাবে সম্পূর্ণ একপ্রহর যাবৎ একবার মাত্র কুম্ভক করে, যদি অষ্ট দণ্ড কাল সাধকের দেহে প্রাণবায়ু নিশ্চল হয়, তাহা হইলে সেই যোগী আপনার শক্তি দ্বারা বাতুলের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠে ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। *

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোভ্যাসতো ভবেৎ।
যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং।
বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ॥

উক্ত অবস্থার পরেই অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা হইয়া থাকে অর্থাৎ যখন ইড়া পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হয় আর ঐ পরিচিত প্রাণবায়ু সুষুম্নান্তর্গত ছিদ্রমধ্যে কেবল সঞ্চারিত হয়, তখনই উহাকে পরিচয়াবস্থা বলা যায়।

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা সুনিশ্চিতং।
যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং॥

---

* এস্থলে বাতুলের ন্যায় বলার তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালে যোগী আপনার ক্ষমতা সাধারণসমক্ষে গোপন রাখিবার জন্য সুবুদ্ধি হইয়াও অজ্ঞানের ন্যায় পরিচিত হন।

ঐ বায়ু ক্রিয়াশক্তিকে গ্রহণ পূর্ব্বক যাবতীয় চক্র ভেদ করত যৎকালে অভ্যাসবশে সুনিশ্চিত পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে সাধক নিশ্চিত কর্ম্মের ত্রিকূট দর্শন করে অর্থাৎ কর্ম্মজনিত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক এই তিনপ্রকার তাপের অনুভব করিয়া থাকে।

ততশ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥

তৎপরে যোগী প্রণব দ্বারা সেই কর্ম্মকূটের বিনাশ সাধন করেন। যদি কর্ম্মজন্য বহুজন্ম ধারণের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই যোগী আপনার শক্তি দ্বারা কৃতকর্ম্মের ভোগনিমিত্ত কায়ব্যূহ বিস্তার পূর্ব্বক এককালীন যাবতীয় কর্ম্মফলের ভোগ সমাধা করিয়া থাকেন, সুতরাং আর পুনর্ব্বার জন্ম-গ্রহণের অপেক্ষা থাকে না।

অস্মিন্ কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরেৎ।
যেন ভূরাদিসিদ্ধিঃ স্যাত্তত্ভূতভয়াপহা॥

এই সময়ে যোগী প্রতি চক্রে পঞ্চধা ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ এক এক চক্রে পঞ্চপঞ্চ কুম্ভক করিতে হইবে, তাহা দ্বারাই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সিদ্ধি হয় এবং কোনকালে ভূতাদিজনিত ভয় বিদ্যমান থাকে না। অর্থাৎ কি পৃথিবী, কি জল, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আকাশ কিছু হইতেই মরণভয়ের আশঙ্কা থাকে না।*

---

* এই সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও বর্ণিত আছে যে, "পৃথ্ব্যাপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥" অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ হইতে যাহার চিত্ত উঠিয়া গিয়াছে, তাদৃশ যোগগুণপ্রাপ্ত যোগীর দেহ যোগাগ্নিময় হয়, তাহাকে জরামৃত্যুর অধীন হইতে হয় না অর্থাৎ সেই যোগী যোগবলে ইচ্ছামৃত্যু হইয়া থাকে।

আধারে ঘটিকা পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ।
তদূর্দ্ধং ঘটিকা পঞ্চ নাভিহৃন্মধ্যকে তথা॥
ভ্রূমধ্যোর্দ্ধে তথা পঞ্চঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ।
তথা ভূরাদিনা নষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু॥

মূলাধারে সচিত্ত জীবকে গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চ ঘটিকা, স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে পঞ্চঘটিকা, মণিপুরচক্রে নাভিদেশে পঞ্চঘটিকা, হৃদয়ে অনাহতচক্রে পঞ্চঘটিকা, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রে পঞ্চঘটিকা, ঊর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাপুর চক্রে পঞ্চঘটিকা, এই প্রকারে কুম্ভক দ্বারা বায়ুর ধারণ করিতে পারিলে আর ভূরাদি কর্ত্তৃক যোগীর বিনাশের সম্ভাবনা নাই। ইহাকেই ভূচরীসিদ্ধি কহে।

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে॥

যে বুদ্ধিমান্ যোগী পঞ্চভূতের ধারণাকে অভ্যাস করিতে পারে, শত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না।

ততোভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনো ভবেৎ।
অনাদি কর্ম্মবীজানি যেন তীর্ত্ত্বামৃতং পিবেৎ॥

তদনন্তর যোগী অভ্যাসবশে ক্রমে যোগাভ্যাসে নিষ্পত্ত্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই যোগী বাসনামূল, অনাদি, কর্ম্মবীজ সমস্ত হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মরসামৃত পান করে।

যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্ধীরস্য যোগিনঃ॥
যদা নিষ্পত্তিসম্পনঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া ভবেৎ।
গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুঃ ক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্।
সর্ব্বান্ চক্রান্ বিজিত্যাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে॥

যৎকালে স্বীয় অভ্যাসকর্ম্ম দ্বারা শান্ত, ধীর, জীবন্মুক্ত যোগীর যোগসমাধির নিষ্পত্তি হয়, তৎকালে যোগী সেই নিষ্পত্তিবিশিষ্ট সমাধিকে আপনার ইচ্ছানুসারে বেগবান্ চৈতন্যস্বরূপ বায়ুক্রিয়াশক্তির সহিত সমস্ত চক্রভেদ পূর্ব্বক আত্মশক্তিতে বিলীন করে।*

ইদানীং ক্লেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনং।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভোগহানির্ভবেদ্ ধ্রুবং॥

অধুনা ক্লেশনাশার্থ বায়ুসাধন বলা যাইতেছে। এই সাধনার বলে এই সংসার চক্রে নিশ্চয়ই সাধকের যাবতীয় কর্ম্মভোগের অবসান হয়।

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য যোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ॥

যে বিচক্ষণ যোগী স্বীয় জিহ্বাকে তালুমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণবায়ুকে পান করে, তাহার তদবধিই যোগসাধনার সমাপ্তি হয় অর্থাৎ আর তাঁহাকে সাধনা করিতে হয় না। যাবৎকাল ঐরূপ করিতে না পারে, তাবৎ যোগ কার্য্যে বিরত থাকিবে।

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ॥

যে বিচক্ষণ যোগী কাকচঞ্চুদ্বারা শীতল বায়ু পান করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর শক্তি বিদিত হইতে পারেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন সন্দেহ নাই।

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ॥

---

* এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্মে লীন হইবাই যোগীর দেহমাত্র নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইচ্ছানুসারে বলার তাৎপর্য্য এই যে, জীবন্মুক্ত যোগী স্বীয় ইচ্ছানুসারে মুক্ত হয়, নির্ব্বাণাদি মুক্তি তাঁহার করতলগত সন্দেহ নাই।

যে বুদ্ধিমান্‌ সাধক এইরূপ বিধানে প্রতিদিন সরস বায়ু পান করেন, তাঁহার যাবতীয় শ্রম, দাহ, জরা ও অন্যান্য রোগ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ॥

যে যোগীন্দ্র জিহ্বাকে উর্দ্ধগামিনী করিয়া ভ্রূদলমধ্যে চন্দ্রমণ্ডলনিঃসৃত বারি পান করেন, তিনমাস মধ্যে তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥

যে যোগী তালুমূলস্থিত গহ্বরকে জিহ্বা দ্বারা নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া বায়ুর সহিত অমৃতধারা পান করে, সেই যোগী ষণ্মাসাভ্যন্তরে কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যায়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে ॥

যে সাধক সায়ং ও প্রাতঃ এই উভয় সন্ধ্যায় কাকীমুখ নাদচক্র হইতে অধোগামী বায়ু কুণ্ডলিনীমুখে সমাগত, এইরূপ ধ্যান করিয়া বায়ু পান করে, তাহার ক্ষয়রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অহর্নিশং পিবেদ্‌যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু ॥

যে বিচক্ষণ যোগী দিবানিশি কাকচঞ্চু দ্বারা বায়ুপান করে, তাহার দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রবণশক্তি সমুদ্ভূত হয়।

দন্তৈর্দন্তান্‌ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
উর্দ্ধজিহ্বঃ সুমেধাবী মৃত্যুংজয়তি সোচিরাৎ ॥

যে সাধক দশন দ্বারা দশনসমূহকে পীড়ন করত জিহ্বাকে উদ্ধগামিনী করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রাণবায়ুকে পান করে, সে অচিরে মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়।

ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগান্নাশয়তে হি সঃ ॥

যে সাধক প্রত্যহ এই প্রকার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ছয় মাস যাবৎ সাধন করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহার যাবতীয় রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবো ভবতি ধ্রুবং।
অণিমাদিগুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ং ॥

যে ব্যক্তি সম্বৎসর যাবৎ অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি অণিমাদি গুণলাভ পূর্ব্বক ভূতগণকে জয় করিয়া স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ হইয়া থাকে।

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥

যদি রসনাকে উর্দ্ধগামিনী করিয়া ক্ষণার্দ্ধকাল অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা হইলে সেই যোগী আশু ব্যাধি, মৃত্যু ও জরার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥

যে যোগী প্রাণবায়ুর সহিত রসনাকে পীড়ন করত চিন্তা করে, হে দেবি! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না।

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোঽদ্বিতীয়কঃ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে ॥

যোগীজন এই প্রকার অভ্যাসবশে অদ্বিতীয় কামদেব সদৃশ কান্তিমান্ হয় আর তাহার ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা বা মূর্চ্ছা কিছুই উপস্থিত হয় না।

অনেনৈব বিধানেন যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ॥

এই প্রকার বিধি অনুসারে যোগসাধন করিলে সেই যোগীপ্রবর ধরামণ্ডলে সর্ব্ববিধ আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচারী হইতে পারেন অর্থাৎ তিনি স্বচ্ছন্দে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

ন তস্য পুনরাবৃত্তির্মোদতে স সুরৈরপি।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হ্যেতদাচরণেন সঃ॥

সেই সাধককে আর পুনরায় ইহ সংসারে আগমন করিতে হয় না, সেই সাধক কি পুণ্য কি পাপ কিছুতেই লিপ্ত হন না, তিনি নিরন্তর সুরগণের সহিত সানন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন।

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং।
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকং॥

আমি শাস্ত্রে চতুরশীতিপ্রকার আসনের নিয়ম নিরূপণ করিয়াছি। তন্মধ্যে চারিপ্রকার আসনই প্রধান এবং সেই চারিটীই সাধকের বিশেষ প্রযোজনীয়। সেই চারি প্রকার আসন সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত।

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা।
ঊর্দ্ধ্বে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং॥

সযত্নে পাদমূল দ্বারা যোনিপ্রদেশ * আপীড়ন পূর্ব্বক মেঢ্রোপরি অন্য পাদমূল স্থাপন করিবে এবং অনন্যমনা, সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় যোগী ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা ভ্রূর মধ্যস্থলকে দর্শন করিবে। বিশেষতঃ সবলশরীর হইয়া নিরুদ্বেগ ও জনশূন্য স্থানে এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহারই নাম সিদ্ধাসন। ইহা সিদ্ধবর্গের সিদ্ধিপ্রদ। †

যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমা গতিঃ।
নাতঃ পরতরং গুহ্যমাসনে বিদ্যতে ভুবি।
যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে॥

এই সিদ্ধাসনের প্রসাদে সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষা গোপনীয় আসন আর নাই। যোগী পুরুষ ইহার অনুধ্যানমাত্রেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

পদ্মাসনং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি শুচিস্মিতে।
পরমং দুর্ল্লভং হ্যেতৎ গোপনীয়ং পরন্তিদং॥

---

* গুহ্যপ্রদেশের ঊর্দ্ধভাগ অবধি কোষমূলের নিম্নস্থল পর্য্যন্ত স্থান যোনিদেশ বলিয়া অভিহিত।

† তন্ত্রান্তরে সিদ্ধাসনের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

যোনিস্থানকমঙ্ঘ্রিমূলঘটিকং সংপীড্য গুল্‌ফেতরং
মেঢ্রে সংপ্রণিধায় তত্র চিবুকং কৃত্বা হৃদি প্যায়িনং।
স্থাণুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োঽচলদৃশা পশ্যন্ ভ্রুবোরন্তরং
এবং মোক্ষং বিধায়তে ফলকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে॥

হে দেবি! হে শুচিস্মিতে! এক্ষণে পরম দুর্ল্লভ পদ্মাসন কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা পরম গোপনীয় জানিবে।

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ॥
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য ধারয়েদুদরং শনৈঃ॥
যথাশক্ত্যৈব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥

বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও বামহস্ত এবং দক্ষিণ ঊরুর উপরে বামচরণ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া নাসিকার অগ্রদেশে দৃষ্টিস্থাপন করত দশনমূলে জিহ্বা সংস্থাপন করিবে আর চিবুক ও বক্ষঃস্থল উচ্চ করিয়া ক্রমে ক্রমে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করত উদরে পূরণ ও ধারণ করিবে। পরে যথাশক্তি অবিরোধে রেচন করিতে হইবে। ইহাকেই পদ্মাসন কহে। ইহার প্রসাদে যাবতীয় ব্যাধি বিদূরিত হয়।*

অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় যোগী পুরুষ একটী গুল্‌ফ দ্বারা যোনিপ্রদেশ পীড়ন পূর্ব্বক অন্য গুল্‌ফ উপস্থের উপরিভাগে রাখিয়া হৃদয়ের উপর চিবুক সংস্থাপন করিবে আর স্থির ও সমকায় হইয়া একদৃষ্টিতে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ইহারই নাম সিদ্ধাসন। এই সিদ্ধাসন দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।

* রুদ্রযামলে পদ্মাসনের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এইস্থলে প্রদর্শিত হইল, যথা—

"ঊর্ব্বোরুপরি মেঢ্রান্তে উভে পাদতলে তথা।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনং॥"

দুর্ল্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরং।
অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ॥
ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ।
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥

সাধারণে এই পদ্মাসনের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, বুদ্ধিমান্ যোগী ব্যক্তিই ইহার অনুষ্ঠানে সমর্থ। ইহার অনুষ্ঠান করিলে আশু প্রাণবায়ু সমান রূপে নাড়ীরন্ধ্রে চলিতে থাকে। পদ্মাসনের অভ্যাসবশে প্রাণায়ামসময়ে বায়ুর গতি সম্যক সবল হয় সন্দেহ নাই। যে যোগী পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া বিধানানুসারে প্রাণ ও অপানবায়ুর পূরণ রেচনাদি করে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যাবতীয় বন্ধন হইতে তাহার মুক্তিলাভ হয়।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি উগ্রাসনমনুত্তমং।
গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন স্বযোনিরিব শঙ্করি॥

অর্থাৎ উরুর উপরিভাগে যেচ্ছান্তে দুই চরণতলে সংস্থাপন করিলেই তাহাকে পদ্মাসন বলা যায়। ইহা দ্বারা সকলপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রান্তরে অন্যরূপ লক্ষণও দৃষ্ট হয় যথা—

বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামংতথা
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং।
অঙ্গুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ।
এতদ্ব্যাধিবিনাশনকরং পদ্মাসনং চোচ্যতে॥

অর্থাৎ বাম উরুর উপরিভাগে দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরিভাগে বামপদ সংস্থাপন পূর্ব্বক করদ্বয় দ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে আর বক্ষঃ প্রদেশে চিবুক সংস্থাপন পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহারই নাম পদ্মাসন। ইহাদ্বারা যাবতীয় ব্যাধি বিদূরিত হয় এবং উদরাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবি! এক্ষণে অনুত্তম উগ্রাসনের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে শঙ্করি! স্বযোনিবৎ ইহা যত্নসহকারে গোপনে রাখিবে।

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং।
স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরোন্যসেৎ।
আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনং।
দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকং॥

পদদ্বয়কে পরস্পর অসংযুক্তরূপে প্রসারিত করিয়া করদ্বয় দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করত জানুদ্বয়ের উপর মস্তক স্থাপন করিবে। ইহার নাম উগ্রাসন বা পশ্চিমোত্তানাসন। ইহাদ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের অবসাদ বিনষ্ট হইয়া থাকে।*

য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবং।
এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্‌যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ।

* তন্ত্রান্তরে পশ্চিমোত্তানাসনের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা এই স্থলে প্রকাশিত হইল যথা —

প্রসার্য্য পাদৌ ভুবি দণ্ডরূপৌ
সংন্যস্তভালশ্চিতিযুগ্মমধ্যে।
যত্নেন পাদৌ চ ধৃতৌ করাভ্যাং
যোগীন্দ্রপীঠং পশ্চিমোত্তানমাহুঃ॥

অর্থাৎ ভূমিতলে পাদদ্বয় দণ্ডবৎ সরলভাবে প্রসারিত করিয়া ও হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যে মস্তক স্থাপিত করিলেই তাহাকে পশ্চিমোত্তানাসন কহে।

গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধির্ভবেদ্দুঃখৌঘনাশিনী ॥

যে যোগী পুরুষ প্রতিদিন এই শ্রেষ্ঠ উগ্রাসন সাধন করে, নিশ্চয়ই তদীয় বায়ু পশ্চিমপথে সঞ্চারিত হয়। ইহার অভ্যাস প্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ; এই হেতু যত্নসহকারে ইহার সাধন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই আসন সযত্নে গোপনে রাখিবে, যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না। ইহাদ্বারা যাবতীয় দুঃখ বিদূরিত হয় এবং প্রাণায়ামসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু মে প্রাণবল্লভে।
স্বস্তিকং আসনং দিব্যং সুখাসনং প্রকীর্ত্তিতং ॥

হে প্রাণবল্লভে। অতঃপর দিব্য স্বস্তিকাসনের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহাকেই সুখাসন কহে।

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে।

জানুদ্বয় ও ঊরুযুগলের মধ্যে পাদ তলদ্বয় সম্যকরূপে স্থাপন পূর্ব্বক হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া সরলভাবে সুখাসীন হইলেই তাহাকে স্বস্তিকাসন বলা যায়। †

---

† স্বস্তিকাসনের অন্যপ্রকার লক্ষণ যাহা তন্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে সকলের বিদিতার্থ লিখিত হইল, যথা—

জানূর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা যোগী পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥

অর্থাৎ দুই জানু ও দুই ঊরুর মধ্যে দুই পাদতল সংস্থাপন পূর্ব্বক ত্রিকোণকার আসন বদ্ধ করতঃ ঋজুকায় হইয়া সুখে উপবেশন করিবে। ইহাকেই স্বস্তিকাসন কহে।

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহে ন ক্রমতে ব্যাধিস্তস্য বায়ুশ্চ সিধ্যতি।
সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখপ্রণাশনং।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং সুস্থীকরণমুত্তমং॥

যোগী যথাবিধানে এই বায়ু সাধন করিবে। যে যোগী স্বস্তিকাসন করে, তাহার দেহে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অবহেলে তাহার প্রাণায়াম সিদ্ধি হয়। ইহাকেই সুখাসন কহে। এই আসনের প্রসাদে যাবতীয় দুঃখ বিদূরিত হয় এবং দেহ সুস্থ থাকে। ইহা যোগীগণের অতীব গোপনীয়।

এতত্তে কথিতং দেবি আসনানাং চতুষ্টয়ং।
যোগীনাং দুর্ল্লভং সর্ব্বং মোক্ষসিদ্ধিপ্রদায়কং॥

হে দেবি! এই তোমার নিকট আসন চতুষ্টয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহা যোগীগণের দুর্ল্লভ ও মোক্ষসিদ্ধিপ্রদায়ক।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

আসনানি মহাদেব বিবিধানি চ সন্তি বৈ।
ত্বয়োক্তানি ততো দেব বক্তুমর্হসি সাম্প্রতং॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহাদেব! তুমিই ইতিপূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছ যে আসন বহুবিধ; কিন্তু আমার নিকট চারিটীমাত্র প্রকাশ করিলে; অতএব অবশিষ্ট আসন বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল বিদূরণ কর।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেষাং শ্রেষ্ঠানি দেবেশি দ্বাত্রিংশদাসনানি তু॥
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় কথিতং তব সন্নিধৌ।
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি শিষ্টানি ফলদানি চ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবেশি! চতুরশীতি সংখ্যক আসন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ আসন সকলের শ্রেষ্ঠ। সেই দ্বাত্রিংশৎ আসনের মধ্যে আবার চারিটী প্রধান। সেই চারিটীই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি, অধুনা অবশিষ্ট অষ্টাবিংশতি আসনের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

ময়ূরং গোমুখং মুক্তং ধনুরাসনমেব চ।
বজ্রং মৃতং তথা ভদ্রং বীরঞ্চ সঙ্কটন্তথা।
গোরক্ষং কুক্কুটং কূর্ম্মং সিংহঞ্চ গরুড়ং বৃষং।
মকরং শলভং উষ্ট্রং তথা চোত্তানকূর্ম্মকং।
উত্তানমণ্ডূকং যোগং ভুজঙ্গং মণ্ডূকং তথা।
গুপ্তং বৃক্ষং তথা মাৎস্যং মাৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
উৎকটঞ্চ তথা দেবি যোগীনাং সিদ্ধিদায়কং॥

হে দেবি! এক্ষণে তোমার নিকট যে অবশিষ্ট অষ্টাবিংশতিসংখ্যক আসনের বিষয় কীর্ত্তন করিব, উহারা যথাক্রমে ময়ূর, গোমুখ, মুক্ত, ধনু, বজ্র, মৃত, ভদ্র, বীর, সঙ্কট, গোরক্ষ, কুক্কুট, কূর্ম্ম, সিংহ, গরুড়, বৃষ, মকর, শলভ, উষ্ট্র, উত্তান কূর্ম্ম, উনামণ্ডূক, যোগ, ভুজঙ্গ, মণ্ডূক, গুপ্ত, বৃক্ষ, মাৎস্য, মাৎস্যেন্দ্র ও উৎকট আসন নামে পরিকীর্ত্তিত।

ময়ূরাসনং।

ধরামবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং
তৎকূর্পরে স্থাপিতনাভিপার্শ্বং।
উচ্চাসনো দণ্ডবদুত্থিতঃ খে
মায়ূরমেতৎ প্রবদন্তি পীঠং॥

করতলদ্বয় দ্বারা ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক উভয় কূর্পরের * উপরিভাগে

* কূর্পর—কণুই।

নাভির দুই পার্শ্ব সংস্থাপন করতঃ উচ্চাসনবৎ † চরণদ্বয় পশ্চাতে ঊর্দ্ধে সমুত্তোলিত করিয়া শূন্যে দণ্ডবৎ সমানভাবে উত্থিত হইবে। ইহারই নাম ময়ূরাসন।

ইতি ময়ূরাসনং।

গোমুখাসনং।

পাদৌ চ ভূমৌ সংস্থাপ্য পৃষ্ঠপার্শ্বে নিবেশয়েৎ।
স্থিরকায়ং সমাসাদ্য গোমুখং গোমুখাকৃতিঃ॥

পাদদ্বয় ধরাতলে সংস্থাপন পূর্ব্বক পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে নিবেশিত করিয়া অবক্রদেহে গোমুখবৎ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উপবেশন করিবে, ইহাকে গোমুখাসন কহে।

ইতি গোমুখাসনং।

মুক্তাসনং।

পায়ুমূলে বামগুল্‌ফং দক্ষগুল্‌ফং তথোপরি।
শিরোগ্রীবাসমং কায়ং মুক্তাসনন্তু সিদ্ধিদং॥

গুহ্যমূলে বামচরণমূল ও তদুপরি দক্ষিণচরণমূল সংস্থাপন পূর্ব্বক মস্তক ও গ্রীবা সমান করিয়া ঋজুকায়ে উপবেশন করিলেই তাহাকে মুক্তাসন কহে। এই আসন সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া পরিগণিত।

ইতি মুক্তাসনং।

ধনুরাসনং।

প্রসার্য্য পাদৌ ভুবি দণ্ডরূপৌ
করৌ চ পৃষ্ঠে ধৃতপাদযুগ্মম্।

---

† উচ্চাসন—মুক্তপদ্মাসন। পূর্ব্বে যে পদ্মাসন কথিত হইয়াছে, তাহাকেই বদ্ধপাদনাসন কহে। আর কেবল বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ

ক্বত্বা ধনুস্তুল্যপরিবর্ত্তিতাঙ্গং
নিগদ্য যোগী ধনুরাসনং তৎ ॥

ধরাতলে পদদ্বয় দণ্ডবৎ সমানভাবে প্রসারিত করিয়া করযুগল দ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া এই দুই পদ ধারণ করত সমস্ত দেহকে ধনুবৎ বক্র করিবে। ইহার নাম ধনুরাসন।

ইতি ধনুরাসনং।

বজ্রাসনং।

জঙ্ঘাভ্যাং বজ্রবৎ কৃত্বা গুদপার্শ্বে পদাবুভৌ।
বজ্রাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং ॥

দুই জঙ্ঘা বজ্রাকার করিয়া পদদ্বয় গুহ্যের দুইপার্শ্বে সংস্থাপন করিবে। ইহারই নাম বজ্রাসন। ইহার প্রসাদে যোগীগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

ইতি বজ্রাসন।

মৃতাসনং।

উত্তানশববদ্ভুমৌ শয়ানস্তু মৃতাসনং।
মৃতাসনং শ্রমহরং চিত্তবিশ্রান্তিকারণং ॥

শবের ন্যায় উত্তান অর্থাৎ চিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেই তাহাকে মৃতাসন কহে। এই আসন দ্বারা শ্রম বিদূরিত হয় ও চিত্তের প্রশান্ততা জন্মে।

ইতি মৃতাসনং।

ভদ্রাসনং।

গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বা চ পৃষ্ঠদেশতঃ।

উরুর উপরে বামপদ স্থাপন করিয়া তাহার উপরে করতলদ্বয় রাখিলেই মুক্ত পদ্মাসন হয়।

জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥

অণ্ডকোষের নিম্নে গুল্‌ফদ্বয় বিপরীতভাবে সংস্থাপন পূর্ব্বক দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ধারণ করত জালন্ধর বন্ধের * অনুষ্ঠান করিয়া নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহার নাম ভদ্রাসন। ইহার প্রসাদে যাবতীয় ব্যাধি বিদূরিত হয়।

ইতি ভদ্রাসনং।

বীরাসনং।

একপাদামথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতং।
ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাদ্বীরাসনমিতীরিতং॥

এক পদ এক উরুদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্যপদ পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপিত করিলেই তাহাকে বীরাসন কহে।

ইতি বীরাসনং।

সঙ্কটাসনং।

বামপাদং চিতের্ম্মূলং সংন্যস্য ধরণীতলে।
পাদদণ্ডেন যাম্যেন বেস্টয়েদ্বামপাদকং।
জানুযুগ্মে করযুগ্মমেতৎ সঙ্কটমাসনং॥

বাম চরণ ও বাম জঙ্ঘামূল ভূতলে স্থাপন করিয়া বামপদ দক্ষিণপদ দ্বারা বেষ্টন করত দুই জানুতে দুই হস্ত স্থাপন করিবে। ইহার নাম সঙ্কটাসন।

ইতি সঙ্কটাসনং।

---

* জালন্ধরবন্ধের লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবনামপি দুর্ল্লভঃ।
নাভিস্থো বহ্নির্জ্জন্তুনাং সহস্রকমলচ্যুতং।

গোরক্ষাসনং ।

জান্বূর্ব্বোরন্তরে পাদৌ উত্তানব্যক্তসংস্থিতৌ ।
গুল্ফৌ চাচ্ছাদ্য হস্তাভ্যামুত্তানাভ্যাং প্রযত্নতঃ ॥
কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা নাসাগ্রমবলোকয়েৎ ।
গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণং ॥

উভয় জানু ও উরুর মধ্যে দুইপদ উত্তান করিয়া অপ্রকাশিতভাবে স্থাপন করত করদ্বয় উত্তান করিয়া দুই গুল্ফ আবৃত করিবে এবং কণ্ঠপ্রদেশ সংকুচিত করিয়া নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহার নাম গোরক্ষাসন। ইহা যোগীগণের সিদ্ধিবিধান করে।

ইতি গোরক্ষাসনং ।

কুক্কুটাসনং ।

পদ্মাসনং সমাসাদ্য জান্বূর্ব্বোরন্তরে করৌ ।
কূর্পরাভ্যাং সমাসীনো মঞ্চস্থঃ কুক্কুটাসনঃ ॥

কোন মঞ্চের উপরিভাগে মুক্তপদ্মাসনস্থ হইয়া দুইজানু ও উরুর মধ্যে দুই হস্ত স্থাপন করত কূর্পর দ্বারা উপবেশন করিবে। ইহাকে কুক্কুটাসন কহে।

ইতি কুক্কুটাসনং ।

পিবেৎ পীযূষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিদং ।

গলদেশের শিরাসকলকে বন্ধন করিয়া হৃদয়ে চিবুক রাখিবে। ইহাকেই জালন্ধর বন্ধ কহে। জন্তু সকলের নাভিস্থ বহ্নি সহস্রদল কমল হইতে বহির্গত সুধা পান করিয়া থাকে, এই হেতু জালন্ধরবন্ধ দ্বারা ঐ সুধাকে নিম্নদেশে পতিত হইতে না দিয়া [illegible] জিহ্বা দ্বারা পান করিবে। এইরূপ করিলেই অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া[illegible] সন্দেহ নাই।

কূর্ম্মাসনং।

গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতৌ।
ঋজুকায়শিরোগ্রীবং কূর্ম্মাসনমিতীরিতং॥

অণ্ডকোষের নিম্নভাগে গুল্‌ফদ্বয় পরস্পর বিপরীতভাবে রাখিয়া গ্রীবা, মস্তক ও দেহ সরল করত উপবেশন করিবে। ইহার নাম কূর্ম্মাসন।

ইতি কূর্ম্মাসনং।

সিংহাসনং।

গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণোর্দ্ধতাং গতঃ।
চিতিমূলো ভূমিসংস্থঃ কৃত্বা চ জানুনোপরি।
ব্যক্তবক্ত্রো জলন্ধ্রঞ্চ নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
সিংহাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥

দুই গুল্‌ফ অণ্ডকোষের নিম্নভাগে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদ্দিকে উর্দ্ধভাগে বহিষ্কৃত করিবে আর জানুদ্বয় ভূতলে সংস্থাপন করিয়া ঐ দুই জানুর উপরে মুখ প্রকাশিত ভাবে উন্নত করত স্থাপন করিবে এবং জালন্ধরবন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহাকে সিংহাসন কহে। ইহাদ্বারা যাবতীয় রোগ বিদূরিত হয়।

ইতি সিংহাসনং।

গরুড়াসনং।

জঙ্ঘোরুভ্যাং ধরাং পীড্য স্থিরকায়ো দ্বিজানুনা।
জানুপরি করং যুগ্মং গরুড়াসনমুচ্যতে॥

উভয় জঙ্ঘা ও উরু দ্বারা ভূমিতল পীড়ন পূর্ব্বক জানুদ্বয় দ্বারা স্থিরকায় হইয়া দুই জানুর উপরিভাগে হস্তদ্বয় সংস্থাপন করিলেই তাহাকে গরুড়াসন কহে।

ইতি গরুড়াসনং।

বৃষাসনং।

যাম্যগুল্‌ফে পায়ুমূলং বামভাগে পদেতরং।
বিপরীতং স্পৃশেদ্‌ভূমিং বৃষাসনমিদং ভবেৎ॥

দক্ষিণ গুল্‌ফের উপরিভাগে পায়ুমূল অর্থাৎ গুহ্যপ্রদেশ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার বামদিকে বামচরণ উল্টাইয়া ধরিয়া ধরাতল স্পর্শ করিবে। ইহাকেই বৃষাসন কহে।

ইতি বৃষাসন।

মকরাসনং।

অধাস্যঃ শেতে হৃদয়ং নিধায
ভূমৌ চ পাদৌ চ প্রসার্য্যমাণৌ।
শিরসঞ্চ ধৃত্বা করদণ্ডযুগ্মে
দেহাগ্নিকারং মকরাসনং তৎ॥

অধোমুখে শয়ান হইয়া মৃত্তিকাতে বক্ষঃপ্রদেশ স্থাপন করত পদদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক করদ্বয় দ্বারা শিরোদেশ ধারণ করিবে। ইহার নাম মকরাসন। ইহা দ্বারা শরীরের অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ইতি মকরাসনং।

শলভাসনং।

অধাস্যঃ শেতে করযুগ্মং বক্ষে
ভূমিমবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং।
পাদৌ চ শূন্যে চ বিতস্তি চোর্দ্ধং
বদন্তি পীঠং শলভং মুনীন্দ্রাঃ॥

অধোমুখে শয়ান হইয়া করদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক দুই করতল দ্বারা

ভূতল অবলম্বন করিবে এবং পদদ্বয় শূন্যে অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ উর্দ্ধে রাখিবে। ইহার নাম শলভাসন ।

ইতি শলভাসনং ।

উষ্ট্রাসনং ।

অধাস্যঃ শেতে পদযুগ্মব্যস্তং
পৃষ্ঠে নিধায়াপি ধৃতং করাভ্যাং ।
আকুঞ্চয়েৎ সম্যগুদরাস্য গাঢ়ং
ঔষ্ট্রঞ্চ পীঠং যোগিনো বদন্তি ॥

অধোমুখে শয়ান হইয়া দুই পদ উল্টা করত পৃষ্ঠদেশে আনয়ন করিবে। পরে দুই হস্ত দ্বারা পদদ্বয় ধরিয়া উদর ও মুখ গাঢ়রূপে আকুঞ্চিত করিবে। ইহাকে উষ্ট্রাসন কহে ।

ইতি উষ্ট্রাসনং ।

উত্তানকূর্ম্মাসনং ।

কুক্কুটাসনবন্ধস্থং করাভ্যাং ধৃতকন্ধরং ।
পীঠং কূর্ম্মবদুত্তানমেতদুত্তানকূর্ম্মকং ॥

কুক্কুটাসন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা কন্ধর ধারণ করত কূর্ম্মবৎ উত্তান হইলেই তাহার নাম উত্তানকূর্ম্মকাসন ।

ইতি উত্তানকূর্ম্মাসনং ।

উত্তানমণ্ডূকাসনং ।

মণ্ডূকাসনমধ্যস্থং কূর্পরাভ্যাং ধৃতং শিরঃ ।
এতদ্ভেকবদুত্তানমেতদুত্তানমণ্ডুকং ॥

মণ্ডুকাসনে সমাসীন হইয়া কূর্পরদ্বয় দ্বারা মস্তক ধারণ করত ভেকবৎ উত্তান হইয়া অবস্থান করিবে। ইহার নাম উত্তানমণ্ডুকাসন।

ইতি উত্তানমণ্ডুকাসনং।

যোগাসনং।

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা সংস্থাপ্য জানুনোপরি।
আসনোপরি সংস্থাপ্য উত্তানং করযুগ্মকং।
পূরকৈর্বায়ুমাকৃষ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
যোগাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং যোগসাধনে॥

পাদদ্বয় চিত করিয়া হাঁটুর উপরিভাগে স্থাপন করত হস্তদ্বয় চিত করিয়া আসনের উপর স্থাপন করিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহাকে যোগাসন কহে। যোগীগণের যোগসাধনে এই আসন বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইতি যোগাসনং।

ভুজঙ্গাসনং।

অঙ্গুষ্ঠনাভিপর্য্যন্তমধোভূমৌ বিনিন্যসেৎ।
করতলাভ্যাং ধরাং ধৃত্বা ঊর্দ্ধং শীর্ষঃ ফণীবহি।
দেহাগ্নির্ব্বর্দ্ধতে নিত্যং সর্ব্বরোগস্য নাশনং।
জাগর্ত্তি ভুজগী দেবী সাধনাদ্‌ভুজগাসনং॥

পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অবধি নাভিদেশ যাবৎ সমস্ত নিম্নদেশ ভূমির উপর বিন্যস্ত করিয়া করতলদ্বয় দ্বারা ভূতল ধারণ পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিবে। ইহাকেই ভুজঙ্গাসন কহে। ইহার দ্বারা শরীরের অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং যাবতীয় রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহার সাধনা করিলে কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন।

ইতি ভুজঙ্গাসনং।

মণ্ডূকাসনং।

পাদতলৌ পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুষ্ঠে দ্বে চ সংস্পৃশেৎ।
জানুযুগ্মং পুরস্কৃত্য সাধয়েন্মণ্ডূকাসনং॥

চরণতলদ্বয় পৃষ্ঠদেশে লইয়া ঐ দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংস্পৃষ্ট করিবে এবং উভয় জানু সম্মুখদিকে স্থাপন করিতে হইবে। ইহারই নাম মণ্ডূকাসন।

ইতি মণ্ডূকাসনং।

গুপ্তাসনং।

জানুনোরন্তরে পাদৌ কৃত্বা পাদৌ চ গোপয়েৎ।
পাদোপরি চ সংস্থাপ্য গুদং গুপ্তাসনং বিদুঃ॥

দুই জানুর মধ্যে পদদ্বয় অতি গোপনভাবে স্থাপন করিবে এবং পদদ্বয়ের উপরিভাগে গুহ্যদেশ স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম গুপ্তাসন।

ইতি গুপ্তাসনং।

বৃক্ষাসনং।

বামোরুমূলদেশে চ যাম্যপাদং নিধায় চ।
তিষ্ঠেত্তু বৃক্ষবদ্ভূমৌ বৃক্ষাসনমিদং বিদুঃ॥

বাম উরুমূলে দক্ষিণ চরণ রাখিয়া ভূতলে বৃক্ষবৎ সরলভাবে অবস্থান করিলেই তাহাকে বৃক্ষাসন বলা যায়।

ইতি বৃক্ষাসনং।

মৎস্যাসনং।

মুক্তপদ্মাসনং কৃত্বা উত্তানশয়নঞ্চরেৎ।
কূর্পরাভ্যাং শিরো বেষ্ট্য মৎস্যাসনন্তু রোগহা॥

মুক্তপদ্মাসনের অনুষ্ঠান করিয়া কূর্পর দ্বয় দ্বারা মস্তক বেষ্টন করত উত্তান-ভাবে শয়ন করিবে। ইহার নাম মৎস্যাসন।

ইতি মৎস্যাসনং।

মাৎস্যেন্দ্রাসনং।

উদরং পশ্চিমাভাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি যত্নতঃ।
নম্রাঙ্গবামপাদং হি দক্ষজানূপরি ন্যসেৎ।
তত্র যাম্যং কূর্পরঞ্চ যাম্যকরে চ বক্ত্রকং।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে গতা দৃষ্টিঃ পীঠং মাৎস্যেন্দ্রমুচ্যতে॥

উদরকে পৃষ্ঠের ন্যায় সরল করিয়া অবস্থান করিবে আর বামপদ নত করিয়া দক্ষিণ জানুর উপরিভাগে স্থাপন করত তাহার উপর দক্ষিণ কণুই রাখিবে এবং দক্ষিণ হাতের উপর মুখ স্থাপন করিয়া জ্রযুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিতে থাকিবে। ইহার নাম মাৎস্যেন্দ্রাসন।

ইতি মাৎস্যেন্দ্রাসনং।

উৎকটাসনং।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামবষ্টভ্য ধরাং গুল্‌ফে চ খে গতৌ।
তত্রোপরি গুদং ন্যস্য বিজ্ঞেয়মুৎকটাসনং॥

পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতল অবলম্বন পূর্ব্বক গুল্‌ফদ্বয়কে বিনা অবলম্বনে শূন্যে স্থাপন করিয়া ঐ দুই গুল্‌ফের উপরিভাগে গুহ্য সংস্থাপন করিবে। ইহার নাম উৎকটাসন।

ইতি উৎকটাসনং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এতত্তে কথিতং দেবি আসনানাস্তু লক্ষণং।
অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি যোগানাং শ্রেয়সাধনং॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট আসনসমূহের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যোগসাধনের বিষয় যাহা যাহা বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিতেছি অবধান কর।

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥

প্রথমে পূরকাভ্যাসযোগ দ্বারা আধারপদ্মমধ্যে বায়ুর সহিত মনকে পূরণ করিতে হইবে। গুহ্যদ্বার ও শিশ্ন যাবৎ স্থানকে যোনিমণ্ডল বলা যায়। এই যোনিস্থলকে আকুঞ্চন পূর্ব্বক মুদ্রাবন্ধন করিবে।

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুকসন্নিভং।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তয়া পিহিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥

তৎকালে ব্রহ্মযোনিগত, বন্ধুককুসুমসন্নিভ, সূর্য্যকোটিবৎ সমুজ্জ্বল কামদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে অগ্নিশিখাবৎ সূক্ষ্ম, চৈতন্যস্বরূপিণী পরমাশক্তি ও তদন্বিত পরমাত্মাকে একীভূত অর্থাৎ শিবশক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিবে।

গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণং।
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারাপ্রবর্ষিণং।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলং॥

ঐ প্রকারে শিবশক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিলে তৎপরে ব্রহ্মমার্গে অর্থাৎ সুষুম্নান্তর্ভূত ব্রহ্মপথ দ্বারা ক্রমে লিঙ্গত্রয়ে গমন করিয়া থাকে অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ অবয়ববিশিষ্ট জীব বায়ুসহকারে কুণ্ডলীশক্তি

সহ ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। * ঐ কুণ্ডলীশক্তি হইতে পরমানন্দলক্ষণ-সম্পন্ন, শ্বেতরক্ত বর্ণ, তেজঃসম্পন্ন সুধাধারা বিগলিত হয়। উহাকেই কুলামৃত কহে। দীপ্যমান কুলামৃত ঊর্দ্ধে পান করত পুনরায় অধোবতরিত হইয়া সেই ব্রহ্ম যোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করেন। †

পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতে॥

পুনরায় ঊর্দ্ধে ব্রহ্মযোনিতে গতায়াতরূপ প্রাণায়াম মাত্রাযোগে গমন করিবে, সেই ব্রহ্মযোনি কুণ্ডলীই ময়োক্ত এই তন্ত্রে প্রাণস্বরূপা পরমাত্মার প্রাণসমা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ‡

পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদিশিবাত্মকং।
যোনিমুদ্রা পরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥

---

* জীবের তিন রূপ ;—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল—চতুঃষষ্টিবৃত্তি বিশিষ্ট। সূক্ষ্ম—স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষরূপ সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। কারণ—কারণাবস্থায় শুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন অপূর্ব্ববিশিষ্ট, অতি সুসূক্ষ্ম উপলব্ধিমাত্র।

† কুণ্ডলীতে যে সুধাধারা বিগলিত হয়, তাহাকেই কুলামৃত কহে। তন্ত্রে যে কৌলিক কুলাচারীর উল্লেখ আছে, তাহা ঐ কুলসাধক ও ঐ সুধাপায়ী বুঝিতে হইবে ; নতুবা সামান্য যোনি ও সামান্য সুরাপান করিলে কৌলিক বলা যায় না।

‡ তন্ত্রান্তরেও কথিত আছে যে, "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতং ধরণীতলে। উথায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। যাতায়াতং ত্রিভিঃ কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" অর্থাৎ মূলাধারে ধরাতল হইতে উঠিয়া ঊর্দ্ধে শিরস্থিত অধোমুখ কমলকর্ণিকান্তর্গত পরমশিবের সহিত সমাসক্তা কুণ্ডলী, তাহাতে শ্বেত লাক্ষারস সম গলিত সুধা পান করিয়া পুনরায় ধরাতলে পতিত হইবে ; পুনরায় ঊর্দ্ধে গিয়া পুনর্ব্বার পান করিবে। এই প্রকার তিনবার

পুনর্বার জীবত্মাকে কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন চিন্তা করিবে। ইহাকেই যোনিমুদ্রা কহে। এই মুদ্রা যাবতীয় মুদ্রার প্রধান। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট যোনিমুদ্রাবন্ধন কীর্ত্তন করিলাম। এই মুদ্রাবন্ধের প্রসাদে সাধক যাবতীয় কার্য্যই সাধন করিতে পারেন। এমন কোন বিষয় নাই, যাহা তাঁহার অসাধ্য হইতে পারে।*

গতায়াত করিয়া তৎসুধা পান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাকেই কুলাচার কহে। নতুবা সুরাপানে অবশেন্দ্রিয় হইয়া একবার উত্থিত হওয়া ও একবার পড়িয়া যাওয়াকে কুলসাধনা বলা যায় না।

* তন্ত্রান্তরে যোনিমুদ্রার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রকাশিত হইল, যথা—

সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণচক্ষুর্নসোমুখং।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যনামাদিভিশ্চ সাধয়েৎ॥
কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ।
ষট্চক্রাণি ক্রমাদ্ধ্যাত্বা হুঁ হংসমনুনা সুধীঃ॥
চৈতন্যমানয়েদ্দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী।
জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য পরাম্বুজে॥
শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরংশিবেন সঙ্গমং।
নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখং॥
শিবশক্তিসমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ।
আনন্দঞ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ॥
যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।
সংকৃত্তু লাভসংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ সিদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা নেত্রযুগল, মধ্যমাদ্বয় দ্বারা নাসাদ্বয়, এবং অনামিকাদ্বয় দ্বারা মুখ অবরুদ্ধ করিবে। পরে

ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতা স্তম্ভিতাশ্চ যে।
দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখাহীনা মলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ।
মন্দা বালাস্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়া যৌবনগর্ব্বিতাঃ।
অরিপক্ষে স্থিতা যে,চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।
ত্বয়া সত্ত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধা কৃতাঃ।
বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু।
সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ।
দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিঞ্চ্য সহস্রধা।
ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষা মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥

যে সকল মন্ত্র ছিন্ন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, শিখাহীন, মলিন, তিরস্কৃত, মন্দ, বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যৌবনগর্ব্বিত, অরিপক্ষে স্থিত, নির্ব্বীর্য, সত্ত্বহীন, সত্ত্বাদি গুণশূন্য, খণ্ডিত, শতধা কৃত, সেই সকল মন্ত্রও গুরুকর্ত্তৃক যথাবিধানে বিনিযোজিত হইলে সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদান করে; কিন্তু বহুবিলম্বে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুরু যথাবিধানে দীক্ষিত করিয়া সহস্রাভিষেক করত তৎপরে মন্ত্রের অধিকারার্থ এই যোনিমুদ্রা বন্ধন করিতে উপদেশ দিবেন।

কাকীমুদ্রা দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অপানবায়ুর সহিত সংযোজিত করিবে। পরে যথাক্রমে দেহাভ্যন্তরস্থ ছয়টী চক্র ধ্যান করিয়া হুঁ ও হংস এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জাগরিত করিবে এবং সেই জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদলপদ্মে উত্থাপিত করিয়া চিন্তা করিবে যে, যোগী স্বয়ং শক্তিময় হইয়া শিবের সহিত সঙ্গমে নিরত আছে, নানাপ্রকার সুখভোগ ও বিহার করিতেছে এবং শিব ও শক্তির সংযোগে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ দৃঢ়চিত্তে চিন্তা করিবে। ইহাকেই যোনিমুদ্রা কহে। ইহা সুরগণের দুর্ল্লভ ও পরম গোপনীয়। একমাত্র ইহার সাধনদ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় এবং সাধক অনায়াসে সমাধিস্থ হইতে পারে। কুব্জিকাতন্ত্রে এই মুদ্রার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহা ও এই স্থলে সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশিত রহিল, যথা—

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ত্রৈলোক্যমপি ঘাতয়েৎ।
নাসৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥

সহস্র ব্রহ্মণ হত্যা, অধিক কি ত্রিভুবন বিনষ্ট করিয়া যদি এই যোনিমুদ্রা বন্ধন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয় না।

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতৈঃ পাপৈর্ন বধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥

এই মুদ্রার প্রসাদে, গুরুহন্তা, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুদারাগামী ব্যক্তিও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি শারদিন্দুনিভাননে।
অতীব গোপনং দেবি ন প্রকাশ্যং কদাচন।
ন প্রকাশ্যমিদং দেবি স্বযোনিরিব পার্ব্বতি॥
নিশীথে মুক্তকেশস্তু নগ্নঃ শক্তিসমন্বিতঃ।
চিন্তয়েদিষ্টদেবীঞ্চ যোগিনাং যোগরূপিণীং।
গুহ্যদেশে বামপাদগুল্ফং সংযোজয়েৎ সুধীঃ।
শরীরঞ্চ স্থিরীকৃত্য জিহ্বায়াং তালুকং ন্যসেৎ।
নাসাগ্রং নেত্রযুক্তঞ্চ কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি।
কণ্ঠাসনং তথা কৃত্বা চিন্তয়েদুর্দ্ধবাহিনীং।
ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং মূলাধারনিবাসিনীং।
প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি।
এবমভ্যস্যমানস্তু সাধকঃ পরমেশ্বরি।
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
চতুর্ব্বিধা তু সা সৃষ্টিস্তস্যাং যোনৌ প্রবর্ত্ততে।
যোনিমুদ্রেয়মাখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥

তস্মাদভ্যাসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥

এই কারণেই মোক্ষকামীগণ প্রত্যহ এই মুদ্রাবন্ধের অভ্যাস করিবে, অভ্যাসবশেই ক্রমে সিদ্ধি লাভ হয় এবং অভ্যাসবশেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সম্বিদং লভতেভ্যাসাৎ যোগাভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে।
মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনং।
কালবঞ্চনমভ্যাত্তথা মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥

অভ্যাসবশেই জ্ঞানলাভ, অভ্যাসবশেই যোগপ্রবৃত্তি, অভ্যাসবশেই মুদ্রাসিদ্ধি, অভ্যাসবশেই প্রাণায়াম সিদ্ধি লাভ হয় এবং অভ্যাসবশেই কালকে বঞ্চনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে।

বাক্সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ।
সর্ব্বথা নৈব দাতব্যা প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥

অভ্যাসবশেই বাক্সিদ্ধি ও কামচারিত্ব লাভ করা যায়। এই যোনিমুদ্রা পরম গোপনীয়, ইহা যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না; প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও যাহাকে তাহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

কথিতেয়ং পরা মুদ্রা দেবেশি প্রাণবল্লভে।
চতুর্ব্বিংশতিমুদ্রাণাং লক্ষণানি বদাম্যহং ॥

হে দেবেশি! হে প্রাণবল্লভে! এই তোমার নিকট পরমশ্রেষ্ঠ যোনিমুদ্রা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে অবশিষ্ট চতুর্বিংশতি সংখ্যক মুদ্রা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী ।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োপি চ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীং ।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ ॥

গুরুদেবের প্রসন্নতা দ্বারা যৎকালে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হবেন, তৎকালে ষট্‌চক্রস্থ পদ্ম ও গ্রন্থি সমূহ ভেদ হইয়া থাকে ; অতএব যত্ন-সহকারে সেই ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থ নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিবার জন্য মুদ্রা অভ্যাস করিবে । *

মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জলন্ধরং ।
মূলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ খেচরী ।
বিপরীতকরী মুদ্রা বজ্রোণী শক্তিচালনী ।
তড়াগী মাণ্ডবী মুদ্রা শাম্ভবী পঞ্চধারণা ।
অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী ।
চতুর্ব্বিংশতি মুদ্রাণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাং ॥

---

* গ্রহযামলে এই বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহাও এই স্থানে বিবৃত হইল, যথা,—

সশৈলবনধাত্রীনাং যথাধারোঽহিনায়কঃ ।
সর্ব্বেষাং হটতন্ত্রাণাং তথাধারা হি কুণ্ডলী ।
সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী ।
তদা পদ্মানি সর্ব্বাণি ভিদ্যতে গ্রন্থয়োপি চ ।
প্রাণস্য শূন্যপদবী তদা রাজপথায়তে ।
যদা চিত্তং বিনালম্বং তদা কালস্য বঞ্চনং ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরং ।
ব্রহ্মরন্ধ্র মুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ ॥

হে দেবি। যোনি মুদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক মুদ্রা যথাক্রমে মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীযান বন্ধ, জালন্ধরবন্ধ, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরণী, বজ্রোণী, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ভবী, পঞ্চ প্রকার ধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী নামে পবিকীর্ত্তিত। †

শ্রীদেব্যুবাচ।

পঞ্চধারণনামানি বদ মে পরমেশ্বর।
লভামি পরমং জ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে পবমেশ্বব! হে সুবেশ্বব। আপনি যে পঞ্চবিধ ধাবণামুদ্রাব উল্লেখ করিলেন, তাহাদিগেব পৃথক পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ করুন, আপনাব প্রসাদে এই সমস্ত অবগত হইযা পবম জ্ঞান লাভ করিব।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পার্থিবী বায়বী দেবি আকাশী আম্ভসী তথা।
বৈশ্বানরী চ পঞ্চৈব ধারণা পঞ্চধা মতা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি। পঞ্চ প্রকাব ধারণা মুদ্রা যথাক্রমে পার্থিবী, বাযবী, আকাশী, আম্ভসী ও বৈশ্বানরী নামে অভিহিত।

• একমাত্র অনন্তই যেরূপ শৈলকানন-বিরাজিতা ধরিত্রীর আধাব, সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই যাবতীয হঠতন্ত্রেব একমাত্র আধাব। এই নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেই দেহস্থ ষট্‌চক্রস্থিত সমস্ত পদ্ম ও গ্রন্থি ভেদ হইযা থাকে। অবলম্বন ব্যতীত চিত্তকে স্থিব করিতে পারিলেই অমরত্ব লাভ করা যায়, অতএব সযত্নে ব্রহ্মরন্ধ্র মুখে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিবার জন্য মুদ্রাভ্যাস করিবে।

† রুদ্রযামলে দশপ্রকার মাত্র মুদ্রার উল্লেখ আছে, যথা—

অধুনা তু প্রবক্ষ্যামি লক্ষণানি মহেশ্বরি।
শৃণু তৎপ্রথমং দেবি মহামুদ্রায়া লক্ষণং॥

হে মহেশ্বরি। এক্ষণে মুদ্রা সকলের লক্ষণ কীর্ত্তন করিব। হে দেবি। সর্ব্বপ্রথমে মহামুদ্রার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

মহামুদ্রা।

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেস্মিন্ মম বল্লভে।
যাং প্রাপ্য সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ।
অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরং।
গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাং।
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি।
চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্বায়ুসাধনং।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ।
প্রাণায়ামং সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ॥

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
উড্ডীয়ানং মূলবন্ধো বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ।
করণং বিপরীতাখ্যং বজ্রোণী শক্তিচলনং।
ইদন্তু মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনং।
দেবেশি কথিতং দিব্যমষ্টৈশ্বর্য্যপ্রদায়কং।

অর্থাৎ মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্ডীয়ান, মূলবন্ধ জালন্ধর, বিপরীতকরী, বজ্রোণী, শক্তিচালন এই দশমুদ্রা অষ্টৈশ্বর্য্যপ্রদ

হে প্রাণবল্লভে। অধুনা আমার এই তন্ত্রোক্ত মহামুদ্রালক্ষণ বলিতেছি। পূর্ব্বকালে কপিলাদি সিদ্ধগণ এই মুদ্রার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। গুরুদেবের উপদেশানুসারে বামগুল্ফ দ্বারা * যোনিমণ্ডলকে পীড়িত করিয়া ও দক্ষিণ পদকে প্রসারিত করতঃ করদ্বয় দ্বারা ধরিবে ও দেহস্থ নবদ্বারকে সংযত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে চিবুক সংস্থাপন করিবে এবং চিত্তকে চৈতন্যমার্গে অর্পিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু ধারণ করিতে হইবে। এই মহামুদ্রা সমস্ত তন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। যোগী ব্যক্তি এই মুদ্রা প্রথমে বাম অঙ্গে অভ্যাস করিয়া পুনরায় দক্ষিণ অঙ্গে অভ্যাস করিবে এবং উভয় অঙ্গে অভ্যাসসময়ে মনঃসংযমনপূর্ব্বক যথানিয়মে প্রাণায়াম করিবে। †

ইতি মহামুদ্রালক্ষণ।

---

* গুহ্য ও উপস্থ এই উভয়ের মধ্যস্থিত স্থান।

† তন্ত্রান্তরে মহামুদ্রার লক্ষণ যথা—

পায়ুমূলং বামগুল্ফে সংপীড্য দৃঢ়যত্নতঃ।
যাম্যপাদং প্রসার্য্যাথ করে ধৃতপদাঙ্গুলিঃ।
কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা ভ্রুবোর্ম্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ।
ক্ষয়কাসং গুদাবর্ত্তং প্লীহাজীর্ণং জ্বরস্তথা।
নাশয়েৎ সর্ব্বরোগাংশ্চ মহামুদ্রাতিসেবনাৎ ॥

বামগুল্ফ দ্বারা সযত্নে দৃঢ়রূপে গুহ্যদেশ পীড়িত করিয়া দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করত হস্তদ্বারা চরণের অঙ্গুলি ধারণ করিবে এবং কণ্ঠদেশ সংকোচন পূর্ব্বক ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে। ইহাকেই মহামুদ্রা কহে। এই মহামুদ্রার আচরণ করিলে ক্ষয়কাস, গুদাবর্ত্ত, প্লীহা, অজীর্ণ, জ্বর ইত্যাদি বিনাশ পায়।

দত্তাত্রেয়সংহিতায় মহামুদ্রার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহাও এই স্থানে বিবৃত হইল যথা,—

পার্ষ্ণিং বামস্য পাদস্য যোনস্থানে নিযোজয়েৎ।
প্রসার্য্য দক্ষিণং পাদং হস্তাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ং।

মহামুদ্রাফলং।

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভগ্যোপি সিধ্যতি।
সর্ব্বাসামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণং।
জীবনস্তু কষায়স্য পাতকানাং বিনাশনং।
সর্ব্বরোগোপশমমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং।
বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং।
এতদুক্তানি সর্ব্বাণি যোগারূঢস্য যোগিনঃ।

চিবুকং হৃদয়ে ন্যস্য পূরয়েদ্বায়ুনা পুনঃ।
কুম্ভকেন যথাশক্তি ধারয়িত্বা চ রেচয়েৎ।
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষিণাঙ্গেন চাভ্যসেৎ।
প্রসারিতস্তু যঃ পাদস্তমূরূপরি বিন্যসেৎ॥

বামগুলফ যোনিস্থলে স যুক্ত করিয়া ও দক্ষিণ পদ প্রসারণ পূর্ব্বক করদ্বয় দ্বারা দৃঢরূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষের উপরে চিবুক রাখিয়া যথাশক্তি কুম্ভক দ্বারা বায়ুকে পূরিত, স্তম্ভিত ও রেচিত করিবে। এই মুদ্রা বামাঙ্গে অভ্যাস করিয়া দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিতে হয় এবং যে পদ প্রসারিত করিয়া থাকিবে, তাহা উরুর উপরে ন্যস্ত করিবে।

রুদ্রযামলে যেরূপ লক্ষণ আছে, তাহাও লিখিত হইল যথা —

পাদমূলেন বামেন যোনিং সংপীড্য দক্ষিণং।
পাদং প্রসারিতং কৃত্বা করাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ং।
কণ্ঠে বক্ত্রং সমারোপ্য ধারয়েদ্বায়ুমূর্দ্ধতঃ।
যথা দণ্ডাহতঃ সর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে।
ঋজ্বীভূতা তথা শক্তিঃ কুণ্ডলী সহসা ভবেৎ।
তদা সা মরণাবস্থা জায়তে দ্বিপুটাশ্রিতা।

ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যান্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ।
মুদ্রা কামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ॥

যোগী মন্দভাগ্য হইলেও এই মহামুদ্রা সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এই মুদ্রাপ্রসাদে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ী চালিত হয় জীবনীশক্তিস্বরূপ শুক্র জীবনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্তম্ভিত করে, অখিল পাতক বিনাশ পায়, যাব তীয় রোগ বিদূরিত হয়, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, শরীরে বিমল লাবণ্য জন্মে, জরামৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না, বাঞ্ছিত অর্থ ও সুখলাভ হইয়া থাকে এবং জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়। যোগীব্যক্তি এই মুদ্রাভ্যাস দ্বারা ঐ সকল ফল লাভ করেন সন্দেহ নাই। এই মুদ্রা সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে। ইহা দ্বারা যোগী দুস্তীর্য্য সংসারসাগর পার হইয়া থাকে। এই মুদ্রা কামধেনুস্বরূপিণী, ইহা অতি গোপনে সাধন করা কর্ত্তব্য। যাহাকে তাহাকে ইহা প্রদান করিবে না। *

ইতি মহামুদ্রাফলং।

বাম গুলফ দ্বারা যোনি পীড়ন পূর্ব্বক দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়া দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং কণ্ঠে মুখ সংস্থাপন করত কুম্ভক দ্বারা বায়ু রোধ করিতে হইবে। দণ্ড দ্বারা আহত হইলে সর্প যেমন দণ্ডের ন্যায় সরল আকার ধারণ করে, তদ্রূপ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এই মুদ্রানুষ্ঠান দ্বারা সরলভাব ধারণ করেন। পরে ঐ পূরিত বায়ু প্রাণায়ামসহকারে ক্রমশঃ রেচিত করিবে। ইহাকেই মহামুদ্রা কহে।

* রুদ্রযামলে মহামুদ্রার যেরূপ ফল বর্ণিত আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

মহাক্লেশাদয়ো দোষাঃ ক্ষীয়ন্তে মরণাদয়ঃ।
মহামুদ্রা তু তেনৈব সমাখ্যাতা মহেশ্বরি।

নভোমুদ্রা।

যত্র তত্র স্থিতো যোগী সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বদা।
ঊর্দ্ধজিহ্বঃ স্থিরোভূত্বা ধারয়েৎ পবনং সদা।
নভোমুদ্রা ভবেদেষা যোগিনাং রোগনাশিনী ॥

স্থিরভাবে ঊর্দ্ধদিকে জিহ্বা চালিত করিয়া কুম্ভকসহকারে বায়ুরোধ করিতে হইবে। ইহারই নাম নভোমুদ্রা। ইহা দ্বারা যোগীগণের যাবতীয় রোগ বিনাশ পায়।

ইতি নভোমুদ্রালক্ষণং।

চন্দ্রাঙ্গেন সমভ্যস্য সূর্য্যাঙ্গেন সমভ্যসেৎ।
যাবৎ সংখ্যা ভবেত্তুল্যা ততো মুদ্রাং বিসর্জ্জয়েৎ।
ন হি পথ্যমপথ্যং বা রসাঃ সর্ব্বেপি নীরসাঃ।
অপি ভুক্তং বিষং ঘোরং পীযূষমিব জীর্য্যতি।
অতঃ শনৈঃ শনৈরেব রেচয়েত্তং ন বেগতঃ।
ইয়ং খলু মহামুদ্রা তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে।
ক্ষয়কুষ্ঠগুদাবর্ত্তা গুদপ্লীহপুরোগমাঃ।
তস্য দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুদ্রাঞ্চ যোভ্যসেৎ।
কথিতেয়ং মহামুদ্রা জরামরণনাশিনী।
গোপনীয়া প্রযত্নেন ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ ॥

এই মুদ্রার প্রসাদে মহাক্লেশাদি ও মরণাদি বিদূরিত হয়, হে মহেশ্বরি! এই জন্যই ইহা মহামুদ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মুদ্রা প্রথমতঃ বামাঙ্গে অভ্যাস করিয়া তৎপরে দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিতে হয়। ইহা অভ্যাসে কোনরূপ পথ্যাপথ্যের নিয়ম নাই, ইহার প্রসাদে, ভুক্ত ঘোরতর বিষও অমৃতের ন্যায় জীর্ণ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি এই মহামুদ্রা অভ্যাস করে, তাহার ক্ষয়, কুষ্ঠ, প্লীহা প্রভৃতি দোষ বিনাশ পাইয়া থাকে এবং এই মুদ্রা

উড্ডীয়ানবন্ধঃ ।

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ ।
উড্ডানো বন্ধ এষঃ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ ।
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ ।
বন্ধোঽয়ং উড্ডীয়ানাখ্যো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥

নাভির উর্দ্ধ ও অধোদেশ এবং পশ্চিম দ্বারকে একভাবে কুঞ্চিত করিবে অর্থাৎ কুম্ভক সহকারে নাভির অধোদেশস্থ নাড়ী প্রভৃতিকে নাভির উর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করিবে। ইহাকেই উড্ডীয়ানবন্ধ কহে। ইহ দ্বারা অখিল দুঃখ দূর হয় এবং মৃত্যু পরাজিত হয় ।*

ইতি উড্ডীয়ানবন্ধলক্ষণং ।

জরা ও মৃত্যু বিনাশ করিয়া দেয়। এই মুদ্রা সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে, যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না ।

* উড্ডীয়ানবন্ধের তন্ত্রান্তরোক্ত লক্ষণগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ।--

বন্ধো যেন সুষুম্নায়াং প্রাণ উড্ডীয়তে ততঃ ।
তস্মাদুড্ডীয়ানাখ্যোয়ং জ্ঞাতব্যং পরমেশ্বরি ।
উড্ডানং কুরুতে যস্মাদবিশ্রান্তো মহাখগঃ ।
উড্ডীয়ানং তদেব স্যাৎ তত্র বন্ধো নিগদ্যতে ।
উদরে পশ্চিমে তানং নাভেরূর্দ্ধঞ্চকারয়েৎ ।
উড্ডীয়ানো হ্যসৌ বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ।
উড্ডানকন্তু সহজং কথ্যতে পরমেশ্বরি ।
অভ্যাসেন বিতন্দ্রস্তু বৃদ্ধোপি তরুণো ভবেৎ ।
নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ।
ষণ্মাসাভ্যাসতো মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ ।

উড্ডীয়ানস্য ফলং ।

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে ।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যেন শুদ্ধো ভবেন্মরুৎ ।
ষণ্মাসমভ্যসন্‌ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ।
তস্যোদরাগ্নিজ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে ।
অনেন সুতরাং সিদ্ধির্বিগ্রহস্য প্রজায়তে ।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ।
গুরোর্লব্ধ্বা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্ল্লভং ॥

যে যোগী প্রতিদিন চারিবার এই উড্ডীয়ানবন্ধের অভ্যাস করে তাহার নাভিশুদ্ধি ও শরীরস্থ বায়ুশুদ্ধি হয় । ছয় মাস যাবৎ ইহার অভ্যাস করিলে যোগী মৃত্যুকে পরাজয় করিতে পারে সন্দেহ নাই আর তাহার উদরাগ্নির বৃদ্ধি হয় । ইহার প্রভাবে দেহপোষক রসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা যোগীর দেহসিদ্ধি ও অরোগিতা লাভ হয় । গুরুর নিকট সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া সুধী সাধক সযত্নে নির্জ্জনে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়া এই সুদুর্ল্লভ বন্ধ সাধন করিবে ।

ইতি উড্ডীয়ানবন্ধস্য ফল ।

সতি বজ্রাসনে পাদৌ করাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ং ।
গুল্‌ফদেশসমীপে তু স্কন্ধং তত্র প্রপীড়য়েৎ ।
পশ্চিমে তানমুদরে কারয়েৎ হৃদয়ে গলে ।
শনৈঃ শনৈর্যথা প্রাণস্তুন্দসিদ্ধিং স গচ্ছতি ।
সর্ব্বেষামেব বন্ধানামুত্তমোপ্যুড্ডীয়ানকঃ ।
উড্ডীয়ানে মহেশানি মুক্তিঃ স্বাভাবিকী ভবেৎ ॥

জালন্ধরবন্ধঃ।

কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা চিবুকং হৃদয়ে ন্যসেৎ।
জালন্ধরে কৃতে বন্ধে ষোড়শাধারবন্ধনং।
জালন্ধরং মহামুদ্রা মৃত্যোরক্ষয়কারিণী॥

কণ্ঠপ্রদেশ সংকুচিত করত চিবুক বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেই তাহাকে জালন্ধরবন্ধ কহে। ইহাদ্বারা ষোড়শ আধার বদ্ধ হয় ও মৃত্যুকে অবশেষে পরাজয় করা যায়।*

ইতি জালন্ধরবন্ধ।

জালন্ধরস্য ফলং।

বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বঞ্চ সংপ্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে।

---

* কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ং।
বন্ধো জালন্ধরাখ্যোয়মমৃতাব্যয়কারকঃ॥

কণ্ঠদেশ আকুঞ্চন পূর্ব্বক হৃদয়ে দৃঢ়রূপে চিবুক স্থাপন করিলেই তাহাকে জালন্ধরবন্ধ কহে। ইহা দ্বারা মৃত্যু পরাভূত হয়। ইতি গ্রহযামলঃ

বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ।
নাভিস্থো বহ্নির্জন্তূনাং সহস্রকমলচ্যুতং।
পিবেৎ পীযূষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাং॥

গলদেশের শিরা সমূহকে বন্ধন করত হৃদয়ে চিবুক স্থাপন পূর্ব্বক কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিবে। ইহার নাম জালন্ধরবন্ধ। ইহা সুরগণেরও দুর্লভ। জীব কুলের নাভিদেশস্থ বহ্নি সহস্রারকমলবিগলিত প্রচুর সুধাধারা পান করিয়া থাকে, এই জন্য জালন্ধরবন্ধের অনুষ্ঠান করিবে। ইতিতন্ত্রান্তরং।

জালন্ধরো বন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ।
অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥

ইহার প্রসাদে সুবুদ্ধিমান্ সাধক সহস্রারকমলগলিত সুধাকে অধোভাগে অবতারিত হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধে তালুকুহরপথে জিহ্বা দ্বারা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করে এবং নিজদেহে ত্রিভুবনে সানন্দে বিহার করে। এই বন্ধ দ্বারা সিদ্ধগণের সিদ্ধিলাভ হয়। সিদ্ধিকামী যোগী প্রত্যহ ইহার অভ্যাস করিবে।

ইতি জালন্ধরবন্ধফলং।

মূলবন্ধঃ।

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতং।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ।
কল্পিতোয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনঃ॥

গুল্ফদ্বারা গুহ্যদ্বার পীড়ন পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অপানবায়ুকে সবলে ক্রমে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেই তাহাকে মূলবন্ধ বলা যায়। ইহা দ্বারা জরা মৃত্যু বিদূরিত হয়।*

ইতি মূলবন্ধলক্ষণং।

---

* পার্ষ্ণিনা বামপাদস্য যোনিমাকুঞ্চয়েত্ততঃ।
নাভিগ্রন্থিং মেরুদণ্ডে সংপীড্য যত্নতঃ সুধীঃ॥
মেঢ্রং দক্ষিণগুল্ফে তু দৃঢ়বন্ধং সমাচরেৎ।
জরাবিনাশিনী মুদ্রা মূলবন্ধো নিগদ্যতে॥

বাম গুল্ফদ্বারা গুহ্য আকুঞ্চন পূর্ব্বক সযত্নে নাভিগ্রন্থিকে মেরুদণ্ডে লগ্ন ও পীড়িত করিবে আর দক্ষিণ গুল্ফদ্বারা উপস্থকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাকেই মূলবন্ধ কহে। ইহাদ্বারা জরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইতি তন্ত্রান্তরং।

মূলবন্ধস্য ফলং।

অপানপ্রাণয়োরৈক্যাৎ প্রকারোত্যধিকল্পিতং।
বন্ধেনানেন সুতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিধ্যতি।
সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে
বন্ধস্যাস্য প্রসাদেন গগনে বিজিতালসঃ।
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
সুগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যসেৎ।
সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্ যোগিপুঙ্গবঃ॥

পার্ষ্ণিভাগেন সংপীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্গুদং।
অপানমূর্দ্ধমুত্থাপ্য মূলবন্ধোয়মূচ্যতে।
অধোগতমপানঞ্চ ঊর্দ্ধ্বাঙ্গে কুরুতে হঠাৎ।
আকুঞ্চনেন তং বিদ্ধি মূলবন্ধং মহেশ্বরি।
যোনিপার্ষ্ণী তু সংপীড্য বায়ুমাকুঞ্চয়েদ্বলাৎ।
বারং বারং তথা চোর্দ্ধ্বং সমায়াতি সমীরণঃ।
প্রাণাদিনোদিতো বিন্দুর্মূলবন্ধেন চৈকতঃ।
ততো যোগস্য সংসিদ্ধিঃ প্রমাণো নাত্র সংশয়ঃ।
প্রাণাপানৌ চ পবনৌ মূলবন্ধেন চৈকতাং।
গত্বা যোগস্য সংসিদ্ধিং গচ্ছতো নাত্র সংশয়ঃ।
অপানপ্রাণয়োরৈক্যাৎ ক্ষয়ান্মূত্রপুরীষয়োঃ।
যুবা ভবতি বৃদ্ধোপি সততং মূলবন্ধনাৎ।
অপানে চোর্দ্ধগে যাতে সংপ্রাপ্তে নাভিমণ্ডলে।
তদানলশিখা দীর্ঘা বর্দ্ধতে বায়ুনাহতা।
ততো যাতং বদ্ধযোনৌ প্রাণেষু চ স্বরূপকং।

কথিত মূলবন্ধসহাযে অপান ও প্রাণবায়ুর ঐক্য সাধন করিতে পারিলেই যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইলে ধরাতলে সকলই সিদ্ধ হয়। এই মূলবন্ধ সাধন দ্বারা সাধক নিরলস ও পদ্মাসনস্থ হইয়া ধরাতল পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গে বিচরণে সক্ষম হয়। ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে যাহার বাসনা থাকে, তিনি অতি গোপনীয় নির্জ্জন স্থলে এই বন্ধ অভ্যাস করিবেন।

ইতি মূলবন্ধফলং।

মহাবন্ধঃ।

ততঃ প্রসারিতঃ পাদো বিন্যস্য তমূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগং।
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখং।
বন্ধয়েদুদরেত্যর্থং প্রাণাপানাখ্যং যঃ সুধীঃ।
কথিতোয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ।
নাড়ীজালাৎ রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ।
উর্ব্বাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ভ্যামেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ॥

দক্ষিণ পদ প্রসারণ পূর্ব্বক বাম উরুর উপরিভাগে স্থাপন করিবে। গুহ্য ও যোনিদেশকে আকুঞ্চন পূর্ব্বক অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধগত করিয়া নাভিপ্রদেশস্থ সমানবায়ুর সহিত সংযোজিত করিবে এবং হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুকে অধোমুখ করিয়া প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয় সহ জঠরমধ্যে কুম্ভকদ্বারা দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ করিবে। ইহারই নাম মহাবন্ধ। ইহাই সিদ্ধির পথপ্রদর্শক। যোগীর দেহস্থ

তৈলাভ্যক্তং প্রদীপস্তু জ্বলনো দেহগস্তথা।
তেন কুণ্ডলিনী সুপ্তা সন্তপ্তা সংবিবুদ্ধ্যতে।
দণ্ডাহতা ভুজঙ্গীব নিঃশ্বস্য ঋজুতাং ব্রজেৎ।
বিলং প্রবিষ্টৈব ততো ব্রহ্মনাড্যন্তরং ব্রজেৎ।
তস্মান্নিত্যং মূলবন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ পরমেশ্বরি॥ ইতি তন্ত্রান্তরং

নাড়ী সমূহ হইতে রসসকল শিরোপরি সমুত্থিত হয়। এই মুদ্রা যথাক্রমে উভয় পদদ্বারা সযত্নে সাধন করিবে।*

ইতি মহাবন্ধলক্ষণং।

মহাবন্ধস্য ফলং।

ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ।
অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ়বন্ধোঽস্থিপঞ্জরে।
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী ভবত্যেতানি যোগিনঃ।
বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমীপ্সিতং॥

এই মুদ্রাভ্যাসদ্বারা সুষুম্নার রন্ধ্র মধ্যে বায়ু সম্যক্প্রকারে প্রবেশ করে। ইহা দ্বারা দেহের পুষ্টি ও অস্থিপঞ্জরের দৃঢ়বন্ধন হয় আর মনঃ পূর্ণ তুষ্টির সহিত ক্রীড়া করে। এই বন্ধপ্রসাদে সাধক সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত সাধনে সক্ষম হয়।

ইতি মহাবন্ধস্য ফলং।

মহাবেধঃ।

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা।
স্ফিচৌ সংতাড়য়েদ্ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতো ময়া॥

---

* বামপাদস্য গুল্‌ফে তু পায়ুমূলং নিরোধয়েৎ।
দক্ষপাদেন তদ্গুল্‌ফং সংপীড্য যত্নতঃ সুধীঃ।
শনৈঃ শনৈশ্চালয়েৎ পার্ষ্ণিং যোনিমাকুঞ্চয়েচ্ছনৈঃ।
জালন্ধরে ধারয়েৎ প্রাণং মহাবন্ধো নিগদ্যতে॥

অপান ও প্রাণবায়ুকে একত্র করত কুম্ভক সহাযে বায়ু দ্বারা উদর পূরণ করিয়া নিতম্বদ্বয়কে সন্তাড়িত করিবে। ইহাকেই মহাবেধ কহে। †

ইতি মহাবেধলক্ষণং।

মহাবেধস্য ফলং।

বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্যসৌ।
যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপিতং।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী।
চক্রমধ্যে স্থিতা দেবাঃ কম্পন্তি বায়ুতাড়নাৎ।
কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে।

বাম গুল্ফদ্বারা গুহ্যপ্রদেশকে রুদ্ধ করিয়া সেই বাম গুল্ফকে দক্ষিণ পদ দ্বারা সযত্নে পীড়িত করত ক্রমে ক্রমে গুহ্যপ্রদেশে চালিত করিবে এবং ক্রমে ক্রমে গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে আর জালন্ধর বন্ধ দ্বারা প্রাণবায়ুর ধারণ করিতে হইবে। ইহাকেই মহাবন্ধ কহে। ইতি তন্ত্রান্তরং।

† রূপযৌবনলাবণ্যং নারীণাং পুরুষং বিনা।
মূলবন্ধমহাবন্ধৌ মহাবেধং বিনা তথা।
মহাবন্ধং সমাসাদ্য উড্ডানকুম্ভকং চরেৎ।
মহাবেধঃ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ॥

যেরূপ পুরুষ ব্যতিরেকে নারীর রূপ, যৌবন ও লাবণ্য সকলই বৃথা হয়, সেইরূপ মহাবেধ ব্যতিরেকে মূলবন্ধ ও মহাবন্ধ উভয়ই বিফল হইয়া যায়। প্রথমতঃ মহাবন্ধ মুদ্রার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উড্ডীয়ানবন্ধ করিয়া কুম্ভকসহাযে বায়ু রোধ করিবে। ইহারই নাম মহাবেধ। ইহার প্রসাদে যোগী ব্যক্তির যোগসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইতি তন্ত্রান্তরং।

মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্ যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ।
এতত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ।
যণ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ।
এতত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধো জানাতি নেতরঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যগ্ লভন্তি চ।
গোপনীয়াঃ প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
অন্যথা চ ন সিদ্ধিঃ স্যান্মুদ্রাণামেষ নিশ্চয়ঃ॥

এই মহাবেধ সাধনের প্রসাদে যোগী ব্যক্তি সুষুম্নাপথস্থ বায়ু দ্বারা গ্রন্থি ভেদ করত ব্রহ্মগ্রন্থিকে ভেদ করিবে। যে ব্যক্তি নিরন্তর এই সুগোপনীয় মহাবেধের অভ্যাস করে, তাহার বায়ুসিদ্ধি হয়। এই বায়ুসাধন দ্বারা জরা-মরণাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরস্থ ষট্চক্রস্থ দেবতাগণ বায়ুর তাড়নাতে কম্পিত হন এবং কুলকুণ্ডলিনীরূপ মহামায়াও কৈলাসনামক বিন্দু-স্থলে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেধ ব্যতিরেকে মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ উভ-য়ই বিফল হইয়া যায়। অতএব যোগী সম্যক্ যত্ন সহকারে মহামুদ্রা, মহা-বন্ধ ও মহাবেধ এই তিনটী ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবেন। যে ব্যক্তি প্রতি-দিন সযত্নে এই তিনটী চারিবার অভ্যাস করে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু পরাজিত হয়। সিদ্ধ ব্যক্তিই এই তিনটীর মাহাত্ম্য অবগত আছেন, অন্য কেহ তাঁহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এই মুদ্রাত্রয় অবগত হইলে সাধক সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। সিদ্ধিকামী সাধকগণ এই সমস্ত মুদ্রা সযত্নে গোপনে রাখিবে, ইহা প্রকাশ করিলে সিদ্ধিলাভের ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই।

ইতি মহাবেধস্য ফলং।

খেচরী মুদ্রা।

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ।

লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাং।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ।
মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ॥

যোগী ব্যক্তি যাবতীয় উপদ্রবশূন্য স্থলে বজ্রাসনে সমাসীন হইয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টিপাত করিবে। অনন্তর জিহ্বামূলের উপরিভাগে তালুদেশে যে একটী অমৃতের কূপস্বরূপ গর্ত্ত আছে, তাহাতে রসনাকে বিপরীতদিকে উত্থিত করিয়া সযত্নে সংযোজন করিবে। হে দেবি! ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে। আমি ভক্তগণের অনুরোধে তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।*

ইতি খেচরীমুদ্রালক্ষণং।

---

* তন্ত্রান্তরে খেচরীমুদ্রার লক্ষণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এ স্থলে প্রকাশিত হইল, যথা—

জিহ্বাধো নাড়ীং সংছিন্নাং রসনাং চালয়েৎ সদা।
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ।
এবং নিত্যং সমাভ্যাসাল্লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ।
যাবদ্গচ্ছেদ্ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে তথা গচ্ছতি খেচরী।
রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েৎ।
কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥

জিহ্বার নিম্নভাগে জিহ্বামূলের সহিত ও রসনার সহিত যে নাড়ী লগ্ন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া নিরন্তর ঐ জিহ্বার নিম্নদেশে জিহ্বার অগ্রভাগকে চালিত করিবে এবং নবনীতদ্বারা জিহ্বাকে দোহন করত লৌহময় জিহ্বা-নির্লেখনী দ্বারা কর্ষণ করিবে। এই প্রকার প্রতিদিন অভ্যাসকরিলে জিহ্বা দীর্ঘ হয়। ঐ জিহ্বা এরূপ দীর্ঘ করিতে হইবে যে, উহাকে যেন অনায়াসে

খেচরী মুদ্রাফলং।

সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ।
তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যান্মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী।
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ।
ক্ষণার্দ্ধং কুরুতে যস্তু তীর্ণঃ পাপমহার্ণবাৎ।
দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত্বা চ সৎকুলে স প্রজায়তে।
মুদ্রৈষা খেচরী যস্তু সুস্থিতোস্যামতন্দ্রিতঃ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি ক্ষণার্দ্ধং মন্যতে হি সঃ।
গুরূপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাং।
নানাপাপরতোপি স লভ্যতে পরমাং গতিং।
সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা যস্মৈ কস্মৈ ন দীয়তে।
প্রচ্ছাদ্যতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে॥

খেচরী মুদ্রা সাধন করিলে তৎপ্রসাদে যাবতীয় সিদ্ধিই লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি নিরন্তর এই মুদ্রার অভ্যাস দ্বারা সহস্রারবিগলিত সুধাধারা তালুমূলে জিহ্বা দিয়া প্রত্যহ পান করে, তাহার সমস্ত শরীরসিদ্ধি হয় অর্থাৎ সুধারস দ্বারা আপ্যায়িত হয় আর তচ্ছরীর কদাচ বিনাশ হয় না। যাহার এই

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে স্পর্শ করান যায়। ঐ ভ্রূমধ্যে জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাইবে এবং তালুর মধ্যভাগে যে গহ্বর আছে, তাহাকে কপালকুহর কহে। ঐ কপালকুহরের মধ্যে জিহ্বাকে ঊর্দ্ধদিগে উল্টাইয়া প্রবিষ্ট করাইবে ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে। ইহাকেই খেচরী মুদ্রা কহে।

মুদ্রা সিদ্ধ হয়, সে অপবিত্র হউক, পবিত্র হউক, অথবা সর্ব্ববিধ অবস্থাগতই হউক, সকল অবস্থাতেই শুদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি অর্দ্ধক্ষণকাল মাত্র এই খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করে, সে পাতকরূপ মহাসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া সুরপুরে নানারূপ সুখ ভোগ করিয়া থাকে এবং ভোগান্তে মানবলোকে সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করে সন্দেহ নাই। যে যোগী সতর্কিতভাবে এই খেচরী মুদ্রা সাধনে অবস্থিত থাকে, সেই যোগী এই দেহ ধারণেই শত ব্রহ্মার পতনকালকে অর্দ্ধক্ষণবৎ বিবেচনা করে। যে সাধক গুরুর উপদেশানুসারে এই খেচরী-মুদ্রা অবগত হয়, সেই ব্যক্তি নানারূপ পাতকে লিপ্ত থাকিলেও পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। এই মুদ্রা জীবনস্বরূপ সন্দেহ নাই। ইহা সাধারণ ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। যোগী ব্যক্তি ইহা যত্ন সহকারে পরম গোপনে রাখিবে।*

ইতি খেচরীমুদ্রাফলং।

---

* তন্ত্রান্তরে খেচরীমুদ্রার ফল যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রকাশিত রহিল, যথা—

ন চ মূর্চ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ রোগজরামৃত্যুর্দ্দেবদেহঃ প্রজায়তে।
নাগ্নিনা দহ্যতে গাত্রং ন শোষয়তি মারুতঃ।
ন দেহং ক্লেদয়ন্ত্যাপো দংশয়েন্ন ভুজঙ্গমঃ।
লাবণ্যঞ্চ ভবেদ্গাত্রে সমাধির্জ্জায়তে ধ্রুবং।
কপালবক্ত্রসংযোগে রসনা রসমাপ্নুয়াৎ।
নানারসসমুদ্ভূতমানন্দঞ্চ দিনে দিনে।
আদৌ লবণক্ষারঞ্চ ততস্তিক্তকষায়ণং।
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং দধিতক্রমধূনি চ।
দ্রাক্ষারসঞ্চ পীযূষং জায়তে রসনোদকং॥

বিপরীতকরণী মুদ্রা।

ভুতলে স্বশিরো দত্ত্বা খে নয়েচ্চরণদ্বয়ং।
বিপরীতীকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥

ভূতলে আপনার মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক পদদ্বয় ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থাপিত করিবে এবং কুম্ভকসহায়ে বায়ুরোধ করত অবস্থিতি করিবে। ইহাকেই বিপরীত করণী মুদ্রা কহে। ইহা যাবতীয় তন্ত্রেই গোপনীয়।†

ইতি বিপরীতকরণীমুদ্রালক্ষণং।

খেচরীমুদ্রা সিদ্ধ হইলে যোগীর দেহে কি মূর্চ্ছা, কি ক্ষুধা, কি পিপাসা, কি আলস্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না, রোগ জরা, মৃত্যু প্রভৃতি সেই যোগীকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহার শরীর দেবশরীরের ন্যায় হয়, অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে এবং বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, জল দ্বারা তদীয় দেহ ক্লিন্ন হইবার সম্ভব নাই, ভুজঙ্গ তাঁহাকে দংশন করিতে সমর্থ হয় না, তদীয় দেহে লাবণ্য ও দিব্যগন্ধ সমুৎপন্ন হয় এবং তিনি সমাধিযোগ লাভ করিয়া থাকেন। তালুদেশ ও জিহ্বার পরস্পর সংযোগ বশতঃ তদীয় জিহ্বাতে নানাপ্রকার রসের উৎপত্তি হয় এবং তিনি দিন দিন সমধিক আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার জিহ্বাতে প্রথমতঃ লবণ ও ক্ষার রস, তদনন্তর তিক্ত ও কষায় রস পরে নবনীত, ঘৃত দুগ্ধ দধি, তক্র, মধু, দ্রাক্ষা ও সুধা প্রভৃতি নানাপ্রকার রসের স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে।

† নাভিমূলে বসেৎ সূর্য্যস্তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ।
অমৃতং গ্রসতে সূর্য্যস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ।
ঊর্দ্ধে চ জায়তে সূর্য্যশ্চন্দ্রঞ্চ অধ-আনয়েৎ।
বিপরীতকরী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
ভূমৌ শিরশ্চ সংস্থাপ্য করযুগ্মঃ সমাহিতঃ।
ঊর্দ্ধপাদঃ স্থিরো ভূত্বা বিপরীতকরী মতা।
মুদ্রেয়ং সাধয়েন্নিত্যং জরামৃত্যুঞ্চ নাশয়েৎ ॥

বিপরীতকরণীফলং।

এতদ্ যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং।
মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়েনাপি সীদতি।
কুরুতেঽমৃতপানং যঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মুদ্রা এক প্রহর যাবৎ অভ্যাস করে, সে মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া থাকে এবং প্রলয়কালেও তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না। যে যোগী শশাঙ্কসুধা পান করে, সে সিদ্ধগণের সমতা প্রাপ্ত হয়। এই বিপরীতকরণীমুদ্রার অনুষ্ঠান করিলে সেই যোগী সর্ব্বলোকেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।*

ইতি বিপরীতকরণীফলং।

---

* সূর্য্যনাড়ী নাভিমূলে এবং চন্দ্রনাড়ী তালুমূলে অবস্থিত। সহস্রারপদ্ম-বিগলিত সুধাধারা নাভিদেশস্থ সূর্য্যনাড়ী পান করে। এই জন্যই মানব মৃত্যুর বশ হয়। তালুমূলস্থ চন্দ্রনাড়ী দ্বারা যোগী ঐ সুধাধারা পান করিতে সমর্থ হইলে মৃত্যু পরাজিত হইয়া থাকে। এই জন্য যোগবলে সূর্য্যনাড়ীকে ঊর্দ্ধে এবং চন্দ্রনাড়ীকে অধোদেশে আনয়ন করিবে অর্থাৎ ধরাতলে শিরোদেশ রাখিয়া করদ্বয় পাতিত করতঃ পাদদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া কুম্ভক করিবে। ইহাকেই বিপরীতকরণী মুদ্রা কহে। ইহা যাবতীয় তন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। এই মুদ্রা প্রত্যহ সাধন করা কর্ত্তব্য। ইহার প্রসাদে জরা ও মৃত্যু পরাজিত হয়। ইতি তন্ত্রান্তরং।

* তন্ত্রান্তরে এই মুদ্রার লক্ষণ ও ফলসম্বন্ধে যেরূপ কীর্ত্তিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

যৎ কিঞ্চিৎ স্রবতে চন্দ্রাদমৃতং দিব্যরূপিণং।
তৎসর্ব্বং গ্রসতে সূর্য্যস্তেন পিণ্ডো জরাযুতঃ।

বজ্রোণীমুদ্রা।

বজ্রোণীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনী।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমামপি।
স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোপি যোগোক্তনিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তো ভবেদ্‌গৃহস্থোপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ।
বজ্রোণ্যভ্যাসযোগোয়ং ভোগে যুক্তোপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা।
পাদৌ বজঃ স্ত্রিয়া যোন্যা যত্নেন বিন্দুং সুধীঃ।

— — — — — —

তন্ত্রান্তি করণং দিব্যং সূর্য্যাস্য মুখবঞ্চনং।
গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন চ শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ।
ঊর্দ্ধং নাভিরধস্তালুরূর্দ্ধং ভানুরধঃ শশী।
করণং বিপরীতাখ্যং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
নিত্যমভ্যাসসংযুক্তং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
স্বল্পাহারো নিরাহারঃ ক্ষুধার্ত্তো বলহা ভবেৎ।
আহারং বহুলং তস্য সংপাদ্য সাধকস্য তু।
নাত্যাহারো যদি ভবেদগ্নির্দ্দেহং দহেৎ ক্ষণাৎ।
অধঃশিরা চোর্দ্ধপাদঃ ক্ষণং স্যাৎ প্রথমে দিনে।
ক্ষণাচ্চ কিঞ্চিদপি চ অভ্যসেদ্ধি দিনে দিনে।
বলিতং পলিতঞ্চৈব ষণ্মাসার্দ্ধ বিনাশয়েৎ।
যামমাত্রন্তু যো নিত্যমভ্যসেৎ স তু কালজিৎ।
ইতি তন্ত্রান্তরং।

দক্ষিণা গুদমাযুজ্য বামমার্গং চরেদ্বশাৎ।
বারং বারং যথা চোর্দ্ধং সমায়াতি সমীরণঃ।

আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ।
স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বন্ধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া।
বামভাগেপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ।
গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ।
অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গব্যভুক্ কুরুতে যোগী গুরুপাদাব্জপূজকঃ।
বিন্দুং বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্ম্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ।

প্রাণাপানৌ নাদাবিন্দূ মূলবন্ধেন চৈকতাং।
মহাযোগস্য সংসিদ্ধিং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
করণং বিপরীতাখ্যং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
নিত্যমভ্যাসযুক্তস্য জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
আহারা বহবস্তস্য সংপাদ্যাঃ স্বাঙ্গতে ধ্রুবং।
অল্পাহারো যদি ভবেদগ্নির্দ্দাহং করোতি বৈ।
ঊর্দ্ধো রবিরধশ্চন্দ্রস্তথা দৃষ্টিশ্চ সাঙ্গতে।
অধঃশিরা চোর্দ্ধপাদঃ ক্ষণং স্যাৎ প্রথমে দিনে।
ক্ষণাত্তু কিঞ্চিদধিকমভ্যসেত্তু দিনে দিনে।
বলিঞ্চ পলিতঞ্চৈব ষণ্মাসোর্দ্ধং ন দৃশ্যতে।
যামমাত্রন্তু যো নিত্যমভ্যসেৎ সতু যোগবিৎ॥
ইতি দত্তাত্রেয়ঃ।

অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা।
মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং।
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ॥

হে পার্ব্বতি। এক্ষণে বজ্রোণীমুদ্রার লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা দ্বারা সংসারান্ধকার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমি স্বীয় ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিতেছি। ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। গৃহস্থ ব্যক্তি যোগোক্ত নিয়মাদি ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র এই বজ্রোণী মুদ্রার অভ্যাসবশে মুক্তি লাভ করিতে পারে। লোভযুক্ত ব্যক্তিও এই মুদ্রার অভ্যাস করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব যোগীগণ যত্ন সহকারে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। অভ্যাসসময়ে বুদ্ধিমান্ সাধক সর্ব্বাগ্রে সযত্নে স্ত্রীযোনি হইতে রজঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক শিশ্ননালদ্বারা নিজ শরীরে প্রবেশ করাইবে। আপনার বিন্দু-পতনকে বন্ধ করিয়া যোনিকুহরে শিশ্নচালনা করিতে হয়। যদি দৈবাৎ বিন্দু প্রচলিত হয়, তাহা হইলে যোনিমুদ্রাযোগে ঊর্দ্ধে রোধ করিয়া সেই বিন্দুকে বামভাগে ইড়া নাড়ীযোগে স্থাপন পূর্ব্বক শিশ্নচালনার নিবারণ করিবে। ক্ষণ-মাত্র সময় যোনি হইতে নিবারণ করিয়া হুহুঙ্কার উচ্চারণ করতঃ যোনিতে শিশ্নচালন আরম্ভ করিবে। রেতবিসর্গক অপান বায়ুকে আকুঞ্চন পূর্ব্বক সবলে রজঃ আকর্ষণ করিবে। গুরুপাদপরায়ণ যোগী আশু যোগসিদ্ধির জন্য গবাভুক্ লইয়া অর্থাৎ সহস্রদলকমলবিগলিত অমৃতধারা পান করিয়া এই নিয়মে মুদ্রাভ্যাস করিবে; পরন্তু কুম্ভক অভ্যাস বিস্মৃত হইবে না। বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজঃ সূর্য্যময়। সযত্নে নিজদেহে এই উভয়ের মেলন করা কর্ত্তব্য। "আমি বিন্দু এবং রজঃ শক্তিস্বরূপ" এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া যখন মেলন হয়, তৎকালে সাধনশীল যোগীর দেহ দেবতাসদৃশ কান্তিমান্ হইয়া থাকে। বিন্দুপাত হইলেই মরণ এবং বিন্দু ধারণ করিতে পারিলেই জীবিত থাকা

যায়। এই হেতু সমস্ত বিন্দুধারণ করাই যোগীর কর্ত্তব্য। বিন্দু হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যোগীগণ এই সকল পরিজ্ঞাত হইয়াই সর্ব্বদা বিন্দু ধারণে অভ্যাস করিবে। *

ইতি বজ্রোণীমুদ্রা কথনং

বজ্রোণীমুদ্রাফলং।

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশী ভবেৎ।
বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতঃ।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাং।
অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগে যুক্তোপি মানবঃ।
স কালে সাধিতোর্থোপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে।
ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং।
অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবং।
সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ।
সহযোন্যমরণী চ বজ্রোণ্যা ভেদতো ভবেৎ।

---

* ধরামবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং
ঊর্দ্ধে ক্ষিপেৎ পাদযুগং শিরঃ খে।
শক্তিপ্রবোধায় চিরজীবনায়
বজ্রোণীমুদ্রা মুনয়ো বদন্তি॥

ধরাতলে হস্ততলদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে পদদ্বয় ও শিরোদেশ উত্থিত করিবে। ইহাকেই বজ্রোণীমুদ্রা কহে। ইহাদ্বারা শরীরের বলবৃদ্ধি হয় এবং চিরজীবিত্ব লাভ করা যায়। ইতি তন্ত্রান্তরং।

যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ ।
দৈবাচ্চলতি চোদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
অমরাণিরিয়ং প্রোক্তা শিশ্ননালেন শোষয়েৎ ।
গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া ।
সহযোনিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ।
সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ ভেদঃ কার্য্যতুল্যগতির্যদি ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা ।
অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ প্রিয়ে ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ ।
এতদ্গুহ্যতমং গুহ্যাৎ ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ ।
স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা ।
স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ ।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা ।
যথা সমভ্যসেদ্যো বৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া ।
শতাঙ্গনোপভোগেপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি ।
সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্ব্বতি ।
ঈশত্বং যৎপ্রসাদেন মমাপি দুর্লভা ভবেৎ ॥

যৎকালে বিন্দু ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে, তখন ধরাতলে সাধকের কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে? হে দেবি! এই বিন্দুধারণপ্রভাবেই ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার ঈদৃশী মহিমা হইয়াছে জানিবে। একমাত্র বিন্দুই জরামরণশীল মূঢ় সংসারী জীবের সুখদুঃখের সংস্থিতি করিয়া দেয়। অতএব এই উত্তমোত্তম যোগই যোগীগণের পক্ষে অতীব কল্যাণকর। ভোগশীল ব্যক্তিও

এই যোগের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, ইহার সাধনফলে ধরাতলে কালে সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। অশেষ ভোগযুক্ত হইয়াও এই যোগ দ্বারা সুখী হওয়া যায় এবং ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই যোগীগণের অভিলষিত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এই যোগসাধনা মহাসুখের সহিত সমাধা হইয়া থাকে, এই জন্য যোগী ব্যক্তিরা ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন। সহযোনি ও অমরোণি এই দুইটী বজ্রোলীমুদ্রার অপরামূর্ত্তি। যে কোনরূপে হউক, সর্ব্বথা বিন্দুধারণ করাই যোগীগণের কর্ত্তব্য। যদি দৈবাৎ বেগে বিন্দু প্রচলিত হয় এবং চন্দ্রসূর্য্যের একত্র মেলন হয় অর্থাৎ শোণিত ও শুক্র একত্র মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই অমরোণী মুদ্রা কহে, কিন্তু শিশ্ননাল দ্বারা ঐ রজবিন্দুকে অভ্যাসবশে শোষণ করিতে হইবে। যোগী ব্যক্তি স্বীয় গলিত বিন্দুকে যোনিমুদ্রাবন্ধ দ্বারা রক্ষ করিবে, ইহাকেই সহযোনিমুদ্রা কহে। ইহা অতি গোপনীয় বলিয়া যাবতীয় তন্ত্রেই কীর্ত্তিত আছে। কার্য্যে যদিও গতি সমান, তথাপি সংজ্ঞাভেদে এই দুই মুদ্রার ভেদ স্বীকার করিতে হয়। এই হেতু সর্ব্বপ্রযত্নে এই দুই মুদ্রার সাধনা করা যোগীদিগের কর্ত্তব্য। হে প্রাণবল্লভে! আমি ভক্তগণের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন এই যোগ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না ইহা অতি যত্নে গোপনে রাখিবে। ইহা অপেক্ষা গোপনীয় ও গুহ্যতম আর কিছুই নাই। এই জন্য বিচক্ষণ সাধকেরা সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা নিরন্তর গোপনে রাখেন। যে ব্যক্তি স্বীয় মূত্রত্যাগকালে বায়ু দ্বারা মূত্রবেগ আকর্ষণ পূর্ব্বক অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে, এবং প্রভূত মূত্রকে পুনরায় আকর্ষণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে লইতে সক্ষম হয়, যে ব্যক্তি প্রতিদিন গুরুপ্রদর্শিত পথে আরোহণ পূর্ব্বক ইহার অভ্যাস করে, সেই সাধকেরই যাবতীয় বিন্দুসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া যথানিয়মে প্রতিদিন এই যোগের অভ্যাস করে, তাহার বিন্দু কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। হে পার্ব্বতি! যত্নপূর্ব্বক বিন্দুসিদ্ধি করিলে ধরাতলে কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে? এই বিন্দু সিদ্ধির প্রসাদেই আমি সুদুর্লভ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইতি বজ্রোণীমুদ্রাফলং।

শক্তিচালনীমুদ্রা।

আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢাং।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্।
শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী॥

সুবুদ্ধি সাধক মূলাধার পদ্মে প্রসুপ্তা সুদৃঢা কুলকুণ্ডলিনীকে অপান বায়ুতে আরোহণ করাইয়া সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক চালনা করিবে। ইহা মুই নাম শক্তিচালনী মুদ্রা এই মুদ্রা সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী। *

ইতি শক্তিচালনীমুদ্রালক্ষণ।

---

* তন্ত্রান্তরে শক্তিচালনী মুদ্রার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা।
শয়িতা ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা।
যাবৎ সা নিদ্রিতা দেহে তাবজ্জীবং পশুর্যথা।
জ্ঞানং ন জায়তে তাবৎ কোটিযোগং সমভ্যসেৎ।
উদ্ঘাটয়েৎ কবাটঞ্চ যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ।
কুণ্ডলিন্যা প্রবোধেন ব্রহ্মদ্বারং বিভেদয়েৎ।
নাভিরহদ্বেষ্টনঞ্চ ন চ লগ্নং বহিঃ স্থিতং।
গোপনীয়গৃহে স্থিত্বা শক্তিচালনমভ্যসেৎ।
বিতস্তিপ্রমিতদীর্ঘং বিস্তারে চতুরঙ্গুলং।
মৃদুলং ধবলং সূক্ষ্মং বেষ্টনাম্বরলক্ষণং।
এবমম্বরযুক্তঞ্চ কটিসূত্রেণ যোজয়েৎ।
ভস্মনা গাত্রসংলিপ্তং সিদ্ধাসনং যথাচরেৎ।
নাসাভ্যাং প্রাণমাকৃষ্য অপানে যোজয়েদ্বলাৎ।

শক্তিচালনীমুদ্রায়াঃ ফলং।

শক্তিচালনমেনং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং।
বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং।
যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাদণিমাদিগুণপ্রদা।
গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ॥

তাবদাকুঞ্চয়েৎ গুহ্যং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া।
যাবদ্গচ্ছেৎ সুষুম্নায়াং বায়ুঃ প্রকাশয়েদ্ধঠাৎ।
তদা বায়ুপ্রবন্ধেন কুম্ভিকা চ ভুজঙ্গিনী।
বদ্ধশ্বাসস্ততো ভূত্বা ঊর্দ্ধমার্গং প্রপদ্যতে।
শব্দদ্বয়ং ফলৈকন্তু যোনিমুদ্রা চ চালনং।
বিনা শক্তিং চালনেন যোনিমুদ্রা ন সিদ্ধ্যতি।
আদৌ চালনমভ্যস্য যোনিমুদ্রাং সমভ্যসেৎ।
ইতি তে কথিতং চণ্ডি প্রকারং শক্তিচালনং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন দিনে দিনে সমভ্যসেৎ॥

পরম দেবতা কুলকুণ্ডলনী শক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা হইয়া ভুজঙ্গিনীর আকারে মূলাধারকমলে প্রসুপ্তা আছেন। যাবৎকাল তিনি শরীরে প্রসুপ্ত থাকেন, তাবৎকাল জীব পশুর ন্যায় অজ্ঞানে আবৃত থাকে, তাবৎকাল কোটি কোটি যোগাভ্যাসেও তাহার জ্ঞানসঞ্চার হয় না। যেরূপ কুঞ্চিকা দ্বারা কবাট উদঘটিত করা যায়, সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া মূর্দ্ধাতে সহস্রারকমলে আনীত করিলেই ব্রহ্মদ্বার ভেদ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথ উন্মুক্ত হয়। ইহাতেই জীবের জ্ঞানলাভ হয়। নগাবস্থায় বহির্দ্দেশে অব-

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই শক্তিচালনী মুদ্রার আচরণ করে, তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি পায় ও তাহার যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইমুদ্রার প্রসাদে ভুজঙ্গী দেবী নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উর্দ্ধে গমন করেন, এই হেতু সিদ্ধি-কামী যোগী ব্যক্তি ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সর্ব্বোত্তম শক্তিচালনমুদ্রার অভ্যাস করে, তাহার অণিমাদিগুণদায়িনী বিগ্রহ-সিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুসারে যথাবিধি এই শক্তিচালন অভ্যাস করে, তাহার মৃত্যুভয় বিদূরিত হইয়া যায় সন্দেহ নাই।

ইতি শক্তিচালনীমুদ্রায়াঃ ফলং।

তাড়াগীমুদ্রা।

উদরং পশ্চিমোত্তানং কৃত্বা চ তড়াগাকৃতি।
তাড়াগী সা পরা মুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী॥

পশ্চিমোত্তান আসন করিয়া সমাসীন হওত উদরকে তড়াগাকৃত করিয়া

স্থিত হইয়া এই যোগ অভ্যাস করিতে নাই। গুপ্ত গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নাভিপ্রদেশ পরিবেষ্টন করিয়া শক্তিচালনীমুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়। বিতস্তি পরিমিত দীর্ঘ, চারি অঙ্গুল বিস্তৃত, মৃদু, শুভ্রবর্ণ ও সূক্ষ্ম বসন দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করিবে। ঐ নাভিবেষ্টনবসনকে কটিসূত্র দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়। ভস্ম দ্বারা শরীর লেপন করিয়া সিদ্ধাসনে উপবেশন করত নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক সবলে অপানবায়ুতে সংযুক্ত করিবে এবং যাবৎ সুষুম্না নাড়ী মধ্যে বায়ু গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, তাবৎ গুহ্যপ্রদেশকে ক্রমে ক্রমে অশ্বিনীমুদ্রা দ্বারা আকুঞ্চিত করিবে। এই প্রকারে বদ্ধশ্বাস হইয়া কুম্ভকযোগসহায়ে বায়ু আবদ্ধ করিলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইয়া উর্দ্ধ-মার্গে সমুত্থিত হন এবং সহস্রার কমলে পরমাত্মার সহিত আবদ্ধ হইয়া থাকেন। শক্তিচালনীমুদ্রা সাধন ভিন্ন যোনিমুদ্রার সাধনা হয় না। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে শক্তিচালনী মুদ্রা অভ্যাস করিয়া তদনন্তর যোনি মুদ্রার অভ্যাস করিবে। এই মুদ্রা অতীব গোপনীয় ইহা প্রত্যহ অভ্যাস করা বিধেয়।

কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিবে। ইহার নাম তাড়াগীমুদ্রা। ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ মুদ্রা আর নাই। ইহা দ্বারা জরা ও মৃত্যু বিনাশ পায়।

ইতি তাড়াগীমুদ্রাফলং।

মাণ্ডুকীমুদ্রা।

মুখং সমুদ্রিতং কৃত্বা জিহ্বামূলং প্রচালয়েৎ।
শনৈর্গ্রসেদমৃতন্তন্মাণ্ডুকীমুদ্রিকাং বিদুঃ।
বলিতং পলিতং নৈব জায়তে নিত্যযৌবনং।
ন কেশে জায়তে পাকো যঃ কুর্য্যান্নিত্যমাণ্ডুকীং॥

মুখ মুদিত করত ঊর্দ্ধভাগে তালুবিবরে রসনামূলকে চালিত করিয়া রসনা দ্বারা সহস্রারবিগলিত সুধা ক্রমশঃ পান করিবে। ইহার নাম মাণ্ডুকীমুদ্রা। এই মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা বলিত ও পলিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কেশের পক্কতা বিনাশ পায় এবং চিরযৌবন বিদ্যমান থাকে।

ইতি মাণ্ডুকীমুদ্রালক্ষণং।

শাম্ভবীমুদ্রা।

নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ।
সা ভবেচ্ছাম্ভবী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব॥

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনোযোগসহকারে পরমাত্মাকে চিন্তা-দ্বারা দর্শন করিবে। ইহারই নাম শাম্ভবী মুদ্রা। এই মুদ্রা যাবতীয় পুরাণেই গোপনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র সামান্য বেশ্যার ন্যায় প্রকাশিত আছে, কিন্তু এই মুদ্রা কুলবধূর ন্যায় পরম গোপনীয়।

ইতি শাম্ভবীমুদ্রালক্ষণং।

শাম্ভবীমুদ্রায়াঃ ফলং ।

স এব আদিনাথশ্চ স চ নারায়ণঃ স্বয়ং ।
স চ ব্রহ্মা সৃষ্টিকারী যো মুদ্রাং বেত্তি শাম্ভবীং ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমুক্তং মহেশ্বরি ।
শাম্ভবীং যো বিজানীয়াৎ স চ ব্রহ্ম ন চান্যথা ॥

যে ব্যক্তি এই শাম্ভবীমুদ্রা বিদিত হন, তিনিই আদিনাথ, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ, তিনিই সৃজনকর্ত্তা প্রজাপতি এবং তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। হে মহেশ্বরি! আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতি শাম্ভবীমুদ্রায়াঃ ফলং ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কথিতা শাম্ভবী মুদ্রা শৃণুষ্ব পঞ্চধারণাং ।
ধারণানি সমাসাদ্য কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
অনেন নরদেহেন স্বর্গেষু গমনাগমং ।
মনোগতির্ভবেত্তস্য খেচরত্বং ন চান্যথা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! এই তোমার নিকট শাম্ভবী মুদ্রার লক্ষণাদি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পঞ্চ প্রকার ধারণামুদ্রা শ্রবণ কর। এই পঞ্চ ধারণা সিদ্ধ হইলে ধরাতলে সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা নর-দেহেই সুরপুরে গমনাগমন করিতে পারে। ইহার প্রসাদে মনোগতি হয় এবং খেচরত্ব লাভ হইয়া থাকে।

পার্থিবী ধারণামুদ্রা ।

যত্তত্ত্বং হরিতালদেশরচিতং ভৌমং লকারান্বিতং
বেদাস্রং কমলাসনেন সহিতং কৃত্বা হৃদি স্থায়িনং ।

প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাং ধারয়ে-
দেষা স্তম্ভকরী সদা ক্ষিতিজয়ং কুর্য্যাদধোধারণা ॥

পৃথিবীতত্ত্বের বর্ণ হরিতালের ন্যায় পীত, বীজ লকার, আকৃতি চতুষ্কোণ এবং ইহার দেবতা ব্রহ্মা। যোগবলে এই তত্ত্বকে হৃদয়ে উদিত করাইবে এবং ঐ হৃদয়দেশে চিত্তের সহিত সংযত করতঃ পঞ্চঘটিকা যাবৎ কুম্ভকসহায়ে ধারণ করিবে। ইহাকেই পার্থিবী ধারণামুদ্রা কহে; ইহার অপর নাম অধোধারণা-মুদ্রা। এই যোগ অভ্যাস করিলে সাধক পৃথিবীজয়ে সক্ষম হয়।*

ইতি পার্থিবীধারণামুদ্রা লক্ষণং।

বায়বীধারণামুদ্রা।

যদ্ভিন্নাঞ্জনপুঞ্জসন্নিভমিদং ধূম্রাবভাসং পরং
তত্ত্বং সত্ত্বময়ং যকারসহিতং যত্রেশ্বরো দেবতা।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতং ধারয়ে-
দেষা খে গমনং করোতি যমিনাং স্যাদ্বায়বীধারণা ॥

বায়ুতত্ত্বের বর্ণ ধূম্র ও দলিত অঞ্জন পুঞ্জের ন্যায় কৃষ্ণ, ইহার বীজ যকার এবং দেবতা ঈশ্বর। এই তত্ত্ব সত্ত্বগুণসম্পন্ন। যোগবলে এই বায়ুতত্ত্বকে উদিত করিবে এবং প্রাণানিলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক চিত্ত সংযত করত পঞ্চ ঘটিকা যাবৎ কুম্ভক করিবে। ইহারই নাম বায়বী ধারণামুদ্রা। এই মুদ্রা অভ্যাস

---

* তন্ত্রান্তরে পার্থিবীধারণামুদ্রার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

পৃথিবীধারণং বক্ষ্যে পার্থিবেভ্যো ভয়াবহং।
নাভেরধো গুদস্যোর্দ্ধ্বং ঘটিকাং পঞ্চ ধারয়েৎ।
বায়ুং ততো ভবেৎ পৃথ্বীধারণং তন্ডয়াপহং।
পৃথিবীসম্ভবাত্তস্য ন মৃত্যুর্যোগিনো ভবেৎ ॥

করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার সামর্থ্য জন্মে এবং বায়ু হইতে কোনরূপে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। *

ইতি বাযবী ধারণামুদ্রালক্ষণং।

আকাশী ধারণামুদ্রা।

যৎসিন্ধৌ বরশুদ্ধবারিসদৃশং ব্যোমং পরং ভাসিতং
তত্ত্বং দেবসদাশিবেন সহিতং বীজং হকারান্বিতং।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চ ঘটিকাং চিত্তান্বিতাং ধারয়ে-
দেষা মোক্ষকবাটভেদনকরী কুর্য্যান্নভোধারণা॥

আকাশতত্ত্বের বর্ণ সাগরের শুদ্ধবারির ন্যায় হকার ইহার বীজ এবং দেবতা সদাশিব। যোগপ্রভাবে এই তত্ত্বকে উদিত করাইয়া প্রাণানিলকে আকর্ষণ করতঃ মনঃসংযম করিয়া পঞ্চঘটিকা যাবৎ কুম্ভক সহকারে ধারণ করিবে, ইহাকেই আকাশীমুদ্রা কহে। ইহা দ্বারা মুক্তিপদ ও অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। †

ইতি আকাশীমুদ্রালক্ষণং।

অথ আম্ভসীধারণামুদ্রা।

শঙ্খেন্দুপ্রতিমঞ্চ কুন্দধবলং তত্ত্বং কিলালং শুভং
তৎপীযুষবকারবীজসহিতং যুক্তং সদা বিষ্ণুনা।

---

* নাভিভ্রুবোর্হি মধ্যে তু প্রাদেশদ্বয়সম্মিতে।
ধারয়েৎ পঞ্চ ঘটিকাং বায়ুং সৈব হি বায়বী।
ধারণাত্তস্য বায়োস্তু যোগিনো ন ভয়ং ভবেৎ॥
ইতি তন্ত্রান্তরং।

† ভ্রূমধ্যাদুপরিষ্টাত্তু ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং।
বায়ুং যোগী প্রযত্নেন সেয়মাকাশীধারণা।
আকাশধারণং কুর্ব্বন্মৃত্যুং জয়তি তত্ত্বতঃ।
যত্র তত্র স্থিতো বাপি সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥ ইতি তন্ত্রান্তরং।

প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাং ধারয়ে-
দেষা দুঃসহতাপহারিণী স্যাদাম্ভসী ধারণা ॥

জলতত্ত্বের বর্ণ শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দবৎ শুভ্র, ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের সদৃশ, বকার ইহার বীজ এবং বিষ্ণু ইহার দেবতা। যোগপ্রভাবে এই বারিতত্ত্বকে উদিত করাইবে এবং প্রাণানিলকে আকর্ষণ করত পঞ্চ ঘটিকা যাবৎ কুম্ভক-সহায়ে দৃঢ়চিত্তে ধারণ করিবে। ইহাকে আম্ভসীধারণা মুদ্রা কহে। এই মুদ্রাভ্যাস করিলে জলে যোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, ইহার প্রসাদে দারুণ ভবতাপ বিদূরিত হয়। ‡

ইতি আম্ভসীধারণামুদ্রালক্ষ

বৈশ্বানরী ধারণামুদ্রা।

যন্নাভিস্থিতমিন্দ্রগোপসদৃশং বীজং ত্রিকোণান্বিতং
তত্ত্বং তেজোময়ং প্রদীপ্তমরুণং রুদ্রেণ যৎ সিদ্ধিদং।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিতাং ধারয়ে-
দেষা কালগভীরভীতিহরণী বৈশ্বানরী ধারণা ॥

নাভিপ্রদেশই অগ্নিতত্ত্বের স্থান, এই তত্ত্বের বর্ণ ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় লোহিত, রকার ইহার বীজ, ইহার আকৃতি ত্রিকোণ এবং দেবতা রুদ্র। এই তত্ত্ব তেজঃসম্পন্ন, দীপ্তিমান্ ও সিদ্ধিদায়ক। যোগবলে এই অগ্নিতত্ত্বকে উদ্রিক্ত করাইয়া প্রাণানিলকে পঞ্চঘটিকাযাবৎ চিত্তসংযম সহকারে কুম্ভকদ্বারা ধারণ

---

‡ তন্ত্রান্তরে আম্ভসী ধারণার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা সর্ব্ব-সাধারণের বিদিতার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

নাভিস্থানে ততো বায়ুং ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং।
ততো জলভয়ং নাস্তি জলমৃত্যুর্ন যোগিনঃ ॥

করিবে। ইহার নাম বৈশ্বানরী ধারণা মুদ্রা। ইহার প্রভাবে অগ্নিভয় বিদূরিত হয় এবং সংসারতাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। *

ইতি বৈশ্বানরীধারণামুদ্রালক্ষণং।

অশ্বিনীমুদ্রা।

আকুঞ্চয়েদ্গুদদ্বারং প্রকাশয়েৎ পুনঃ পুনঃ।
সা ভবেদশ্বিনীমুদ্রা শক্তিপ্রবোধকারিণী॥

পুন পুনঃ গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিলেই তাহাকে অশ্বিনীমুদ্রা বলা যায়। ইহা দ্বারা শক্তিপ্রবোধ হয়।

ইতি অশ্বিনীমুদ্রালক্ষণং।

পাশিনীমুদ্রা।

কণ্ঠপৃষ্ঠে ক্ষিপেৎ পাদৌ পাশবদ্দৃঢ়বন্ধনং।
সা এব পাশিনীমুদ্রা শক্তিপ্রবোধকারিণী॥

কণ্ঠপ্রদেশ দিয়া পৃষ্ঠভাগে পদদ্বয় ক্ষেপণ পূর্ব্বক পাশের ন্যায় দৃঢ় বন্ধন করিলেই তাহাকে পাশিনীমুদ্রা কহে। ইহা দ্বারা শক্তি প্রবোধ হয়।

ইতি পাশিনীমুদ্রালক্ষণং।

কাকীমুদ্রা।

কাকচঞ্চুবদাস্যেন পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
কাকীমুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বরোগবিনাশিনী॥

---

* নাভ্যূর্দ্ধ্বমণ্ডলে বায়ুং ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং।
আগ্নেয়ী ধারণা সেয়ং ন মৃত্যুস্তস্য বহ্নিনা।
ন দহ্যতে শরীরং হি প্রক্ষিপ্তে বহ্নিকুণ্ডকে॥

ইতি তন্ত্রান্তরং।

মুখ কাকচঞ্চু সদৃশ করিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ু পান করিবে। ইহার নাম কাকীমুদ্রা। ইহাদ্বারা যাবতীয় রোগ বিদূরিত হয়।

ইতি কাকীমুদ্রালক্ষণং।

মাতঙ্গিনীমুদ্রা।

কণ্ঠমগ্নে জলে স্থিত্বা নাসাভ্যাং জলমাহরেৎ।
মুখান্নির্গময়েৎ পশ্চাৎ পুনর্বক্ত্রেণ চাহরেৎ।
নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পশ্চাৎ কুর্য্যাদেবং পুনঃ পুনঃ।
মাতঙ্গিনী পরা মুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী॥

সলিলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া প্রথমে নাসাদ্বারা জল আহরণ পূর্ব্বক মুখ দ্বারা বাহির করিয়া ফেলিবে; অনন্তর পুনরায় মুখ দ্বারা জল লইয়া নাসা দ্বারা রেচন করিবে। এই প্রকার বারম্বার করিতে হয়। ইহাকেই মাতঙ্গিনী মুদ্রা কহে। ইহা দ্বারা জরা ও মৃত্যু বিনাশ পায়।

ইতি মাতঙ্গিনীমুদ্রালক্ষণং।

ভুজগীমুদ্রা।

বক্ত্রং কিঞ্চিৎ সুপ্রসার্য্য চানিলং গলয়া পিবেৎ।
সা ভবেদ্ ভুজগীমুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী।
যাবচ্চ উদরে রোগমজীর্ণাদি বিশেষতঃ।
তৎ সর্ব্বং নাশয়েদাশু যত্র মুদ্রা ভুজঙ্গিনী॥

মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারণ পূর্ব্বক গলদেশদ্বারা বায়ু পান করিবে। ইহাকেই ভুজঙ্গিনীমুদ্রা কহে। ইহার প্রসাদে জরা ও মৃত্যু বিদূরিত হয়; অধিকন্তু ইহা দ্বারা আশু অজীর্ণতাদি উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি ভুজগীমুদ্রালক্ষণং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কথিতানি মহাদেবি মুদ্রাণাং লক্ষণানি বৈ।
ফলানি চ ময়োক্তানি কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২০৬ ॥
ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

মহাদেব কহিলেন, হে মহাদেবি! এই তোমার নিকট মুদ্রার লক্ষণ ও তত্তৎফল সকল কীর্ত্তন করিলাম, অধুনা কি অবগত হইতে বাসনা হয় বল।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে যোগনির্ণয নামক ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত।

পঞ্চদশোল্লাসঃ।

যোগাঙ্গনির্ণয়।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বদ মে কৃপয়া দেব যোগস্যাঙ্গানি শঙ্কর।
যেন ঘটস্য শুদ্ধিঃ স্যাত্তেষাঞ্চ লক্ষণানি তু ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেব! হে শঙ্কর! অধুনা কৃপা করিয়া আমার নিকট যোগের অঙ্গ কীর্ত্তন করুন, যাহা দ্বারা দেহের বিশুদ্ধি হয় এবং সেই বিশুদ্ধিকারক অঙ্গসকলের লক্ষণাদি বর্ণন করিয়া আমার বাসনা পূরণ করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইদানীং যোগমষ্টাঙ্গং শৃণু লক্ষণসংযুতং।
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনং প্রাণসংযমঃ।
প্রত্যাহারো ধারণা চ ধ্যানঞ্চ সমাধিস্তথা।
এবমষ্টাঙ্গযোগঞ্চ তন্ত্রেস্মিন্ কথিতং ময়া ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! অধুনা যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ ও তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের প্রধান অঙ্গ।

মনসো দমনং শান্তিঃ সন্তুষ্টিরল্পনিদ্রতা।
আহারাল্পং তথা শূন্যচিত্ততা যম এব তু॥

মনের দমন, শান্তি, সন্তোষ, অল্প নিদ্রা, অল্প আহার ও অন্তঃকরণের শূন্যতা এই সমস্তকেই যম কহে।

চাপল্যন্তু দূরে ত্যক্ত্বা মনঃস্থৈর্য্যং বিধায় চ।
একত্র মেলনং নিত্যং প্রাণমাত্রেণ সা মতিঃ।
সদোদাসীনভাবস্তু সর্ব্বত্রেচ্ছাবিবর্জ্জনম্‌।
যথালাভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বরমানসঃ।
মানদানপরিত্যাগ এতত্তু নিয়মা ইতি॥

অচাপল্য, চিত্তের স্থৈর্য্য, সকল বিষয়ে নিরন্তর উদাসীনভাব, সর্ব্বত্র নিস্পৃহতা, যথালাভে সন্তোষ, পরব্রহ্মে মন, মানদানাদি বিসর্জ্জন, এই সমস্ত নিয়ম বলিয়া অভিহিত।

আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
ময়োক্তানি প্রধানানি তব দেবি সুরেশ্বরি॥

আসনের কথা অধিক আর কি বলিব, জগতে জীবজন্তুর সংখ্যাও যত, আসনের সংখ্যাও তত জানিবে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান আসন ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি।

প্রাণায়ামস্ত্রিধা চেতি কথিতং প্রথমং শৃণু।
আসনে প্রাণসংযামে ন শক্তা সুকুমারকাঃ।
মহাপুণ্যপ্রভাবেণ শক্যতে তু মহাত্মনা।

ইড়াং শশিপ্রভাং ধ্যাত্বা মন্দেন্দুনা তু পূরয়েৎ।
পূরয়িত্বা দৃঢ়ং ধ্যাত্বা যথাশক্তি তু কুম্ভয়েৎ।
মহাজ্যোতির্ম্ময়ো ভূত্বা বায়ুপূর্ণকলেবরঃ।
শক্তিত্রাসন্তু সংত্রাস্য রেচয়েদ্বায়ুমহিতঃ।
পিঙ্গলামর্কবর্ণান্তু ত্যজেৎ হুত্বা শনৈঃ শনৈঃ।
অয়ং পতঙ্গঃ কাষ্ঠানি প্রত্যাশেন পুনঃ পুনঃ॥

প্রণাযামের বিষয় একপ্রকার পূর্ব্বেই কথিত হইযাছে। উহা ত্রিবিধ; প্রথমতঃ ইডা নাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসিকাবন্ধে, শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পূরণ কবিবে। অনন্তর ঐ বায়ু দৃঢরূপে ধারণ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে কুম্ভক করিবে। অবশেষে পিঙ্গলাতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে ক্রমে ক্রমে সেই বায়ুকে রেচন করিবে। এই প্রকারে কুম্ভকদ্বারা দেহ মহাজ্যোতিম্ময ও বায়ুপূর্ণ হয। হীনবল ব্যক্তি কদাচ আসন বা প্রাণাযামের অনুষ্ঠান করিবে না, যাহারা বলবান্, তাহারাই ইহা সাধন করিতে সমর্থ হইযা থাকে।

কৃত্বা কলেবরং শুদ্ধং কুর্য্যাদ্যত্নৈর্ম্মহাত্মনা।
মনো নির্ব্বার্য্য সংসারে বিষয়ে বা তথৈব চ।
মনোবিকারভাবঞ্চ ত্যক্ত্বা শূন্যময়ো ভবেৎ।
প্রত্যাহারো ভবত্যেষ সর্ব্বনিন্দাচমৎকৃতঃ॥

সযত্নে দেহকে বিশুদ্ধ, সংসার ও বিষয়কর্ম্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত করিযা এবং মনের বিকারভাব বর্জ্জন পূর্ব্বক যাবতীয মাযা ও বাসনাবিহীন হইলেই তাহাকে প্রত্যাহার কহে। *

---

* ব্রহ্মযামলে প্রত্যাহারের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো যৎ প্রত্যাহরতে স্ফুটং।
যোগী কুম্ভকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ।
স্থূলং মন্ত্রময়ং বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু মন্ত্রবর্জ্জিতং॥

ধ্যান দ্বিবিধ,—স্থূল ও সূক্ষ্ম।* মন্ত্রময় ধ্যানকে স্থূল ও মন্ত্রহীন ধ্যানকে সূক্ষ্ম ধ্যান কহে।

সমাধির্নিশ্চলা বুদ্ধিঃ শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিবর্জ্জিতা॥

যে যোগদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসাদিশূন্য স্থিরবুদ্ধি হয়, তাহাকে সমাধি কহে।

কথিতং তে মহাদেবি অষ্টাঙ্গযোগলক্ষণং।
বিনা ষট্‌কর্ম্ম দেবেশি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
চৈতন্যমপি দেহস্য বিনা ষট্‌কর্ম্ম নৈব হি॥

হে মহাদেবি! এই আমি তোমার নিকট যোগের অষ্টাঙ্গের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। হে দেবেশি! ষট্‌কর্ম্ম ব্যতিরেকে দেহের শুদ্ধিবিধান হয় না এবং ষট্‌কর্ম্ম ব্যতীত শরীরের চৈতন্য সম্পাদনেরও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
শোধনং কীদৃশং দেব তদ্‌ব্রূহি মে সমাসতঃ॥

পর্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! আপনি সংসাররূপ সাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। হে দেব! শোধন কি প্রকার, কিরূপে শরীরের শুদ্ধি ও চৈতন্য হয়, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শোধনং ষড়্‌বিধং দেবি তৎ শৃণুষ্ব বরাননে।
ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥

যোগী ব্যক্তি যে যোগদ্বারা কুম্ভক অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রামকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ হইতে বিনিবৃত্ত করে, তাহাকেই প্রত্যাহার কহে।

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! হে বরাননে! শোধন ছয় প্রকার,—উহা যথাক্রমে ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ছয় নামে অভিহিত। ইহাকেই ষট্‌কর্ম্ম কহে। এই ষট্‌কর্ম্মের আচরণ করিলে দেহ শুদ্ধি হয় এবং শরীরের চৈতন্য হইয়া থাকে। †

মেদশ্লেষ্মাধিকঃ পূর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ।
অন্যথা নাচরেত্তানি দোষাণামপ্যভাবতঃ॥

যাহার দেহে মেদ ও কফের আধিক্য বিদ্যমান আছে, সে ব্যক্তিই ষট্‌কর্ম্মের আচরণ করিবে, নতুবা অন্য ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করিবে না। *

---

† তন্ত্রান্তরে এই সম্বন্ধে লিখিত আছে যথা—

ধৌতিশ্চ গজকরিণী বস্তির্লৌলী নেতিস্তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি মহেশ্বরি।
কর্ম্মষট্‌কমিদং গোপ্যং ঘটশোধনকারণং॥

ধৌতি, গজকরিণী, বস্তি, লৌলী, নেতি ও কপালভাতি এই ছয়টীই ষট্‌কর্ম্ম বলিয়া প্রথিত। ইহা অতি গোপনীয়, ইহা দ্বারা শরীর শোধন হয়।

* রুদ্রযামলে অষ্টাঙ্গযোগের পরিবর্ত্তে পঞ্চামরাযোগ কথিত আছে, তৎসম্বন্ধে উক্ততন্ত্রোক্ত প্রমাণাদি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা

নেতিযোগং হি সিদ্ধানাং মহাকফবিনাশনং।
বস্তিযোগং প্রবক্ষ্যামি হৃদয়গ্রন্থিভেদনং।
ধৌতিযোগং ততঃ পশ্চাৎ সর্ব্বমলবিনাশনং।
বস্তিযোগং হি পরমং সর্ব্বাঙ্গোদরচালনং।
ক্ষালনং পরমং যোগং নাড়ীনাং ক্ষালনং স্মৃতং।
এবং পঞ্চামরাযোগং যমিনামতিগোচরং॥

অধুনা শৃণু দেবেশি ধৌতিলক্ষণমুত্তমং।
ধৌতিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি ঘটনির্ম্মলকারিণী॥

হে দেবেশি। অধুনা ধৌতির লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধৌতি চতুর্ব্বিধ ;—উহা দ্বারা দেহ নির্ম্মল হইয়া থাকে।

অন্তর্ধৌতিস্তু প্রথমা দন্তধৌতিস্ততঃ পরং।
তৃতীয়া হৃদ্ধৌতিশ্চৈব চতুর্থং মূলশোধনং॥

ধৌতি চতুর্ব্বিধ ,—অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মলশোধন।

অন্তর্ধৌতিঃ।

অগ্নিসারং বায়ুসারং জলসারং বহিষ্কৃতং।
দেহস্য শোধনার্থায় অন্তর্ধৌতিশ্চতুর্ব্বিধা॥

অন্তর্ধৌতি চতুর্ব্বিধ ,—অগ্নিসার, বায়ুসার, জলসার ও বহিষ্করণ। এই সমস্ত ধৌতি দ্বারা দেহের শোধন হইয়া থাকে।

ইতি অন্তর্ধৌতিভেদঃ।

অগ্নিসারং।

শতবারং মেরুপৃষ্ঠে নাভিগ্রন্থিঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসারমিদং দেবি যোগসিদ্ধিপ্রদায়কং॥

হে দেবি। শ্বাসরোধ পূর্ব্বক মেরুদণ্ডে একশতবার নাভিগ্রন্থি সংলগ্ন করিবে,—ইহাকেই অগ্নিসার ধৌতি কহে। ইহা দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

ইতি অগ্নিসারলক্ষণং।

নেতিযোগ দ্বারা মহাকফ বিদূরিত হয়, দন্তিযোগ দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, ধৌতিযোগ দ্বারা মল বিদূরিত হয়, বস্তিযোগ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উদয় চালিত হয এবং ক্ষালনযোগ দ্বারা নাড়ী ধৌত হয়। ইহাকেই পঞ্চামরা যোগ কহে।

অগ্নিসারস্য ফলং।

গোপ্যাৎ গোপ্যতরা ধৌতিঃ সুরাণামপি দুর্ল্লভা।
অগ্নিপ্রদীপনী হ্যেষা উদরাময়নাশিনী।
ধৌতিমাত্রেণ দেবেশি সুরদেহং লভেন্নরঃ॥

হে দেবি। এই ধৌতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, ইহা দেবতাগণেরও দুর্লভ, ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উদরাময় বিদূরিত হইয়া থাকে। এই ধৌতিপ্রসাদে মানব দেবদেহ লাভ করে সন্দেহ নাই।

ইতি অগ্নিসারস্য ফলং।

বায়ুসারং।

কাকচঞ্চুা পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈর্বিচক্ষণঃ।
চালয়েদুদরং দেবি শনৈঃ শনৈশ্চ রেচয়েৎ।
বায়ুসারমিদং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং॥

হে দেবি। বিচক্ষণ যোগী আপনার মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া পুনঃ পুনঃ বায়ু পান করিবে এবং সেই বায়ু উদরাভ্যন্তরে চালিত করিয়া পরিশেষে মুখদ্বারা রেচন করিবে। ইহাকেই বায়ুসার ধৌতি কহে। ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

ইতি বায়ুসারলক্ষণং।

বায়ুসারস্য ফলং।

গোপ্যাৎ গোপ্যতরং দেবি ঘটনির্ম্মলকারকং
রোগোপশমনং হ্যেতৎ জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
শ্রমদাহহরঞ্চৈব জরাপলিতনাশনং।
ক্ষয়রোগহরং দেবি দূরদর্শনকারকং।
দূরশ্রুতিকরং হ্যেতৎ বায়ুসারমনুত্তমং॥

হে দেবি! এই বায়ুসার ধৌতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, ইহা দ্বারা দেহ নির্ম্মল হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বতোভাবে রোগ বিনাশ করে, উদরাগ্নি বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, এবং শ্রম দাহ, জরা, পলিত, ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করে। হে দেবি! এই ধৌতিপ্রসাদে যোগীর দূরদৃষ্টিশক্তি লাভ হয় সন্দেহ নাই।

ইতি বায়ুসারস্য ফলং।

জলসারং।

আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি শনৈঃ পীত্বা মুখেন বৈ।
চালয়েদুদরেণৈব উদরাৎ রেচয়েদধঃ।
জলসারমিদং দেবি ঘটনির্ম্মলহেতবে॥

হে দেবি! এক্ষণে জলসারের লক্ষণ ও প্রণালী বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ মুখদ্বারা ধীরে ধীরে আকণ্ঠ জল পান করিয়া সেই জল উদরমধ্যে চালিত করিবে, পরে উহা অধঃপথ দিয়া উদর হইতে রেচন করিতে হয়। ইহাকেই জলসার ধৌতি কহে। ইহা দ্বারা দেহ নির্ম্মল হইয়া থাকে।

ইতি জলসারধৌতের্লক্ষণং।

জলসারস্য ফলং।

গোপ্যাৎ গোপ্যতরং হ্যেতৎ ঘটশোধনমুত্তমং।
সাধয়েত্তৎ প্রযত্নেন দেবদেহায় সাধকঃ।
যত্নেন সাধয়েদ্যস্তু ধৌতিমেষামনুত্তমাং।
লভতে দেবদেহং স নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

এই জলসার ধৌতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, এই অনুত্তম ধৌতি দ্বারা দেহের শোধন হইয়া থাকে, সাধক দেবদেহলাভার্থ যত্ন সহকারে ইহা সাধন করিবে। যে ব্যক্তি এই অনুত্তম ধৌতি যত্নসহকারে সাধন করে, সেই ব্যক্তি দেবদেহ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

ইতি জলসারস্য ফলং।

বহিষ্কৃতধৌতিঃ।

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং পূরয়েদুদরং ততঃ।
ধৃত্বার্দ্ধযামমাত্রন্তু অধোমার্গেণ চালয়েৎ।
বহিষ্করণমেতদ্ধি ক্ষালনং তত আচরেৎ॥

কাকচঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া তদ্দ্বারা বায়ু পান করত উদর পূরণ করিবে এবং সেই বায়ু উদরাভ্যন্তরে অর্দ্ধপ্রহর যাবৎ ধারণ পূর্ব্বক অধোমার্গে চালিত করিতে হয়। ইহাকেই বহিষ্কৃত ধৌতি কহে। এই প্রকার করিয়া তৎপরে প্রক্ষালন করিবে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ক্ষালনং ব্রূহি মে নাথ দেহশোধনকারকং।
ততঃ কিং ক্রিয়তে চৈব সাধকৈঃ সুবিচক্ষণৈঃ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ। বহিষ্কৃত ধৌতির অনুষ্ঠান করিয়া দেহ শোধনার্থ কি প্রকারে ক্ষালন করিবে এবং বিচক্ষণ সাধক ক্ষালনান্তে কিরূপ কার্য্য করিবে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নাভিজলে স্থিতো ধীমান্ শক্তিনাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ।
হস্তাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিনাশনং।
প্রক্ষাল্য চোদরে দেবি নাড়ীঞ্চ বেশয়েত্ততঃ॥

হে দেবি। সুধী সাধক নাভিমগ্ন জলে অবস্থিত হইয়া শক্তিনাড়ীকে বহিষ্কৃত করত যাবৎ মল সম্যক্‌রূপে ধৌত না হয়, তাবৎ করদ্বারা প্রক্ষালন করিবে। সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হইলে তৎপরে উদরমধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট করাইতে হয়। *

ইতি বহিষ্কৃতধৌতিঃ।

---

* রুদ্রযামলে বহিষ্কৃতধৌতি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—

বহিষ্কৃতধৌতেঃ ফলং।

এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্যা সুরাণামপি দুর্লভা।
ধৌতিমাত্রেণ হে দেবি দেবদেহং লভেন্নরঃ ॥

হে দেবি। এই ধৌতি পরম গোপনীয়, ইহা দেবগণেরও দুর্লভ, এই ধৌতির প্রসাদে মানব দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি বহিষ্কৃতধৌতেঃ ফলং।

দন্তধৌতিঃ।

দন্তমূলং জিহ্বামূলং রন্ধ্রঞ্চ কর্ণযুগ্ময়োঃ।
কপালরন্ধ্রং পঞ্চৈতে দন্তধৌতিং বিধীয়তে ॥

দন্তধৌতি পঞ্চবিধ,—দন্তমূলধৌতি, জিহ্বামূল ধৌতি, কর্ণরন্ধ্র ধৌতি ও কপালরন্ধ্র ধৌতি।

ইতি দন্তধৌতের্ভেদঃ।

স চাবশ্যং ক্ষালনঞ্চ কুর্য্যান্নাড্যাদিসাধনং।
নেউনীযোগমার্গেণ নাড়ীক্ষালনতৎপরঃ।
ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা।
কেবলং প্রাণবায়োশ্চ ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ।
বিনা ক্ষালনযোগেন দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
ক্ষালনং নাড়ীকাদীনাং কফপিত্তাদিনাশনং ॥

যোগী ব্যক্তি অবশ্য ক্ষালনযোগ ও নাড়ীসাধন করিবে। নেউনীযোগ দ্বারা নাড়ীক্ষালন করিতে হয়। ইহা দ্বারা মহাকালের ন্যায় ও রাজরাজেশ্বরের ন্যায় ক্ষমতা জন্মে। কেবল প্রাণবায়ু ধারণা দ্বারাই ক্ষালন যোগ হয়। ক্ষালন যোগ ভিন্ন দেহশুদ্ধি হয় না। নাড়ী প্রভৃতি ক্ষালন করিলে কফ-পিত্তাদি দোষ বিনাশ পায়।

দন্তমূলধৌতিঃ।

বিশুদ্ধয়া মৃত্তিকয়া রসেণ খাদিরেণ বা।
মার্জ্জয়েদ্দন্তমূলঞ্চ যাবদ্বৈ নিক্লেদো ভবেৎ॥

পরিষ্কৃত মৃত্তিকাদ্বারা অথবা খদিরের রস দ্বারা দন্তমূল মার্জ্জন করিবে, যাবৎ দন্তের ক্লেদ দূর না হয়, তাবৎ মার্জ্জন করিতে হয়। ইহাকেই দন্তমূল ধৌতি কহে। †

ইতি দন্তমূলধৌতের্লক্ষণং।

---

† রুদ্রযামলে দন্তমূলধৌতির যেরূপ প্রমাণ লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—

দন্তিযোগং ততঃ কুর্য্যাৎ পশ্চাৎ সাধকসত্তমঃ।
দন্তধাবনকালে তু যোগমেতং প্রকাশয়েৎ।
দন্তধাবনকাষ্ঠন্তু সার্দ্ধহস্তৈকসম্ভবং।
নাতিস্থূলং নাতিসূক্ষ্মং নবীনং নম্রমুত্তমং।
অপক্কং যত্নতো গ্রাহ্যং মৃণালসদৃশং তরুং।
গৃহীত্বা দন্তকাষ্ঠং তং প্রাতঃকালে প্রভক্ষয়েৎ।
দন্তকাষ্ঠাগ্রভাগঞ্চ কনিষ্ঠাঙ্গুলিপর্ব্ব চ।
এবং দন্তাবলীভ্যাঞ্চ চর্ব্বণং সুন্দরং চরেৎ।
তৎ প্রক্ষাল্য চ নীরেণ শনৈর্নির্গমমাচরেৎ।
শনৈঃ শনৈঃ প্রকর্ত্তব্যং কায়বাক্‌চিত্তশোধনং।
যাবন্ন যাতি কাষ্ঠাগ্রং নাভিমূলন্তুনাকুলং।
তাবৎ সূক্ষ্মতরং গ্রাহ্যমবশ্যং প্রত্যহঞ্চরেৎ।
হৃদয়ে জলচক্রঞ্চ যাবৎ খণ্ডং ন জায়তে।
তাবৎকালং সর্ব্বদিনে প্রভাতে রদসাধনং।

দন্তমূলাধৌতেঃ ফলং ।

দন্তমূলং পরা ধৌতির্যোগিনাং যোগসাধনে ।
নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রভাতে চ দন্তরক্ষায় যোগবিৎ ।
দন্তমূলং ধাবনাদিকার্য্যেষু যোগিনাং শুভং ॥

যোগসাধন কার্য্যে দন্তমূলধৌতিই যোগীগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। যোগবিৎ ব্যক্তি দন্তরক্ষার্থ প্রতিদিন প্রভাতে এই ধৌতির আচরণ করিবে। দন্তমূল ধৌতাদি কর্ম্মে যোগিগণের এই মতই প্রশস্ত।

ইতি দন্তমূলধৌতেঃ ফলং ।

জিহ্বামূলধৌতিঃ ।

তর্জ্জনীমধ্যমানামা অঙ্গুলিত্রয়যোগতঃ ।
বেশযেদ্‌গলমধ্যে তু মার্জ্জয়েল্লম্বিকামূলং ।
শনৈঃ শনৈর্মার্জ্জয়িত্বা কফদোষং নিবারয়েৎ ॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় একত্র করিয়া গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া জিহ্বার মূল মার্জ্জন করিবে। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার করিলে কফদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মার্জ্জয়েন্নবনীতেন দোহয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ।
তদগ্রং লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ ॥

নবনীতদ্বারা রসনাকে বারম্বার মার্জ্জন ও দোহন করিবে এবং রসনার অগ্রদেশ লৌহযন্ত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া বহিস্কৃত করিবে।

নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন রবেরুদয়কেস্তকে ।
এবং কৃতে চ নিত্যে চ লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ ॥

হৃদয়ে কফভাণ্ডস্য খণ্ডনং জায়তে ধ্রুবং ।
পবনাগমনে সৌখ্যং প্রাপ্নোতি যোগী নির্ভরং ॥

প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে সযত্নে জিহ্বামূল ধৌতির অনুষ্ঠান করিবে। এই প্রকার করিলে জিহ্বা দীর্ঘ হয়।

জিহ্বামূলধৌতেঃ ফলং।

এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্যা যোগিনাং সিদ্ধিদায়িকা।
জরামরণরোগাদীন্ নাশয়েদ্দীর্ঘলম্বিকা॥

এই জিহ্বামূলধৌতি পরম গোপনীয় ও যোগীগণের সিদ্ধিপ্রদ। ইহার প্রসাদে জরা, মৃত্যু ও রোগাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কর্ণরন্ধ্রধৌতিঃ।

তর্জ্জন্যনামিকাযোগাম্মার্জ্জয়েৎ কর্ণরন্ধ্রয়োঃ।
নিত্যমভ্যাসযোগেন নাদান্তরং প্রকাশযেৎ॥

তর্জ্জনী ও অনামিকা এই অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কর্ণবিবর মার্জ্জন করিবে। প্রতিদিন এই ধৌতিযোগ আচরণ করিলে নাদান্তর প্রকাশ হয়।

ইতি কর্ণরন্ধ্রধৌতিঃ।

কপালরন্ধ্রধৌতিঃ।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষেণ মার্জ্জয়েদ্ভালরন্ধ্রকং।
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ।
নাড়ী নির্ম্মলতাং যাতি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
নিদ্রান্তে ভোজনান্তে চ দিবান্তে চ দিনে দিনে॥

দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কপালের রন্ধ্র মার্জ্জন করিবে। এই যোগ অভ্যাস করিলে কফদোষ বিদূরিত হয়, নাড়ী নির্ম্মল হয় এবং দেবতার ন্যায় দূরদৃষ্টিশক্তি জন্মে। প্রত্যহ এই ধৌতি নিদ্রাশেষে, আহারশেষে এবং সন্ধ্যাকালে করা কর্ত্তব্য।

ইতি কপালরন্ধ্রধৌতিঃ।

হৃদ্ধৌতিঃ।

ত্রিবিধা ধৌতিরেষা স্যাদ্দণ্ডবমনবাসসা।
তত্তচ্চ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে॥

হে কমলাননে! হৃদ্ধৌতি ত্রিবিধ,—দণ্ডধৌতি, বমনধৌতি ও বাসধৌতি। ইহাদিগের লক্ষণাদি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইতি হৃদ্ধৌতেঃ প্রভেদঃ।

দণ্ডধৌতিঃ।

বেত্রদণ্ডং রম্ভাদণ্ডং হরিদ্রাদণ্ডমেব চ।
হৃন্মধ্যে চালয়িত্বা তু পুনঃ প্রত্যাহরেচ্ছনৈঃ॥

বেত্রদণ্ড, অথবা হরিদ্রদাণ্ড কিম্বা রম্ভাদণ্ড * হৃদয়ের মধ্যে বারম্বার প্রবেশ করাইয়া পরিচালন করতঃ বাহির করিয়া লইবে। ইহাকেই দণ্ডধৌতি কহে। এই যোগ প্রথমতঃ মৃদুপদার্থের দণ্ড হইতে শেষে ক্রমে ক্রমে কঠিন পদার্থের দণ্ড দ্বারা অভ্যাস করিবে।

ইতি দণ্ডধৌতিঃ।

দণ্ডধৌতেঃ ফলং।

কফপিত্তং তথা ক্লেদং রেচয়েদূর্দ্ধবর্ত্মনা।
দণ্ডধৌতিবিধানেন হৃদ্রোগং নাশয়েদ্ধ্রুবং॥

এই দণ্ডধৌতি দ্বারা কফ, পিত্ত, ক্লেদ প্রভৃতি মুখ দিয়া বহির্গত হয় এবং ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ইতি দণ্ডধৌতেঃ ফলং।

* রম্ভাদণ্ড—কলার মাজ।

বমনধৌতিঃ।

ভোজনান্তে পিবেদ্বারি চাকণ্ঠপূর্ণিতং সুধীঃ।
ঊর্দ্ধদৃষ্টিং ক্ষণং কৃত্বা তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ।
নিত্যমভ্যাসযোগেন কফপিত্তং নিবারয়েৎ॥

আহারান্তে আকণ্ঠ পূরিয়া জল পান করিবে। তদনন্তর ক্ষণকাল ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া সেই জল বমন করিবে। প্রতিদিন এই ধৌতিযোগ অভ্যাস করিলে কফ, পিত্ত প্রভৃতি বিনাশ পায়।

ইতি বমনধৌতিঃ।

বাসধৌতিঃ।

চতুরঙ্গুলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেন তু।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ সিক্তং বস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ।
ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতৎ ক্ষালনং ধৌতিকর্ম্ম তৎ॥

চতুরঙ্গুলি বিস্তৃত ও পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ আর্দ্র বস্ত্র লইয়া গুরুর উপদেশানুসারে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিবে। তদনন্তর পুনরায় ধীরে ধীরে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। উহাকেই বাসধৌতি কহে। *

ইতি বাসধৌতিঃ।

---

* নিরুত্তরতন্ত্রে বাসধৌতির বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

পার্শ্বে চাষ্টাঙ্গুলঞ্চৈব দীর্ঘং দ্বাত্রিংশদীশ্বর।
এতৎ সূক্ষ্মং সুবসনং গৃহীত্বা কারয়েদ্‌যতী।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সদা কুর্য্যাজ্‌জ্ঞানধ্যাননিষেবণং॥

জিতেন্দ্রিয় যোগী নিরন্তর অষ্টাঙ্গুলী বিস্তৃত ও দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলী দীর্ঘ একখণ্ড সূক্ষ্ম বসন লইয়া এই ধৌতিযোগ করিবে।

বাসধৌতেঃ ফলং।

কাসঃ শ্বাসঃ প্লীহা কুষ্ঠং কফরোগাশ্চ বিংশতিঃ।
ধৌতিকর্ম্মপ্রসাদেন শুদ্ধ্যন্তে চ ন সংশয়ঃ॥

তন্ত্রান্তরে অন্যপ্রকার লিখিত আছে যথা—

চতুরঙ্গুলবিস্তারং সূক্ষ্মবস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ।
পুনঃ প্রত্যাহরেদেতৎ প্রোচ্যতে ধৌতিকর্ম্মতৎ॥

চারি অঙ্গুল বিস্তৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পুনরায় বাহির করিয়া ফেলিবে। ইহারই নাম বাসধৌতি।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে যথা—

ধৌতিযোগং প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃত্বা নির্ম্মলো ভবেৎ।
অত্যন্তগুহ্যং যোগঞ্চ সমাপ্তিকারণং নৃণাং।
যদি ন কুরুতে যোগং তদা মরণমাপ্নুয়াৎ।
ধৌতিযোগং বিনা নাথ কঃ সিদ্ধ্যতি মহীতলে।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং বস্ত্রং দ্বাত্রিংশদ্ধস্তমানতঃ।
একহস্তক্রমেণৈব যঃ করোতি শনৈঃ শনৈঃ।
যাবদ্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তঞ্চ তাবৎকালং ক্রিয়াঞ্চরেৎ॥

এক্ষণে ধৌতি যোগ কথিত হইতেছে। ইহার আচরণ করিলে যোগী নির্ম্মল হয়। ইহা অতীব গোপনীয় এবং যোগীগণের যোগসাধন সমাপ্তির কারণ। ধৌতিযোগ দ্বারা মৃত্যুহীন হওয়া যায় এবং ইহা ব্যতিরেকে যোগ-সিদ্ধি হইবার সম্ভব নাই। দ্বাত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম বসন এক এক হস্তপ্রমাণে ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিবে। যাবৎ এই বস্ত্র সমস্ত গ্রাসিত না হয়, তাবৎ ঐরূপ করিবে। ক্রমে বারিসংযোগে ঐ বস্ত্র গিলিয়া তৎপরে পুনরায় বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। ইহাকেই বাসধৌতি কহে।

বাসধৌতি দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, বিংশতিবিধ কফরোগ বিনাশ পায় সন্দেহ নাই। *

ইতি বাসধৌতেঃ ফল।

মূলশোধনং।

অপানক্রূরতা তাবৎ যাবন্মূলং ন শোধয়েৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মূলশোধনমাচরেৎ॥

যাবৎ মূলশোধন না হয়, † তাবৎকাল অপানের ‡ কুটিলতা বিদ্যমান থাকে, এই ক্রূরতা বিনাশার্থ সযত্নে মূলশোধনধৌতির আচরণ করিবে।

পীতমূলস্য দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা।
যত্নেন ক্ষালয়েদ্ গুহ্যং বারিণা চ পুনঃ পুনঃ॥

---

* রুদ্রযামলে ইহার ফলসম্বন্ধ এইরূপ লিখিত আছে যথা—

এতৎক্রিয়াপ্রযোগেণ যোগী ভবতি তৎক্ষণাৎ।
ক্রমেণ মন্ত্রী সিদ্ধঃ স্যাৎ কালজালবশং নয়েৎ॥

এই বাসধৌতির আচরণ দ্বারা আশু যোগী হওয়া যাইতে পারে এবং ক্রমে মন্ত্রীর মন্ত্রসিদ্ধি হয়।

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যথা—

গুল্মজ্বরপ্লীহাকুষ্ঠং কফপিত্তং বিনশ্যতি।
আরোগ্যং বলপুষ্টিশ্চ ভবেত্তস্য দিনে দিনে॥

বাসধৌতি অনুষ্ঠান দ্বারা গুল্ম, জ্বর, প্লীহা কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত প্রভৃতি বিনাশ পায় এবং দিন দিন নীরোগিতা, বল ও পুষ্টি জন্মে।

† মূলশোধন অর্থাৎ গুহ্যদেশপ্রক্ষালন।

‡ অপান—গুহ্যদেশস্থ বায়ু।

পীতমূল * অথবা মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা সযত্নে জল দিয়া পুনঃ পুনঃ গুহ্যদেশ ধৌত করিতে হয়।

ইতি মূলশোধন।

মূলশোধনস্য ফলং।

বারয়েৎ কোষ্ঠকাঠিন্যমামাজীর্ণং নিবারয়েৎ।
কারণং কান্তিপুষ্ট্যোশ্চ দীপনং বহ্নিমণ্ডলং॥

এই মূলশোধনের আচরণ করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও আমাজীর্ণ দোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেহের কান্তি ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে এবং জঠরাগ্নির প্রদীপ্তি হয়।

ইতি মূলশোধনস্য ফলং।

বস্তিযোগঃ।

জলবস্তিঃ শুষ্কবস্তির্বস্তিঃ স্যাদ্দ্বিবিধা স্মৃতা।
জলবস্তিং জলে কুর্য্যাচ্ছুষ্কবস্তিং সদা ক্ষিতৌ॥

বস্তি দ্বিবিধ;—জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি। জলবস্তি সলিলে এবং শুষ্কবস্তি স্থলে করিতে হয়।

ইতি বস্তিযোগস্য ভেদঃ।

জলবস্তিঃ।

নাভিনিম্নজলে পায়ুং ন্যস্তনালোৎকটাসনং।
আধারাদ্ভঞ্জনং কুর্য্যাৎ ক্ষালনং বস্তিকর্ম্ম তৎ॥

নাভিজলে নিমগ্ন হইয়া উৎকটাসনে উপবেশন পূর্ব্বক গুহ্যদেশ ক্ষালন

* পীতমূল - হরিদ্রার মূল।

কাববে এবং আধার হইতে ভঞ্জন অর্থাৎ কব দ্বারা আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে হইবে। ইহারই নাম বস্তিকর্ম্ম। *

ইতি জলবস্তিঃ।

জলবস্তেঃ ফলং।

গুল্মপ্লীহোদরী রোগা বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।
বস্তিকর্ম্মপ্রভাবেণ সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ॥

এই জলবস্তিপ্রসাদে গুল্ম, প্লীহা, উদরীরোগ, বাত পিত্ত কফজাত রোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধাত্বিন্দ্রিয়ান্তঃকরণপ্রসাদং
দদ্যাচ্চ কান্তিং দহনপ্রদীপ্তং।
অশেষদোষোপচয়ং নিহন্যা-
দভ্যস্যমানং জলবস্তিকর্ম্ম॥

---

* তন্ত্রান্তরে জলবস্তির প্রণালী যেরূপ লিখিত আছে, তাহা সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—

নাভিমগ্নজলে পায়ুং ন্যস্তবানুৎকটাসনং।
আকুঞ্চনং প্রসারঞ্চ জলবস্তিং সমাচরেৎ॥

নাভিমগ্ন জলে অবস্থিত হইয়া উৎকটাসনে উপবেশন পূর্ব্বক গুহ্যদেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। ইহাকেই জলবস্তি কহে।

বস্তিং পশ্চিমোত্তানেন চালয়িত্বা শনৈরধঃ।
অশ্বিনীমুদ্রয়া পায়ুমাকুঞ্চয়েৎ প্রসারয়েৎ॥

পশ্চিমোত্তান আসনে সমাসীন হইয়া ক্রমে ক্রমে অধোদিকে বস্তি চালিত করতঃ অশ্বিনীমুদ্রাযোগে গুহ্যদেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। ইহারই নাম জলবস্তি।

এই জলবস্তির আচরণ করিলে ধাতু, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের প্রসন্নতা জন্মে, দেহের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়, অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক দোষরাশি ধ্বংস হইয়া থাকে । *

ইতি জলবস্তেঃ ফলং ।

নেতিযোগঃ ।

সূত্রং বিতস্তিমাত্রন্তু নাসানালে প্রবেশয়েৎ ।
মুখেন গময়েচ্চৈষা নেতিঃ স্যাৎ পরমেশ্বরি ।
কপালবেধিনী কণ্ঠা দিব্যদৃষ্টিপ্রদায়িনী ।
য ঊর্দ্ধং জায়তে রোগো শময়ত্যাশু তং নেতিঃ ॥

নাসানালমধ্যে অর্দ্ধ হস্ত সূত্র প্রবিষ্ট করাইয়া মুখের মধ্যে আনয়ন করিবে ।

---

* তন্ত্রান্তরে জলবস্তির ফল যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রকাশিত রহিল,—

এবমভ্যাসযোগেন কোষ্ঠদোষং ন বিদ্যতে ।
বিবর্দ্ধয়েজ্জঠরাগ্নিং আমবাতং বিনাশয়েৎ ॥

এই জলবস্তিযোগ অভ্যাস দ্বারা কোষ্ঠদোষ বিদূরিত হয়, উদাগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং আমবাত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

প্রমেহঞ্চ উদাবর্ত্তং ক্রূরবায়ুং নিবারয়েৎ ।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কামদেবসমো ভবেৎ ॥

এই জলবস্তি যোগ অভ্যাস করিলে প্রমেহ ও উদাবর্ত্ত রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রূরবায়ু নিবারিত হইয়া থাকে। এই যোগ অভ্যাস দ্বারা যোগী স্বচ্ছন্দদেহে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতে পারে এবং সেই যোগী কামদেবের ন্যায় কান্তিমান্ হয় সন্দেহ নাই ।

ইহারই নাম। নেতিযোগ ইহার প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি লাভ হয় এবং শিরঃপীড়া বিদূরিত হইয়া থাকে। *

ইতি নেতিযোগঃ।

নেতিযোগস্য ফলং।

সাধয়েন্নেতিকর্ম্মাণি খেচরীসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
কফদোষং বিনশ্যন্তি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥

---

* নেতিযোগবিধানানি শৃণুষ্ব বীরপূজিত।
যেন সর্ব্বমস্তকস্থকফানাং দাহনং ভবেৎ।
সূক্ষ্মসূত্রং দৃঢ়তরং প্রদদ্যান্নাসিকাবিলে।
মুখরন্ধ্রে সমানীয় সন্ধানেন সমাশ্রয়েৎ।
পুনঃ পুনঃ সদা যোগী যাতায়াতেন ঘর্ষয়েৎ।
ক্রমেণ বর্দ্ধনং কুর্য্যাৎ সূত্রস্য পরমেশ্বর।
নেতিযোগেন নাসায়া রন্ধ্রং নির্ম্মলকং ভবেৎ।
বায়োর্গমনকালে তু মহাসুখমিতি প্রভো॥

ইতি রুদ্রযামলে।

নেতিযোগ প্রভাবে মস্তকের কফ বিদূরিত হয়। নাসিকাবিবরের মধ্যে অতিদৃঢ় সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া মুখবিবরে আনিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও নির্গম দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এই সূত্রের পরিমাণ ক্রমে বাড়াইতে হয়। নেতিযোগ দ্বারা নাসাছিদ্র নির্ম্মল হয় এবং শ্বাসবায়ুর যাতায়াতকালে মহা আনন্দ জন্মে।

বিতস্তিমানং সূক্ষ্মসূত্রং নাসানালে প্রবেশয়েৎ।
মুখান্নির্গময়েৎ পশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতিকর্ম্ম তৎ॥

ইতি তন্ত্রান্তরে।

অর্দ্ধহস্তপ্রমাণ সূক্ষ্ম সূত্র নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তৎপরে মুখ দিয়া বহির্গত করিবে। ইহার নাম নেতিকর্ম্ম।

নেতিকর্ম্ম সাধন করিলে খেচরীসিদ্ধি লাভ হয়, কফদোষ বিনাশ পায় এবং উত্তম বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইতি নেতিযোগস্য ফলং।

লৌলিকীযোগঃ।

ভুমাদাবতিবেগেন তুন্দং সব্যাপসব্যতঃ।
নতাংসো ভ্রাময়েদেষা লৌলী স্যাৎ পরমেশ্বরি॥

অতি বেগসহকারে বাম ও দক্ষিণভাগে উদরের নিম্ন অংশকে চালিত করিবে। ইহার নাম লৌলী। *

ইতি লৌলীযোগঃ।

লৌলীযোগস্য ফলং।

মন্দাগ্নিসন্দীপনপাচকাদি-
সন্দীপকানন্দকরী সদৈব।
অশেষদোষামবশোষণী চ
হঠক্রিয়ামৌলিরিয়ঞ্চ লৌলী॥

লৌলিযোগ সাধন করিলে মন্দাগ্নি বিদূরিত হয়, পাচকশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেহের যাবতীয় দোষ নষ্ট হইয়া প্রফুল্লতার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইতি লৌলিযোগস্য ফলং।

---

* অমন্দবেগে তুন্দঞ্চ ভ্রাময়েদুভপার্শ্বয়োঃ।
সর্ব্বরোগান্নিহন্তীহ দেহানলবিবর্দ্ধনং॥

ইতি তন্ত্রান্তরে।

অত্যন্ত বেগে উদরকে দুইদিকে সঞ্চালিত করিবে। ইহার নাম লৌলী-যোগ। ইহাদ্বারা যাবতীয় রোগ বিদূরিত হয় এবং দেহের অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ত্রাটকং।

নিমেষাণি পরিত্যজ্য সূক্ষ্মদ্রব্যং নিরীক্ষয়েৎ।
যাবদশ্রূণি পতন্তি ত্রাটকং কথ্যতে বুধৈঃ ॥

যাবৎকাল নেত্র হইতে অশ্রুপতন না হয়, তাবৎকাল নির্নিমেষে সূক্ষ্ম দ্রব্য দর্শন করিবে। ইহাকে ত্রাটক যোগ কহে। *

ইতি ত্রাটকং।

ত্রাটকস্য ফলং।

অভ্যাসাৎ শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধত্যেব ন সংশয়ঃ।
নেত্ররোগো বিনশ্যেত দিব্যদৃষ্টিশ্চ জায়তে ॥

এই ত্রাটকযোগ অভ্যাস করিলে শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ হয়, নেত্ররোগ বিনাশ পায় এবং দিব্য দৃষ্টি জন্মে সন্দেহ নাই।

ইতি ত্রাটকস্য ফলং।

কপালভাতিঃ।

বাতক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ শীৎক্রমেণ বিশেষতঃ।
ভালভাতিস্ত্রিধা প্রোক্তা কফদোষবিনাশিনী ॥

---

* নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং প্রযত্নতঃ।
অশ্রুসম্পাতপর্য্যন্তং ত্রাটকং তন্মহেশ্বরি।
যত্নতস্ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাটকপেটিকা ॥

ইতি তন্ত্রান্তরং।

যাবৎ চক্ষে জল পতিত না হয়, তাবৎ স্থিরদৃষ্টিতে সযত্নে কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্য দ্রব্য দর্শন করিবে। ইহার নাম ত্রাটক। ইহা কাঞ্চনপেটিকাবৎ গোপনে রাখিবে।

কপালভাতি ত্রিবিধ,—বাতক্রমকপালভাতি, ব্যুৎক্রম কপালভাতি এবং শীৎক্রম কপালভাতি। এই ত্রিবিধ কপালভাতি দ্বারা কফদোষ বিনাশ পায়।

বাতক্রমকপালভাতিঃ।

প্রাণং চেদিড়য়া পিবেন্নিয়মিতং ভূয়োঽন্যথা রেচয়েৎ
পীত্বা পিঙ্গলয়া সমীরণমথো ভূয়স্ত্যজেদ্বাময়া।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোরনেন বিধিনা বিম্বদ্বয়ং ধ্যায়তঃ
শুদ্ধা নাড়ীগণা ভবন্তি যমিনো মাসত্রয়াদূর্দ্ধতঃ ॥

বাম নাসিকারন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাপথে রেচন করিবে এবং দক্ষিণনাসারন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক বামনাসাপথে রেচন করিবে। তিনমাস যাবৎ এই প্রকার সাধন করিলে নাড়ী সকল বিশুদ্ধ হয়। ইহার নাম বাতক্রমকপালভাতি। *

ইতি বাতক্রমকপালভাতিঃ।

---

* বদ্ধপদ্মাসনো যোগী প্রাণং চন্দ্রেণ পূরয়েৎ।
পূরকঞ্চ তথা কৃত্বা পুনঃ সূর্য্যেণ রেচয়েৎ।
প্রাণং সূর্য্যেণ চাকৃষ্য পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ।
যেন ত্যজেচ্চ তেনৈব পূরয়েদবিরোধতঃ।
রেচয়েচ্চ ততোঽন্যেন রেচয়েচ্চ ন বেগতঃ ॥
ইতি গ্রহযামলে।

পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচনা করিবে এবং দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া বামনাসা-দ্বারা রেচন করিতে হইবে। যে নাসা দ্বারা রেচন করিবে, সেই নাসাদ্বারা অবিরোধে পূরণ করিবে ও তাহার অন্য নাসাদ্বারা রেচন করিতে হইবে, কিন্তু বেগে রেচন করিবে না।

ব্যুৎক্রমকপালভাতিঃ।

নাসাভ্যাং বারি সংকৃষ্য পুনর্ম্মুখেন রেচনং।
পায়ং পায়ং ব্যুৎক্রমেণ কফদোষং বিনাশয়েৎ॥

নাসাদ্বয় দ্বারা বারি আকর্ষণ পূর্ব্বক মুখ দিয়া রেচন করিবে এবং মুখ দ্বারা বারি লইয়া নাসাদ্বয় দ্বারা রেচন করিতে হইবে। মুহুর্মুহুঃ এইপ্রকার করিলে কফদোষ বিনাশ পায়। ইহার নাম ব্যুৎক্রম কপালভাতি।

ইতি ব্যুৎক্রমকপালভাতিঃ।

শীৎক্রমকপালভাতিঃ।

শোষণেন জলং পীত্বা নাসানালৈর্বিরেচনং।
অভ্যাসাজ্জায়তে মূর্ত্তিঃ কামদেবসমা ধ্রুবং।
জরা বিনশ্যতে চৈব বার্দ্ধক্যঞ্চ ন জায়তে।
কফদোষা বিনশ্যন্তি ভবেৎ স্বচ্ছন্দবিগ্রহঃ॥

ততো দক্ষিণহস্তস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠেন তু পিঙ্গলাং।
নিরুধ্য পূরয়েদ্বায়ুমীড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ।
তত্যস্ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াকৃষ্য পূরয়েৎ পবনং শনৈঃ।
পূরয়িত্বা যথাশক্তি রেচয়েন্মারুতং শনৈঃ॥

ইতি তন্ত্রান্তরে।

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গলা পুনঃ।
পিঙ্গলয়া পূরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ।
পূরকং রেচকং কৃত্বা বেগেন ন তু চালয়েৎ।
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ॥

ইতি তন্ত্রান্তরে।

মুখ দ্বারা শোষণ করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক নাসারন্ধ্র দ্বারা রেচন করিবে। এই যোগ অভ্যাস করিলে কন্দর্পের ন্যায় কান্তি হয়, জরা বিনাশ পায়, বার্দ্ধক্য জন্মে না, কফদোষ দূর হয় এবং দেহ স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকে।

ইতি শীৎক্রমকপালভাতিঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কথিতং তে মহাদেবি যৎ পৃষ্টং পরমেশ্বরি।
ইতি জ্ঞাত্বা মহেশানি সুখং লভস্ব চাত্মনি॥

মহাদেব কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎ সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল সম্যক্ অবগত হইয়া আনন্দ লাভ কর।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ধ্যানযোগং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং।
তদ্বদস্ব মহেশান যদ্যস্তি করুণা ময়ি॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! সম্প্রতি ধ্যানযোগ অবগত হইতে বাসনা হইতেছে; আমার প্রতি যদি আপনার করুণা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহা কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধ্যানন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং স্থূলং সূক্ষ্মং জ্যোতিস্তথা।
মূর্ত্তিময়স্তু প্রথমং সূক্ষ্মং বিন্দুময়স্তথা।
জ্যোতিস্তেজোময়শ্চৈব ধ্যানস্য ত্রিবিধং মতং॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! ধ্যান ত্রিবিধ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্ম্ময়। যাহাতে মূর্ত্তিময় ইষ্টদেবতাকে কিম্বা পরম গুরুকে চিন্তা করা যায়, তাহার নাম স্থূলধ্যান, যাহাতে বিন্দুময় ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া দর্শন করিবার

ক্ষমতা জন্মে, তাহার নাম সূক্ষ্মধ্যান এবং যাহা দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান কহে।

ধ্যানানি চ প্রোক্তানি তন্ত্রে তন্ত্রে মহেশ্বরি।
তথাপি তব প্রীত্যর্থমুদ্ধৃতানীহ পার্ব্বতি ॥

হে পার্ব্বতি! আমি অন্যান্য তন্ত্রে এই ত্রিবিধ ধ্যান কীর্ত্তন করিয়াছি; তথাপি তোমার প্রীতিহেতু পুনরায় সেই সকল এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

স্থূলধ্যানং।

স্বকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমং।
তন্মধ্যে রত্নদ্বীপন্তু সুরত্নবালুকাময়ং।
চতুর্দ্দিক্ষু নীপতরুবহুপুষ্পসমন্বিতঃ।
নীপোপবনসংকুলে বেষ্টিতং পরিখা ইব।
মালতীমল্লিকাজাতীকেশরৈশ্চম্পকৈস্তথা।
পারিজাতৈঃ স্থলৈঃ পদ্মৈর্গন্ধামোদিতদিঙ্মুখৈঃ।
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্‌যোগী কল্পবৃক্ষং মনোহরং।
চতুঃশাখা চতুর্ব্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতং।
ভ্রমরাঃ কোকিলাস্তত্র গুঞ্জন্তি নিগদন্তি চ।
ধ্যায়েত্তত্র স্থিরো ভূত্বা মহামাণিক্যমণ্ডপং।
তন্মধ্যে তু স্মরেদ্‌যোগী পর্য্যঙ্কং সুমনোহরং।
তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েদ্ যদ্ধ্যানং গুরুভাষিতং।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনং।
তদ্রূপং ধ্যায়তে নিত্যং স্থূলধ্যানমিদং বিদুঃ ॥

যোগী চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক আপনার অন্তরে এই প্রকার ধ্যান করিবে যে, অনুত্তম সুধারাশি-পরিপূর্ণ একটী মহাসমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই

সমুদ্রের মধ্যে রত্নদ্বীপ সুশোভিত। তাহাতে রত্নময় বালুকাপুঞ্জ অপূর্ব্ব কান্তি বিস্তার করিতেছে। রত্নদ্বীপের চারিদিকে কদম্ববৃক্ষ সমূহ দ্বারা পরম শোভা সম্পাদিত হইতেছে। অসংখ্য অসংখ্য কদম্বপুষ্প বিকসিত হইয়া কদম্ববৃক্ষসমূহকে সমলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। এই কদম্ববনের চারিদিকে মালতী, মল্লিকা, জাতী, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, পারিজাত, স্থলপদ্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ সকল পরিখার ন্যায় পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত মালতীমল্লিকাদি কুসুমসমূহের গন্ধে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছে। এই কাননের অভ্যন্তরে মনোহর কল্পতরু বিদ্যমান। তাহার চারিবেদময় চারিটী শাখা। ঐ শাখাপল্লবে নিত্য সদ্যোজাত ফল ও অম্লান কুসুমপুঞ্জ বিরাজিত রহিয়াছে। প্রতি শাখা, কিশলয় ও মঞ্জরী প্রভৃতিতে ভ্রমরকুল মধুর গুঞ্জন ও কলনাদী কোকিলগণ শ্রবণসুখকর ধ্বনি করিতেছে। এই কল্পতরুর ছায়াসুশীতল তলদেশে মহামাণিক্যময় প্রদীপ্ত একটী মণ্ডপ বিরাজিত। তদুপরি অতীব চিত্তমুগ্ধকর পর্য্যঙ্ক বিদ্যমান। সেই পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে স্বীয় ইষ্টদেবতা বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই ইষ্টদেবতার ধ্যান, রূপ, ভূষণ, বাহন ইত্যাদি যে প্রকার গুরু উপদেশ দিয়াছেন, সেই প্রকারে প্রত্যহ ধ্যান করিবে। ইহারই নাম স্থূলধ্যান। *

---

* সহস্রদলকমলে সকলশীতরশ্মিপ্রভং।
বরাভয়করাম্বুজং বিমলগন্ধপুষ্পোক্ষিতং।
প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণং।
স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুং॥
ইতি নীলতন্ত্রে।

শিরঃপদ্মে সহস্রারে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যকে।
অকথাদিত্রিরেখীয়ে হংসমন্ত্রসুপীঠকে।
ধ্যায়েন্নিজগুরুং বীরো রজতাচলসন্নিভং।
পদ্মাসীনং স্মিতমুখং বরাভয়করাম্বুজং।
শুক্লমাল্যাম্বরধরং শুক্লগন্ধানুলেপনং।

তেজোধ্যানং।

কথিতং স্থূলধ্যানন্তু তেজোধ্যানং নিবোধ মে।
যৎপ্রসাদাৎ যোগসিদ্ধিরাত্মপ্রত্যক্ষমেব চ।
মূলাধারে কুণ্ডলিনী ভুজগাকাররূপিণী।
জীবাত্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ।
ধ্যায়েত্তেজোময়ং ব্রহ্ম তেজোধ্যানং পরাপরং॥

বামোরুস্থিতয়া রক্তশক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহং।
তয়া স্বদক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং।
বামেনোৎপলধারিণ্যা সুরক্তবসনস্রজা।
সিতরক্তপ্রভাং বিভ্রচ্ছিবদুর্গাস্বরূপিণং।
পরানন্দরসাপূর্ণং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং।
তারত্রয়ং সমুচ্চার্য্য হসখফ্রেং ততঃপরং।
হসক্ষমলবরযূং হসখফ্রেং হেসৌস্ততঃ।
অমুকানন্দনাথান্তে অমুকীদেব্যনন্তরং।
অম্বাশ্রীপাদুকাং দত্ত্বা পূজয়ামি নমোস্তকঃ॥
ইতি রুদ্রযামলে।

প্রাতঃশিরসি শুক্লেঽজে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥
ইতি বিশ্বসারে।

সহস্রদলপদ্মস্থং অন্তরাত্মানমুজ্জ্বলং।
তস্যোপরি নাদবিন্দোর্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে।
তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভং।
বীরাসনসমাসীনং সর্ব্বাভরণভূষিতং।

হে পার্ব্বতি ! স্থূলধ্যান কথিত হইল, অধুনা তেজোধ্যান শ্রবণ কর। ইহার প্রসাদে যোগসিদ্ধি ও আত্মপ্রত্যক্ষতা জন্মে। গুহ্যপ্রদেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী মূলাধারকমলে ভুজঙ্গিনীর আকারে কুণ্ডলীশক্তি বিরাজিত আছে।

শুক্লমাল্যাম্বরধরং বরদাভয়পাণিনং।
বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং।
প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং।
বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া।
জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥
ইতি কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকায়াং বিচিন্তয়েৎ।
বিলগ্নসহিতং পদ্মং দ্বাদশৈর্দ্দলসংযুতং।
শুক্লবর্ণং মহাতেজো দ্বাদশৈর্বীজভাষিতং।
হসক্ষমলবরযূং হসখফ্রেং যথাক্রমং।
তন্মধ্যে কর্ণিকায়াস্তু অকথাদিরেখাত্রয়ং।
হলক্ষকোণসংযুক্তং প্রণবং তত্র বর্ত্ততে।
নাবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েত্তত্র মনোহরং।
তত্রোপরি হংসযুগ্মং পাদুকা তত্র বর্ত্ততে।
ধ্যায়েত্তত্র গুরুং দেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনং।
শ্বেতাম্বরধরং দেবং শুক্লগন্ধানুলেপনং।
শুক্লপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তিসমন্বিতং।
এবংবিধগুরুধ্যানাৎ স্থূলধ্যানং প্রসিধ্যতি॥
ইতি তন্ত্রান্তরে।

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলবিশিষ্ট সহস্রারনামে একটী মহাপদ্ম আছে। এই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে যে, তাহার কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোষের অভ্যন্তরে

ঐ স্থানে জীবাত্মা দীপকলিকারে অবস্থিত। এই স্থলে তেজোরূপী ব্রহ্মের চিন্তা করিবে। ইহারই নাম তেজোধ্যান। *

সূক্ষ্মধ্যানং।

তেজোধ্যানং ময়া প্রোক্তং সূক্ষ্মধ্যানং নিশাময়।
জাগ্রতী কুণ্ডলী স্যাচ্চ ভাগ্যেন যস্য যোগিনঃ।
আত্মনঃ সহযোগেন চক্ষুরন্ধ্রাদ্বহির্গতা।
বিচরেদ্রাজমার্গে তু চাঞ্চল্যান্নৈব লক্ষ্যতে।
শাম্ভবীমুদ্রয়া তস্মাৎ ধ্যানযোগেন সিদ্ধ্যতি।
সূক্ষ্মধ্যানমিদং দেবি গোপ্যাৎ গোপ্যতরং পরং।
অস্য প্রসাদাদ্দেবেশি আত্মসাক্ষাৎভবেদ্ধ্রুবং॥

অন্য একটী দ্বাদশ দলবিশিষ্ট পদ্ম আছে। এই পদ্ম শুভ্রবর্ণ ও অতীব দীপ্তি যুক্ত। এই কমলের দ্বাদশটী দলে যথাক্রমে হ স ক্ষ ম ল ব র যূং হ স খ ফ্রেং এই দ্বাদশটী বীজ আছে। এই দ্বাদশদলকমলের মধ্যে কর্ণিকাতে অ ক থ এই বর্ণত্রয়ে তিনটী রেখা এবং হ ল ক্ষ এই বর্ণত্রয়ে তিনটী কোণ সংযুক্ত আছে। ইহার মধ্যস্থলে প্রণব বিদ্যমান। এই স্থানে নাদবিন্দুময় মনোরম একটী পীঠ আছে। ঐ পীঠের উপরে দুইটী হংস আছে। এই স্থানে পাদুকা অবস্থিত। এই স্থলে গুরুদেব বিরাজমান। তাঁহার দুই হস্ত, তিন নেত্র, পরিধান শুভ্র বসন, দেহ শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত এবং গলদেশ শুভ্রবর্ণ পুষ্পমাল্যে শোভিত। তদীয় বামভাগে রক্তবর্ণা শক্তি বিরাজমানা। এই প্রকারে গুরুধ্যান করিলেই স্থূলধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

* ভ্রুবোর্মধ্যে মনোর্দ্ধ্বে চ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকং।
ধ্যায়েজ্জ্বালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেব হি॥

ইতি তন্ত্রান্তরে।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে এবং মনঃস্থানের ঊর্দ্ধভাগে যে প্রণবময় ও শিখারাশি-সংযুক্ত তেজঃ বিদ্যমান আছে, সেই তেজঃপুঞ্জকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবে। ইহারই নাম তেজোধ্যান।

হে দেবি ! তেজোধ্যান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সূক্ষ্মধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। ভাগ্যবশে যোগীর কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হইয়া আত্মার সহযোগে চক্ষুরন্ধ্র পথে নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধস্থ রাজমার্গ নামক স্থলে বিচরণ করে। তৎকালে সেই কুণ্ডলীশক্তিকে তাহার সূক্ষ্মতা ও চাঞ্চল্য বশতঃ ধ্যানযোগে দর্শন করিতে পারা যায় না। এই হেতু সাধক শাম্ভবী মুদ্রা আশ্রয় পূর্ব্বক কুণ্ডলীর ধ্যান করিবে। ইহার নাম সূক্ষ্মধ্যান। ইহা গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। হে দেবি ! ইহার প্রসাদে আত্মসাক্ষাৎ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ইদানীং বদ মে দেব সমাধিযোগলক্ষণং।
যৎপ্রসাদাৎ মহাদেব যোগসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহাদেব ! ইদানীং আমার নিকট সমাধিযোগের লক্ষণ কীর্ত্তন করুন্‌। উহার প্রসাদে যোগীগণের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সমাধিং পরমং যোগং ভাগ্যেন লভতে সুধীঃ।
গুরোঃ কৃপাং বিনা দেবি লভ্যতে ন কদাচন।
স্বগুরুপ্রতীতির্যস্য তথা বৈ আত্মপ্রত্যয়ঃ।
বিদ্যায়াং প্রতীতির্যস্য চিত্তবোধো দিনে দিনে।
তস্য সমাধিযোগশ্চ সিদ্ধত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! সমাধিযোগ সকল যোগের শ্রেষ্ঠ। বহুভাগ্যবশে উহা লাভ করা যায়। একমাত্র গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে উহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। গুরুর প্রতি ও বিদ্যার প্রতি যাহার প্রতীতি আছে, দিন দিন যাহার মনের প্রবোধ উদয় হয়, তাহারই সমাধি যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ধ্যানযোগো নাদযোগো রসানন্দস্তথৈব চ।
লয়শ্চ ভক্তিযোগশ্চ রাজযোগশ্চ ষড়্বিধঃ ॥

হে দেবি! সমাধিযোগ ষড়্বিধ,—ধ্যানযোগসমাধি, নাদযোগসমাধি, রসানন্দযোগসমাধি, ভক্তিযোগসমাধি, লযযোগসমাধি ও রাজযোগসমাধি।

ধ্যানযোগসমাধিঃ।

শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিযোজয়েৎ।
খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে।
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ॥

প্রথমতঃ শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে। তদনন্তর বিন্দুময় ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথমধ্যে আনয়ন করিয়া মনকে ঐ বিন্দুস্থলে নিযুক্ত করিবে। অবশেষে শিরঃস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশমধ্যে জীবাত্মাকে আনীত এবং জীবাত্মার মধ্যে ঐ শিরঃস্থিত ব্রহ্মলোকময় শূন্যস্থলকে আনীত করিবে। এই প্রকারে জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকময় দর্শন করিয়া যোগী মুক্ত ও সদানন্দময় হইবে সন্দেহ নাই। ইহারই নাম ধ্যানযোগসমাধি।

ইতি ধ্যানযোগসমাধিঃ।

নাদযোগসমাধিঃ।

খেচরীমুদ্রাযোগেন রসনোর্দ্ধগতা যদি।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যান্ন স্যাৎ সাধারণক্রিয়া॥

খেচরীমুদ্রা সাধন দ্বারা রসনা ঊর্দ্ধগত হইলে অর্থাৎ উক্ত মুদ্রা দ্বারা রসনাকে বিপরীতগামী করিয়া তালুকুহরস্থিত সুধাকূপে সংলগ্ন করত ঊর্দ্ধগত করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিলে অপরাপর সাধারণক্রিয়া পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সমাধিসিদ্ধিশক্তি লাভ করা যায়। ইহাকেই নাদযোগসমাধি কহে।

ইতি নাদযোগসমাধিঃ।

রসানন্দযোগসমাধিঃ ।

ভ্রামর্য্যা মন্দবেগেন শ্বাসবায়ুবিরেচনং ।
এবং কৃতে মহাদেবি ভৃঙ্গনাদং ভবেত্ততঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা সাধকো ধীমান্ জ্ঞাত্বা তত্র মনো নয়েৎ ।
সোঽহমিত্যেব তজ্জ্ঞানং সমাধির্জ্জায়তে ততঃ ।
রসানন্দো মহেশানি প্রোচ্যতে সুধিভির্মুদা ॥

হে মহাদেবি ! ভ্রামরী কুম্ভক অবলম্বন পূর্ব্বক মন্দমন্দ বেগে শ্বাসবায়ুর রেচন করিবে। এই যোগ সাধন করিলে দেহাভ্যন্তরে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। তৎকালে যোগী যে স্থান হইতে ঐরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে, তথায় মনকে নিযোজিত করিবে। ইহাকেই সুধীগণ রসানন্দ যোগ সমাধি বলিয়া থাকেন। এই যোগ সিদ্ধ হইলে "আমিই সেই ব্রহ্ম" যোগীর এইরূপ জ্ঞান জন্মে।

ইতি রসানন্দযোগসমাধিঃ ।

লয়যোগঃ ।

যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ।
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥

যোগী যোনিমুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে শক্তি এবং পরমাত্মাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিবে। স্ত্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গাররসবিশিষ্ট বিহার হইতেছে, এইপ্রকার জ্ঞান করিতে হয়। এইরূপ সম্ভোগ হইতে সঞ্জাত পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া পরব্রহ্মসহ নিজে অভিন্নরূপে পরম প্রণয়ে মিলিত হইয়াছি এইপ্রকার জ্ঞান করিতে হইবে। এই যোগের প্রসা-

দেই আমি ব্রহ্ম ও অদ্বিতীয়, এইপ্রকার নিত্যজ্ঞান জন্মে। ইহাকে লয়সিদ্ধি-যোগ কহে।

ইতি লয়যোগসমাধিঃ।

ভক্তিযোগসমাধিঃ।

স্বহৃদি চিন্তয়েদ্ধীমানিষ্টদেবস্বরূপকং।
ভক্তিযোগেন দেবেশি পরমানন্দপূর্ব্বকং।
ভক্তিযোগশ্চ ইত্যেবং ব্রহ্মসাক্ষাৎ ভবেদ্ধ্রুবং।
অস্য প্রসাদাৎ দেবেশি পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ।
নিত্যভাবশ্চ চিত্তস্য মনসোন্মীলনং ভবেৎ॥

হে দেবি! ভক্তি সহকারে ও আনন্দ সহকারে আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে ইষ্টদেবকে ধ্যান করিবে। ইহাকেই ভক্তিযোগসমাধি কহে। ইহার প্রসাদে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। হে দেবি! এই যোগ সাধনা করিলে দেহ পুলকিত হয়, মন নিত্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং চিত্তের উন্মীলন হইয়া থাকে।

ইতি লয়যোগসমাধিঃ।

রাজযোগসমাধিঃ।

কৃত্বাদৌ তু মনোমূর্চ্ছাং মন আত্মনি যোজয়েৎ।
রাজযোগসমাধিঃ স্যাত্তদৈব হি বরাননে॥

হে বরাননে! প্রথমতঃ মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিয়া মনকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবে। ইহাকেই রাজযোগসমাধি কহে।

ইতি তে কথিতং দেবি সমাধির্মুক্তিলক্ষণং।
নির্ম্মমঃ সাধকো যশ্চ স্বদেহে ধনবন্ধুষু।
সঙ্কল্পবর্জ্জিতো যশ্চ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

হে দেবি ! আমি তোমার নিকট মুক্তিকারণ সমাধির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে সাধক স্বীয় দেহে ও ধন এবং বন্ধুবান্ধবাদিতে নির্ম্মম হইতে পারে, যে সমস্ত সঙ্কল্পশূন্য, এবং সেই ব্যক্তিই সমাধি যোগলাভে সমর্থ হয়।

খেচরা ভূচরাশ্চামী যাবন্তো জীবজন্তবঃ ।
পর্ব্বতাস্তৃণগুল্মাদ্যা বৃক্ষলতাদয়োপি চ ।
সর্ব্বং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ তদ্ব্রহ্ম কেবলো হ্যহং ॥

হে পার্ব্বতি। কি ভূচর, কি খেচর যাবতীয় জন্তু, পর্ব্বত, তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করা উচিত এবং সেই ব্রহ্মই আমি, অপর কেহ নহে।

ত্বৎসমা রমণী নাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ ।
ইতি বিজ্ঞায় স যোগী নিত্যানন্দময়ো ভবেৎ ॥

হে পার্ব্বতি। বিশ্বসংসারে তোমার সদৃশী রমণী আর নাই এবং আমার ন্যায় পুরুষও আর লক্ষিত হয় না অর্থাৎ তুমিই আদিমা প্রকৃতি এবং আমিই পরম পুরুষ নিত্য ব্রহ্ম। যে যোগী এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই নিত্যানন্দময় হন সন্দেহ নাই।

ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাৎ গুহ্যতমং পরং ।
যজ্জ্ঞাত্বা যোগিনাং দেবি পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে যোগাঙ্গনির্ণয়ো নাম
পঞ্চদশোল্লাসঃ ॥ ১৫ ॥

হে দেবি। এই আমি তোমার নিকট সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। ইহা

গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইলে আর সেই যোগীকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে হরপার্ব্বতীসংবাদে যোগাঙ্গনির্ণয় নামক
পঞ্চদশ উল্লাস সমাপ্ত।

ষোড়শোল্লাসঃ।

কুম্ভকাষ্টকনিরূপণং। •

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

মনোমূর্চ্ছা ত্বয়া প্রোক্তা রাজযোগস্য সমাধৌ।
তৎ কথং সাধয়েদ্‌যোগী বদস্ব মম বল্লভ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রিয়তম! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে রাজযোগসমাধির বিষয় কীর্ত্তনসময়ে মনোমূর্চ্ছা নামক কুম্ভকের উল্লেখ করিলেন, তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হয় কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তা সংক্ষেপাত্তব সুন্দরি।
কুম্ভকাষ্টৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে॥

হে কমলাননে! প্রাণায়ামের বিষয় সংক্ষেপে পূর্ব্বে তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে অষ্টবিধ কুম্ভকের বিষয় যাহা বলা হয় নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভকাঃ॥

কুম্ভক অষ্টবিধ,—সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী।

সহিতঃ।

সগর্ভশ্চ নির্গর্ভশ্চ সহিতো দ্বিবিধো মতঃ।
সগর্ভো বীজসংযুক্তো নির্গর্ভো বীজবর্জ্জিতঃ॥

সহিত কুম্ভক দ্বিবিধ,—সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিলেই তাহাকে সগর্ভ কহে এবং বীজমন্ত্র ত্যাগ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহার নাম নির্গর্ভ।

ইতি সহিতকুম্ভকঃ।

সূর্য্যভেদঃ।

সূর্য্যনাড্যা প্রপূর্য্যাথ যথাশক্তি বহির্ম্মরুৎ।
ধারয়েদ্ যত্নতো ধীমান্ কুম্ভকেন জলন্ধরৈঃ।
স্বেদস্তু জায়তে যাবৎ তাবৎ কুর্ব্বন্তি কুম্ভকং
প্রাণাদ্যাঃ সূর্য্যসংভিন্না নাভিমূলাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ইড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ ধৈর্য্যেণাখণ্ডবেগতঃ।
পুনঃ সূর্য্যেণ চাকৃষ্য কুম্ভয়িত্বা তথাবিধি।
রেচয়িত্বা সাধয়েত্তু ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ।
কুম্ভকঃ সূর্য্যভেদস্তু জরামৃত্যুবিনাশকঃ।
বোধয়েৎ কুণ্ডলীং শক্তিং দেহানলং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

প্রথমতঃ জালন্ধরবন্ধের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুপূরণ পূর্ব্বক সযত্নে কুম্ভক করিয়া সেই বায়ু ধারণ করিবে। যাবৎ স্বেদ বহির্গত না হয়, তাবৎ কুম্ভক করা বিধেয়। এই কুম্ভক করিবার সময়ে প্রাণাদি বায়ুসমূহকে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ভেদ করত সমানবায়ুকে নাভিমূল হইতে উদ্ধার করিবে। তদনন্তর বামনাসাপথে ধৈর্য্যসহকারে ক্রমে ক্রমে রেচন করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসাতে পূরক, সুষুম্নাতে কুম্ভক ও বামনাসা দিয়া রেচন করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার করিবে। ইহারই নাম সূর্য্যভেদকুম্ভক। এই কুম্ভক

দ্বারা জরা ও মৃত্যু বিনাশ পায়, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং শারীরিক অগ্নিবৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ইতি সূর্য্যভেদকুম্ভকঃ।

উজ্জায়ী।

বায়ুমাকৃষ্য নাসাভ্যাং মুখেন ধারয়েত্ততঃ।
হৃদ্‌গলাভ্যাং সমাকৃষ্য বক্ত্রমধ্যে চ ধারয়েৎ।
বক্ত্রং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জালন্ধরং ততঃ।
আশক্তি কুম্ভকং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ।
উজ্জায়ীকুম্ভকং কৃত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
ন ভবেৎ কফরোগশ্চ ক্রূরবায়ুরজীর্ণকং।
আমবাতং ক্ষয়ং কাসং জ্বরপ্লীহা ন জায়তে।
জরামৃত্যুবিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ॥

নাসাপথদ্বয় দ্বারা বহির্ব্বায়ু এবং হৃদয় ও গলপ্রদেশ দ্বারা অন্তর্ব্বায়ু আকর্ষণ করত বদনের মধ্যে কুম্ভক করিয়া ধারণ করিবে। তদনন্তর মুখ ধৌত করিয়া জালন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে শক্ত্যনুসারে কুম্ভক করিয়া অবিরোধে বায়ুধারণ করিবে। ইহাকেই উজ্জায়ীকুম্ভক কহে। ইহা দ্বারা যাবতীয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই কুম্ভক সাধন করিলে কফরোগ, ক্রূরবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, কাস, জ্বর, প্লীহা, জরা ও মৃত্যু বিনাশ পাইয়া থাকে।

ইতি উজ্জায়ীকুম্ভকঃ।

শীতলী।

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েত্ততঃ।
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ।

সর্ব্বদা সাধয়েদ্‌যোগী শীতলীকুম্ভকং শুভং।
অজীর্ণং কফপিত্তঞ্চ নৈব তস্য প্রজায়তে॥

রসনা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উদরে পূরণ করত কুম্ভক করিবে। এইপ্রকারে ক্ষণকাল কুম্ভক করিয়া নাসিকাদ্বয় দ্বারা রেচন করিবে। এই কল্যাণকর শীতলীকুম্ভকের অনুষ্ঠান করা যোগীর কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ বিনাশ পায়।

ইতি শীতলীকুম্ভকঃ।

ভস্ত্রিকা।

ভস্ত্রেব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ।
ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ।
এবং বিংশতিবারঞ্চ কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকং।
তদন্তে চালয়েদ্বায়ুং পূর্ব্বোক্তঞ্চ যথাবিধি।
ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভস্ত্রিকাকুম্ভকং সুধীঃ।
ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে॥

কর্ম্মকারের ধমকা-যন্ত্রদ্বারা অগ্নি প্রদীপনার্থ যেরূপ বায়ু আকর্ষণ করা যায়, সেইরূপ নাসাপুটদ্বয়দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উদরে চালিত করিবে। এই প্রকার বিংশতিবার বায়ু চালন করতঃ কুম্ভকদ্বারা বায়ু ধারণ করিতে হয়। তদনন্তর ভস্ত্রিকাদ্বারা যে প্রকারে বায়ু নিঃসৃত করে, তদ্রূপ নাসাপুটদ্বয়দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। ইহাকেই ভস্ত্রিকাকুম্ভক কহে। ইহা ঐ প্রকারে তিনবার সাধন করিবে। ইহার প্রসাদে রোগ ও ক্লেশ দূর হয় এবং আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

ইতি ভস্ত্রিকাকুম্ভকঃ।

ভ্রামরী।

অর্দ্ধনিশাগতে যোগী জন্তূনাং শব্দবর্জ্জিতে।
কর্ণৌ নিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভকং।

শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভং।
প্রথমং ঝিঞ্জীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরং।
মেঘঝর্ঝরভ্রমরীঘণ্টাকাংস্যন্ততঃ পরং।
তুরীভেরীমৃদঙ্গাদিনিনাদানকদুন্দুভিঃ।
এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে যোগী পুরুষ জন্তুসমূহের শব্দশূন্য যোগসাধনোপযুক্ত স্থলে গমন করিয়া কর্ণদ্বয় হস্তদ্বারা বদ্ধ করত পূরক ও কুম্ভক করিবে। এইপ্রকারে কুম্ভক করিলে দক্ষিণ কর্ণে দেহাভ্যন্তরস্থ শব্দ শ্রুত হয়। প্রথমতঃ ঝিল্লীর শব্দ, তৎপরে বংশীধ্বনি, অনন্তর মেঘশব্দ, ঝর্ঝরীবাদ্যের ধ্বনি, ভ্রমরশব্দ এবং ঘণ্টা, কাংস্য, তুরী, ভেরী মৃদঙ্গ, আনক, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের রব শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই ভ্রামরীকুম্ভক কহে। প্রত্যহ ইহা অভ্যাস করিতে করিতে নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হয়। অবশেষে হৃদয়স্থ দ্বাদশদল অনাহত পদ্মের মধ্য হইতে অভূতপূর্ব্ব শব্দ ও তাহা হইতে উৎপন্ন প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। অনন্তর যোগী নয়ন নিমীলন করিয়া অন্তরমধ্যে সেই অনাহতপদ্মস্থ প্রতিনিনাদের অন্তর্গত জ্যোতিঃ দর্শন করে। সেই দীপশিখাকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে যোগীর মন সংলগ্ন হইয়া ব্রহ্মরূপী পরমপদে বিলীন হয়। এই প্রকারে এই কুম্ভক করিলে সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইতি ভ্রামরীকুম্ভকঃ।

মূর্চ্ছাকুম্ভকঃ।

সুখেন কুম্ভকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রুবোরন্তরং।
সংত্যজ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা।
আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবং॥

প্রথমতঃ উল্লিখিতরূপে স্বচ্ছন্দে কুম্ভক করিয়া মনকে যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করত ভ্রূযুগলের মধ্যস্থিত শ্বেতবর্ণ দ্বিদল আজ্ঞাপুর নামক পদ্মে সংযুক্ত করিয়া কমলস্থ পরমাত্মাতে বিলীন করিবে। এই সুখকর মনোমূর্চ্ছানামক কুম্ভক করিলে পরম আনন্দ লাভ হয়

ইতি মূর্চ্ছাকুম্ভকঃ।

কেবলীকুম্ভকঃ।

হংকারেণ বহির্যাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
অজপানামগায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা।
মূলাধারে যথা হংসস্তথা হি হৃদিপঙ্কজে।
তথা নাসাপুটদ্বন্দ্বে ত্রিবিধং সংগমাগমং।
ষণ্ণবত্যঙ্গুলীমানং শরীরং কর্ম্মরূপকং।
দেহাদ্বহির্গতো বায়ুঃ স্বভাবো দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যা ভোজনে বিংশতিস্তথা।
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলীঃ পান্থ্যঃ নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোধিকং।
স্বভাবেস্য গতের্ন্যূনে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃক্ষয়োধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরাদ্গতে।
তস্মাৎ প্রাণে স্থিতে দেহে মরণং নৈব জায়তে।
বায়ুনা ঘটসম্বন্ধে ভবেৎ কেবলকুম্ভকঃ।
যাবজ্জীবো জপেন্মন্ত্রমজপাসংখ্যকেবলং।
অদ্যাবধি ধৃতং সংখ্যাবিভ্রমং কেবলীকৃতে।
অতএব হি কর্ত্তব্যঃ কেবলীকুম্ভকো নরৈঃ।
কেবলী চাজপাসংখ্যা দ্বিগুণা চ মনোন্মনী।

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য কেবলং কুম্ভকঞ্চরেৎ।
একাদিকচতুঃষষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে।
কেবলীমষ্টধা কুর্য্যাৎ যামে যামে দিনে দিনে।
অথবা পঞ্চধা কুর্য্যাদ্যথা তৎ কথয়ামি তে।
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে মধ্যে রাত্রিচতুর্থকে।
ত্রিসন্ধ্যমথবা কুর্য্যাৎ সমমানে দিনে দিনে।
পঞ্চবারং দিনে বৃদ্ধির্ব্বারৈকঞ্চ দিনে তথা।
অজপাপরিমাণঞ্চ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদা বদতি যোগবিৎ।
কুম্ভকে কেবলীসিদ্ধৌ কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে॥

শ্বাসবায়ুর নির্গমনসময়ে হংকার এবং গ্রহণসময়ে সঃকার উচ্চারিত হয়। এই পরম পুরুষ ও প্রকৃতিময় হংসঃ বা সোহং শব্দকেই অজপাগায়ত্রী কহে। এইপ্রকারে জীব অহর্নিশিমধ্যে একবিংশতি সহস্র ষট্‌শতবার অজপা জপ করে অর্থাৎ ততবার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। গুহ্য ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী মূলাধার পদ্ম, হৃদয়স্থ অনাহত পদ্ম এবং ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীরূপ নাসাপুটদ্বয় এই ত্রিবিধ স্থান দ্বারাই হংসঃরূপ অজপাজপ হয়। এই শ্বাসবায়ুর বহির্দ্দেশে গতির কর্ম্মরূপ পরিমাণ ষণ্ণবতি অঙ্গুলী হয়। এই শ্বাসবায়ুর স্বাভাবিক বহির্গতির পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল, গায়নে ষোড়শ, আহারে বিংশতি, পথপর্য্যটনে চতুর্ব্বিংশতি, নিদ্রায় ত্রিংশৎ, মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশৎ, এবং ব্যায়ামে ইহারও অধিক অঙ্গুলী প্রমাণ হয়। যদি শ্বাসবহির্গমনের পরিমাণ স্বাভাবিক দ্বাদশ অঙ্গুলের অপেক্ষা ন্যূন হয়, তাহা হইলে পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হইলে পরমায়ুর হ্রাস হয়। শরীরমধ্যে প্রাণবায়ুর অবস্থানে কখন মৃত্যু ঘটে না। প্রাণবায়ুই কুম্ভকসাধনের মূলকারণ। জীব জন্ম হইতে মরণ যাবৎ যথাযথ পরিমাণে অজপাজপ করে। এই শরীরমধ্যে প্রাণবায়ুর কেবল যাতায়াতেই কেবলীকুম্ভক সাধিত হয়। ইহাতে পূরক নাই, রেচক নাই, কেবল কুম্ভক আছে। নাসাপুটদ্বয় দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক কেবল কুম্ভক করিতে

হয়। প্রথম দিনে এই কুম্ভক সাধনে এক হইতে চতুঃষষ্টিবার হংসঃ কিম্বা সোহং এই মাত্রা জপসংখ্যা দ্বারা শ্বাসবায়ু ধারণ করিবে। প্রত্যহ এই কুম্ভক আট প্রহরে আটবার, অথবা প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং মধ্য ও শেষ রাত্রিতে এই পঞ্চ সময়ে পাঁচবার, কিম্বা প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন সন্ধ্যাতে তিনবার মাত্রাজপের সমানসংখ্যায় সাধন করিবে। যাবৎ এই কুম্ভক সিদ্ধ না হয়, তাবৎ দিন দিন অজপাজপের পরিমাণ এক বা পঞ্চবার ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। এই কুম্ভক সিদ্ধ হইলে ধরাতলে সেই সাধকের অসাধ্য কিছুই থাকে না।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তে কথিতং দেবি অষ্টকুম্ভকলক্ষণং।
এতজ্জ্ঞাত্বা মহেশানি যোগসিদ্ধিং লভেন্নরঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! এই আমি তোমার নিকট অষ্টবিধ কুম্ভকের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা পরিজ্ঞাত হইলে যোগীগণের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে।

গ্রহাঃ প্রতিকূলা যস্য তস্য সিদ্ধিঃ কুতো ভবেৎ।
তস্মাদ্ গ্রহাংশ্চ সন্তোষ্য যোগে মনো নিয়োজয়েৎ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে ষোড়শোল্লাসঃ ॥ ১৬ ॥

হে পার্ব্বতি! অধিক আর কি বলিব, গ্রহ যাহার প্রতি প্রতিকূল, সে ব্যক্তি যোগসিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; কারণ সে যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সংকল্প করে, তাহাতেই তাহার নানা বিঘ্ন সমুৎপন্ন হয়। এই জন্য গ্রহগণকে অগ্রে সন্তুষ্ট করিয়া তৎপরে যোগের আরম্ভে মন নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে হরপার্ব্বতীসংবাদে ষোড়শোল্লাস সমাপ্ত।

সপ্তদশোল্লাসঃ।

নবগ্রহমন্ত্রকীর্ত্তনং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভো ভো দেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
কেন তুষ্টাশ্চ তে গ্রহাস্তদ্বদস্ব মহামতে॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেব! হে মহাদেব! হে ভবসাগরত্রাণকারিন্! হে মহামতে! কি করিলে গ্রহগণ সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

পূজয়া ন চ তুষ্যন্তি স্তবেন কবচেন চ।
তত্তন্মন্ত্রপ্রজপেন তেষাং তুষ্টির্যথা ভবেৎ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! গ্রহগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব মন্ত্রজপ করিলে যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, কি পূজা, কি স্তব, কি কবচ, কিছুতেই তাদৃশী প্রীতি-লাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তদ্বদস্ব মহাভাগ গ্রহাণাং মন্ত্রমুত্তমং।
দুর্ল্লভং পরমং গোপ্যং নরাণাং সিদ্ধিদায়কং॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে মহাভাগ! আমার নিকট গ্রহগণের অত্যুত্তম মন্ত্র কীর্ত্তন করুন্। উহা পরম গোপনীয়, দুর্ল্লভ ও মানবগণের সিদ্ধিপ্রদ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রাণি নবধানি চ।
সূর্য্যাদিনবগ্রহাণাং সুখসৌভাগ্যহেতবে॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি সুখসৌভাগ্যার্থ তোমার নিকট সূর্য্যাদি নবগ্রহের মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সূর্য্যমন্ত্র।

প্রণবং প্রথমোচ্চার্য্য মায়াবীজং ততঃ পরং।
তীগ্মরশ্মিনে সংপ্রোচ্য আরোগ্যপদমুচ্চরেৎ।
দায় ইতি ততো দেবি তদন্তে বহ্নিবল্লভা।
মন্ত্রমেতত্তু সূর্য্যস্য আরোগ্যবলবর্দ্ধনং॥

হে পার্ব্বতি! ওঁ হ্রীং তীগ্মরশ্মিনে আরোগ্যদায় স্বাহা, ইহাই সূর্য্যের মন্ত্র। এই মন্ত্রের প্রসাদে আরোগ্য ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সোমমন্ত্র।

কামবীজং সমুচ্চার্য্য মায়াং সমুদ্ধরেত্ততঃ।
বাণীবীজং ততঃ প্রোচ্য অমৃতপদমুচ্চরেৎ।
করামৃতং মহেশানি প্লাবয়দ্বিতয়ং ততঃ।
অন্তে বহ্নিপ্রিয়া চৈব মন্ত্রেহয়ং সোমতুষ্টিদঃ॥

ক্লীং হ্রীং ঐং অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা, ইহাই সোমের মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করিলে চন্দ্রের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে।

কুজমন্ত্র।

গগনং রেফসংযুক্তমাকারবিন্দুসংযুতং।
বাণ্যা চ মায়য়া চৈব পুটিতং পরমেশ্বরি।

সর্ব্বদুষ্টান্ সমুচ্চার্য্য নাশয়দ্বিতয়ং ততঃ।
অন্তে বহ্নিপ্রিয়াং প্রোচ্য মন্ত্রং পরমদুর্ল্লভং।
প্রজপেদ্বৈ মহেশানি মঙ্গলপ্রীতিহেতবে॥

ঐং হ্রাং হ্রীং সর্ব্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা, ইহাই মঙ্গলের পরম দুর্ল্লভ মন্ত্র। হে মহেশ্বরি! মঙ্গলের প্রীত্যর্থ এই মন্ত্র জপ করিবে।

বুধমন্ত্র।

মায়াং লক্ষ্মীং সৌম্যপদং সর্ব্বান্ কামান্ ততঃ পরং।
পূরয়পদমুচ্চার্য্য বহ্নিপ্রিয়াং সমুচ্চরেৎ।
বুধমন্ত্রং জপেদ্ধীমান্ সর্ব্বকল্যাণহেতবে॥

হ্রীং শ্রীং সৌম্য সর্ব্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহা, বুধের এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভ হয়।

গুরুমন্ত্র।

তারং বাণীং সুরগুরো অভীষ্টং তদনন্তরং।
যচ্ছদ্বয়ং সমুচ্চার্য্য অন্তেঽগ্নিবল্লভা স্মৃতা॥

ওঁ ঐং সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা, বৃহস্পতির এই মন্ত্র জপ করিলে তাঁহার পরম পরিতোষ জন্মে।

শুক্রমন্ত্র।

ষট্‌শকারং সমুচ্চার্য্যং দীর্ঘস্বরসমন্বিতং।
শুক্রমন্ত্রং জপেদ্ধীমান্ শত্রুনাশায় শঙ্করি॥

শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ, ইহাই শুক্রের মন্ত্র। হে শঙ্করি! এই মন্ত্র জপ করিলে তৎপ্রসাদে শত্রুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শনিমন্ত্র।

গগনং রেফসংযুক্তং চতুর্দ্দীর্ঘসমন্বিতং।
সর্ব্বশত্রূন্ ততঃ প্রোচ্য বিদ্রাবয়দ্বয়ং তথা।
মার্ত্তণ্ডসূনবে চোক্ত্বা নমোস্তোয়ং মনুর্ম্মতঃ॥

হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডসূনবে নমঃ, ইহাই শনির মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করিলে শনৈশ্চর পরম প্রীতিলাভ করেন।

রাহুমন্ত্র।

আকারবিন্দুসংযুক্তং রকারং প্রথমং বদেৎ।
হ্রৌং ভ্রৌং বীজদ্বয়ং প্রোক্ত্বা মায়াবীজং ততঃ স্মরেৎ
সোমশত্রো পদং প্রোচ্য শত্রূন্ বিধ্বংসয়দ্বয়ং।
চতুর্থ্যন্তং রাহুপদং নমোস্তোয়ং মনুর্ম্মতঃ॥

রাং হ্রৌং ভ্রৌং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ, ইহাই রাহুগ্রহের মন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করিলে রাহু পরম পরিতুষ্ট থাকেন।

কেতুমন্ত্র।

ক্রূং হ্রূং ক্রৈং প্রথমং প্রোচ্য কেতবে তদনন্তরং।
স্বাহান্তোয়ং মনুর্দ্দেবি কেতুগ্রহস্য দুর্ল্লভঃ॥

হে দেবি! ক্রূং হ্রূং ক্রৈং কেতবে স্বাহা ইহাই কেতুগ্রহের দুর্ল্লভ মন্ত্র।

ইন্দ্রাদীনাং মন্ত্রাঃ।

লং বীজেন হে দেবেশি ইন্দ্রং সংপূজয়েৎ সুধীঃ।
রমিতি অগ্নিদেবঞ্চ মৃৎমন্ত্রেণ যমং তথা।
স্রূং বীজেন নির্ঋতেঃ পূজাদীন্ কারয়েৎ সুধীঃ।
বমিতি বরুণং দেবি যংবীজেন বৈ চানিলং।

কুবেরঞ্চ ক্ষাংবীজেন হৌমিতি ঈশানং তথা ।
ব্রহ্মাণং পূজয়েদ্ধীমান্ ব্রীংমন্ত্রেণ ভো শঙ্করি ।
অনন্তং অমিতি দেবি মূলেনান্যাংশ্চ পূজয়েৎ ।
বর্ণানুরূপিভির্দ্দেবি পুষ্পবস্ত্রবিভূষণৈঃ ।
গ্রহান্ সংপূজয়েদ্ধীমান্ কথিতং তব সন্নিধৌ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে নবগ্রহাদিদেবতাধ্যাননিরূপণং
নাম সপ্তোদশোল্লাসঃ ॥ ১৭ ॥

হে পার্ব্বতি ! লং ইন্দ্রের, রং অগ্নির, মৃৎ যমের, স্রুং নির্ঋতির, বং বরুণের, যং বায়ুর, ক্ষাং কুবেরের, হৌং ঈশানের, ব্রীং ব্রহ্মার এবং অং অনন্তের মন্ত্র। এই সকল মন্ত্রদ্বারা উহাঁদিগের পূজা ও জপাদি ক্রিয়া সমাধা করিবে। যে গ্রহের যেরূপ বর্ণ, তদনুরূপ বর্ণের পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সেই গ্রহের পূজা করিতে হয়।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে নবগ্রহাদিধ্যান নিরূপণ নামক
সপ্তদশ উল্লাস সমাপ্ত ।

অষ্টাদশোল্লাসঃ ।

দেবধ্যানানি ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ ।

বর্ণধ্যানানি দেবেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং ।
অন্যথা কুসুমাদীনাং কথং নিরূপণং ভবেৎ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবেশ ! অধুনা আমি পূর্ব্বোক্ত গ্রহপ্রভৃতির বর্ণ ও ধ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি এইমাত্র বলিলেন যে, বর্ণের

অনুসারে পুষ্পাদি দ্বারা তত্তৎদেবতার পূজাদি করিবে ; অতএব তাঁহাদিগের বর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিলে কিরূপে পুষ্প প্রভৃতি নির্ণয় হইবে ?

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নবগ্রহাণাং ধ্যানানি আদৌ শৃণু বরাননে।
ততোঽন্যানি প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ তব বল্লভে ॥

মহাদেব কহিলেন, হে বরাননে ! আমি প্রথম তোমার নিকট নবগ্রহের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর, তৎপরে অন্যান্য দেবতারও ধ্যান কীর্ত্তন করিবে।

নবগ্রহধ্যানং।

চতুর্ভুজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ।
চিন্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রামৃতকরাম্বুজং।
কুজমীষৎকুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণং।
ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাললোলিতকুণ্ডলং।
যজ্ঞসূত্রান্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুং।
এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরং।
রাহুকেতূ শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রূরচেষ্টিতৌ ॥

সূর্য্যদেবকে চতুর্ভুজ এবং পদ্মদ্বয়, বর ও অভয়মুদ্রাধারী চিন্তা করিবে। এই প্রকার সোমকে দান মুদ্রা ও অমৃতধারী ; মঙ্গলকে ঈষৎ কুব্জ ও দণ্ড-ধারী ; বুধকে শিশু ও চঞ্চল কুণ্ডলবান্ ; বৃহস্পতিকে যজ্ঞসূত্র, পুস্তক ও অক্ষমালাধারী ; শুক্রকে কাণ ; শনিকে খঞ্জ, এবং রাহুকেতুকে শিরঃকায়, বিকৃত ও ক্রূরচেষ্টিত ধ্যান করিবে।

সূর্য্যো রক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোরুণবিগ্রহঃ।
বুধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোঽসিতঃ শনিঃ।
রাহুকেতূ বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্ল, মঙ্গল অরুণ, বুধ পাণ্ডু, বৃহস্পতি পীত, শুক্র শ্বেত, শনি অসিত এবং রাহুকেতু বিচিত্রবর্ণ। হে দেবি! এই তোমার নিকট গ্রহগণের বর্ণ কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রধ্যানং।

সহস্রাক্ষং যজেদ্ধ্যায়েৎ পীতকৌষেয়বাসসং।
বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি॥

ইন্দ্র সহস্রলোচন, পীত ও কৌষেয়বস্ত্রধারী, বজ্রপাণি, পীতবর্ণ এবং ঐরাবতের উপরে সমারূঢ়। হে দেবি! ইন্দ্রকে এই প্রকারে ধ্যান করিতে হয়।

অগ্নিধ্যানং।

রক্তাভং ছাগবাহস্থং শক্তিহস্তং হুতাশনং।
ধ্যায়েত্তং সর্ব্বভোক্তারং কৃষ্ণবর্ত্মানমেব হি॥

অগ্নিদেব রক্তবর্ণ, ছাগবাহন, শক্তিহস্ত, সর্ব্বভুক্ এবং কৃষ্ণবর্ত্মা। এইরূপে হুতাশনের ধ্যান করিবে।

যমধ্যানং।

ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহং।
নরকাধিপতিং দেবং স্থূলপাদং রবেঃ সুতং॥

যম লুলাপস্থ, দণ্ডধারী, কৃষ্ণবর্ণ, নরকের অধিপতি, স্থূলপাদ। এই প্রকারে রবিনন্দনের ধ্যান করিতে হয়।

নির্ঋতিধ্যানং।

নির্ঋতিং খড়্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজিবাহনং।

নির্ঋতি খড়্গহস্ত, শ্যামবর্ণ ও অশ্বোপরি সমারূঢ়। এইরূপে নির্ঋতির ধ্যান করিবে।

বরুণধ্যানং।

বরুণং মকরারূঢ়ং পাশহস্তং সিতব্রতং।
সলিলাধিপতিং শ্বেতং ধ্যায়েত্তং জলমধ্যগং॥

বরুণ মকরারূঢ়, পাশহস্ত, সিতব্রত, শ্বেতবর্ণ, জলমধ্যস্থ ও জলের অধিপতি, এইরূপে বরুণ দেবের ধ্যান করিতে হয়।

বায়ুধ্যানং।

ধ্যায়েৎ কৃষ্ণত্বিষং বায়ুং মৃগস্থঞ্চাঙ্কুশায়ুধং।

বায়ুদেবকে কৃষ্ণবর্ণ, মৃগস্থ ও অঙ্কুশধারী চিন্তা করিতে হয়।

কুবেরধ্যানং।

কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতং।
স্তুতং যক্ষগণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্বুজং॥

কুবের কাঞ্চনবর্ণ, রত্নসিংহাসনে সংস্থিত, যক্ষগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত এবং পাশ ও অঙ্কুশধারী।

ঈশানধ্যানং।

ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণং।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভং॥

ঈশান বৃষবাহন, ত্রিশূল ও বরমুদ্রাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মধর এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।

ব্রহ্মধ্যানং।

রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ।
হংসারূঢ়ো বরাভীতিমালাপুস্তকপাণিকঃ॥

ব্রহ্মার বর্ণ রক্তোৎপলের ন্যায় লোহিত, তিনি চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ, হংস-বাহন এবং কমণ্ডলু, মুদ্রা, মাল্য ও পুস্তকধারী।

অনন্তধ্যানং।

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ॥

অনন্তদেব হিম কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তাঁহার লোচন সহস্র, চরণ সহস্র, হস্ত সহস্র, বদন সহস্র এবং তিনি সুর অসুর সকলেরই ধ্যেয়।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অভেদস্তু হে দেবেশি নারায়ণে যথা ময়ি।
সুপর্ণে বৃষভে চৈব তথা জানীহি শঙ্করি।
তয়োর্ধ্যানঞ্চ বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে॥

হে দেবেশি! আমাতে এবং নারায়ণে যেরূপ কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, সেইরূপ আমার বাহন বৃষভ ও নারায়ণের বাহন গরুড়েও কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিবে; অতএব উভয়ের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর; অর্থাৎ মানব-গণ যেরূপ আমাদিগের অর্চ্চনাদি করিবে, সেইরূপ গরুড় ও বৃষভেরও অর্চ্চনা করিতে হইবে।

গরুড়ধ্যানং।

গরুড়ঃ পক্ষিরাজস্তু নরাস্যো দীর্ঘনাসিকঃ।
পাদসংকোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥

গরুড় পক্ষীর রাজা, নরমুখবিশিষ্ট, দীর্ঘনাসিক, পক্ষযুক্ত, করযোড়ে অবস্থিত এবং পাদসংকোচ পূর্ব্বক উপবিষ্ট।

বৃষধ্যানং।

শৃঙ্গায়ুধঃ শুভ্রকায়ঃ চতুষ্পাদঃ সিতক্ষুরঃ।
বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ॥

বৃষ শৃঙ্গাস্ত্রবান, শুভ্রবর্ণ, চতুষ্পাদ, সিতক্ষুর, বৃহৎ ককুদ্‌বিশিষ্ট কৃষ্ণপুচ্ছ, শ্যামস্কন্ধ।

কথিতানি মহাদেবি মন্ত্রধ্যানাদিকানি চ।
সুখারোগ্যপ্রদানি চ সিদ্ধিদানি তথৈব হি॥

হে মহাদেবি! এই আমি তোমার নিকট নবগ্রহ ও অন্যান্য দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র কীর্ত্তন করিলাম। এই সকল ধ্যান ও মন্ত্রের প্রসাদে সুখ, আরোগ্য ও সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন যথা হাটকপেটিকা।
অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে চ নিরয়ং ব্রজেৎ॥
ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে অষ্টাদশোল্লাসঃ॥ ১৮॥

হে দেবি। ইহা স্বর্ণপেটিকার ন্যায় যত্ন সহকারে গোপনে রাখিবে। অভক্তকে ইহা কদাচ প্রদান করিবে না। অভক্তকে অর্পণ করিলে নরক-গামী হইতে হয়।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে অষ্টাদশ উল্লাস সমাপ্ত।

ঊনবিংশোল্লাসঃ।

সাধকলক্ষণং।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং নাথ যোগানাং লক্ষণং শুভং।
ধ্যানাদিকানি দেবানাং শ্রুতানি পরমেশ্বর।
কথিতং নৈব হে শম্ভো সাধকস্য তু লক্ষণং॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ! আপনার মুখে যোগের শুভ লক্ষণ শ্রবণ করিলাম এবং দেবতাদিগের ধ্যানাদিও অবগত হইয়াছি; কিন্তু হে পরমেশ্বর! আপনি সাধকের লক্ষণ বলিলেন না। অতএব কৃপা করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

মধুরং প্রশ্নমেতদ্ধি শৃণুষ্ব প্রাণবল্লভে।
মৃদুমধ্যাদিভেদেন সাধকাঃ স্যুশ্চতুর্ব্বিধাঃ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রাণবল্লভে! তুমি অতি মনোহর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহা হউক, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। মৃদুমধ্যাদিভেদে সাধক চতুর্ব্বিধ।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রাধিমাত্রতমাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো লক্ষণানি শৃণুষ্ব মে॥

সাধক চতুর্ব্বিধ; মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র ও অধিমাত্রতম। তন্মধ্যে অধিমাত্রতম সাধকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই চতুর্ব্বিধ সাধকের লক্ষণ যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর।

মৃদুসাধকলক্ষণং।

স্বল্পোৎসাহী বিমুগ্ধশ্চ দুষ্কর্ম্মা ব্যাধিতস্তথা।
বহ্বাশী মহিলাযুক্তো লোভী চঞ্চলমানসঃ।
অসহিষ্ণুঃ পরাধীনো রোগী নির্দ্দয়চিত্তকঃ।
গুরূপদেশবিদ্বেষী হীনবীর্য্যো মৃদুঃ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি অল্প উৎসাহবান্, মুগ্ধচিত্ত, দুষ্কর্ম্মা, কুষ্ঠরোগী, বহুভোজী, নারী-সংযুক্ত, লোভী, চঞ্চলচিত্ত, অসহিষ্ণু, পরাধীন, রোগী, নির্দ্দয়, গুরুর উপদেশ-বিদ্বেষী ও হীনবীর্য্য, তাহাকেই মৃদু সাধক কহে।

মন্ত্রযোগে ত্বধিকারী মন্ত্রমভ্যসেচ্চ স বৈ।
দ্বাদশবর্ষা[illegible] ততঃ সিদ্ধিশ্চ জায়তে।
[illegible] যোগী হটে মনো নিয়োজয়েৎ॥

[illegible] এই মৃদুসাধক প্রথমে মন্ত্রযোগেই অধিকারী হইয়া থাকে। প্রথম মন্ত্র-যোগ অভ্যাস করাই ইহার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই প্রকারে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে যখন চিত্ত[illegible] জন্মে, তখন সে হটযোগের অনুষ্ঠানে মন নিযুক্ত করিবে।

ইতি মৃদুসাধকলক্ষণং।

মধ্যসাধকলক্ষণং।

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির্যো ক্ষমাশীলো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুণ্যেচ্ছুঃ প্রিয়বাদী চ সর্ব্বকার্য্যেষু তৎপরঃ।
সংশয়বিহীনো যশ্চ স মধ্যসাধকো মতঃ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বত্রই সমবুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যাহার সমতাজ্ঞান বিদ্যমান, যে ক্ষমাশীল, পুণ্যকার্য্যে অভিলাষী, প্রিয়ভাষী, সর্ব্বকার্য্যে তৎপর এবং যাহার চিত্ত সংশয়শূন্য, তাহাকেই মধ্যসাধক কহে।

কমলোদ্ভূতা অর্থাৎ কমল হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। হে দেবি! তোমার নেত্র পদ্মপত্রবৎ আয়ত।

সৎক্রিয়া গিরিশা শুদ্ধির্গোমাতা চ রণপ্রিয়া।
দুর্গা কাত্যায়নী চণ্ডী নিত্যপুষ্টা নিরন্তরা॥

তুমি সৎক্রিয়া, গিরিশা, শুদ্ধিস্বরূপা, গোমাতা, রণপ্রিয়া, দুর্গা, কাত্যায়নী, চণ্ডী, নিত্যপুষ্টা ও নিরন্তরা নামে অভিহিত।

হিরণ্যবর্ণা জগতী চর্চ্চিতাঙ্গী সুবিগ্রহা।
মন্দরাদ্রিনিবাসা চ জগদ্‌যন্ত্রপ্রবর্ত্তিকা॥

হে দেবি! তুমি হিরণ্যবর্ণা, জগতী, চর্চ্চিতাঙ্গী, সুবিগ্রহা, মন্দরাদ্রিনিবাসা ও জগদ্‌যন্ত্রপ্রবর্ত্তিকা এই সকল আখ্যায় কীর্ত্তিতা হইয়া থাক।

রত্নমালা রত্নগর্ভা গরহা স্বর্ণমালিনী।
পদ্মনাভা পদ্মনিভা পুষ্টির্বিশ্বপ্রমাথিনী॥

হে মাতঃ! রত্নমালা, রত্নগর্ভা, গরহা, স্বর্ণমালিনী, পদ্মনাভা, পদ্মনিভা, পুষ্টি [illegible] প্রমাথিনী এই সকলই তোমার নাম।

সর্ব্বিধাঃ
ধন্বন্ত[illegible] দুষ্প্রকম্প্যা নিত্যরুষ্টামৃতোদ্ভবা।
মহেন্দ্রভগিনী সৌম্যা সূর্য্যমাতা দৃষদ্বতী॥

তুমি ধন্বন্তী, দুষ্প্রকম্প্যা, নিত্যরুষ্টা, অমৃতোদ্ভবা, মহেন্দ্রভগিনী, সূর্য্যমাতা ও দৃষদ্বতী নাম ধারণ করিয়াছ।

কল্যাণী কমলাবাসা বরেণ্যা বরদায়িকা।
বাত্যামরেশ্বরী বিদ্যা পঞ্চচূড়া বরপ্রদা॥

হে মাতঃ! তুমি কল্যাণী, কমলাবাসা, বরেণ্যা, বরদায়িকা, বাত্যা, অমরেশ্বরী, বিদ্যা, পঞ্চচূড়া, ও বরপ্রদা নামে পরিকীর্ত্তিত।

কালরাত্রির্মহাবেগা দুর্জ্জয়া দুরতিক্রমা।
ভদ্রকালী জগন্মাতা বীরভদ্রপ্রিয়া হিতা ॥

হে দেবি। তুমি কালরাত্রি, মহাবেগা, দুর্জ্জয়া, দুরতিক্রমা, ভদ্রকালী, জগন্মাতা, বীরভদ্রপ্রিয়া ও হিতা নামে অভিহিতা হইয়া থাক।

করালা পিঙ্গলাকারা ভক্তভদ্রপ্রদায়িনী।
যশস্বিনী যশোদাত্রী কামভেদা মহাস্বনা ॥

তুমি করালা, পিঙ্গলাকারা, ভক্তভদ্রপ্রদায়িনী, যশস্বিনী, ভেদা ও মহাস্বনা নামে অভিহিতা।

শঙ্খিনী পদ্মিনী সাংখ্যা ষড়ধ্বপরিবর্ত্তিকা।
চৈত্রা সম্বৎসরারূঢ়া সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিকা ॥

তুমি শঙ্খিনী, পদ্মিনী, সাংখ্যা, ষড়ধ্বপরিবর্ত্তিকা, চৈত্রা, সম্বৎসরারূঢ়া ও সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিকা নামে কীর্ত্তিত।

শুম্ভারিঃ খেচরী স্বস্থা জগৎসংপূরণী ধ্বজা।
খগধ্বজাশ্বগারূঢ়া কম্বুগ্রীবা কলিপ্রিয়া ॥

হে মাতঃ। ভক্তগণ তোমাকে শুম্ভারি, খেচরী, স্বস্থা, জগৎসংপূরণী, ধ্বজা, খগধ্বজা, অশ্বগারূঢ়া, কম্বুগ্রীবা ও কলিপ্রিয়া এই সকল নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্যপদ্মনিলয়া বারাহী ভগমালিনী।
গণাগ্রণী চ জয়ন্তী বিরক্তা গরুড়াসনা ॥

তুমি ঐশ্বর্য্যপদ্মনিলয়া, বারাহী, ভগমালিনী, গণাগ্রণী, জয়ন্তী, বিরক্তা ও গরুড়াসনা নামে অভিহিত হইয়া থাক।

সঙ্কল্পসিদ্ধা সাম্যস্থা সর্ব্ববিজ্ঞানদায়িনী।
কলিকল্মষহন্ত্রী চ গুহ্যোপনিষদুত্তমা ॥

হে দেবি! তুমি সঙ্কল্পস্থা, সাম্যস্থা, সর্ব্ববিজ্ঞানদায়িনী, কলিকল্মষহন্ত্রী, ও উত্তমা নামে অভিহিত এবং তুমি গুহ্য উপনিষৎস্বরূপ।

নিষ্ঠা দৃষ্টিঃ স্মৃতির্ব্যাপ্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্রিয়াবতী।
বিশ্বামরেশ্বরেশানা ভুক্তির্মুক্তিঃ শিবামৃতা ॥

তুমিই নিষ্ঠা, তুমিই দৃষ্টি, তুমিই স্মৃতি, তুমিই ব্যাপ্তি, তুমিই পুষ্টি, তুমিই তুষ্টি, তুমিই ক্রিয়াবতী, তুমি বিশ্বা, তুমি অমরেশ্বরেরও ঈশানী, তুমিই ভুক্তি, তুমিই মুক্তি, তুমি শিবা এবং তুমিই অমৃতা।

লোহিতা সর্পমালা চ ভীষণা বনমালিনী।
অনন্তশয়নানন্যা নরনারায়ণোদ্ভবা ॥

তুমি লোহিতা, সর্পমালা, ভীষণা, বনমালিনী, অনন্যা ও নরনারায়ণোদ্ভবা নামে কীর্ত্তিত।

নৃসিংহী দৈত্যমথনী শঙ্খচক্রগদাধরা।
সঙ্কর্ষণী সমুৎপত্তিরম্বিকাপদসংশ্রয়া ॥

হে দেবি! তুমি নৃসিংহী, দৈত্যমথনী, শঙ্খচক্রগদাধরা, সঙ্কর্ষণী, সমুৎপত্তি ও অম্বিকাপদসংশ্রয়া নামে প্রথিত।

মহাজ্বালা মহাভূতিঃ সুমূর্ত্তিঃ সর্ব্বকামধুক্।
শুভ্রা সৌরী চ সুস্তনী ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা ॥

তুমি মহাজ্বালা, মহাভূতি, সুমূর্ত্তি, সর্ব্বকামধুক্, শুভ্রা, সৌরী, সুস্তনী ও সর্ব্বকামার্থমোক্ষদা নামে অভিহিতা হইয়া থাক।

ভ্রূমধ্যনিলয়া পূর্ব্বা পুরাণপুরুষারণিঃ।
মহাবিভূতিদা মধ্যা সরোজনয়না সমা ॥

ভ্রূমধ্যনিলয়া, পূর্ব্বা, পুরাণপুরুষারণি, মহাবিভূতিদা, মধ্যা, সরোজনয়না ও সমা, তোমাকে এই সকল নামে কীর্ত্তন করা যায়।

অষ্টাদশভুজানাদ্যা নীলোৎপলদলপ্রভা ।
বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্দ্ধিতা ॥

হে দেবি ! তুমি অষ্টাদশভুজা, অনাদ্যা, নীলোৎপলদলপ্রভা, বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্দ্ধিতা নামে অভিহিতা হইয়া থাক ।

সর্ব্বশক্তির্নিরালোকা নিরিন্দ্রিয়া স্থানেশ্বরী ।
বিচিত্রগহনাধারা শাশ্বতস্থানবাসিনী ॥

[illegible] তুমি নিরালোকা অর্থাৎ তোমা অপেক্ষা দীপ্তি [illegible] না ; তুমি নিরিন্দ্রিয়া, স্থানেশ্বরী, বিচিত্রগহনাধারা এবং তুমি শাশ্বতস্থানবাসিনী অর্থাৎ তুমি নিত্যধামে বিরাজিত রহিয়াছ ।

নিরানন্দাসনারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ।
অশেষদেবতামূর্ত্তি-র্দেবতা বরদেবতা ॥

তুমি নিরানন্দা, আসনারূঢ়া, ত্রিশূলবরধারিণী, অশেষদেবতামূর্ত্তি, দেবতা ও বরদেবতা বলিয়া অভিহিত ।

গণাম্বিকা গিরিপুত্রী নিশুম্ভবিনিপাতিনী ।
অবর্ণা বর্ণরহিতা ত্রিবর্ণা জীবসম্ভবা ॥

হে দেবি ! তুমি গণাম্বিকা, গিরিপুত্রী, নিশুম্ভবিনিপাতিনী, অবর্ণা, বর্ণরহিতা, ত্রিবর্ণা ও জীবসম্ভবা নামে পরিকীর্ত্তিত ।

অন্ত্যস্থানন্তবর্ণা চ শঙ্কর্য্যনন্তমানসা ।
অগোত্রা গোমতী গোপ্ত্রী গুহ্যরূপা গুণান্তরা ॥

তুমি অন্ত্যস্থা, অনন্তবর্ণা, শঙ্করী, অনন্তমানসা, অগোত্রা, গোপ্ত্রী, গুহ্যরূপা ও গুণান্তরা নামে অভিহিতা ।

তুমি বৃষাবেশা, বিরম্মাতা, বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী, চাণরহস্যুর তনয়া, নীতিজ্ঞা ও কামরূপিণী।

বেদবিদ্যা ব্রতবিদ্যা ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী।
বীরভদ্রপ্রপূজ্যা চ মহাকালসমুদ্ভবা॥

তুমিই বেদবিদ্যা, তুমিই ব্রতবিদ্যা, তুমি ব্রহ্মপর্ব্বতবাসিনী, তুমি বীরভদ্র কর্ত্তৃক প্রপূজিতা এবং মহাকালসমুদ্ভবা।

বিদ্যাধরপ্রিয়া বীরা বিদ্যাধরানিরাকৃতিঃ।
সিদ্ধা আপ্যায়নী সেব্যা হরন্তী পাবনী কলা॥

হে দেবি! তুমি বিদ্যাধরপ্রিয়া, বীরা, বিদ্যাধরনিরাকৃতি, সিদ্ধা, আপ্যায়নী, সেব্যা, হরন্তী, পাবনী ও কলা নামে অভিহিতা।

পোষণী মাতৃকা দেবি বারিজা বাহনপ্রিয়া।
সেবিতা সেবিকা মন্মথোদ্ভূতা মানদায়িনী॥

হে দেবি! তুমি পোষণী, মাতৃকা, বারিজা, বাহনপ্রিয়া, সেবিতা, সেবিকা, মন্মথোদ্ভূতা ও মানদায়িনী নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাক।

করীষিণী সুধাবাণী বীণাবাদনতৎপরা।
অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী সিনীবালী গরুত্মতী॥

হে দেবি! তুমি করীষিণী, সুধাবাণী, বীণাবাদন তৎপরা, অরুন্ধতী, হিরণ্যাক্ষী, সিনীবালী ও গরুত্মতী নামে প্রথিত।

বসুপ্রদা মৃগাঙ্কা চ বসোর্দ্ধারা বসুমতী।
বসুন্ধরা ধারাধরা পারাবারসহস্রদা॥

হে দেবি! তোমাকে সকলে বসুপ্রদা, মৃগাঙ্কা, বসোর্দ্ধারা, বসুমতী, বসুন্ধরা, ধারাধরা ও পারাবারসহস্রদা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

তুমি বিভ্রাজমাণা, দুর্জ্জেয়া, জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা, মহানিদ্রা, মহাঘোরা, অনিদ্রা ও সত্যদেবতা এই সকল নামে পরিকীর্ত্তিত।

দীর্ঘা ককুদ্মিনী হৃদ্যা শান্তিদা শান্তিবর্দ্ধিনী।
লক্ষ্ম্যাদিশক্তিজননী শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা॥

হে দেবি! তুমি দীর্ঘাকৃতি, ককুদবিশিষ্টা, চিত্তরঞ্জিনী, শান্তিপ্রদা, শান্তিবর্দ্ধিনী; লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তির জননী ও শক্তিচক্রপ্রবর্ত্তিকা।

ত্রিশক্তিজননী জন্যা ষড়ূর্ম্মিপরিবর্জ্জিতা।
সুধৌতা কর্ম্মকরণী যুগান্তদহনাত্মিকা॥

তুমি শক্তিত্রয়ের জননী, তুমিই সকলের উৎপত্তির কারণ, তুমি ষড়ূর্ম্মি পরিশূন্যা, তুমি সুধৌতা, তুমি কর্ম্মকরণী এবং যুগান্তদহনাত্মিকা অর্থাৎ তুমি প্রলয়কালীন অনলাত্মস্বরূপা।

সঙ্কর্ষণী জগদ্ধাত্রী কামযোনিঃ কিরীটিনী।
ঐন্দ্রী ত্রৈলোক্যনমিতা বৈষ্ণবী পরমেশ্বরী॥

হে মাতঃ! তুমি সঙ্কর্ষণী, জগদ্ধাত্রী, কামযোনি, কিরীটিনী, ঐন্দ্রী, ত্রৈলোক্যনমিতা, বৈষ্ণবী ও পরমেশ্বরী নামে অভিহিতা।

প্রদ্যুম্নদয়িতা দাত্রী যুগ্মদৃষ্টিস্ত্রিলোচনা।
মদোৎকটা হংসগতিঃ প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা॥

তুমি প্রদ্যুম্নদয়িতা, দাত্রী, যুগ্মদৃষ্টি, ত্রিলোচনা, মদোৎকটা, হংসগতি প্রচণ্ডা ও চণ্ডবিক্রমা নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাক।

বৃষাবেশা বিয়ন্মাতা বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী।
চাণূরহন্তৃতনয়া নীতিজ্ঞা কামরূপিণী॥

কাশ্যপী কালকর্ণিকা দৈত্যদানবমাথিনী।
শাস্ত্রযোনিঃ ক্রিয়ামূর্ত্তিশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদর্শিকা ॥

হে মাতঃ! তুমি কাশ্যপী, কালকর্ণিকা, দৈত্যদানবমাথিনী, শাস্ত্রযোনি, ক্রিয়ামূর্ত্তি ও চতুর্ব্বর্গপ্রদর্শিকা নামে প্রথিত।

নারায়ণী নরোৎপত্তিঃ কৌমুদী লিঙ্গধারিণী।
কামুকী কলিতাভাবা পারাবারবিভূতিদা ॥

হে মাতঃ! তুমি নারায়ণী, নরোৎপত্তি, কৌমুদী, লিঙ্গধারিণী, কামুকী, কলিতাভাবা ও পারাবারবিভূতিদা এই সকল নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়া থাক।

পরাঙ্গজাতমহিমা বড়বা বামলোচনা।
সুভদ্রা দেবকী সীতা বেদবেদাঙ্গপারগা ॥

তুমি পরাঙ্গজাতমহিমা, তুমি বড়বা, তুমি বামলোচনা, তুমি সুভদ্রা, তুমি দেবকী, তুমি সীতা এবং তুমি বেদবেদাঙ্গপারগা।

মনস্বিনী মন্যুমাতা মহামন্যুসমুদ্ভবা।
অমন্যুরমৃতাস্বাদা পুরুহূতা পুরুষ্টদা ॥

হে দেবি! তোমাকে সকলে মনস্বিনী, মন্যুমাতা, মহামন্যুসমুদ্ভবা, অমন্যু, অমৃতাস্বাদা, পুরুহূতা ও পুরুষ্টদা বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে।

অশোচ্যা ভিন্নবিষয়া হিরণ্যরজতপ্রিয়া।
হিরণ্যরজনী হৈমা হেমাভরণভূষিতা ॥

তুমি অশোচ্যা অর্থাৎ তোমাতে শোকের লেশমাত্রও নাই, তুমি ভিন্নবিষয়া অর্থাৎ [illegible] যাবতীয় বিষয় হইতে পৃথক্, তুমি হিরণ্য ও রজতপ্রিয়া, হিরণ্যরজনী, হৈমা ও হেমাভরণে বিভূষিতা।

বিভ্রাজমাণা দুর্জ্ঞেয়া জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা।
মহানিদ্রা মহাঘোরা অনিদ্রা সত্যদেবতা ॥

গোনী গব্যপ্রিয়া গৌণী গণেশ্বরনমস্কৃতা।
সত্যভামা সত্যসন্ধা ত্রিসন্ধ্যা সন্ধিবর্জ্জিতা॥

হে মাতঃ! তোমাকে সকলে গোনী, গব্যপ্রিয়া, গৌণী, গণেশ্বর নমস্কৃতা, সত্যভামা, সত্যসন্ধা, ত্রিসন্ধ্যা ও সন্ধিবর্জ্জিতা এই সকল নামে আহ্বান করিয়া থাকে।

সর্ব্ববাচ্যাশ্রয়া সাংখ্যা সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা।
অসংখ্যেয়াপ্রমেয়াখ্যা শূন্যশূদ্ধকুলোদ্ভবা॥

হে দেবি! তুমি সর্ব্ববাচ্যাশ্রয়া, সাংখ্যা, সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা, অসংখ্যেয়া, অপ্রমেয়া, শূন্যশুদ্ধকুলোদ্ভবা এই সকল নাম ধারণ কর।

বিন্দুনাথসমুৎপত্তিঃ শম্ভুরথা শশিপ্রভা।
পিশঙ্গাক্ষী মনোজ্ঞা চ অভেদা মধুসূদনী॥

হে দেবি! তুমি বিন্দুনাদসমুৎপত্তি, শম্ভুরথা, শশিপ্রভা, পিশঙ্গাক্ষী, মনোজ্ঞা, অভেদা ও মধুসূদনী নামে অভিহিত।

মহাশ্রীঃ শ্রীসমুৎপত্তিস্তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা।
ত্রিতত্ত্বমাতা ত্রিবিধা সুসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া॥

তুমি মহাশ্রী, শ্রীসমুৎপত্তি, তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা, ত্রিতত্ত্বমাতা, ত্রি[illegible]া ও সুসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া নামে কীর্ত্তিতা হইয়া থাক।

শান্তাতীতা মালাতীতা নির্ব্বিকারা নিরাশ্রয়া।
শিবাখ্যা চিত্তানিলপা শিবজ্ঞানস্বরূপিণী॥

হে দেবি! তুমি শান্তা, অতীতা, মালাতীতা, নির্ব্বিকারা, শিবাশ্রয়া, শিবাখ্যা, চিত্তানিলপা ও শিবজ্ঞানস্বরূপিণী এই সকল নামে অভিহিতা।

শ্রীকালী শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া ।
শ্রীধরা শ্রীকরী কল্যা শ্রীধরার্দ্ধশরীরিণী ॥

শ্রীকালী, শ্রীমতী, শ্রীশা, শ্রীনিবাসা, শিবপ্রিয়া, শ্রীধরা, শ্রীকরী, কল্যা ও শ্রীধরার্দ্ধশরীরিণী এই সকল নামে তুমিই কীর্তিত হইয়া থাক।

বরারোহানন্তদৃষ্টিরক্ষুদ্রা ধনদপ্রিয়া ।
দৈত্যসঙ্ঘনিহন্ত্রী চ সিংহিকা সিংহবাহনা ॥

হে দেবি ! তুমি বরারোহা, অনন্তদৃষ্টি, অক্ষুদ্রা, ধনদপ্রিয়া, দৈত্য-সংঘনিহন্ত্রী, সিংহিকা ও সিংহবাহিনী নামে অভিহিত।

ধাত্রীশা সুশ্রোণিশ্ছিন্নসংশয়া রসদা রমা ।
সুকীর্ত্তী রসজ্ঞা লোলহাসা চারুশরাসনা ॥

হে মাতঃ ! তুমি ধাত্রী, ঈশা, সুশ্রোণি, ছিন্নসংশয়া রসদা, রমা, সুকীর্ত্তি, রসজ্ঞা, লোলহাসা ও চারুশরাসনা নামে কীর্ত্তিত।

সুবর্চ্চলামৃতস্রবা নিত্যোদিতা স্বয়ংজ্যোতিঃ ।
বজ্রদন্তা বজ্রজিহ্বা উৎসুকামৃতজীবনী ॥

তুমি সুবর্চ্চলা, অমৃতস্রবা, নিত্যোদিতা, স্বয়ংজ্যোতি, বজ্রদন্তা, বজ্রজিহ্বা, উৎসুকা ও অমৃতজীবনী নামে পরিগণিত।

মঙ্গল্যা মঙ্গলামালা বৈদেহী বজ্রবিগ্রহা ।
গন্ধর্ব্বী করুণা চান্দ্রী নির্ম্মলা মলহারিণী ॥

হে দেবি ! তোমাকেই সকলে মঙ্গল্যা, মঙ্গলামালা, বৈদেহী, বজ্রবিগ্রহা, গন্ধর্ব্বী, করুণা, চান্দ্রী, নির্ম্মলা ও মলহারিণী বলিয়া কীর্ত্তন করে।

সৌদামিনী জনানন্দা কম্বলাশ্বতরপ্রিয়া ।
কর্ণিকারকরা কক্ষা ভ্রূকুটিকুটিলাননা ॥

। তুমি সৌদামিনী, জনানন্দা, কম্বলা, অশ্বতরপ্রিয়া, কর্ণিকাবক্ত্রা, কক্ষা ও ভ্রুকুটিকুটিলাননা নামে প্রথিত।

যুগন্ধরা যুগাবর্ত্তা কংসপ্রাণাপহারিণী ।
প্রত্যঙ্গদেবতা দিব্যা ত্রিসন্ধ্যা হর্ষবর্দ্ধিনী ॥

হে দেবি ! তুমি যুগন্ধরা ও যুগাবর্ত্তা নামে প্রথিত। তুমিই কংসের প্রাণবিনাশ কর, তুমি প্রত্যঙ্গদেবতা, তুমি দিব্যা তুমিই ত্রিসন্ধ্যা এবং তুমিই সকলের হর্ষবর্দ্ধিনী ।

শক্রাসনগতা শক্রী দিব্যগন্ধা দিবঃ পরা ।
ইষ্টা বিশিষ্টা সাধ্যা চ শিষ্টাশিষ্টপ্রপূজিতা ॥

তুমি শক্রাসনগতা অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাসনে সমাসীন থাক, তুমি শক্রী, তুমি দিব্যগন্ধা, তুমি স্বর্গেরও অতীত, তুমি ইষ্টা, বিশিষ্টা, সাধ্যা এবং শিষ্ট ও অশিষ্ট কর্ত্তৃক প্রপূজিতা ।

শতরূপা শতাবর্ত্তা বিনতা সুরভিঃ সুরা ।
সুরেন্দ্রমাতা সুদ্যুম্না সুষুম্না সূর্য্যসংস্থিতা ॥

হে দেবি ! তুমি শতরূপা, শতাবর্ত্তা, বিনতা, সুরভি, সুরা, সুরেন্দ্রমাতা, সুদ্যুম্না, সুষুম্না ও সূর্য্যসংস্থিতা নামে অভিহিত ।

সৎপ্রতিষ্ঠা সমীক্ষ্যা চ শিষ্টেষ্টা জ্ঞানপারগা ।
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবাহনা ॥

হে মাতঃ ! তুমি সৎপ্রতিষ্ঠা, সমীক্ষ্যা, শিষ্টেষ্টা, জ্ঞানপারগা, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা, ধর্ম্মজ্ঞা ও ধর্ম্মবাহনা বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিনির্ম্মাত্রী ধার্ম্মিকশিবদায়িনী ।
ধর্ম্মশক্তির্ধর্ম্মময়ী বিধর্ম্মা বিশ্বধর্ম্মিণী ॥

তোমা হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সৃজন হইয়াছে, তুমি ধার্ম্মিকজনের কল্যাণ

বিধান করিয়া থাক, তুমি ধর্ম্মশক্তিস্বরূপিণী, ধর্ম্মময়ী, ধর্ম্মের অতীত এবং তুমিই বিশ্বধর্ম্মিণী।

ধর্ম্মান্তরা ধর্ম্মপূর্ব্বা ধর্ম্মাত্মা চ ধনাবহা।
ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী নিবৃত্তির্ধর্ম্মগম্যা ধরাধরা॥

হে দেবি! তুমি ধর্ম্মান্তরা, ধর্ম্মপূর্ব্বা, ধর্ম্মাত্মা, ধনাবহা, ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী, নিবৃত্তি, ধর্ম্মগম্যা ও ধরাধরা নামে অভিহিত।

কপালীসকলামূর্ত্তিঃ কলাকলিতবিগ্রহা।
সর্ব্বশক্তিবিনির্ম্মুক্তা সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া॥

হে মাতঃ! তুমি কপালীসকলামূর্ত্তি, কলাকলিতবিগ্রহা, ও সর্ব্বশক্তি-বিনির্ম্মুক্তা ও সর্ব্বশক্তির আশ্রয়ের আশ্রয়।

সর্ব্বা সর্ব্বেশ্বরী সূক্ষ্মা সূক্ষ্মজ্ঞানস্বরূপিণী।
প্রধানপুরুষেশানা মহাদেবৈকসাক্ষিণী॥

তুমি সর্ব্বা, তুমি সর্ব্বেশ্বরী, তুমি সূক্ষ্মা, তুমি জ্ঞানস্বরূপিণী, তুমি প্রধান পুরুষের ঈশ্বরী এবং মহাদেবের সাক্ষীস্বরূপা।

সদাশিবা বিয়ন্মূর্ত্তির্বেদমূর্ত্তিরমূর্ত্তিগা।
ত্বমেব পরমং ব্রহ্ম মহজ্জ্যোতির্নিরঞ্জনং॥

হে দেবি! তুমি সদাশিবা, বিয়ন্মূর্ত্তি, বেদমূর্ত্তি, অমূর্ত্তিগা এই সকল নামে অভিহিত। তুমিই নিরঞ্জন মহাজ্যোতিঃস্বরূপ পরম ব্রহ্ম।

কেচিদ্বদন্তি প্রকৃতিং কেচিচ্চ প্রকৃতেঃ পরাং।
শিবসংশ্রয়হেতুত্বাত্ত্বাং শিবামিতি কেচন॥

হে দেবি! কেহ কেহ তোমাকে প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করেন, কেহ কেহ

প্রকৃতির অতীত বলিয়া থাকেন এবং কেহ বা শিবের সংশ্রয় হেতু তোমাকে শিবা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

অবিদ্যা নিয়তির্ম্মায়া প্রধানং পুরুষো মহৎ।
ব্রহ্মেশৌ চ তথা বিষ্ণুর্জায়ন্তে ত্বত্ত এব হি॥

হে দেবি! অবিদ্যা, নিয়তি, মায়া, প্রধান, পুরুষ, মহৎ, ব্রহ্মা, ঈশ, বিষ্ণু ইহাঁরা সকলেই তোমা হইতে সমুৎপন্ন।

বিদিতাসি পরা শক্তিঃ সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিতা।
ত্বমেব জগতাং মাতা সর্ব্বভেদাশ্রয়াশ্রয়া॥

হে মাতঃ! তুমিই প্রসিদ্ধা পরমা শক্তি, তুমি সর্ব্বভেদশূন্যা, জগতের জননী এবং সর্ব্বভেদের আশ্রয়ের আশ্রয়।

ত্বয্যধিষ্ঠানহেতুত্বাদাদিদেবঃ সনাতনঃ।
সৃজতি পাতি লোকাংশ্চ অন্তে সংহরতে পুনঃ॥

তোমাকে অধিষ্ঠান করিয়াই সনাতন আদিদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও অন্তে ইহার সংহার সাধন করিতেছেন।

চিদানন্দময়ী দেবি স্বাত্মানন্দবিধায়িনী।
অক্ষরং পরমং ব্যোম সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥

হে দেবি! তুমি চিদানন্দময়ী, তোমার প্রসাদেই স্বাত্মানন্দ অনুভব হইয়া থাকে, তুমি অক্ষর পরম ব্যোম এবং তুমিই সর্ব্বগত সূক্ষ্ম শিব।

ত্বমেব পরমং ব্রহ্ম দেবেষু দেবেন্দ্রঃ স্মৃতঃ।
ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম ত্বং হি বলিনাং বাহুরেব চ॥

হে দেবি! তুমিই পরম ব্রহ্ম, তুমিই দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, তুমিই ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্ম এবং তুমিই বলবান্‌দিগের বাহুস্বরূপ।

হে দেবি! তুমি কমনীয়গণ কর্ত্তৃক আরাধ্যা, কোমলাঙ্গী ও কৃশোদরী। কারণরূপ অমৃত দ্বারা তোমার পরম সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, তুমি কারণানন্দসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক।

কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা।
কারণার্ণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী॥

হে দেবি! কারণানন্দজপ তোমার অতীব প্রীতিপ্রদ, কারণ দ্বারা অর্চ্চনা করিলে তুমি যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, তুমি নিরন্তর কারণরূপ সাগরে নিমগ্ন এবং তুমিই কারণব্রতপালিনী বলিয়া অভিহিত।

কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা।
কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া॥

হে শুভে! তোমার দেহ কস্তূরীগন্ধে আমোদিত, কস্তূরীতিলকে তোমার পরম শোভা সম্পাদন হয়, কস্তূরী দ্বারা তোমার পূজা হইয়া থাকে এবং তুমি কস্তূরীপূজকের প্রতি পরম প্রীত থাক।

কস্তূরীবনসঞ্চারা কস্তূরীমৃগতোষিণী।
কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা॥

তুমি কস্তূরীবনে বিহার করিয়া থাক, কস্তূরীমৃগে তোমার পরম সন্তোষ লাভ হয়, কস্তূরী ভোজনে তোমার প্রীতিলাভ হইয়া থাকে এবং তোমার দেহ কর্পূরচন্দনে সুচর্চ্চিত।

কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী।
কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া॥

হে দেবি! কর্পূর দ্বারা তোমার আনন্দ বর্দ্ধন হয়, তুমি কর্পূরামৃত পান করিয়া থাক, তুমি কর্পূরসাগরে স্নান কর এবং কর্পূরসাগরই তোমার আলয়।

কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজাপপরায়ণা ।
কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী ॥

কূর্চ্চবীজ জপ করিলে তোমার পরম প্রীতিলাভ হয়, তুমি কূর্চ্চবীজজপে নিরতা থাক । তুমি কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা ও কৌলিকপ্রিয়কারিণী বলিয়া অভিহিত ।

কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী ।
কাশীশ্বরী কষ্টহন্ত্রী কাশীশবরদায়িনী ॥

তুমি কুলাচারা, কৌতুকিনী, কুলমার্গপ্রদর্শিনী ও কাশীশ্বরী বলিয়া অভিহিত । তোমার প্রসাদেই কষ্ট দূর হইয়া থাকে এবং তুমিই কাশীশ্বরকে বর প্রদান কর ।

কাশীবাসপ্রিয়া নিত্যং কাশীসঞ্চরণা তথা ।
কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা ॥

তুমি কাশীবাসে পরম আনন্দলাভ করিয়া থাক, তুমি কাশীতে বিচরণ কর, কাশীশ্বর কর্তৃক তোমার সন্তোষ জন্মিয়া থাকে এবং তুমি কাশীশ্বরের মনোমোহিনী ।

কলমঞ্জীরচরণা ক্বণৎকাঞ্চীবিভূষণা ।
কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥

তোমার চরণে মনোহর মঞ্জরীধ্বনি শ্রুত হয়, তুমি শব্দায়মান কাঞ্চীদামে বিভূষিতা, কাঞ্চনাদ্রিই তোমার বাসস্থান এবং তুমি কাঞ্চনাচলকৌমুদী বলিয়া অভিহিতা ।

কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী ।
কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥

কামবীজজপে তোমার আনন্দলাভ হয়, তুমি কামবীজস্বরূপিণী, তোমার কৃপায় কুমতি বিনাশ হইয়া থাকে, তুমি কুলীনের দুঃখ দূর কর এবং তুমিই কুলকামিনী বলিয়া পরিচিত।

ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী।
ইত্যাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্ত্তিতং।
ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকং॥

তুমি ক্রীং হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্রবর্ণ দ্বারা কালকণ্টক বিনাশ করিয়া থাক। আদ্যাকালিকা দেবীর এই ককারকূটঘটিত শতনাম স্তোত্র কালীরূপস্বরূপ সন্দেহ নাই।

পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু কালিকাকৃতমানসঃ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু তস্য কালী প্রসীদতি॥

যে ব্যক্তি পূজাকালে কালিকাদেবীর প্রতি চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, আশু তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং কালিকাদেবী তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন।

বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ।
ধনবান্ কীর্ত্তিমান্ ভূয়াদ্দানশীলো দয়ান্বিতঃ।
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈর্মোদতে সাধকো ভুবি॥

যে ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞায় এই কালিকাস্তোত্র পাঠ করে, তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাভ হয়, সেই ব্যক্তি ধনবান্, কীর্ত্তিমান্, দানশীল, ও দয়ালু হয় এবং পুত্র পৌত্র সুখ ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে ধরাতলে অবস্থিতি করে।

ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মপঞ্চকসমন্বিতঃ।
পূজয়িত্বা মহাকালীমাদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীং।

পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ।
নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন॥

যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে অমাবস্যাতিথিতে নিশাভাগে মকারপঞ্চসমন্বিত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যাকালিকার অর্চ্চনা পূর্ব্বক এই শত নাম স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ কালীময় হয় এবং ত্রিভুবনে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না।

বিদ্যায়াং বাক্পতিঃ সাক্ষাদ্ধনে ধনপতির্ভবেৎ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে বলে চ পবনোপমঃ॥

সেই ব্যক্তি বিদ্যায় সাক্ষাৎ বাক্পতি, ধনে ধনপতি, গাম্ভীর্য্যে সাগর এবং বলে পবনের সদৃশ হয় সন্দেহ নাই।

তিগ্মাংশুরিব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শশিবৎ শুভদর্শনঃ।
রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ॥

সেই ব্যক্তি সহস্ররশ্মির ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য, চন্দ্রের ন্যায় শুভদর্শন এবং রূপে সাক্ষাৎ কামদেবতুল্য ও নারীগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই স্তব-প্রসাদে তাহার সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়।

যং যং কামং পুরস্কৃত্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ।
তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ॥

যে যে কামনা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করা যায়, আদ্যাকালিকার প্রসাদে সেই সেই কামনাই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে।
দস্যুগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাঘ্রাবৃতে তথা।

অরণ্যে প্রান্তরে দুর্গে গ্রহরাজভয়েঽপি বা।
জ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসংকুলে॥
ব্যালগ্রহাদিরোগে চ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
দুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদ্গতে।
বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাদ্যাং কালীং পরাৎপরাং।
যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ।
সর্ব্বাপদ্ভ্যো বিমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ॥

যুদ্ধে, রাজদ্বারে, দ্যূতক্রীড়ায়, প্রাণসঙ্কট বিপদে, দস্যু কর্তৃক আক্রমণে, গ্রামদাহে, সিংহব্যাঘ্রাদিপরিবৃত অরণ্যে, প্রান্তরে, দুর্গে, গ্রহরাজভয়ে, জ্বরদাহে, চিররোগে, মহারোগে, ব্যালগ্রহাদিপীড়ায়, দুঃস্বপ্নদর্শনে, দুস্তর জলে, বাতাদিবিপদ্গ্রস্ত তরণীতে যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া পরাৎপর আদ্যা মায়া কালিকাদেবীকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করে, সে সর্ব্বাপদ হইতে বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই।

ন পাপেভ্যো ভয়ং তস্য ন রোগেভ্যো ভয়ং ক্বচিৎ।
সর্ব্বত্র বিজয়স্তস্য ন কুত্রাপি পরাভবঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদ্গণাঃ॥

কি পাপ হইতে, কি রোগ হইতে তাহার কিছুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা নাই; সর্ব্বত্রই সেই ব্যক্তি বিজয়ী হইয়া থাকে, কুত্রাপি তাহার পরাভব হয় না। তাহাকে দর্শনমাত্র বিপদসমূহ দূরে পলায়ন করে।

স বক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্ব্বসম্পদাং।
স কর্ত্তা জাতিধর্ম্মাণাং জ্ঞাতীনাং প্রভুরেব সঃ॥

সেই ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে বক্তা, সর্ব্বসম্পত্তির ভোক্তা, জাতিধর্ম্মের কর্ত্তা ও জ্ঞাতীগণের প্রভু হয়।

বাণী তস্য বসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা গৃহে।
তন্নাম্না মানবাঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি সসম্ভ্রমাঃ ॥

সেই ব্যক্তির মুখে বাণী দেবী এবং গৃহে কমলা নিশ্চলা হইয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র মানবগণ সসম্ভ্রমে তাহাকে হইয়া প্রণাম করে।

দৃষ্ট্যা তস্য তৃণায়ন্তে হ্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
আদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনাম প্রকীর্ত্তিতং ॥

সেই ব্যক্তির দৃষ্টিমাত্র অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তৃণবৎ পরিগণিত হয়। এই আমি আদ্যাকালীর শতনামস্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা পুরশ্চর্য্যাস্য গীয়তে।
পুরস্ক্রিয়ান্বিতং স্তোত্রং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদং ॥

[illegible] অধ্যয়ন করিলেই এই স্তবের পুরশ্চরণ হইয়া থাকে। [illegible] দ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শতনামস্তুতিমিমাদ্যাকালীস্বরূপিণীং।
ভক্ত্যা বা শ্রদ্ধয়া দেবি সদাচারসমন্বিতঃ।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদপি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ স্তবরাজঃ।

হে দেবি! এই শতনামস্তোত্র আদ্যাকালিকাদেবীস্বরূপ সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সদাচারসমন্বিত হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহা পাঠ ও শ্রবণ করে অথবা পাঠ বা শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব ভবভয়বিনাশন।
শ্রুতং স্তোত্রং ময়া দেব কবচং বদ সাম্প্রতং॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! তোমার প্রসাদেই ভবভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। হে দেব! তোমার নিকট স্তব শ্রবণ করিলাম, অধুনা কবচ কীর্ত্তন কর।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ কবচং সুরদুর্ল্লভং।
তবৈব কবচং তত্তু শৃণু বক্ষ্যামি সাম্প্রতং॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! শ্রীমদাদ্যাকালিকার কবচ দেবগণেরও দুর্ল্লভ। উহা তোমারই কবচ। যাহা হউক, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দোনুষ্টুপ্ দেবতা চ আদ্যা কালী প্রকীর্ত্তিতা॥
মায়াবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃতা।
ক্রীং কীলকং কামসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

এই ত্রৈলোক্যবিজয় কবচের ঋষি শিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যা-কালিকা, বীজ হ্রীং, শক্তি শ্রীং, কীলক ক্রীং এবং কামনাসিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে।

হ্রীমাদ্যা মে শিরঃ পাতু শ্রীং কালী বদনং মম।
হৃদয়ং ক্রীং পরা শক্তিঃ পায়াৎ কণ্ঠং পরাৎপরা॥

হ্রীঁ আদ্যা আমার মস্তক রক্ষা করুন, শ্রীঁ কালী আমার মুখদেশ রক্ষা করুন, ক্রীং পরাশক্তি আমার হৃদয় রক্ষা করুন এবং পরাৎপরা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন্।

নেত্রে পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী।
ঘ্রাণং পাতু মহামায়া রসনাং সর্ব্বমঙ্গলা॥

জগদ্ধাত্রী আমার নেত্রদ্বয়, শঙ্করী কর্ণযুগল, মহামায়া নাসিকা এবং সর্ব্বমঙ্গলা আমার রসনা রক্ষা করুন্।

দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কপোলৌ কমলালয়া।
ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষেৎ চিবুকং চারুহাসিনী॥

কৌমারী আমার দন্তসমূহ, কমলালয়া কপোলদ্বয়, ক্ষমা ওষ্ঠ ও অধর এবং চারুহাসিনী আমার চিবুকের রক্ষা বিধান করুন্।

গ্রীবাং পায়াৎ কুলেশানী ককুৎ পাতু কৃপাময়ী।
দ্বৌ বাহূ বাহুদা রক্ষেৎ করৌ কৈবল্যদায়িনী॥

কুলেশানী আমার গ্রীবা, কৃপাময়ী আমার ককুৎ, বাহুদা বাহুযুগল এবং কৈবল্যদায়িনী আমার করদ্বয় রক্ষা করুন্।

স্কন্ধৌ কপর্দ্দিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী।
পার্শ্বে পায়াদপর্ণা মে কটিং মে কমঠাসনা॥

কপর্দ্দিনী আমার স্কন্ধদ্বয়, ত্রৈলোক্যতারিণী পৃষ্ঠদেশ, অপর্ণা পার্শ্বযুগল এবং কমঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন্।

নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী প্রজাস্থানং প্রভাবতী।
ঊরূ রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্ব্বতী॥

তুমি মহা, মাহেশ্বরী, সত্যা, মহাদেবী, নিরঞ্জনা, কাষ্ঠা, সর্ব্বান্তরস্থা, চিচ্ছক্তি ও অতিলালসা নামে অভিহিত।

নন্দা সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা জ্যোতিরূপামৃতাক্ষতা।
শান্তিঃ সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিরমৃতপ্রদা॥

হে দেবি! তুমি নন্দা, সর্ব্বাত্মিকা, বিদ্যা, জ্যোতিরূপা, অমৃতা, অক্ষতা, শান্তি, সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি ও অমৃতপ্রদা নামে পরিচিতা।

ব্যোমমূর্ত্তির্ব্যোমাধারা অচ্যুতা অমরা তথা।
অনাদির্নিধনামোঘা কারণাত্মা কুলাকুলা॥

হে দেবি! তুমি ব্যোমমূর্ত্তি, তুমি ব্যোমাধারা, তুমি অচ্যুতা, তুমি অমরা, তুমি অনাদি, তুমি নিধনা, তুমি অমোঘা, তুমি কারণাত্মা এবং তুমিই কুলাকুলা।

ঋভুঃ প্রমথজা নাভিরমৃতস্থাত্মসংশ্রয়া।
প্রাণেশ্বরপ্রিয়া মাতা মহামহিষনাশিনী॥

তুমি ঋভু, প্রমথজা, নাভি, অমৃতস্থা, আত্মসংশ্রয়া ও প্রাণেশ্বরপ্রিয়া নামে অভিহিত। তুমিই অখিলের জননী এবং তুমি মহামহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া মহামহিষনাশিনী নাম ধারণ করিয়াছ।

প্রাণেশ্বরী প্রাণরূপা প্রধানপুরুষেশ্বরী।
সর্ব্বশক্তিবলাকারা জ্যোৎস্না দ্যোর্মহিমাস্পদা॥

হে দেবি! তুমি প্রাণের ঈশ্বরী, তুমিই সকলের প্রাণস্বরূপ, তুমি প্রধান-পুরুষেরও ঈশ্বরী, তুমি সর্ব্বশক্তি ও বলের আকর, তুমিই জ্যোৎস্না, তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই মহিমার একমাত্র আস্পদ।

সর্ব্বকায়নিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূতেশ্বরেশ্বরী।
সংসারযোনিঃ সকলা সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা॥

হে দেবি! তুমি সর্ব্বকায়নিয়ন্ত্রী অর্থাৎ তুমিই অখিল জীবের দেহ রক্ষা করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী, তুমিই সংসারের একমাত্র কারণ, তুমি সকলা এবং সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

সংসারতরণী দেবি দুর্ব্বারা চ দুরাসদা।
দুর্নিরীক্ষ্যা প্রাণবিদ্যা প্রাণশক্তিশ্চ যোগিনী॥

হে দেবি! তুমিই সংসারসাগরের তরণীস্বরূপ, তুমি দুর্ব্বারা, দুরাসদা, দুর্নিরীক্ষ্যা, প্রাণবিদ্যা, প্রাণশক্তি ও যোগিনী।

মূলপ্রকৃতিরনাদ্যা চ দুর্দ্ধর্ষা পরমাকুলা।
অনন্তবিভবা দেবি মহাবিভূতিকা তথা॥

হে দেবি! তুমিই মূলপ্রকৃতি, তোমার আদি নাই, তুমি দুর্দ্ধর্ষা অর্থাৎ কেহই তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে, তুমি পরমাকুলা, তোমার বিভবের ইয়ত্তা নাই। হে দেবি! তুমিই মহাবিভূতিস্বরূপ।

দুরত্যয়া সুদুর্ব্বাচ্যা সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
অনন্তবিভবা দেবি পরমাদ্যাপকর্ষিণী॥

হে দেবি! তুমি দুরত্যয়া অর্থাৎ তোমার তত্ত্ব বোধগম্য করা দুরূহ, তুমি সুদুর্ব্বাচ্যা, অর্থাৎ তোমার মহিমা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তোমা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, তোমার বিভবের অন্ত নাই এবং তুমিই পরমা আদ্যা সনাতনী সন্দেহ নাই।

শব্দযোনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা।
অনাদিরব্যক্তগুহা মহানন্দা সনাতনী॥

হে দেবি! তুমিই শব্দের একমাত্র উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ তোমা হইতেই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি স্বয়ং শব্দময়ী, তুমি নাদাখ্যা, নাদবিগ্রহা, অনাদি, অব্যক্তগুহা, মহানন্দা ও সনাতনী বলিয়া অভিহিত।

আকাশযোনির্যোগস্থা মায়া যোগেশ্বরেশ্বরী।
মহামায়া সুদুষ্পারা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥

তুমি আকাশযোনি অর্থাৎ তোমা হইতেই আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি যোগে অধিষ্ঠিত থাক, তুমিই মায়া নামে অভিহিত, তুমি যোগেশ্বরেরও ঈশ্বরী। তুমি মহামায়া, সুদুষ্পারা, মূল প্রকৃতি ও সর্ব্বেশ্বরী।

প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুষাত্মিকা।
পুরাণা চিন্ময়ী মাতরাদিপুরুষরূপিণী॥

হে মাতঃ! তুমি প্রধানপুরুষের অতীত, তুমিই প্রধান পুরুষের আত্মা-স্বরূপ, তুমি পুরাতনী, তুমি চিন্ময়ী এবং তুমিই আদিপুরুষস্বরূপ।

ভুতান্তরস্থা কূটস্থা মহাপুরুষসংজ্ঞিতা।
জন্মমৃত্যুজরাতীতা সর্ব্বশক্তিসমুদ্ভবা॥

হে জননি! তুমি ভূতান্তরস্থা অর্থাৎ তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিয়া থাক, তুমি কূটস্থা, তুমিই মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ, জন্ম মৃত্যু ও জরা তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে, তোমা হইতেই সর্ব্বশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্যাপিনী অনবচ্ছিন্না প্রধানানুপ্রবেশিনী।
ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিরব্যক্তলক্ষণা মলবর্জ্জিতা॥

হে দেবি! তুমি ব্যাপিনী অর্থাৎ তুমি অখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছ। তুমি অনবচ্ছিন্না, তুমি প্রধানপুরুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাক। তুমিই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, তুমি অব্যক্তলক্ষণা অর্থাৎ তোমার প্রকৃত লক্ষণ কেহই দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ নহে এবং তুমি সর্ব্বপ্রকার মলশূন্য।

অনাদিমায়াসংভিন্না ত্রিতত্ত্বা প্রকৃতিগ্রহা।
মহামায়াসমুৎপন্না তামসী পৌরুষী ধ্রুবা॥

তুমি অনাদি মায়া দ্বারা সংভিন্ন, তুমি ত্রিতত্ত্বা, তুমিই প্রকৃতিরূপিণী, তুমিই মহামায়া হইতে সমুৎপন্ন অর্থাৎ তুমিই মহামায়াস্বরূপ, এবং তুমিই তামসী, পৌরুষী ও ধ্রুবা।

ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা কৃষ্ণা রক্তাকৃষ্ণা প্রসূতিকা।
অকার্য্যকার্য্যজননী নিত্যপ্রসবধর্ম্মিণী॥

তুমি ব্যক্তা অথচ অব্যক্তাত্মস্বরূপিণী, তুমিই কৃষ্ণা, তুমিই রক্তবর্ণা, তুমি শুভ্রা এবং তুমিই প্রসূতি অর্থাৎ তোমা হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়। কি অকার্য্য কি কার্য্য তুমিই সকলের উৎপাদিকা! তুমি নিত্য প্রসবধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ তোমা হইতেই অহরহ ব্রহ্মাণ্ডপদার্থের উদ্ভব হইতেছে।

সর্গপ্রলয়নির্ম্মুক্তা সৃষ্টিস্থিত্যন্তধর্ম্মিণী।
ব্রহ্মগর্ভা চতুর্বিংশা পদ্মনাভাচ্যুতাত্মিকা॥

হে মাতঃ! তুমি সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় তোমাকে বাধ্য করিতে সমর্থ নহে; তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারধর্ম্মিণী অর্থাৎ তোমা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন ও অন্তকালে সংহার সাধন হইতেছে; তুমি ব্রহ্মগর্ভা অর্থাৎ তোমা হইতেই ব্রহ্মের উদ্ভব হইয়াছে; তুমি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বস্বরূপ, তুমি পদ্মনাভা ও অচ্যুতাত্মস্বরূপিণী।

বৈদ্যুতী নিত্যযোনিস্ত্বং জগন্মাতেশ্বরপ্রিয়া।
সর্ব্বাধারা মহারূপা সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতা॥

তুমি বিদ্যুন্ময়ী, নিত্যযোনি, জগজ্জননী ও ঈশ্বরপ্রিয়া। তুমি সকলের আধারস্বরূপ, তুমি মহারূপা এবং তুমি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্না সন্দেহ নাই।

বিশ্বরূপা মহাগর্ভা বিশ্বেশেচ্ছানুবর্ত্তিনী।
মহীয়সী ব্রহ্মযোনির্মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা॥

তুমি বিশ্বরূপিণী, মহাগর্ভা, বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী, মহীয়সী, ব্রহ্মযোনি ও মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা।

মহামানসমধ্যস্থা মহানিদ্রাত্মহেতুকা।
সর্ব্বসাধারণী সূক্ষ্মা অবিদ্যা পরমার্থিকা॥

হে দেবি! তুমি মহামানসমধ্যে অবস্থিতা, তুমি মহানিদ্রাস্বরূপিণী, তুমি পরমাত্মার কারণ, সর্ব্বসাধারণী, সূক্ষ্মা, অবিদ্যা ও পরমার্থিকা।

অনন্তরূপানন্তস্থা দেবি পুরুষমোহিনী।
অনেকাকারসংস্থা চ গুণত্রয়বিবর্জ্জিতা॥

তুমি অনন্তরূপিণী, তুমি অনন্তোপরি অবস্থিতা, তুমি পুরুষমোহিনী, তুমি নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া থাক এবং তুমি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত।

ব্রহ্মমূর্ত্তির্হরেমূর্ত্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ ত্বমেব জননী পরা॥

হে দেবি! তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু এবং তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাত্মস্বরূপ। হে জননি! তুমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের জননী।

ব্যক্তা প্রমথজা ব্রাহ্মী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া।
বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যধর্ম্মাত্মা মহতী ব্রহ্মরূপিণী॥

হে দেবি! তুমি ব্যক্তা, প্রমথজা, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মাখ্যা, ব্রহ্মসংশ্রয়া, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যধর্ম্মিণী, মহতী ও ব্রহ্মরূপিণী॥

ব্রহ্মমূর্ত্তির্হৃদিস্থা চ অজযোনিঃ স্বয়ম্ভবা।
ঈশ্বরী সর্ব্বাণী চৈব মানসী তত্ত্বসম্ভবা॥

তুমি ব্রহ্মমূর্ত্তি, সকলের হৃদয়স্থা, পদ্মযোনি, স্বয়ং সম্ভূতা, ঈশ্বরী, সর্ব্বাণী, মানসী ও তত্ত্বসম্ভূতা বলিয়া অভিহিতা।

ভবানী রুদ্রাণী দেবি শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
মহেশ্বরসমুৎপন্না ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥

হে দেবি! তুমি ভবানী, তুমি রুদ্রাণী, তুমি শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গহারিণী এবং তুমিই মহেশ্বরসমুৎপন্না বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। হে দেবি! তুমি ভুক্তি ও মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাক।

মহালক্ষ্মী অম্বিকা চ সর্ব্ববন্দ্যা সর্ব্বেশ্বরী।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা নিত্যমুদিতমানসা।

হে দেবি! তুমিই মহালক্ষ্মী, তুমি অম্বিকা, তুমি সকলের বন্দনীয়, সকলের ঈশ্বরী এবং ব্রহ্মা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্তুত। হে দেবি! তুমি নিরন্তর প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করিয়া থাক।

ঈশ্বরার্দ্ধাসনগতা শঙ্করেচ্ছানুবর্ত্তিনী।
সর্ব্বার্ত্তিসমুদ্রপরিশোষিণী পদ্মধারিণী ॥

হে দেবি! তুমি ঈশ্বরের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার অর্দ্ধাসন হরণ করিয়াছ; তুমি শঙ্করের ইচ্ছানুগামিনী হইয়া থাক। তুমি পদ্মধারিণী এবং তোমার প্রসাদেই সকলের দুঃখরূপ সমুদ্র শোষণ হইয়া থাকে।

মহেশ্বররতা দেবি পার্ব্বতী শৈলদুহিতা।
সক্তদ্বিভাতা গুণাঢ্যা পরানন্দপ্রদায়িনী ॥

হে দেবি! তুমি নিরন্তর শঙ্করের প্রতি আসক্তা থাক, তুমিই শৈলদুহিতা পার্ব্বতী নামে পরিচিত, তুমি সক্তদ্বিভাতা ও গুণসম্পন্না। হে দেবি! তোমার প্রসাদেই পরমানন্দলাভ হইয়া থাকে।

যোগজ্ঞা সাবিত্রী যোগ্যা জ্ঞানমূর্ত্তিবিকাশিনী।
কমলা শ্রীর্লক্ষ্মী গঙ্গা অনন্তোরসি সংস্থিতা ॥

হে দেবি! তুমিই যোগজা, সাবিত্রী, যোগ্যা, কমলা, শ্রী, লক্ষ্মী ও গঙ্গা নামে পরিকীর্ত্তিত। তুমি জ্ঞানময়ী মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হও, তুমি অনন্তের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিয়া থাক।

সরোজনিলয়া যোগনিদ্রাসুরবিমর্দ্দিনী।
সরস্বতী সর্ব্ববিদ্যা জগজ্জ্যেষ্ঠা সুমঙ্গলা॥

তুমি সরোজবাসিনী, তুমিই যোগনিদ্রা, তুমি অসুরগণকে বিমর্দ্দন করিয়া থাক এবং তুমিই সরস্বতী, সর্ব্ববিদ্যা, জগজ্জ্যেষ্ঠা ও সুমঙ্গলা নামে পরিকীর্ত্তিত।

বাগ্‌দেবী বরদা বাচ্যা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বার্থসাধিকা।
যোগেশ্বরী ব্রহ্মবিদ্যা মহাবিদ্যা সুশোভনা॥

তুমি বাগ্‌দেবী, বরদা, বাচ্যা, কীর্ত্তি, সর্ব্বার্থসাধিকা, যোগেশ্বরী, ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা ও সুশোভনা নামে পরিগণিতা।

গুহ্যবিদ্যাত্মবিদ্যা চ ধর্ম্মবিদ্যাত্মভাবিতা।
স্বাহা বিশ্বম্ভরা সিদ্ধিঃ স্বধা মেধা ধৃতিঃ শ্রুতিঃ॥

হে দেবি! তুমিই গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা ও ধর্ম্মবিদ্যাস্বরূপা। তুমি আত্মভাবিতা এবং তুমিই স্বাহা, স্বধা, সিদ্ধি, মেধা, ধৃতি, শ্রুতি ও বিশ্বম্ভরা নামে প্রথিত।

সুনীতিঃ সুকৃতির্নীতির্মাধবী নরবাহিনী।
পূজ্যা বিভাবতী সৌম্যা ভোগিনী ভোগশায়িনী॥

তুমি সুনীতি, সুকৃতি, নীতি, মাধবী, নরবাহিনী, পূজ্যা, বিভাবতী, সৌম্যা, ভোগিনী ও ভোগশায়িনী এই সকল নাম ধারণ করিয়াছ।

শোভা শঙ্করী লোলা চ মালিনী পরমেষ্ঠিনী।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী রম্যা সুন্দরী কামচারিণী॥

তুমিই শোভা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে কিছু শোভা দৃষ্ট হয়, তুমি তৎস্বরূপিণী সন্দেহ নাই। তুমি শঙ্করী, তুমি চঞ্চলা, তুমি মালিনী অর্থাৎ দিব্য মাল্যধারিণী, তুমি পরমেষ্ঠিনী, তুমি ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কান্তিমতী, তুমি রম্যা, সুন্দরী ও কামচারিণী।

মহানুভাবা সত্ত্বস্থা মহামহিষমর্দ্দিনী।
পদ্মনাভা পাপহরা বিচিত্রমুকুটাঙ্গদা॥

তুমি মহানুভাবা অর্থাৎ তোমার হৃদ্‌গত অনুভব অতীব মহৎ, তুমি সত্ত্বস্থা অর্থাৎ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তুমি মহামহিষমর্দ্দিনী, তুমি পদ্মনাভা ও পাপবিনাশিনী। তোমার শিরোপরি বিচিত্র মুকুট ও বাহুদেশে অঙ্গদ বিরাজমান রহিয়াছে।

কান্তা চিত্রাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।
হংসাখ্যা ব্যোমনিলয়া জগৎসৃষ্টিবিবর্দ্ধিনী॥

তুমি কান্তা অর্থাৎ তোমার রূপ অতীব কমনীয়, তোমার পরিধান বিচিত্র অম্বর, তুমি দিব্য আভরণে বিভূষিতা রহিয়াছ, তুমিই হংসবীজস্বরূপিণী, শূন্যমার্গ তোমার নিলয় এবং তোমা হইতেই জগতের সৃষ্টিবর্দ্ধন হইতেছে।

নিয়ন্ত্রী যন্ত্রমধ্যস্থা নন্দিনী ভদ্রকালিকা।
আদিত্যবর্ণা কৌবেরী ময়ূরবরবাহনা॥

তুমি বিশ্বস্থ ভূতগ্রামের নিয়ন্ত্রী, তুমি যন্ত্রমধ্যস্থা, নন্দিনী, ও ভদ্রকালী নামে অভিহিত। তোমার বর্ণ আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, তুমি কৌবেরী ও ময়ূরবরবাহনে অধিষ্ঠিতা।

বৃষাসনগতা গৌরী মহাকালী সুরার্চ্চিতা।
অদিতির্নিয়তা রৌদ্রা পদ্মগর্ভা বিবাহনা॥

হে দেবি! তুমি বৃষাসনে অধিষ্ঠান করিয়া থাক; তুমিই গৌরী ও তুমিই

মহাকালী; দেবগণ তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং তুমিই অদিতি, নিয়তা, রৌদ্রী, পদ্মগর্ভা ও বিবাহনা নামে পরিকীর্ত্তিত।

বিরূপাক্ষী লেলিহানা মহাসুরবিনাশিনী।
মহাকলানবদ্যাঙ্গী কামরূপা বিভাবরী॥

হে মাতঃ! তুমি বিরূপাক্ষী, লেলিহানা, মহাকলা, অনবদ্যাঙ্গী, কামরূপা ও বিভাবরী নামে অভিহিতা হও। তুমি অসংখ্য অসংখ্য মহাসুরের নিপাত-সাধন করিয়াছ।

বিচিত্ররত্নমুকুটা প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জনী।
কৌশিকী কর্ষণী রাত্রিস্ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী॥

হে দেবি! তোমার মস্তকে বিচিত্র রত্নমুকুট বিরাজিত রহিয়াছে, তুমি প্রণতজনের দুঃখবিদূরণ করিয়া থাক, তুমি কৌশিকী ও কর্ষণী নামে অভিহিত; তুমিই রাত্রিস্বরূপা, তোমার প্রসাদেই ত্রিদশগণের দুঃখবিনাশ হইয়া থাকে।

বহুরূপা সুরূপা চ বিরূপা রূপবর্জ্জিতা।
ভক্তার্ত্তিশমনী ভব্যা ভবতাপবিনাশিনী॥

তুমি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক, তুমি কখন সুরূপা, কখন বিরূপা এবং কখন বা রূপহীন হইয়া থাক; তুমি কল্যাণকারিণী ও ভবতাপবিধ্বংসিনী সন্দেহ নাই।

নির্গুণা নিত্যবিভবা নিঃসারা নিরপত্রপা।
তপস্বিনী সামগীতির্ভবাঙ্কনিলয়ালয়া॥

হে দেবি! তুমি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অতীত, তুমি নিত্য-বিভবা অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিভবসম্পন্না, তুমি নিঃসারা, নিরপত্রপা, তপস্বিনী ও সামগীতিস্বরূপিণী। তুমি শঙ্করের অঙ্কে অবস্থান করিয়া থাক, কোন কালেও তোমার লয় নাই।

দীক্ষা বিদ্যাধরী দীপ্তা মহেন্দ্রবিনিপাতিনী।
সর্ব্বাতিশায়িনী বিশ্বা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥

তুমিই দীক্ষাস্বরূপা, তুমি বিদ্যাধরী, তুমি দীপ্তা অর্থাৎ সর্ব্বদা দীপ্তিসম্পন্না, তুমি মহেন্দ্রবিনিপাতিনী অর্থাৎ তোমা হইতেই যথাকালে ইন্দ্রের পতন হইয়া থাকে, তুমি সকলকে অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থিত, তুমি বিশ্বা ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।

অকলঙ্কা নিরাধারা নিত্যসিদ্ধা নিরাময়া।
কামধেনুর্ব্বৃহদ্গর্ভা ধীমতী মোহনাশিনী॥

তুমি অকলঙ্কা অর্থাৎ তোমাতে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক নাই; তুমি নিরাধারা অর্থাৎ তোমার আধার কেহই হইতে পারে না, তুমিই সকলের আধার; তুমি নিত্যসিদ্ধা, নিরাময়া, কামধেনুস্বরূপিণী, বৃহদ্গর্ভা, ধীমতী ও মোহবিনাশিনী।

নিঃসংকল্পা নিরাতঙ্কা বিনয়া বিনয়প্রিয়া।
জ্বালামালা সহস্রাদ্যা দেবদেবী মনোন্মনী॥

তুমি নিঃসঙ্কল্পা অর্থাৎ তোমার অন্তর বাসনাশূন্য, তুমি নিরাতঙ্কা অর্থাৎ তোমার হৃদয়ে আতঙ্কের লেশমাত্রও নাই, তুমি বিনয়া, বিনয়প্রিয়া, জ্বালামালা, সহস্রাদ্যা, দেবদেবী ও মনোন্মনী বলিয়া অভিহিত।

মহাভাগ্যবতী দুর্গা বাসুদেবসমুদ্ভবা।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী ভক্তিগম্যা পরা বরা॥

তুমি মহাভাগ্যবতী, তুমি দুর্গা নামে পরিকীর্ত্তিত, তোমা হইতেই বাসুদেবের উদ্ভব হইয়াছে, তুমিই মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের ভগিনীরূপে অবতীর্ণা হইয়া থাক, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তোমাকে লাভ করা যায়, তুমি সকলেরই শ্রেষ্ঠ ও সকলের অতীত।

চিন্তাজ্ঞেয়া জরাতীতা বেদান্তবিষয়া গতিঃ।
দক্ষিণা যজ্ঞদীক্ষা চ সর্ব্বভূতনমস্কৃতা॥

তুমি মনের দুর্জ্ঞেয়, জরার অতীত, বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং তুমিই অখিলের একমাত্র গতিস্বরূপ। তুমিই দক্ষিণা, তুমিই যজ্ঞের দীক্ষা। তুমি সর্ব্বভূত কর্ত্তৃক নমস্কৃত।

যোগমায়া বিভাগজ্ঞা মহামোহা গরীয়সী।
সন্ধ্যা সর্ব্বসমুদ্ভূতির্ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়া শুভা॥

তুমি যোগমায়া, বিভাগজ্ঞা, মহামোহা, গরীয়সী ও সন্ধ্যা নামে অভিহিত। তোমা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই ব্রহ্মবিদ্যার একমাত্র আশ্রয় ও কল্যাণকারিণী।

ক্ষান্তিঃ প্রজ্ঞা সম্বিৎ চিত্তির্মহাশক্তির্মহামতিঃ।
বিকৃতিঃ শাঙ্করী শান্তির্মহাভোগীন্দ্রশায়িনী॥

হে দেবি! তুমি ক্ষান্তি, তুমি প্রজ্ঞা, তুমি সম্বিৎ, তুমি চিত্তি, তুমি মহাশক্তি, তুমি মহামতি, তুমি বিকৃতি, তুমি শাঙ্করী, তুমি শান্তিএবং তুমিই মহাভোগীন্দ্রোপরি শয়ন করিয়া থাক।

বৈশ্বানরী মহালক্ষ্মীর্গণগন্ধর্ব্বসেবিতা।
মহারাত্রিঃ শিবানন্দা মহাসেনা গুহপ্রিয়া॥

হে মাতঃ! তুমি বৈশ্বানরী, মহালক্ষ্মী, মহারাত্রি, শিবানন্দা, মহাসেনা ও গুহপ্রিয়া নামে প্রথিত। প্রমথগণ ও গন্ধর্ব্বেরা নিরন্তর তোমার সেবা করিয়া থাকে।

ঈড্যা পূজ্যা জগদ্ধাত্রী শচী দুঃস্বপ্ননাশিনী।
গুহাম্বিকা হব্যবাহা দুর্ব্বিজ্ঞেয়া সুরূপিণী॥

হে দেবি! তুমি সকলের স্তত্য ও পূজ্য; তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি শচী-স্বরূপা, তোমার কৃপায় দুঃস্বপ্ন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তুমি গুহা, অম্বিকা, হব্যবাহা, দুর্ব্বিনেয়া ও স্বরূপিণী নামে অভিহিত।

মরুৎসুতানন্তরাগা হব্যবাহসমুদ্ভবা।
জগন্মাতা জন্মমৃত্যুজরাতিগা তরস্বিনী ॥

তুমি মরুৎসুতা, অনন্তরাগা, হব্যবাহসমুদ্ভবা, জগন্মাতা ও তরস্বিনী বলিয়া বিখ্যাত; তুমি জন্ম, মৃত্যু ও জরাকে অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছ।

বুদ্ধিমাতা বুদ্ধিমতী পুরুষান্তরবাসিনী।
সমাধিস্থা ত্রিনেত্রা চ সর্ব্বভূতহৃদি স্থিতা ॥

তুমি বুদ্ধির জননী অর্থাৎ তোমা হইতেই বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি বুদ্ধিমতী, পুরুষান্তরবাসিনী, সমাধিস্থিতা, ত্রিনয়না ও সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা।

সংসারতারিণী বিদ্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোরমা।
ব্রহ্মাণী বৃহতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মভূতা হিরণ্ময়ী ॥

হে মাতঃ! তুমিই লোকসকলকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাক, তুমি বিদ্যাস্বরূপিণী, সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোরমা, ব্রহ্মাণী, বৃহতী, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মভূতা ও হিরণ্ময়ী।

সুমালিনী সুরূপা চ সংসারপরিবর্ত্তিকা।
উন্মীলনী সুসৌম্যা চ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণী ॥

হে দেবি! তুমি সুমালিনী, সুরূপা, উন্মীলনী, সুসৌম্যা ও সর্ব্বপ্রত্যয়-সাক্ষিণী। তোমা দ্বারাই অহরহঃ সংসারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।

তত্ত্বশুদ্ধিকরী শুদ্ধির্ভাবিনী হারিণী প্রভা।
জগৎপ্রিয়া চন্দ্রবদনা তাণ্ডবাসক্তমানসা ॥

তুমিই তত্ত্বশুদ্ধি করিয়া থাক, তুমিই শুদ্ধিস্বরূপা, তুমি ভাবিনী, হারিণী, প্রভা, জগৎপ্রিয়া ও চন্দ্রবদনা নামে পরিচিত। হে দেবি! তোমার চিত্ত নিরন্তর তাণ্ডবে সমাসক্ত।

জগন্মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিশ্চ মলত্রয়বিনাশিনী।
নিরাহারা চন্দ্রহস্তা নিরাশ্রয়ামৃতাশ্রয়া॥

হে মাতঃ! তুমি জগন্মূর্ত্তি অর্থাৎ এই জগৎ তোমারই মূর্ত্তিভেদ, তুমি ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনরূপে বিরাজ করিয়া থাক, তোমার কৃপাতেই মলত্রয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তুমি নিরাহারা অর্থাৎ তুমি কিছুমাত্র ভোজন কর না, তুমি চন্দ্রহস্তা, তুমি কিছুই আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিত নহেঁ, এবং অমৃত তোমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

পরাবরবিধানজ্ঞা মহাপুরুষপূর্ব্বজা।
বিচিত্রাক্ষী স্রগ্বিণী চ বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া শুভা॥

হে দেবি! তুমি পরাবরবিধান বিদিত আছ, তুমি মহাপুরুষের আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার নয়ন বিচিত্র, তুমি মাল্যধারিণী এবং বিশ্বেশ্বরের প্রিয়তমা।

বিদ্যাধরী সহস্রাক্ষী বিদ্যুজ্জিহ্বা জিতাশ্রয়া।
সৌদামিনী সত্ত্বস্থা চ সহস্রবদনাত্মজা॥

হে মাতঃ! তুমি বিদ্যাধরী, তুমি সহস্রলোচনা, তুমি বিদ্যুজ্জিহ্বা, তুমি জিতাশ্রয়া, তুমিই সৌদামিনী, তুমি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিতা এবং তুমিই সহস্রবদনের আত্মজা বলিয়া পরিগণিত।

কালিনী মৃণ্ময়ী ব্যাপ্তা তেজস্বী পদ্মবোধিকা।
সহস্ররশ্মির্মান্যা চ মহাদেবমনোরমা॥

তুমি কালিনী, মৃণ্ময়ী, ব্যাপ্তা, তেজস্বী, পদ্মবোধিকা, সহস্ররশ্মি ও মান্যা নামে প্রথিত। তুমি মহাদেবের মনোবিমোহিনী প্রিয়তমা।

ব্যোমলক্ষ্মীঃ সিংহরথা চেকিতা শমিতপ্রভা।
মহামায়াশ্রয়া বীরেশ্বরী চ শোকনাশিনী ॥

তুমি ব্যোমলক্ষ্মী, সিংহরথা, চেকিতা, শমিতপ্রভা ও বীরেশ্বরী নামে প্রথিত; মহামায়া তোমাকে আশ্রয় পুর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি ভক্তের শোক বিনাশ করিয়া থাক।

বিমানস্থা বিশোকা চ নলিনী পদ্মভামিনী।
সদানন্দা সদাকীর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতাশ্রয়স্থিতা ॥

তুমি বিমানে অবস্থিত থাক, তোমাতে শোকের সম্ভাবনা নাই, তুমি নলিনী ও পদ্মভামিনী নামে প্রথিত, তুমি সদানন্দময়ী, তুমি সদাকীর্ত্তি এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয়ে সংস্থিত।

অনাহতা কুণ্ডলিনী ব্রহ্মকলা কলাতীতা।
বাগ্‌দেবতা ব্যোমশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ পরা গতিঃ ॥

হে দেবি! তুমিই অনাহতপদ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপিণী, তুমি ব্রহ্মকলা ও কলার অতীতা; তুমিই বাগ্‌দেবী, তুমিই ব্যোমশক্তি, তুমিই ক্রিয়াশক্তি এবং তুমি পরমা গতি।

জ্ঞানশক্তিস্তু ত্বং দেবি ক্ষোভিকা বন্ধিকা তথা।
ভেদ্যাভিন্না ভিন্নস্থানা ভেদাভেদবিবর্জ্জিতা ॥

হে জননি! তুমি জ্ঞানশক্তিরূপিণী, তুমি ক্ষোভিকা, বন্ধিকা, ভেদ্যা, অভিন্না, ভিন্নসংস্থানা ও তুমিই ভেদাভেদপরিবর্জ্জিতা।

গুহ্যশক্তির্গুণাতীতা বশিনী বংশহারিণী।
সকলা ভগিনী দেবি সর্ব্বদা সর্ব্বতোমুখী ॥

হে দেবি! তুমি গুহ্যশক্তিস্বরূপা, তুমি ত্রিগুণের অতীত, তুমি জিতে-

ক্রিয়া; তুমি বংশহারিণী, তুমি সম্পূর্ণা, ঐশ্বর্য্যশালিনী, সর্ব্বপ্রদায়িনী ও সর্ব্বতোমুখী।

প্রক্রিয়া যোগমাতা চ কালিকা কলিহারিণী।
বিশ্বেশ্বরেশ্বরী দেবি কমলাভা কলান্তরা॥

হে দেবি! তুমি প্রক্রিয়া, তুমি যোগমাতা, তুমি কালিকা, তুমি কলহনাশিনী, তুমি বিশ্বেশ্বরের ঈশ্বরী, তুমি পদ্মবর্ণা ও কলান্তররূপিণী।

পুষ্করিণী পুণ্যা ভোক্ত্রী পুরন্দরপুরঃসরা।
কপিলা পোষণী কান্তা পরমৈশ্চর্য্যভূতিদা॥

হে মাতঃ! তুমি পুষ্করিণী, পুণ্যা, ভোক্ত্রী, পুরন্দরপুরঃসরা, কপিলা পোষণী, কান্তা এই সকল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাক। হে দেবি! তোমার প্রসাদে পরম ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি লাভ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মোদয়া ভাগ্যবতী পরমার্থার্থনিগ্রহা।
মনোরমা মনোরম্যা যোগিজ্ঞেয়া মনোজবা॥

তুমি ধর্ম্মোদয়া অর্থাৎ ধর্ম্মময় হইয়াই তোমার উদয় হইয়াছে, তুমি ভাগ্যবতী, তুমি পরমার্থস্বরূপিণী, তুমি অর্থনিগ্রহা অর্থাৎ অর্থ তোমাকে বশীভূত করিতে পারে না, বরং অর্থ তোমার নিকট বশীভূত হইয়াছে। তুমি মনোরমা, মনোরম্যা, তুমি যোগীজনের জ্ঞেয় এবং মনের ন্যায় বেগবতী।

বেদশক্তির্বেদমাতা তাপসী বেদরূপিণী।
যোগেশ্বরেশ্বরী মায়া বেদবিদ্যাপ্রকাশিনী॥

হে দেবি! তুমি বেদশক্তিস্বরূপা, তুমি বেদজননী, তুমি বেদস্বরূপিণী তুমি তাপসী, তুমি যোগেশ্বরেরও ঈশ্বরী, তুমি মায়া এবং তোমা হইতে বেদবিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বাবস্থা বিয়ন্মূর্ত্তির্মহাশক্তির্মনোময়ী।
কিন্নরী সুরভী বিদ্যা বিদ্যুন্মালা বিহায়সী ॥

তুমি বিশ্বাবস্থা, বিয়ন্মূর্ত্তি, মহাশক্তি, মনোময়ী, কিন্নরী, সুরভী, বিদ্যা, বিদ্যুন্মালা, ও বিহায়সী নামে অভিহিত।

ভারতী পরমানন্দা বন্দিনী নন্দবল্লভা।
সর্ব্বপ্রহরণোপেতা পরাপরবিভেদিকা ॥

হে দেবি! তুমিই ভারতী অর্থাৎ তুমি বাণীস্বরূপা, তুমি পরমানন্দময়ী, তুমি সকলের বন্দনীয়, তুমি নন্দের প্রিয়া, তুমি সর্ব্বপ্রহরেণাপেতা অর্থাৎ যাবতীয় অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্রী এবং তুমিই পরাপরবিভেদিকা অর্থাৎ তুমিই পরাপর ভেদ করিয়া থাক।

অচিন্ত্যা অনন্তবিভবা কাম্যা কামেশ্বরেশ্বরী।
কুষ্মাণ্ডী ধনরত্নাঢ্যা ভুলেখা কনকপ্রভা ॥

হে দেবি! তুমি অচিন্তনীয়া, অনন্তবিভবা, কাম্যা, কামেশ্বরেশ্বরী, কুষ্মাণ্ডী, ধনরত্নাঢ্যা, ভুলেখা ও কনকপ্রভা নামে পরিকীর্ত্তিত।

ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতা সুগন্ধা গন্ধদায়িনী।
সুদুর্ল্লভা ধনাধ্যক্ষা ধনুষ্পাণিঃ শিবোদয়া ॥

তুমি ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতা, সুগন্ধপূর্ণা, গন্ধদায়িনী, সুদুর্ল্লভা, ধনাধ্যক্ষ, ধনুষ্পাণি ও শিবোদয়া।

শান্তিঃ প্রভাবতী দীপ্তির্ধন্যা পিঙ্গললোচনা।
আদ্যাভূঃ কমলোদ্ভূতা পঙ্কজায়তলোচনা ॥

তুমি শান্তিস্বরূপিণী, তুমি প্রভাবতী, তুমি দীপ্তি, তুমি ধন্যা, তুমি পিঙ্গললোচনা, তুমি আদ্যাভূ অর্থাৎ সকলের আদিতে তুমি অবতীর্ণা হইয়াছ, তুমি

কোন্ দেবতার সাধনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, হে প্রভো! যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্বমেব জগতাং মাতা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্বৎসমা দেবতা নাস্তি ত্বমেব প্রকৃতিঃ পরা॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! তুমিই জগতের মাতা, তুমিই সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ। তুমিই পরমা প্রকৃতি, তোমার সদৃশী দেবতা আর নাই।

তবৈবারাধনং দেবি আরাধনোত্তমং পরং।
ত্বং হি সিদ্ধীশ্বরী দেবি সর্ব্বসিদ্ধের্হি কারণং॥

হে দেবি! একমাত্র তোমার আরাধনাই প্রকৃত আরাধনা বলিয়া পরিগণিত। তুমিই সিদ্ধির ঈশ্বরী এবং তুমিই সর্ব্বসিদ্ধির একমাত্র কারণ।

মূর্ত্তিভেদেন দেবেশি মোহয়স্যখিলং জগৎ।
ব্যাপ্য তিষ্ঠসি সর্ব্বত্র তব মায়া দুরত্যয়া॥

হে দেবেশি! তুমি নানারূপ মূর্ত্তিভেদে অখিল জগৎকে বিমোহিত করিতেছ। তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত পূর্ব্বক অবস্থিত। তোমার মায়া অতীব দুরত্যয়া। কোন্ ব্যক্তি তোমার সেই মায়া বোধগম্য করিতে সমর্থ

দিশেৎ তস্মৈ প্রযত্নেন সমস্তযোগকর্ম্মাণি॥

হে মহাদেবি! গুরুদেব এই যোগীকে সর্ব্বযোগে অধিকারী জানিয়া প্রফুল্লচিত্তে যত্ন সহকারে সমস্ত যোগেরই উপদেশ দিবেন।

---

* গুপ্তচেষ্ট—যে ব্যক্তি সকল কর্ম্মই গোপনে সাধন করে।

হটযোগে ত্বধিকারী মধ্যসাধক এব হি।
অতীতে দ্বাদশে বর্ষে লয়যোগী ভবেৎ পুনঃ ॥

এই মধ্যসাধকই হটযোগে অধিকারী হইয়া থাকে অর্থাৎ গুরু তাহাকে হটযোগের উপদেশ দিবেন। তৎপরে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে সেই সাধক লয়যোগে অধিকারী হয়।

ইতি মধ্যসাধকলক্ষণং।

অধিমাত্রসাধকলক্ষণং।

স্থিরবুদ্ধিঃ স্বতন্ত্রশ্চ ক্ষমঃ সমাধিযোগেষু।
দয়ার্দ্রঃ সত্যভাষী চ বলবানাশয়ান্বিতঃ।
শূরঃ ক্ষমী সমাধৌ চ বিশ্বাসী গুরুপূজকঃ।
অধিমাত্রসাধকঃ স্যাৎ ষড়্ বর্ষে রাজযোগবিৎ ॥

যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, স্বাধীন, সমাধিযোগে সক্ষম, দয়ার্দ্র, সত্যবাদী, বলবান্, আশয়ান্বিত, শূর, ক্ষমাশীল, সমাধিতে বিশ্বাসযুক্ত, গুরুপূজাপরায়ণ, তাহাকেই অধিমাত্র সাধক কহে। এই সাধক ছয় বর্ষের মধ্যেই রাজযোগে অধিকারী হইয়া থাকে।

হটযোগঃ প্রদাতব্যো গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
সাঙ্গোপাঙ্গশ্চ হে দেবি ততো রাজযোগং দিশেৎ ॥

হে দেবি! গুরুদেব এই সাধককে যাবতীয় অঙ্গের সহিত হটযোগ প্রদান করিবেন এবং পরে অর্থাৎ ছয় বর্ষ অতীত হইলে রাজযোগের উপদেশ দিবেন।

ইতি অধিমাত্রসাধকলক্ষণং।

অধিমাত্রতমসাধকলক্ষণং।

উৎসাহী বীর্য্যবান্ শূরঃ শাস্ত্রজ্ঞো দিব্যবিগ্রহঃ।
শ্রুতিধরস্তথা মোহহীনো নবীনযৌবনঃ।

তুমি কদম্ববনে বিচরণ কর, কদম্বকাননে তোমার অবস্থিতি, কদম্বপুষ্পে তোমার পরম সন্তোষ জন্মে এবং তুমি কদম্বপুষ্পের মালা ধারণ কর।

কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী।
কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া॥

তুমি কিশোরবয়স্কা, কলকণ্ঠা ও কলনাদনিনাদিনী। তুমি কাদম্বরীপানে নিরত থাক এবং কাদম্বরী তোমার অতীব প্রীতিপদ।

কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী।
কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী॥

হে দেবি! তুমি কপালপাত্র ও কঙ্কালমাল্য ধারণ করিয়াছ, কমলাসনে তোমার পরম সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে এবং তুমি কমলাসনে অধিষ্ঠিত।

কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোহিনী।
কলহংসগতিঃ ক্লৈব্যনাশিনী কামরূপিণী॥

তুমি কমলালয়ের মধ্যে অবস্থিত, তুমি কমলামোদমোহিনী, তোমার গতি কলহংসের ন্যায়, তোমার প্রসাদেই ক্লৈব্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তুমি কামরূপিণী।

কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠনিবাসিনী॥
কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা॥

তুমি কামরূপকৃতাবাসা, কামপীঠনিবাসিনী, কমনীয়া, কল্পলতা ও কমনীয়-বিভূষণা নামে অভিহিতা হও।

কমনীয়গণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী।
কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা॥

হে দেবি! তুমি হ্রীং বীজস্বরূপা, তুমি কালী, তুমি শ্রীং স্বরূপিণী, তুমি করালী, তুমি ক্রীং স্বরূপা, তুমি কল্যাণী, তুমি কলাবতী ও কমলা, তোমা হই তেই কলির দর্প বিনাশ হইয়া থাকে এবং তুমিই কপর্দ্দীশের প্রতি কৃপাময়ী।

কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ।
কপর্দ্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা॥

তুমি কালিকা ও কালীমাতা নামে অভিহিতা। তোমার দ্যুতি কালাগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, তুমি কপর্দ্দিনী, করালাস্যা ও করুণামৃতের সাগর।

কৃপাময়ী কৃপাসারা কৃপাপারা কৃপাগমা।
কৃশা॰ .পিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী॥

তুমি কৃপাময়ী, কৃপাসারা, কৃপাপারা, কৃপাগমা, কৃশানু, কপিলা, কৃষ্ণা ও কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী নামে অভিহিতা।

কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী।
কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী॥

তুমি কালরাত্রি, কামরূপা, কামপাশবিমোচনী, কাদম্বিনী, কলাধারা, ও কলিকল্মষনাশিনী নামে পরিচিতা।

কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া।
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী॥

হে দেবি! কুমারীর পূজা করিলেই তোমার প্রীতিলাভ হইয়া থাকে, কুমারী-পূজকের গৃহেই তুমি অবস্থান কর, কুমারীকে ভোজন করাইলেই তোমার আনন্দ লাভ হয় এবং তুমি কুমারীরূপধারিণী সন্দেহ নাই।

কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী।
কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী॥

শ্রীসদাশিব উবাচ

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে কালীস্তোত্রমনুত্তমং ।
পঠনাৎ শ্রবণাদ্‌যস্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥

হে দেবি ! হে জগদ্বন্দ্যে ! অনুত্তম কালীস্তোত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্ব্বসিদ্ধির ঈশ্বর হওয়া যায় ।

অসৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বিবর্দ্ধনং ।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণং ॥

ইহার প্রসাদে অসৌভাগ্য দূর হয়, সুখ ও সম্পদ্ বৃদ্ধি হয়, অকালমৃত্যু বিনাশ পায় এবং সর্ব্বাপদ্ নিবারিত হইয়া থাকে স[illegible]

শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসান্নিধ্যকারণং ।
স্তবস্যাস্য প্রসাদেন ত্রিপুরারিরহং শিবে ॥

শ্রীমতী আদ্যাকালিকার এই স্তবপ্রসাদে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হইয়া থাকে । হে দেবি ! আমি এই স্তবের প্রসাদেই ত্রিপুর নিধন করিয়া ত্রিপুরারি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি ।

স্তোত্রস্যাস্য ঋষির্দ্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্‌দেবতাদ্যা কালিকা পরিকীর্ত্তিতা ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

হে দেবি ! এই স্তবের ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ এবং দেবতা আদ্যা কালিকা জানিবে এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ।

হ্রীং কালী শ্রীং করালী চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী ।
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা ॥

তন্নাম্নৈব মহাদেবি রচিতং তন্ত্রমুত্তমং ।
তদারাধনমেতস্মিন্ কীর্ত্তিতং পরমেশ্বরি ॥

হে মহাদেবি। তোমার সেই কালীনামেই এই অনুত্তম তন্ত্র রচিত হইয়াছে এবং এই তন্ত্রে তাহারই আরাধনা কীর্ত্তিত আছে সন্দেহ নাই।

গুহ্যাৎ গুহ্যতমং দেবি কালীসাধনমুত্তমং ।
ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং নপ্রকাশ্যং কদাচন ॥

হে দেবি। কালীসাধন গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। উহা কদাচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

শঠায় ভক্তিহীনায় দুর্জ্জনায় দুরাত্মনে ।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বরাননে ॥

হে বরাননে। যে ব্যক্তি শঠ, ভক্তিহীন দুর্জ্জন ও দুরাত্মা, তাহাকে কদাচ উহা প্রদান করিবে না।

সাধনঞ্চ মহাদেবি পরিশিষ্টে প্রকীর্ত্তিতং ।
স্তবঞ্চ কবচং ধ্যানং শৃণুষ্ব কমলাননে ॥

হে কমলাননে! কালীসাধন এই তন্ত্রের পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে। অধুনা তোমার নিকট কালীর স্তব কবচ ও ধ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

স্তবেন কবচেনাপি তথা ধ্যানেন সুন্দরি ।
আশু সিদ্ধিং লভেদ্ধীমান্ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

হে সুন্দরি! একমাত্র কালীর স্তব, কবচ ও ধ্যান দ্বারাই আশু সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি একান্ত অন্তরে কালীর স্তব ও কবচ পাঠ করে এবং তাঁহার রূপ ধ্যান করে, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, তাহার আর অন্য কোনরূপ সাধনার আবশ্যক করে না।